তারিখ: ১৭/১০/২০১৫
ভার্সন: ৫

এটার উপর এখনো কাজ চলছে।
পরবর্তি ভার্শনগুলো ডাউনলোড করবেন এখান থেকে: http://habibur.com/al-fitan.pdf

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১। কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য ফিতনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাঃ ও সাহাবীগনের হাদীস

(১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদা রাসূল সাঃ আমাদের নিয়ে একটু বেলা থাকতেই আসরের নামায আদায় করেন। অতঃপর সূর্য অস্ত ভাষণ দিলেন। উক্ত ভাষণে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার সমস্ত কিছুই বর্ণনা করেন। তাঁর সেই ভাষণটি যারা ভুলে যাওয়ার তারা ভুলে গিয়েছে।

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার সম্মুখে দুনিয়াকে উঁচু করে ধরলেন। অতঃপর দুনিয়াকে এবং তাতে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিষয়গুলো দেখছিলাম যেমন আমার দুই হাতের তালুগুলো দেখছি এটা হলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বিষয়, যা তিনি প্রকাশ করেছিলেন তার পূর্ববর্তি নবীগনকে।

(৩) হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সমস্ত ফিতনা সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশী অবগত। রাসূল সাঃ আমার নিকট সেই ফিতনা সম্পর্কে অনেক গোপন বিষয় আলোচনা করেছেন যা আমাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে বর্ণনা করেন্নি। কিন্তু একদিন রাসূল সাঃ এক মজলিসে আগমণ করলেন। এরপর ছোট বড় বহু ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। উল্লেখ্য ঐ মজলিসে যারা উপস্থিত ছিল আমি ছাড়া প্রত্যেকেই দুনিয়া থেকে চলে গেছেন।

(৪) হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, ঘোর অন্ধকার রাত্রির টুকরোর মত ফিতনা একের পর এক আসতেই থাকবে। তা তোমাদের কাছে গরুর চেহারার ন্যায় একই রকম মনে হবে। লোকেরা জানবেনা যে কোন টা কি কারণে হচ্ছে।

(৫) হযরত হুযাইফা বা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। এই ফিতনা গরুর ন্যায়। তাতে বহু মানুষ ধ্বংশ হবে। তবে যারা পূর্বেই এ সম্পর্কে অবগতি লাভ করবে তারা ধ্বংশ হবে না।

(৬) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, কিয়ামতের পূর্বে যখন যুগ পরস্পর নিকটে এসে যাবে তোমাদের কাছে কালো, বুড়ো ধরনের একটি উট এসে বসবে ফিতনার রূপ ধারণ করে। যেন মনে হবে সেটা অন্ধকারে ছেয়ে যাওয়া রাত্রের একটি টুকরা।

(৭) র্কুয ইবনে আল্কামা খুযায়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে এক লোক জানতে চাইল ইসলামের কি কোনো শেষ রয়েছে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন হ্যাঁ, আরব বা অনারব যে কোনো এলাকার কারো ঘরের সদস্যদের প্রতি আল্লাহ তাআলা কল্যাণ কামনা করলে তাদেরকে তিনি ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করেন।
জিজ্ঞাসা করা হল, এরপর কি হবে? রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, এরপর পাহাড় তুল্য ফিৎনা প্রকাশ পাবে। অতঃপর ঐ লোক বলল, আল্লাহর কসম! ইনশাআল্লাহ! ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কখনো হতে পারেনা। রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, কসম সে সত্ত্বার যার হাতে আমার রূহ, অবশ্যই হবে। এরপর উক্ত ফিৎনা চলাকালীন তোমরা আশ্রয় নিবে ফনাতুলা কালো বিষাক্ত সাপের। যেখানে তোমরা একে অপরের সাথে মারামারি, হানাহানিতে লিপ্ত হবে। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ বলেন, কালো বিষাক্ত যখন কাউকে দংশন করে তখন দংশিত স্থানে মুখের লালা জাতীয় কিছু বিষ লাগিয়ে দেয়ার পর মাথা উঠিয়ে লেজের উপর দাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

(৮) ভিন্ন সুত্রে উপরের হাদিস বর্নিত হয়েছে।

(১০) হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামত আসার পূর্বে 'হারজ' সংঘটিত হবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো হারজ কী? তিনি বললেন হত্যা এবং মিথ্যা লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো হে আল্লাহর রাসূল! এখন কাফেররা যে ভাবে নিহত হচ্ছে তার চেয়ে বেশী হত্যা সংঘটিত হবে? রাসূল সাঃ বললেন তোমাদের মাধ্যমে কাফেররা নিহত হবেনা বরং মানুষ তার প্রতিবেশী, আপন ভাই ও চাচাতো ভাইকে হত্যা করবে।

(১১) হযরত উসাইদ ইবনে মুতাশাসি ইবনে মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু মুসা (রাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত আসার পূর্বে মুসলমানদের মধ্য হতে ফিতনা ও হত্যা সংঘটিত হবে। এমনকি মানুষ তার দাদা,চাচাতো ভাই, পিতা ও আপন ভাইকে হত্যা করবে। আল্লাহর শপথ! আমি আশংকা করছি যে, না জানি আমি এবং তোমরা তাতে জড়িত হয়ে যাই।

(১২) হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় তোমাদের সম্মুখে ঘোর অন্ধকার রাত্রির একাংশের ন্যায় ফিতনা সংঘটিত হতে থাকবে,তাতে কোন ব্যক্তি সকালে মুমিন ও বিকালে কাফের এবং বিকালে মুমিন ও সকালে কাফেরে পরিণত হতে থাকবে।

(১৩) হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, অন্ধকার রাত্রির টুকরোর মত ফিতনা দেখা দিবে। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফের হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফের হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে কেউ পার্থিব সামান্য সামগ্রির বিনিময়ে তার দ্বীন বিক্রি করে বসবে।

(১৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই ফিতনা ঘোর অন্ধকার রাত্রির একাংশের ন্যায় ছায়া ফেলবে। যখনই কোন এক প্রকার ফিতনা চলে যাবে, তখনই আরেক প্রকার ফিতনা প্রকাশ পাবে। তাতে কোন ব্যক্তি সকালে মুমিন হলে বিকালে কাফের হয়ে যাবে, এবং বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফের হয়ে যাবে। আর তখন লোকেরা পার্থিব সামান্য সামগ্রির বিনিময়ে তাদের দ্বীনকে বিক্রি করে দিবে।

(১৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় ফিৎনা আল্লাহর শহরগুলোতে এমনভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকবে তার লাগামকে সাড়ানো হবে। কারো জন্য তাকে জাগ্রত করা জায়েয হবেনা। ধ্বংস ঐসব ব্যক্তির জন্য যারা তার লাগাম ধরে টানাটানি করবে।
আবুয্ জাহিরিয়্যাহ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ বলেন, নিঃসন্দেহে তোমরা এ জগতে নানান ধরনের বালা-মসিবত এবং ফিৎনা-ফাসাদই দেখতে পাবে। ধীরে ধীরে মানুষের যাবতীয় অবস্থা কঠিনই হতে থাকবে।

(১৬) রাসুলুল্লাহ সাঃ এর রহস্য সম্বন্ধে অবগত সাহাবী হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ এরশাদ করেন, ফিৎনার সাথে সংশ্লিষ্ট লোক থেকে প্রায় তিনশতজন পর্যন্ত এমন রয়েছে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের নাম, তাদের পিতা এবং গ্রামের নাম পর্যন্ত বলতে পারবো। যারা কিয়ামত পর্যন্ত। তার সবকিছুই রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাকে জানিয়ে গিয়েছেন।

উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করলো, সরাসরি কি তাদেরকে দেখানো হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের আকৃতি দেখানো হয়েছে। যাদেরকে ওলামায়ে কেরাম এবং ফুকাহায়ে এজাম চিনতে পারবেন। হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ বলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে কল্যাণ সম্বন্ধে জানতে চাও, কিন্তু আমি জানতে চেষ্টা করি অকল্যাণ বা খারাপী সম্বন্ধে আর তোমরা তাঁর কাছে জানতে চাও ঘটে যাওয়া বিষয় সম্বন্ধে, আমি জানতে চাই ভবিষ্যতে যা হবে সে সম্বন্ধে।

(১৭) হযরত হুজাইফা রাযিঃ এরশাদ করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে এমন তিনশত লোক প্রকাশ পাবে যাদের সাথে তিনশত পতাকা থাকবে, যদ্বারা তাদের পরিচয় শনাক্ত করা যাবে। বংশীয়ভাবে এরা খুবই পরিচিত হবে। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কথা প্রকাশ করলেও যুদ্ধ করবে সুন্নাতের বিপরীত পথভ্রষ্টার উপর।

(১৮) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজাইফা ইবনুল এমান রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাবতীয় ফিৎনা ফাসাদ আমি যা জানি, সেগুলো যদি তোমাদেরকে বয়ান করি তাহলে তোমরা আমার সাথে বিনিদ্র অবস্থায় থাকতে পারবে না।

(১৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের ওপর ফিৎনা-ফাসাদ, অব্যাহত থাকবে এবং মোয়ামালা ধীরে ধীরে আরো কঠিন আকার ধারন করবে। যখন কোনো রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে দেশ পরিচালনা করে না এবং রাষ্ট্রনায়কগণ আল্লাহ তাআলার এবাদত করেনা তখন তোমরা আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হওয়াকে খুবই ভয় কর। কেননা, আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হওয়া মানুষের অসন্তুষ্ট হওয়া থেকে মারাত্মক।

(২০) আবু ইদরীস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি, আবু সালেহ এবং আবু মুসলিম একসাথে ছিলাম। তারা দুইজনের একজন অপরকে বলল, তোমরা কি কোনো বিষয়ের ভয় করছ? তারা বলল, আমরা মানুষের লোভ সম্বন্ধে শংকিত। অতঃপর আমি বললাম, এমন লোভ একমাত্র আখেরী যামানার মানুষের মাঝে প্রকাশ পাবে।

ই
উত্তরে তার বলল, তুমি   ঠিকবলেছ, কেউ লোভবিহীন কখনো ছিনতাই ডাকাতী করতে পারেনা এবং মানুষ সবচেয়ে বেশি ছিনতাই ইত্যাদির সম্মুখিন হবে একমাত্র ইসলামের ক্ষেত্রে। নিঃসন্দেহে যাবতীয় ফিৎনা ফাসাদ ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং উক্ত ফিৎনা আখেরী যামানাতেই ব্যাপক আকার ধারন করবে।

(২১) কায়েস ইবনে আবু হোসেন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, বৃষ্টির ন্যায় পৃথিবীতে ফিতনা বিস্তার লাভ করবে।

(২২) হযরত ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবু জাফর রহঃ বলেন, যখন আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আঃ এর কাছে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়া মর্যাদা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন তখন হযরত মুসা আঃ উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করলেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, হে মুসা! উক্ত ওম্মতের মাঝে আখেরী যুগে অনেক ধরনের বালা মসিবত প্রকাশ পাবে। একথা শুনে হযরত মুসা আঃ বললেন, হে আল্লাহ! এধরনের বালা মসিবতকালীন কে ধৈর্য্য ধারন করতে পারবে? জবাবে আল্লাহ তাআলা বললেন, ঐ মুহূর্তে যারা ধৈর্য্য ধারন করে ঈমানের উপর অটল থাকবে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বালা মসিবত সহজ হয়ে যাবে।

(২৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল'আস থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন ফিতনা আসবে যে, তাতে মানুষ তার পিতা ও ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এমনকি মানুষ তার বিপদের ব্যাপারে অপমান বোধ করবে, যেমন

ব্যভিচারীনি মহিলা তার ব্যভিচারের অপমান বোধ করে।

(২৪) আবু তামীম জায়শানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অবিরাম বৃষ্টির ন্যায় তোমাদের নিকট ফিতনা প্রবলভাবে বর্ষন হতে থাকবে।

(২৫) হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সাঃ) একটি দুর্গের উপর আরোহন করে (লোকদেরকে) বললেন, আমি যা দেখছি তোমরাও কি তা দেখছ? নিশ্চয় আমি দেখছি যে, তোমাদের গৃহের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টির ন্যায় ফিতনা পতিত হচ্ছে।

(২৭) হযরত হুজাইফা রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম শহরের রাস্তাগুলো থেকে এমন কোনো রাস্তা কিংবা গ্রামের গলিসমূহ থেকে এমন কোনো গলি নেই যার সম্বন্ধে আমি জানিনা যে, হযরত ওসমান রাযিঃ কে শহীদ করার পর যাবতীয় ফিৎনা ফাসাদ প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ, সবকিছু আমার কাছে পূর্ব থেকে জানা আছে।

(২৮) হযরত আবু সালেম জায়শানী রহঃ বলেন, আমি হযরত আলী রাযিঃ কে কূফাতে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এমন তিনশত লোক প্রকাশ পাবে আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে পরিচালনাকারী এবং উৎসাহদাতাদের নাম ঠিকানাসবকিছু বলে দিতে পারব।

(২৯) হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট কল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আর আমি ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এই ভয়ে যেন আমি তাতে লিপ্ত না হই। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এক সময় মুর্খতা ও মন্দের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই কল্যাণ (অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম) দান করেন। তবে কি কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ (ফিতনা-ফাসাদ) আসবে? রাসূল (সাঃ) বললেন হ্যাঁ, আসবে। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম সেই অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আসবে। তবে তা হবে ধোঁয়াযুক্ত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সেই ধোঁয়া কি প্রকৃতির? তিনি বললেন, লোকেরা আমার সুন্নত বর্জন করে অন্য তরিকা গ্রহণ করবে এবং আমার পথ ছেড়ে লোকদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করবে। তখন তুমি তাদের মধ্যে ভাল কাজও দেখতে পাবে এবং দেখতে পাবে মন্দ কাজও। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, সেই কল্যাণের পরও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন হ্যাঁ, দোজখের দ্বারে দাঁড়িয়ে কতিপয় আহ্বানকারী লোকদেরকে সেই দিকে আহ্বান করবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে তাদের পরিচয় জানিয়ে দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদের মতোই মানুষ হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে।

(৩০) হযরত হাসসান ইবনে আতিয়্যাহ হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন,

(অর্থাৎ ২৯ নং হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন)।

(৩১) হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সঙ্গির কল্যাণ সম্পর্কে শিক্ষা করতে। আর আমি অকল্যাণ বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা করতাম তার মধ্যে পতিত হওয়ার ভয়ে। (বর্ণনাকারী ঈসা বলেন) অর্থাৎ ফিতনার মধ্যে পতিত হওয়ার ভয়ে।

(৩২) হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামানে (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এক সময় মুর্খতা ও মন্দের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই কল্যাণ (অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম) দান করেন। তবেকি এই কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যান আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আসবে। তবে তা হবে ধোঁয়াযুক্ত। ঐ সমস্ত লোকেরা আমাদের মতই মানুষ হবে এবং আমাদের ভাষাই কথা বলবে। তুমি তাদের মধ্যে ভালো কাজও দেখতে পাবে এবং মন্দ কাজও দেখতে পাবে। জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়িয়ে কতিপয় আহ্বানকারী লোকদেরকে সেই দিকে আহ্বান করবে। যে ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করবে, তাকে তারা জাহান্নামে প্রবিষ্ট করে ছাড়বে।

(৩৩) হযরত হুযায়ফা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন (অর্থাৎ ৩২ নং হাদীসের অনুরূপ)।

(৩৪) হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট কল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আর আমি ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এই ভয়ে যেন আমি তাতে লিপ্ত না হই। একদিন আমি রাসূল (সাঃ) এর নিকট বসা ছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যেই কল্যাণ দান করেছেন সেই কল্যাণে পর কি পুনরায় অকল্যাণ দান করেছেন। সেই কল্যাণের পর কি পুনরায় অকল্যাণ আসবে? যা পূর্বেও ছিল। তিনি বললেন হ্যাঁ, আসবে। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম তারপর কি হবে? রাসূল (সাঃ) বললেন, ধোকার উপর সন্ধি চুক্তি হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সন্ধিচুক্তির পর কি হবে? তিনি বললেন,কতিপয় আহ্বানকারী গোমরাহীর দিকে আহ্বান করবে। যদি তুমি তখন আল্লাহর কোন খলীফা (শাসক) এর সাক্ষাৎ পাও তাহলে অবশ্যই তার আনুগত্য করবে।

(৩৫) হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন। আমার উম্মত ধ্বংস হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে তামায়ুয, তামায়ুল ও মাআমূ প্রকাশ না পাবে।
হুজাইয়া রাযিঃ বলেন, আমি বললাম, ইয়ারাসূলুল্লাহ আমার আব্বা, আম্মা আপনার জন্য কুরবান হউক তামায়ুম কি জিনিস? রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন, তামায়ুম হচ্ছে আমাবিয়্যাত বা স্বজনপ্রীতি যা আমার পরে মানুষের মাঝে ইসলামের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে।
অতঃপর জিজ্ঞাস করলাম, তামায়ুল কি জিনিস? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, এক গোত্র অন্য গোত্রে প্রতি হামলা করবে এবং অত্যাচারের মাধ্যমে একে অপরের উপর আক্রমণ করাকে

বৈধ মনে করবে।
এরপর জানতে চাইলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! মাআমূ কি জিনিস? রাসূলুল্লাহ সাঃ জবাব দিলেন, এক শহরবাসী অন্য শহরবাসীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, যার কারণে তারা একে অপরের বিরোধীতায় মেতে উঠবে। এটা বুঝাতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতে প্রবেশ করালেন। তিনি আরো বললেন, এ অবস্থা তখনই হবে যখন ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশৃংঙ্খলা দেখা দিবে এবং বিশেষ কিছু লোকের অবস্থা তুলনামূলক ভালো থাকবে। সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যাকে আল্লাহ তাআলা খাছ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে এসলাহ দান করেছেন।

(৩৬) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে এমন কোন বিষয় ছিলনা যা তোমাদের মধ্যে সংঘটিত হবেনা।

(৩৭) হযরত আবুল আলিয়া রহঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তাসতুর নামক এলাকা বিজয় হয়,তখন আমরা হরমুজের স্টোর রুমে একটা জিনিষ পেলাম, দেখলাম, খাটিয়ার উপর রাখা একটি লাশের মাথার পার্শ্বে একটা লিখিত কিছু রেখে দেয়া আছে। ধারনা করা হয় এটা হযরত দানিয়াল আঃ এর লাশ।
অতঃপর আমরা সেটাকে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর রাযিঃ এর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। হযরত আবুল আলিয়া বলেন, আরবদের থেকে আমিই সেটাকে সর্বপ্রথম পাঠ করি। পরবর্তীতে লিখিত কাগজগুলোকে কা'ব এর নিকট পাঠানো হলো তিনি সেগুলো আরবী ভাষায় অনুবাদকালে, দেখা গেল; হযরত দানিয়াল আঃ এর সাথে থাকা কাগজের মধ্যে যাবতীয় সব ফিৎনার বর্ণনা স্পষ্টভাবে রয়েছে।

(৩৮) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি নিম্নের আয়াত সম্বন্ধে বলেন, এখনো পর্যন্ত উক্ত আয়াতের মর্ম প্রকাশ পায়নি। আয়াতটি হচ্ছে,
----
-- অর্থাৎ, হে মুমিনগন! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছে, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই। (সূরা মায়েদাহ-১০৫)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ বলেন, আল্লাহ তাআলা সর্ব বিষয়কে সামনে রেখে কুরআন শরীফ নাযিল করেছেন। তার মধ্যে এমন কতক বিষয় রয়েছে, যা কুরআন অবতির্ণ হওয়ার পূর্বেই প্রকাশ পেয়েছে, আবার কতক আয়াত এমন রয়েছে যার ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাঃ এর যুগে প্রকাশ পেয়েছে। কিছু আয়াত এমন আছে, যার সামান্য ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাঃ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর সংঘটিত হয়েছে। কিছু আয়াত এমন আছে, যার ব্যাখ্যা পরবর্তী যুগে প্রকাশ পাবে। আবার কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা ফুটে উঠবে হিসাব-নিকাশের দিন। সেগুলো হচ্ছে, ঐ সব আয়াত যার মধ্যে হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম সম্বন্ধে লেখা রয়েছে।

(৩৯) ওমাইর ইবনে হানী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন এমন কতক শাইখ যারা সিফফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তারা বলেন, আমরা যূদী পাহাড়ে এসে হঠাৎ করে আবু হুরাইরা রাযিঃ এর সাক্ষাৎ হলো। আমরা তাকে একহাত অন্যহাতের উপর রেখে পিছনে ধরে রাখা অবস্থায় পেলাম। পাহাড়ের সাথে ঠেশ দিয়ে বসে আল্লাহ তাআলার যিকিররত থাকতে দেখলাম। আমরা তাকে সালাম দিলে তিনি সালামের উত্তর দিলেন। আমরা তাঁকে বললাম,এ ফিৎনা সম্বন্ধে আমাদেরকে কিছু অবগত করুন। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয় তোমরা উক্ত ফিৎনার ক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের শত্র“র বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। এরপর তিনি বলেন, বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা প্রকাশ পাবে, যা মূলতঃ মধুর মধ্যে পানির ন্যায়। তেমনিভাবে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়াহবে, অথচ তোমরা নগন্য এবং লজ্জিত হবে।

(৪০) হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযিঃ বলেন, কিয়ামত সংঘঠিত হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বড় বড় কিছু বিষয় স্বচক্ষ্যে দেখবেনা এবং তোমরা সেগুলো নিজেদের মধ্যেও আলোচনা করার সাহস পাবে না।

(৪১) হযরত সালমা ইবনে নুকাইল রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার পর এমন কিছু সময় অবস্থান করবে, যার মধ্যে তোমরা একে অপরের শত্র“তে পরিণত হবে এবং অতিসত্ত্বর তোমরা কিছু সন্যের উপর হামলা করবে, যারা এক দল অন্য দলের উপর হামশে পড়বে। কিয়ামতের পূর্বে ব্যাপক হত্যা প্রকাশ পাবে এবং এর পর কিছু বৎসর এমনভাবে অতিবাহিত হবে যেন সেগুলো ভুমিকম্পের বৎসর।

(৪২) হযরত মাকহুল (রঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহতায়ালর বাণী ---------------------------------- অর্থাৎ “তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহন করবে।” (সূরা ইনশিক্বাক্বঃ ১৯) (বর্ণনাকারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ) প্রত্যেক বিশ বছরের মধ্যে তোমরা যে অবস্থাতে ছিলে, সেটা ছাড়া অন্য অবস্থাতে থাকবে। (অর্থাৎ প্রতি বিশ বছর পর পর তোমাদের অবস্থা পরিবর্তন হতে থাকবে।)

(৪৩) হযরত সা’য়াদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, তথা
--- অর্থাৎ “হে নবী আপনি বলে দিন ঃ তিনিই (আল্লাহ) শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন।” (সূরাঃ আন’আমঃ ৬৫)। অতঃপর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, জেনে রেখ! নিশ্চয় তা সংঘটিত হবে। (বর্ণনাকারী বলেন) এর পর তার আর কোন ব্যাখ্যা করেননি।

(৪৪) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুআম ইবনে জাবাল রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃ সন্দেহে তোমরা দুনিয়াতে ফিৎনা ফাসাদ এবং বালা-মসিবতই দেখতে পাবে। ধীরে ধীরে মোয়ামালা

কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকবে। যেসব বালা মসিবতগুলো তোমাদের কাছে ভয়াবহ এবং মারাত্মক মনে হবে কিন্তু তোমাদের পরবর্তীদের কাছে খুবই সহজলভ্য মনে হবে, যেহেতু তারা এর থেকে আরো কঠিন বিপদ আপদের সম্মুখিন হবে।

(৪৫) মির ইবনে হুবাইশ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী রাযিঃ কে বলতে শুনেছেন, তোমরা আমার কাছে জানতেচাও, আল্লাহর কসম! কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাওয়া শত শত দল যারা যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাদের সম্বন্ধে আমার কাছে জানতে চাওয়া হলে,আমি তাদের সেনাপ্রধান, পরিচালনাকারী এবং আহবানকারী সকলের নাম বলে দিতে পারব। তোমাদের এবং কিয়ামতের মাঝখানে যা কিছু সংঘটিত হবে সবকিছু পরিষ্কারভাবে বলতে পারব।

(৪৬) হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জেনে রাখ! দুনিয়াতে বিপদ ও ফিতনা ছাড়া কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

(৪৭) হযরত যুবায়ের ইবনে আদী আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, আগামীতে তোমাদের উপর যে বছর আসবে তা অতীত অপেক্ষা আরো মন্দ হবে। একথাগুলো আমি তোমাদের নবী (সাঃ) হতে শুনেছি।

(৪৮) হযরত আবুল জিল্দ জিলান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় মুসলমানরা বিপদে আপতিত হবে পর মানুষ তাদের চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করতে থাকবে। ফলে মুসলমান কষ্টের কারণে ইহুদী ও খৃষ্টান হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।

(৪৯) হযরত হুযায়ফা (রাঃ) ও হযরত আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন, যে, কিয়ামতের পূর্বে এমন দিন আসবে যে তাতে মুর্খতা অবতীর্ণ হতে থাকবে এবং ‘হারজ’ বেড়ে যাবে। লোকেরা প্রশ্ন করলো ইয়া রাসূলাল্লাহ ‘হারজ’ কী? তিনি বললেন হত্যা।

(৫০) বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত আ’নাশ রহঃ থেকে বর্ণিত, তার কাছে যিনি বর্ণনা করেছে তার কাছ থেকে তিনি নকল করেছেন, তিনি বলেন, তোমাদের কাছে যখনই এমন কোনো বালা মসিবত প্রকাশ পায়,যার কারণে তোমরা চিল্লাচিল্লি করবে, কিন্তু পিছনে এমন আরো বালা-মসিবত অপেক্ষা করছে যা এর থেকেও মারাত্মক। যে বালা মসিবত তোমাদেরকে পূর্বের মসিবতকে ভুলিয়ে দিবে।

(৫১) হযরত আবু ওয়ায়েল হযরত আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন ফিতনা তোমাদেরকে জড়াবে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? তাতে বড়রা অতিবৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং ছোটরা বড় হতে থাকবে। মানুষ তাকে সুন্নত হিসাবে গ্রহণ করবে। যখন তা থেকে কোন কিছু ছেড়ে দিবে,তখন বলা হবে তুমি সুন্নতকে ছেড়ে দিয়েছ। কেউ প্রশ্ন করল হে আবু আব্দুর রহমান, তা

কখন হবে? তিনি বললেন যখন তোমাদের মধ্যে অজ্ঞব্যক্তিরা ব্যাপকতা লাভ করবে,আর আলেমগণ কমে যাবে। কারী ও নেতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে আমানতদার ব্যক্তি কমে যাবে। আখেরাতের আমলের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণ করবে।

(৫২) হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,তোমাদের মাঝে এবং তোমাদের উপর অকল্যান নিপতিত হওয়ার মাঝে একমাত্র দুরত্ব হলো ওমর (রাঃ) এর মৃত্যু। (অর্থাৎ ওমর (রাঃ) এর মৃত্যুর পর থেকেই অকল্যাণ তথা ফিতনা আসতে থাকবে।)

(৫৩) হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে এবং অকল্যাণের মাঝে একমাত্র দূরত্ব হলো একজন ব্যক্তি। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করবেন তখন তোমাদের উপর অকল্যাণকে ঢেলে দেওয়া হবে।

(৫৪) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিঃ এর এক গোলাম বলেন, আমি একদিন হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ কে দেখলাম, যে অবস্থায় তিনি কতক বাচ্চাকে একথা বলতে শুনেছেন, “পরবর্তীতে অবস্থা খুবই ভয়াবহ হবে”। একথা শুনার সাথে সাথে হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ বলে উঠলেন,কসম যে সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আরো অনেক কঠিন ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখিন হতে হবে।

(৫৫) হযরত হুজায়ফা রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি একদিন আমেরকে বললেন, হে আমের! তুমি যা অবলোকন করছ যেগুলো যেন তোমাকে ধোকায় ফেলে না দেয়, হতে পারে এগুলো খুব দ্রুত তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বের করে আনবে। যেমন,এক মহিলা অন্য মহিলার সামনে তার লজ্জাস্থানকে প্রকাশ করে থাকে।

(৫৬) হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ হতে বর্ণিত,তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, সর্বপ্রথম পারস্যবাসীরা ধ্বংস হবে। তাদের ধ্বংসের পরপর আরবের অধিবাসীগণ ধ্বংস হতে থাকবে।

(৫৭) হযরত উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) এর যুগে আমরা একদিকে মনোযোগি ছিলাম, অতঃপর যখন রাসূল (সাঃ) ইন্তেকাল করলেন তখন আমরা এদিক সেদিক মনোযোগ দিতে লাগলাম।

(৫৮) মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবিযি’ব রহঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, আমার রাষ্ট্র পরিচালনা সম্বন্ধে হযরত কা’ব যেসব মসিবতের কথা বলেছেন আমি আমার জিম্মাদারী পালন করতে গিয়ে সবকিছুর সম্মুখিন হয়েছি।

(৫৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাযিঃ হতে বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত মুজাহিদ রহঃ বর্ণনা করেন। একদিন হযরত ইবনে ওমর রাযিঃ আবু কুবাইদের উপর কিছু সূউচ্চ বাড়ি দেখতে পেয়ে বললেন, হে মুজাহিদ! যখন তুমি মক্কার ঘর বাড়িকে তার আশ্বপাশ্বের বাড়ি ঘর থেকে উঁচু দেখতে পাবে এবং তার অলি-গলিতে পানি প্রবাহিত হতে দেখবে তখন তুমি অবশ্যই এগুলো থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে।

(৬০) হযরত আবু ওয়ায়েল (রঃ) বলেন, আমি হুযায়ফা (রাঃ) কে বলতে শুনেছি একদা আমরা হযরত ওমর (রাঃ) এর বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ফিতনা সম্পর্কীয় বাণী স্মরণ আছে? হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, আমার স্মরণ আছে তিনি যে ভাবে বলেছেন, হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, এ ব্যাপারে তুমি সৎসাহসী সুতরাং তা পেশ কর। আমি বললাম মানুষ ফিতনায় পড়বে তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে, মালসম্পদের ব্যাপারে, তার নিজের সন্তানসন্ততি ও পাড়া প্রতিবেশীর ব্যাপারে। তবে নামাজ, সদকা এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ তা মিটিয়ে দেবে। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আমি এ ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাইনি, বরং যে ফিতনা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত উত্থিত হবে এবং তোলপাড় করে ফেলবে, সে ফিতনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, তখন আমি বললাম,হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ভয় করবেন না, (তা তো আপনাকে পাবেনা।) কেননা সেই ফিতনা ও আপনার মধ্যে একটি আবদ্ধ দরজা রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা সেই দরজাটি কি ভেঙ্গে দেওয়া হবে, না খোলা হবে? হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, খোলা হবে না; বরং ভেঙ্গে দেওয়া হবে। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, তাহলে তা আর কখনো বন্ধ করা হবেনা। আমি বললাম হ্যাঁ। রাবী বলেন, তখন আমরা হযরত হুযায়ফা (রাঃ কে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা হযরত ওমর (রাঃ) কি জানতেন দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি এমন নিশ্চিতভাবে জানতেন যেমন আগামীকালের পূর্বে রাত্রির আগমন সুনিশ্চিত। আমি তাঁকে (ওমর (রাঃ)কে) এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছে,যা কোন গোলক ধাঁধা নয়। রাবী শাক্বীক্ব বলেন, আমরাতো এ ব্যাপারে হযরত হুযায়ফা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাচ্ছিলাম তাই হযরত মাসরূক্বকে বললে তিনি হযরত হুযায়ফাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, দরজাটি হলেন 'ওমর' নিজেই।

(৬১) হযরত কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় মানুষের উপর এমন যুগ আসবে যে, মুমিন ব্যক্তি তার ঈমানের ব্যাপারে অপমানবোধ করবে। যেমন আজকাল পাপিষ্ট তার পাপের ব্যাপারে অপমান বোধ করে। এমনকি যে কোন ব্যক্তিকে বলা হবে যে, তুমি মুমিন, ফকীহ। (ফিকহশাস্ত্রবিদ)

(৬২) হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মিথ্যা প্রকাশ পাবে তখন হত্যা বেশী হতে থাকবে।

(৬৩) হযরত আম্রা ইবনে কাইছ থেকে বর্ণিতঃ একদিন হযরত খাশেদ ইবনে ওলীদ রাযিঃ শামের মধ্যে খুতবা দেয়া অবস্থায় এক লোক দাড়িয়ে বলল, নিঃ সন্দেহে ফিৎনা প্রকাশ পেয়ে গেল। একথা শুনে হযরত খালেদ বিন ওলীদ রাযিঃ বললেন, হযরত ওমর রাযিঃ যত দিন জীবিত থাকবেন ততদিন নয়। সেটা তখনই হবে যখন মানুষ বিভিন্ন প্রকার বালা মসিবতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যে বালা-মসিবত থেকে বাঁচার জন্য মানুষে বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নিতে চেষ্টা করবে কিন্তু যে রকম কোনো আশ্রয়স্থল তারা পাবে না। মূলতঃ তখনই ফিৎনাসমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে।

(৬৪) হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রাত্রি সমূহ, দিন সমূহ, মাস সমূহ এবং যুগ সমূহ এর অকল্যাণ কিয়ামতের বেশী নিকটবর্তি।

(৬৫) হযরত হুজাইফা ইবনুল এমান রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর রাযিঃ এর কাছে আসলে তিনি আমাদেরকে নিয়ে কথাবার্তা বলতে গিয়ে বললেন, তোমাদেরকে নিয়ে কথাবার্তা বলতে গিয়ে বললেন, তোমাদের মাঝে এমন কে আছ, যে লোক ফিৎনা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বাণীর হেফাজতকারী। তারা সকলে বললেন, এ সম্বন্ধে তো আমরা সকলেই শুনেছি, এক পর্যায়ে হযরত ওমর রাযিঃ বললেন, হয়তো বা তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত এবং পরিবার গত ফিৎনার কথা বলছো। তারা সকলে বললো, হ্যাঁ আমরা সকলে এরকম ধারনা করেছি। তাদের কথা শুনে হযরত ওমর রাযিঃ বললেন, আমার উদ্দেশ্য কিন্তু সেটা নয়, সেটা তো নামায-রোযা দ্বারা মাফ হয়ে যাবে। বরং এমন ফিৎনা সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি, যা,সমুদ্রের যত বিশাল বিশাল আকারের ঢেউ তুলবে। হযরত ওমর রাযিঃ এর কথা শুনে উপস্থিত সকলে চুপ হয়ে যায়। আমি ভাবলাম তিনি আমারই মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চাচ্ছেন। ফলে আমি বলে উঠলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি বলতে পারব। আমার কথা শুনে তিনি বললেন অবশ্যই, তোমার পিতা আল্লাহর জন্য কুরবান হোক।

আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! উক্ত ফিৎনার বিপরীত একটা শক্তভাবে বন্ধ দরজা রয়েছে যে দরজা খোলা হবে না হয় ভাঙ্গা হবে। হযরত ওমর রাযিঃ বললেন তোমার ধ্বংস হোক যে দরজা ভাঙ্গ হবে?
আমি বললাম, হ্যাঁ! ভাঙ্গ হবে, আমার কথাশুনে তিনি বললেন, যদি যে দরজা ভাঙ্গা হয়, হয়তো সেটা আর বন্ধ করা সম্ভব হবেনা। অতঃপর আমি বললাম, হ্যাঁ যেটা ভেঙ্গে ফেলা হবে এবং যে দরজা হচ্ছেন, একজন মহান ব্যক্তি, হয়ত তাকে হত্যা করা হবে, না হয় তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন। এটা এমন হাদীস যার মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

(৬৬) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত নু'মান ইবনে বশির রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের পূর্বে এমন কিছু ফিৎনা প্রকাশ পাবে, যেন যেগুলো অন্ধকার রাতের একটা টুকরা। সকাল বেলা যে লোক মুসলমান থাকবে বিকালে যে কাফের হয়ে যাবে। একদিন

সন্ধ্যার সময় যে মুসলমান থাকবে, পরের সকালে সে কাকের হয়ে যাবে। মানুষ তাদের চরিত্রকে দুনিয়ার সামান্য ও নগন্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে। উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীদের একজন হযরত হাসান বসরী রহঃ বলেন, আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে এমন সূরতে দেখেছি, যেন তাদের মধ্যে কোনো বোধশক্তি নেই, তারা যেন জ্ঞান-বুদ্ধিবিহীন কিছু শরীর। তাদেরকে দেখলে মনে হয় আগুনের বিছানা এবং লোভি মাছি। সকার করে দুই দেরহাম দ্বারা, সন্ধ্যা করে দুই দেরহামের মাধ্যমে। তারা নিজেদের দ্বীনকে বিক্রি করে দিবে, সামান্য একটা ছাগলের টাকার বিনিময়ে।

(৬৭) হযরত আবু ওয়ায়েল শাকীক বলেন, হুযায়ফা (রাঃ) বলেছেন, একদা হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ফিতনা সম্পর্কীয় বাণী শুনেছ? হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন,আমি বললাম, আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, মানুষ ফিতনায় পড়বে তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে, মাল সম্পদের ব্যাপারে এবং তার পাড়া-প্রতিবেশীর ব্যাপারে। তবে রোজা, নামাজ ও সদকা তা মিটিয়ে দেবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি এ ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাইনি, বরং যে ফিতনা সমুদ্রে তরঙ্গমালার মতো উত্থিত হবে এবং তোলপাড় করে ফেলবে, আর তা একের পর এক আসতে থাকবে, সে ফিতনা সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) এর বাণী জানতে চেয়েছি। হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন, তখন আমি বললাম হে আমীরুল মুমিনীন! উক্ত ফিতনা সম্পর্কে আপনি ভয় করবেন না! (তা আপনাকে পাবেনা) কেননা সেই ফিতনা ও আপনার মধ্যে একটি আবদ্ধ দরজা রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা সেই দরজাটি কেমন হবে? তা কি ভেঙ্গে দেওয়া হবে, না খোলা হবে? হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, খোলা হবে না; বরং ভেঙ্গে দেওয়া হবে। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত তা আর কখনো বন্ধ করা হবে না।

(৬৮) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়, কিয়ামতের পূর্বে হারজ বা গণহত্যা হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হারজ কী? রাসূলুল্লাহ যাঃ বললেন, ব্যাপক হত্যা। আমরা সহসা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ! বর্তমানে যেমন হত্য চলছে তার থেকেও বেশি হবে! জবাবে তিনি বললেন, মুসলমানদের অবস্থা তখনকার যুগে বর্তমানের চেয়ে আরো উন্নত হবে। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, তোমাদেরকে কাফেররা হত্যা করবেনা, বরং তোমরা নিজেরাই একে অপরকে হত্যা করবে। এমন কি মানুষ তার আপন ভাই, চাচাত ভাই এবং প্রতিবেশিকে হত্যা করবে। রাসূলুল্লাহ সাঃ এর মুখ থেকে একথা শুনার সাথে সাথে উপস্থি সকলে এমনভাবে আশ্চর্য্যন্বিত হয়ে পড়ল, যার ফলে অনেক সময় স্পষ্ট বস্তুও আমাদের দৃষ্টিগোচর হতোনা।

(৬৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ফিতনা তোমাদেরকে জড়াবে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? তাতে বড়রা আরো বৃদ্ধ হবে এবং ছোটরা

বড় হয়ে থাকবে। মানুষ তাকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করবে। যখন তাতে কোন কিছু পরিবর্তিত হবে তখন লোকেরা বলবে এটা দ্বীন পরিপন্থি। কেউ জিজ্ঞাসা করলো তা কখন ঘটবে? তখন তিনি বললেন, যখন তোমাদের মধ্যে নেতারা আধিক্যতা লাভ করবে আর আমানতদার ব্যক্তি কমে যাবে। বক্তাবৃন্দ আধিক্যতা লাভ করবে আর দ্বীনের বিজ্ঞ আলেমগন (ফকীহ) কমে যাবে। তার দ্বীন ব্যতিত অন্য কিছু (বদদ্বীন) শিক্ষা করবে এবং তারা আখেরাতের আমলের বিনিময়ে দুনিয়া অন্বেষণ করবে।

২। নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকাল হতে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য ফিতনা ও তার সংখ্যা সম্পর্কে অভিহিত করণ

(৭০) আবু কুবাইল রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাসলামা ইবনে মাখলাদ আল আনসারীকে বলতে শুনেছি, তিনি সামুদ্রিক সৈন্য প্রেরণের ক্ষেত্রে কিছুটা বৃদ্ধি করেছিলেন, যার কারণে তার অন্য সৈন্যরা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তিনি তাদের এ অবস্থা দেখে মিম্বরে দাড়িয়ে বললেন, হে মিশরবাসী! তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করোনা। আল্লাহর কসম নিঃসন্দেহে আমি বৃদ্ধি করেছি তোমাদের সৈন্য সংখ্যায় এবং তোমাদের রসদপত্রের মধ্যে অনেক বৃদ্ধি করেছি আর আমি তোমাদের শত্র“দের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছি। একথা জেনে রেখ, নিশ্চয় আমি তোমাদের পরবর্তীদের থেকে অনেক-অনেক উত্তম। কেননা ধীরে ধীরে মানুষের মাঝে ফিৎনা বৃদ্ধি পাবে।

(৭১) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের ইমামকে হত্যা করবেনা এবং তোমরা অযথা তোমাদের তলোয়ার পরিচালনা করবেনা। এপৃথিবীর মালিক বনে যাবে নিকৃষ্টতম লোকজন।

(৭২) হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) আমাকে বললেন, হে আওফা কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি নির্দেশনকে তুমি গণনা করে রাখ। (১) আমার ওফাত। (হযরত আওফ বলেন) একথা আমাকে কাদিয়ে দিল। তখন রাসূল (সাঃ) আমাকে চুপ করিয়ে দিলেন। অতঃপর রাসূল (সাঃ) বললেন বলো এক, (২) বায়তুল মুকাদ্দস বিজয়, (রাসূল (সাঃ) বললেন বলো দুই। (৩) ব্যাপক মহামারী যা আমার উম্মতের মধ্যে বকরির মাড়কের ন্যায় দেখা দিবে। (রাসূল (সাঃ) বললেন) বলো তিন। (৪) আমার উম্মতের মধ্যে ফিতনা সংঘটিত হবে এবং বিরাট আকার ধারন করবে। (রাসূল সাঃ বললেন) বলো চার। (৫) তোমাদের মধ্যে ধন সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কোন ব্যক্তিকে একশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করলেও সে (এটাকে নগন্য মনে করে) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। (রাসূল সাঃ বললেন) বলো পাঁচ। (৬) বনুল আসফার (রোমবা) দের সাথে তোমাদের একটি সন্ধিচুক্তি হবে। অতঃপর তারা তোমাদের নিকট গিয়ে তোমাদেরকে হত্যা করবে এবং মুসলমানরা তখন এমন ভূমিতে থাকবে

যাকে মদীনার নিম্নাঞ্চল বলা হয় এবং তাকে দামেস্ক (নগরী) ও বলা হয় (যা সিরিয়ার রাজধানী)।

(৭৩) হযরত আউফ ইবনে মালেক রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন হে আউফ! তুমি কিয়ামতের ছয়টা আলামত চিহ্নিত করে রেখো, তার মধ্যে সর্বপ্রথম তোমাদের নবীর মৃত্যুবরণ করা। এটা হচ্ছে একটা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বায়তুল মোকাদ্দাসের জয়লাভ করা, তৃতীয় হচ্ছে, ছাগলের মাড়কের ন্যায় ব্যাপক মহামারী দেখা দিবে। চতুর্থ হচ্ছে, তোমাদের মাঝে এমন ব্যাপক ফিৎনা দেখা দিবে যার সাথে আরবের প্রতিটি ঘর জড়িয়ে যাবে। পঞ্চম হচ্ছে, তোমাদের আর বলিল ----- তথা রোমবাসীদের মাঝে চুক্তি হওয়া। অতঃপর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে নয় মাসের গর্ভবতী মহিলাদের ন্যায় ভারি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জমায়েত হবে।

(৭৪) হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাঃ আমাকে কিয়ামতে পূর্বের ছয়টি নিদর্শনের কথা বলেছেন। (১) তোমাদের নবীর ওফাত। (২) বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়। (৩) বকরির মাড়কের ন্যায় ব্যাপক মহামারী। (৪) তোমাদের মাঝে এবং বনুল আসফার (রোমকদের) মাঝে সন্ধি-চুক্তি হবে। (৫) মদীনাতে কুফরীর সূচনা (৬) এবং মানুষ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে (নগন্য মনে করে) একশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ফিরিয়ে দিবে।

(৭৫) হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাঃ আমাকে কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি নিদর্শনের কথা বলেছেন। ১. আমার ওফাত। ২. অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়। ৩. আশ্রয় স্থল হবে, যেখানে আমার উম্মত শাম থেকে অবতরণ করবে। ৪. তোমাদের মধ্যে এমন ফিতনা সংঘটিত হবে যে, আরবে এমন কোন ঘর অবশিষ্ট থাকবেনা যে ঘরে ফিতনা প্রবেশ করবেনা (অর্থাৎ প্রতিটি ঘরেই তা প্রবেশ করবে। ৫. অতঃপর তোমাদের সাথে রোমকদের সন্ধি-চুক্তি হবে।

(৭৬) হযরত হুয়ান ইবনে আমর রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুয়ানার যুদ্ধে আমরা রোম ভুখন্ডে প্রবেশ করে একটি উঁচু টিলাতে অবস্থান করি। এক পর্যায়ে আমি আমার সাথীদের বাহন থেকে একটি বাহনের মাথা উঁচু করে ধরি। আর আমার সাথীরা তাদের বাহনের জন্য দানা-পানির ব্যবস্থা করতে যায়। এমন অবস্থায় হঠাৎ শুনলাম কেউ যেন বলছে "আস্সালামু আলাইকা ওয়ারাহমাতুল্লাহ" সালামের আওয়াজ শুনে দেখলাম সাদা কাপড় পরিহিত এক লোক। আমি সালামের জবাব দিলে তিনি বললেন, তুমি কি আহমদের উম্মতের অর্ন্তভুক্ত আমি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে তিনি বললেন, তোমাদে ধৈর্য্যধারন করতে হবে। কেননা এ উম্মত মুলতঃ উম্মতে মারহুমা হতে গণ্য। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর পাঁচ ধরনের ফিৎনা রেখেছেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন।
অতঃপর আমি বললাম, সেগুলোর নাম উল্লেখ করুন। তিনি বললেন, পাঁচটির একটি হচ্ছে, তাদের নবীর মৃত্যুবরণ করা, যাকে কিতাবুল্লাহর ভাষায় বাগতাহ্ বা হঠাৎ বলা হয়েছে। অতঃপর

হযরত ওসমান রাযিঃ এর শাহাদাত বরণ করা। যেটা কিতাবুল্লাহ ‘যক্ষ্মা’ --- বা বধির ফিৎনা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরপর হচ্ছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিঃ এর ফিৎনা যা কিতাবুল্লাহর ভাষায় আল আমইমা বা অন্ধফিৎনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তারপর হলো, ইবনুল আসআছ এর ফিৎনা। যাকে কিতাবুল্লাহতে আল বুতাইরা বা বেজোড় ফিৎনা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। অতঃপর এ বলে চলে যেতে লাগল, “ছালাম বাকি রইল, ছালাম বাকি রইল”। সে কীভাবে চলে গেল আমি কিন্তু জানতে পারলামনা।

(৭৭) হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রায়িঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের জন্য পাঁচটি ফিৎনা নির্ধরন করেছেন। প্রথমে ব্যাপক ফিৎনা হবে এরপর হবে খাস ফিৎনা। অতঃপর আবারো ব্যাপক ফিৎনা দেখা দিবে। তারপর আসবে খাছ ফিৎনা। তারপর এমন কালো অন্ধাকারাচ্ছন্ন ফিৎনা প্রকাশ যদ্বারা মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় হয়ে যাবে। অতঃপর কিছু চুক্তি হবে এবং লোকজনকে পথভ্রষ্টার দিকে আহ্বানকারী প্রকাশ পাবে। যদি তখন আল্লাহ তাআলার দ্বীনের উপর অটল থাকার মত কোনো খলীফা বাকি থাকে তাহলে তোমরা তার আনুগত্য কর।

(৭৮) হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ উম্মতের জন্য পাঁচ প্রকার ফিৎনা নির্ধারন করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে, সর্বদা অন্ধ,বধির হিসেবে থাকার ফিৎনা।

(৭৯) হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিতনা সংঘটিত হবে, অতঃপর জামাত ও তাওবা হবে। অতঃপর জামাত ও তাওবা হবে। (এর পর চতুর্থবার উল্লেখ করলেন) অতঃপর তাওবাও হবেনা এবং জামাতও হবেনা।

(৮০) হযরত যেলা – রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, ইসলামের মধ্যে চার প্রকারের ফিৎনা প্রকাশ পাবে। যাদের থেকে চতুর্থ প্রকারের ফিৎনা গিয়ে বহুরূপি দাজ্জালের নিকট আত্মসমর্পণ করবে। তখন সবদিকে অন্ধকারে ছেঁয়ে যাবে।

(৮১) হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাঃ বলেছেন, ফিতনা সংঘটিত হবে। অতঃপর জামাত হবে। অতঃপর ফিতনা হবে, অতঃপর জামাত হবে। অতঃপর এমন ফিতনা হবে যেখানে পুরুষদের বুদ্ধি থেমে যাবে।

(৮২) হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকেত বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে চারটি ফিতনা হবে। আর চতুর্থবার হবে ধ্বংশ (মৃত্যু)।

(৮৩) কিছু প্রবীণ সৈন্য থেকে বর্ণিত, তারা বলেন একদিন খালেদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মোয়াবিয়া মারওয়ান ইবনে হাকামের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি ওমর ইবনে মারওয়ানের

মেহমান ছিলেন, ঐ সময় তার সাথে একটি চাকু ছিল এবং হাতে কিছু কাগজ ছিল। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, পাঁচ এবং দশ অতিবাহিত হয়েছে কেবলমাত্র বিশ বাকি রয়েছে, যার ক্ষতি মাশরিক-মাগরিবের সকলকে গ্রাস করে নিবে। তার থেকে একমাত্র এন্তাবলিসের বাসিন্দা ব্যতীত কেউ মুক্তি পাবেনা। শফি ইবনে ওবাইর তাকে সেই ফিৎনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, প্রথম ফিৎনা হচ্ছে পাঁচ, দ্বিতীয় ফিৎনা দশ বৎসরে। অর্থাৎ, ফিৎনায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর। এরপরে প্রকাশ পাবে তেইশ বৎসরের ফিৎনা মাশরিক মাগরিবকে গ্রাস করে দিবে। এন্তাবলিসের বাসিন্দা ব্যতীত কেও উক্ত ফিৎনা থেকে মুক্তি পেতে পারেনা।

(৮৪) আব্দুল আযীয ইবনে সালেহ হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণনা করেন (বর্ণনাকারী বলেন, রাবী ওয়ালিদ তার মাঝে ও হুযায়ফা (রাঃ) মাঝে আরেকজন রাবীর কথা উল্লেখ করেন তবে তা আমার স্মরণ নেই) তিনি বলেন, রাসূল সাঃ এর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত চারটি ফিতনা সংঘটিত হবে। প্রথমটি হলো 'পাঁচ', দ্বিতীয়টি হলো 'দশ', তৃতীয়টি হলো 'বিশ', চতুর্থটি হলো দাজ্জাল।

(৮৫) ইয়াযিদ ইবনে আবি হাবীব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে রাসূলুল্লা সাঃ থেকে সংবাদ পৌছেছে, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন, এমন কিছু ফিৎনা প্রকাশ পাবে যা সবাইকে গ্রাস করে নিবে। তার থেকে পশ্চিমা সৈন্য ব্যতীত কেও মুক্তি পাবেনা।

(৮৬) হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূল সাঃ বলেছেন, চার প্রকারের ফিতনা সংঘটিত হবে। ১. খুন করাকে বৈধ মনে করা হবে। ২. অন্যের সম্পদকে বৈধ মনে করা হবে। ৩. নারীর লজ্জাস্থানকে বৈধ মনে করা হবে। ৪. দাজ্জালের আগমন।

(৮৭) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ যা, এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে আমার পরে প্রকাশিত সাত প্রকারের ফিতনা থেকে ভয় প্রদর্শন করছি। তার মধ্যে একটি পেশ আসবে মদীনা থেকে, আরেকটি প্রকাশ পাবে মক্কায়। অন্য পেশ আসবে ইয়ামান থেকে, আরেকটি শাম থেকে, আরেকটি মাশরিক থেকে, আরেকটি মাগরিব থেকে। অন্যটি প্রকাশ পাবে শামের মূলভুখন্ড থেকে এবং যেটিই হচ্ছে, 'সুফইয়ানী ফিতনা'। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ বললেন, তোমাদের মাঝে এমন অনেকে রয়েছে যারা প্রথম ফিতনাগুলো অবলোকন করবে এবং এ উম্মতের অন্যরা সর্বশেষ ফিতনাগুলো অবলোকন করবে। ওয়ালিদ ইবনে আইয়াশ বলেন, মদীনার ফিতনা হচ্ছে, তালহা এবং যুবায়ের এর পক্ষ থেকে। মক্কার ফিতনা হলো, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এর ফিতনা। ইয়ামানের ফিতনা হচ্ছে, যেটা নাজদার পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়েছিল। শামের ফিতনা সংঘটিত হবে বনূ ওমাইয়ার পক্ষ থেকে আর মাশরিকের ফিতনা হচ্ছে, এদের পক্ষ থেকে।

(৮৮) হযরত আবু হুরাইরা রাযিঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, আমার পরে আমার উম্মতের মাঝে চার প্রকারের ফিতনা সংঘটিত হবে। প্রথমতঃ পরস্পর মারামারি,

হানাহানি বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়তঃ মানুষকে হত্যা করা এবং মানুষের সম্পদ বৈধ মনে করা হবে।

তৃতীয়তঃ মানুষ হত্যা, অন্যের সম্পদ এবং বিনা ব্যভিচার ইত্যাদি জায়েয মনে করা হবে।
চতুর্থতঃ অন্ধ বধিরের ফিতনা, যা মানুষের সাথে চামড়ার ন্যায় মিশে যাবে।

(৮৯) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, আমার পরে তোমাদের মাঝে চার ধরনের ফিতনা প্রকাশ পাবে। এক. এমন ফিতনা যার মধ্যে লোকজন মানুষ হত্যা করাকে বৈধ মনে করবে।
দুই. মানুষ হত্যা এবং অন্যের সম্পদকে হালাল মনে করা হবে।
তিন. এমন ফিতনা যার মধ্যে মানুষ হত্যাকরা অন্যের সম্পদ দখল করা এবং বিনা-ব্যভিচারকে বৈধ মনে করা হবে।
চার. অন্ধ-বধিরের ফিতনা, যা ব্যাপক আকার ধারন করবে। সমুদ্রের ঢেউয়ের তীব্রভাবে আসতে থাকবে। কেউ তার থেকে মুক্তির কোনো উপায় খুজে পাবে না। যে ফিতনা শাম দেশকে অবরুদ্ধ করে রাখবে এবং ইরাকেও গ্রাস করবে। উক্ত ফিতনার হাত-পা দ্বারা জাযিরাতুন আরবকে শড়াতে থাকবে। তখন বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবত মানুষের শরীরের সাথে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যাবে, যেমন চামড়া শরীরের সাথে মিশে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে উক্ত ফিতনা প্রতিরোধ করার মত শক্তি কারো থাকবেনা। অতঃপর উক্ত ফিতনা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অবগত হওয়ার পূর্বেই ঝড়ের গতিতে চূর্ণবিচূর্ণ করে অন্যদিকে বের হয়ে যাবে।

(৯০) হযরত আবু হুরাইর রাযিঃ বলেন একদিন রাসূলুল্লাহ সাঃ নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।
---------------------- অর্থাৎ, তোমাদেরকে তিনি দলে উপদলে বিভক্ত করে পরস্পর মুখোমুখী দাড় করাবেন । (সূরা আনআম ৬৫)
এরপর রাসূলুল্লহ সাঃ বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে চারটি ফিতনা প্রকাশ পাবে। প্রথম ফিতনা যখন দেখা দিবে, তখন মানুষকে হত্যা করা হালাল মনে করা হবে। দ্বিতীয় ফিতনা এমন আকার ধারন করবে, মানুষ অন্যকে হত্যা করা এবং অন্যের সম্পদ দখল করাকে বৈধ জানবে। তৃতীয় ফিত্নাকালীন হত্যা, ডাকাতি এবং ধর্ষণ ইত্যাদি জায়েয মনে করা হবে। চতুর্থ ফিতনা হচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্ধ ফিতনা, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের বিস্তৃত হয়ে আছড়ে পড়বে। আরবের প্রত্যেক ঘরকে উক্ত ফিতনা গ্রাস করে নিবে।

(৯১) আরতাত ইবনুল মুনযির রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বক্তব্য আমাদের নিকট পৌঁেছছে, তিনি এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে লাগাতার ভাবে চার প্রকারের ফিৎনা দেখা দিবে। প্রথমতঃ তাদের উপর এমনভাবে বালা-মসিবত আসতে থাকবে, যার কারণে মুমিনগণ বলতে থাকবে, এইতো আমি মরে গেলাম! এরপর সেটা কিছুটা হালকা হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ এত বেশি তীব্রতার সাথে ফিতনা আসতে থাকবে, যার ফলে প্রত্যেক মু'মিন মৃত্যুর প্রহর গুনবে, এরপর একটু হালকা হবে। তৃতীয়তঃ একের পর এক ফিতনা আসতে

থাকবে। মনে হবে যেন ফিতনা থেকে কিছুটা মুক্ত হতে পেরেছি, কিন্তু পরক্ষণে সেটা আবারো তীব্রভাবে আসবে। চতুর্থ ফিতনা এমনভাবে প্রকাশ পাবে, যার কারণে মানুষ ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। এমন অবস্থার সম্মুখিন হলে মানুষ ইমাম এবং জামাআত ও একতাবদ্ধতাবিহীন দিগি:দিক শুন্য হয়ে ছুটতে থাকবে। অতঃপর মসীহে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। এরপর সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়া ও কিয়ামতের মাঝখানে বাহাত্তর জন দাজ্জাল প্রকাশ পাবে। তাদের মধ্যে অনেক এমন হবে যার অনুসরণকারী হবে মাত্র একজন।

(৯২) আবুততোফাইল রহঃ বলেন, আমি হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, মারাত্মক মারাত্মক তিন ধরনের ফিতনা প্রকাশ পাওয়ার পর চতুর্থ ফিতনা লোকজনকে দাজ্জালের দিকে নিক্ষেপ করবে, যা মানুষকে ধ্বংসের মূখে পতিত করবে। যে দাজ্জালের কারণে কখনো মানুষ ভালো অবস্থার সম্মুখিন হবে আবার কখনো সম্মুখিন হবে ভয়াবহ অবস্থার। আরেকটি ফিতনা হচ্ছে, অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো ফিতনা, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় লোকজনের উপর আছড়ে পড়বে।

(৯৩) হযরত উমাইর ইবনে হানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেন, ‘ফিতনায়ে আহলাস’ হলো,তাতে পলায়ন হবে। (অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে এমন শত্র“তা দেখা দিবে যে, একে অন্য হতে পলায়ন করতে থাকবে।) এবং ছিনতাই হবে। ‘ফিতনাতুস সাররা’ (অর্থাৎ ধরেন প্রাচুর্যের কারণে বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ার ফিতনা), উক্ত ফিতনার ধোঁয়া কোন এক ব্যক্তির পায়ের নিচ হতে নির্গত হবে। (অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই উক্ত ফিতনার নায়ক হবে।) সে আমার খানদানের লোক বলে দাবি করবে,অথচ সে আমার আপনজনদের মধ্যে হবেনা। প্রকৃতপক্ষে পরহেজগার লোকই হলেন আমার বন্ধু। অতঃপর লোকেরা এক ব্যক্তির উপর ক্ষমতা অর্পনে একমত হবে, তারপর আরম্ভ হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা। যখন বলা হবে ফিতনা শেষ হয়ে গেছে, তখন তা এত প্রসারিত হবে যে, আরবের এমন কোন ঘর অবশিষ্ট থাকবে না। যেখানে তারা প্রবেশ করবেনা, (অর্থাৎ প্রতিটি ঘরে তা প্রবেশ করবেই। আর মানুষ তখন এমন ভাবে লড়াই করতে থাকবে যে, সে একথা জানবেনা যে, সেকি সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছে? নাকি বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এভাবে সব সময় তা চলতে থাকবে। অবশেষে সকল মানুষ দু’টি তাবুতে (দলে) বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি দল হবে ঈমানের,এখানে মুনাফেকী থাকবে না। আর অপর দলটি হবে মুনাফেকীর যার মধ্যে ঈমান থাকবে না। যখন উভয়টি একত্রিত হবে, তখন তুমি দাজ্জালের আগমন প্রত্যক্ষ কর, সে ঐ দিনই অথবা পরের দিন আবির্ভূত হবে।

(৯৪) হযরত আব্দুলাহ ইবনে যবীর গাফেকী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ) বলতে শুনেছি যে, চার ধরনের ফিতনা হবে। ১. ‘ফিতনাতুস সাররা’; (অর্থাৎ প্রাচুর্যের কারণে বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ার ফিতনা, ২. ‘ফিতনাতু র্দরা’ (অর্থাৎ দরিদ্রতার কারণে কষ্টে নিমজ্জিত হয়ে পড়ার ফিতনা), ৩. ‘এই রূপ ফিতনা’ এ কথা বলে তিনি স্বর্ণের খনির কথা আলোচনা করলেন। অতঃপর নবী করীম সাঃ এর বংশধর থেকে এমন এক ব্যক্তি আবির্ভূত

হবেন, যার হাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমত ন্যাস্ত করবেন।

(৯৫) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, আমার পরে বহু ফিতনা সংঘটিত হবে। তন্মধ্যে একটি হলো, ‘ফিতনায়ে আহলাম’ তাতে পলায়ন হবে, (অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে এমন শত্র“তা দেখা দেবে যে, একে অন্য হতে পলায়ন করতে থাকবে।) এবং তাতে ছিনতাই হবে। অতঃপর এর পরে এমন ফিতনা সংঘটিত হবে যা তার চেয়েও আরো ভয়াভহ হবে, তারপর এমন ফিতনা হবে যে, যখন বলা হবে ফিতনা শেষ হয়ে গেছে, তখন তা এত প্রসারিত হবে যে, প্রত্যেক ঘরে তা প্রবেশ করবেই। এবং প্রত্যেক মুসলমানকে আঘাত করবেই। এরপর আমার বংশধর থেকে কোন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে।

(৯৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুবায়রা (রাঃ) বলেন চার প্রকারের ফিতনা হবে। ১. দৃষ্টি সম্পন্ন ফিতনা, ২. প্রবৃত্তি ফিতনা, ৩. অন্ধ ফিতনা, ৪. দাজ্জালের ফিতনা।

(৯৭) হযরত কা’ব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন তিন ধরনের ফিতনা প্রকাশ পাবে, যেমন অনেক ক্ষেত্রে পথচারীকে আটকানো হয়। কিছু ফিতনা প্রকাশিত হবে শাম দেশে, অতঃপর পূর্বদিকে এত মারাত্মক ফিৎনা দেখা দিবে যদ্বারা বড় বড় রাজা বাদশাহগন সর্শেফুল দেখতে থাকবে। এরপর সাথে সাথে প্রকাশ পাবে পশ্চিমা ফিতনা। অতঃপর হলুদ রংয়ের পতাকা বিশিষ্ট কিছু লোকে আবির্ভাব ঘটবে। বর্ণনাকারীর বক্তব্য হচ্ছে, পশ্চিমা ফিতনা হচ্ছে, মূলতঃ অন্ধ ফিতনা।

(৯৮) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর এন্তেকালের পচিশ বৎসর পর পর্যন্ত আরবের উম্মানের মাঁথা ঘুরতে থাকবে। এরপর বিভিন্ন ধরনের ফিতনা প্রকাশ পাবে, যার মধ্যে গণহত্যা থেকে শুরু করে সবকিছুই ঘটবে। এরপর মানুষের মাঝে কিছুটা স্বস্তি ও নিরপত্তা অনুভব হবে। এক পর্যায়ে তারা ঘুরতে ঘুরতে লাটিমের মত স্থীর হয়ে যাবে। এরপর এমন ফিতনা প্রকাশ পাবে যা মূলত ব্যাপক হত্যার রূপ নিবে। আমি কিতাবুল্লাহতে উক্ত ফিতনা সম্বন্ধে পেয়েছি, যেটা এমন অন্ধকারচ্ছন্ন ফিতনা যা প্রত্যেক মর্যাদা সম্পন্ন লোককে গ্রাস করে নিবে।

(৯৯) ভিন্ন সুত্রে উপরের হাদিস বনর্িত হয়েছে।

(১০০) আবু সালেহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত কা’ব মসজিদে নববীর সংস্কার কাজ চলতে দেখে বললেন, আল্লাহর কসম! আমার ইচ্ছা হচ্ছে, মসজিদে নববীর সংস্কার করা নাহোক। কেননা তার একটি গম্বুজ স্থাপন করা হলে আরেকটি গম্বুজ খসে পড়বে।
একথা শুনে কা’বকে বলা হলো, হে আবু ইসহাক উক্ত মসজিদে নামায আদায় করলে এক হাজার নামায থেকে বেশি সওয়াব দেয়া হবে একথা কি বলা হয়নি। অর্থাৎ, মসজিদে হারামের পর সওয়াবের দিক দিয়ে কি মসজিদে নববীর অবস্থান নয়।

জবাবে হযরত কা’ব রহঃ বলেন, হ্যাঁ আমি একথা বলছি, কিন্তু আসমান থেকে জমিনের দিকে যে ফিতনা ধাবমান হচ্ছে, সেটা একেবারে নিকটে এসে পড়েছে, আর মাত্র এক বিঘত পরিমান বাকি রয়েছে, যা মসজিদে নববীর সংস্কার কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে আছড়ে পড়বে। তখনই এই শেখ, অর্থাৎ, হযরত ওসমান ইবনে আফফানকে হত্যা করা হবে। একথা শুনে জনৈক লোক বলে উঠল, তার হত্যাকারীর সাথে কি হযরত ওমর রাযিঃ এর হত্যাকারীর ন্যায় আচরন করা হবে না।

জবাবে কা’ব রহঃ বললেন, লক্ষ বার অথবা তার থেকেও বেশি। এরপর বিশাল, বিস্তৃত এলাকা জুড়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ হতে থাকবে। অতঃপর পশ্চিমা এলাকা এবং পূর্ব দিক থেকে দুই দল সৈন্যের আগমন ঘটবে। উভয়দল ‘সিফফীন’ নামক স্থানে একে অপরের মুখোমুখী হবে এবং তাদের মাঝে তীব্র লড়াই সংঘটিত হবে। অতঃপর তারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অধীনস্থতা গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধে বিরতী দিবে।

(১০১) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন ‘সিফফীন’ নামক এলাকায় রাস্তার মধ্যে কিছু পাথর দেখতে পেয়ে হঠাৎ করে দাড়িয়ে পড়লেন এবং উক্ত পাথর খন্ডকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন। তার অবস্থা দেখে সফরসঙ্গীদের একজন বলল, হে আবু ইসহাক! এভাবে কি দেখছেন?

জবাবে তিনি বলেন, উক্ত পাথরের যে বৈশিষ্ট রয়েছে সেটা আমি কিতাবে দেখতে পেরেছি যে, উক্ত পাথরের জন্য বণী ইসরাঈল নয় বার যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে এবং নিঃসন্দেহে আরবরাও অতিসত্ত্বর দশমবারে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে, অথবা পাথরগুলো ছুড়ে মারতে হবে, যেমন বনী ইসরাঈল গণ ছুড়ে মেরেছিল।

(১০২) হযরত আবুল জাল্দ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একেরপর এক ফিতনা প্রকাশ পাবে। প্রথম ফিতনা এবং দ্বিতীয় ফিতনা চাবুকের অগ্রভাগের গিঁটের মত হবে যা আঘাত করবে তরবারির ধারালো অংশের মত। এরপর এত ব্যাপক ফিতনা প্রকাশ পাবে, যার মধ্যে সব ধরনের হারাম বস্তুকে হালাল ও বৈধ মনে করা হবে। উম্মতের সকলে কল্যাণ কামনার উপর ঐক্যমত পোষণ করলেও সেটা তাদের প্রতি খুব ধীরে ধীরে আস্তে থাকবে, যেন ঘরের ভিতর বসেথেকে তার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

(১০৩) আবুল ওক্কাছ রহঃ হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্ণনা করেন, তোমাদেরকে কি আমি ‘তারাস্সুন’ ফিতনা সম্বন্ধে বলবোনা, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘তারাস্সুল’ ফিতনা কি? জবাবে তিনি বললেন, যদি কাউকে বাতেলরা দশ প্রকারের বাঁধন দ্বারা কয়েদ করে রাখে তারপরও তার মাধ্যমে আহলে হক্কের অনেক ক্ষতি হবে। তেমনিভাবে যদি কেউ হক্কের কারণে পরিপূর্ণভাবে গ্রেফতার অবস্থায় থাকে তারপরও তার মাধ্যমে বাতেলদের মারাত্মক ক্ষতি হবে।

(১০৪) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আউফ ইবনে মালেক আমজাঈ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন

আমাকে রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, হে আউফ! কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি ফিতনা প্রকাশ পাবে। তার মধ্যে প্রথম ফিতনা হচ্ছে, তোমাদের নবীর ওফাত পাওয়া, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কথা শুনে আমি কেঁদে উঠলাম। অতঃপর তিনি বললেন, দ্বিতীয় ফিতনা হচ্ছে, বায়তুল মোকাদ্দাসের বিজয় হওয়া। তৃতীয় ফিতনাটি এত ব্যাপক হবে যা শহর এবং গ্রামের প্রতিটি ঘরকেই গ্রাস করে নিবে। চতুর্থ ফিতনা হচ্ছে, মানুষের মধ্যে গণহারে মৃত্যু দেখা দিবে, যেন সকলে ছাগলের মাড়কের ন্যায় মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। পঞ্চম ফিতনা হচ্ছে, লোকজন প্রচুর সম্পদের মালিক হবে। এমনকি কাউকে একশত দিনার দান করা হলেও যে কম মনে করে রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়বে। আর ষষ্ঠ ফিতনা হলো, তোমাদের এবং রোমবাসীদের মাঝে একটা চুক্তি হবে। অতঃপর তারা আশি দলে বিভক্ত হয়ে বারো হাজার সৈন্যের বিশাল কাফেলা সহকারে তোমাদের দিকে ধেয়ে আসবে।

(১০৫) সিলা ইবনে যুরার রহঃ বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ কে বলতে শুনেছেন। তাঁকে একজন লোক বলল, "দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটেছে"। একথা শুনে হযরত হোজাইফা রাযিঃ বললেন, না আল্লাহর কসম! সেটা কক্ষনো হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল সাঃ এর সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত থাকবেন, ততক্ষণ দাজ্জাল আসতে পারে না। বিশেষ এক গোত্র দাজ্জালের আগমনের আশা করলেও তার আগমন ঘটবেনা। এমনকি কারো কারো নিকট দাজ্জালের আবির্ভাব এতই প্রিয় হবে, যেমন তীব্র গরমের দিন মানুষের কাছে ঠান্ডা পানি পান করা খুবই প্রিয় হয়। এক পর্যায়ে হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ বললেন, হে উম্মতে মুহাম্মদিয়া! অতিসত্ত্বর তোমাদের মাঝে চার প্রকারের ফিতনা প্রকাশ পাবে। তার মধ্যে এককিটি হচ্ছে, সাদা-কালো মিশ্রিত ফিতনা। আরেকটি হলো, অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা। তৃতীয়টি হচ্ছে, অমুক অমুক ফিতনা। আর চতুর্থ ফিতনা তোমাদেরকে দাজ্জালের প্রতি ঠেলে দিবে, অতঃপর উক্ত সমতল ভূমিতে দুই দল যুদ্ধে বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আমার জানা নেই উভয় দল থেকে কোন দল সত্য বা হক্বের উপর রয়েছে এবং আমার তূণীরের তীর দ্বারা আমি উভয় দলের কোন দলকে সাহায্য করব।

(১০৬) বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত তাউস রহঃ বলেন, জনৈক লোক হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ এর কাছে জানতে চাইলো যে, এসব কি ঐ ফিতনা যা আপনি আমাদের সামনে বর্ণনা করতেন। উক্ত ঘটনাটি মূলতঃ তখনই যখন আবু মুসা আশআরী রাযিঃ এবং হযরত আমর ইবনুল আম রাযিঃ এর মাঝে কোনো এক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল জবাবে হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ বললেন, এগুলো হচ্ছে, ফিতনার মারাত্মক মারাত্মক অংশসমূহ হতে একটি। অতঃপর বাকি রইল, বড় বড় অন্ধকারচ্ছন্ন ফিতনা, যা গোটা জাতিকে গ্রাস করবে। যারা উক্ত ফিতনার প্রতি মনোনিবেশ কবে তাদেরকে অত্যন্ত নির্মমভাবে আকৃষ্ট করে নিবে। উক্ত ফিতনাকালীন যারা বসে থাকবে তারা দন্ডায়মান থাকা লোকজন থেকে উত্তম, আর একস্থানে দাড়িয়ে থাকা লোক চলাচলকারী থেকে ভালো। স্বাভাবিক গতি সম্পন্ন লোক দ্রুতগামী থেকে অনেক উত্তম। ফিতনা সম্বন্ধে মন্তব্যকারী থেকে নীরবতা অবলম্বনকারী উত্তম আর উক্ত

ফিতনার সময় ঘুমন্ত ব্যক্তি অনেক ভালো জাগ্রত লোক থেকে।

৩। ফিতনাকালীন মানুষ কান্ডজ্ঞানহীন হওয়া প্রসঙ্গেঁ

(১০৭) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনু ইয়ামান রাযিঃ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লহ সাঃ এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের পূর্বে এমন ফিতনা প্রকাশ পাবে, যদ্বারা মানুষের জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হবে। এমনকি তখন অনেক তালাশ করেও কোনো জ্ঞানী লোক পাওয়া যাবেনা। এরপর রাসূলুল্লাহ সাঃ তৃতীয় প্রকার ফিতনার কথা উল্লেখ করেছেন।

(১০৮) হযরত উমাইর ইবনে হানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাঃ বলেছেন, তৃতীয় ফিতনা হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা। সে ফিতনাতে লোকজন এমন ভাবে যুদ্ধ করবে যে, সে জানবেনা সে কি সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে? নাকি বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

(১০৯) হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের অন্তরে ফিতনাসমূহ এমন ভাবে প্রবেশ করবে, যেমন আঁশ একটির পর আরেকটি বিছানো হয়ে থাকে। (রাবী ফাযারী বলেন,) হাসীর হলো রাস্তা। সুতরাং যে অন্তর তাকে স্থান দেয়না তাতে একটি সাদা দাগ পড়ে। আর সেই অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা প্রবেশ করে তাতে একটি কালো দাগ পড়ে। ফলে মানুষের অন্তরসমূহ পৃথক পৃথক দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক প্রকার অন্তর হয় মর্মর পাথরের ন্যায় শ্বেত, যাকে আসমান ও জমীন বহাল থাকা পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) কোনো ফিতনাই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবেনা। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার অন্তর হয় কয়লার মতো কৃষ্ণ। যেমন উপুড় হওয়া পাত্রের ন্যায়, যাতে কিছুই ধারন করার ক্ষমতা থাকে না। (তিনি বললেন যেমন তার হাত দ্বারা উল্টানো হয়) তা ভালোকে ভালো জানার এবং মন্দকে মন্দ জানার ক্ষমতা রাখেনা, ফলে কেবলমাত্র তাই গ্রহণ করে যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা হয়। তার সম্মুখে একটি আবদ্ধ দরজা হবে। আর সেই দরজাটি হলো এমন ব্যক্তি যে, হত্যা হওয়ার অথবা নিহত হওয়ার উপক্রম হবে। এটি এমন হাদীস যা কোন গোলক ধাঁধা নয়।

(১১০) হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)   থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ফিতনা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, তখন সেই অন্তর তাকে প্রথমবার স্থান দেয়না তাতে একটি সাদা দাগ লিখা হয়। আর যে অন্তর প্রথমবার তাকে স্থান দেয়, তখন তাতে একটি কালো দাগ লিখা হয়। অতঃপর আবার ফিতনা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, যদি তাকে স্থান না দেয়, যেমন প্রথমবারে দেয়নি, তখন তাতে একটি সাদা পড়ে। আর যদি তাকে স্থান দেয় যেমন প্রথমবারে দিয়েছিল, তখন তাতে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর পুনরায় ফিতনা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, যদি তাকে স্থান না দেয়, যেমন আগের দুইবার দেয়নি,তখন তাতে আরো বেশী সাদা ও বেশী স্বচ্ছ দাগ পড়ে। ফলে কখনো ফিতনা তাকে কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আর যদি তাকে স্থান দেয় যেমন প্রথম দুই বার দিয়েছিল, তখন তাতে একটি কালো দাগ পড়ে বরং পুরো অন্তর

একেবারে বেশী কয়লার মত কালো হয়ে যায়। অতঃপর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হবে। ফলে তা ভালকে ভাল জানার এবং মন্দকে মন্দ জানার ক্ষমতা রাখেনা।

(১১১) হযরত আবু হারুন আল-মাদীনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যখন ভালকে মন্দ মনে করতে থাকবে, আর মন্দকে ভাল মনে করতে থাকবে, তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে? লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ এমনটা ঘটবে কী? তখন রাসূল সাঃ বললেন, হ্যাঁ, ঘটবে।

(১১২) আবু মা'লাবা খুশনী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের আলামত সমূহ থেকে কিছু আলামত হচ্ছে, মানুষের জ্ঞান হ্রাস পাবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং মানুষের মধ্যে পেরেশানী বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

(১১৩) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আমার পরে আমার উম্মতকে ফিতনা সমূহ এমনভাবে ছেয়ে ফেলবে যে, তাতে মানুষের অন্তর মরে যাবে, যেমন তার দেহ মরে যায়।

(১১৪) হযরত আবুয্ যাহেরিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোনো গোত্রের উপর ফিতনা আসতে থাকে তাহলে তাদের মাঝে নবীদের থাকলে তিনিও আক্রান্ত হয়ে পড়বে। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে। প্রত্যেক সিদ্ধান্ত দাতার সঠিক সিদ্ধান্তে ঘাটতি দেখা যাবে। আর প্রত্যেক বুঝমান ব্যক্তির বুঝের মধ্যেও পরিবর্তন এসে যাবে। এভাবে যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা ততদিন চলতে থাকবে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি এবং বিবেক ফিরিয়ে দিতে থাকবেন। ফলে নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা যে সবকিছু থেকে মাহরুম হয়েছে তার জন্য আফসোস করতে থাকবে। অতঃপর হাদীস বর্ণনকারী বলেন, তাদের জ্ঞানীদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যকই বাকি থাকবে।
(১১৫) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ কিয়ামতের পূর্বে বিশেষ কিছু হত্যার কথা আলোচনা করেছেন, এমনকি মানুষ তার প্রতিবেশি, ভাই এবং চাচাতো ভাইকেও হত্যা করবে। এক পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করেন, সেদিন কি আমাদের সাথে আমাদের জ্ঞান থাকবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, সে যুগের অধিকাংশ লোকের জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া হবে। মানুষের মধ্যে নির্বোধ ও বোকারাই বাকি থাকবে। তারা নিজেদেরকে খুবই তুচ্ছ মনে করবে, আসলেই তারা অত্যন্ত তুচ্ছ হবে।

(১১৬) উমাইদ ইবনে মুতাসাম্মাছ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ কে বলতে শুনেছি উল্লিখিত হাদীস; যেখানে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কথা বলা হয়নি। তবে উক্ত হাদীসের শেষে উল্লেখ রয়েছে, যেমন রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছেন।

(১১৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদের উপর ভয় করছি ফিতনা সম্পর্কে যেন তা ধোঁয়া। তাতে মানুষের অন্তর মরে যাবে। যেমন তার দেহ মরে যায়।

(১১৮) হযরত আবুযর আব্দুর রহমান ইবনে ফুজালা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে তখন তার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়েছিল এবং তার অন্তর একেবারে বুদ্ধি শুন্য হয়ে গিয়েছিল। যার জন্য যে মৃত্যু পর্যন্ত পেরেশান ছিল।

(১১৯) হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, কেউ তাকে একদিন জিজ্ঞাস করে যে, কোন ধরনের ফিৎনা সবচেয়ে মারাত্মক ও ভয়াবহ? জবাবে তিনি বললেন, যখন তোমার অন্তরে কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়টি পেশ করা হবে, আর তুমি কোনটি গ্রহণ করবে তা নিয়ে দ্বিধাদন্ধে পতিত হবে।

(১২০) আবু আম্মার হযরত হোজাইফা রাযিঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি বলেন, মানুষের মাঝে এমন একযুগ আসবে, সকালে মানুষ বিচক্ষণ থাকবে, সন্ধ্যা হতে হতে সে পরিপূর্ণরূপে বোকা হয়ে যাবে।

(১২১) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঘোর অন্ধকার রাত্রির টুকরোর ন্যায় এই ফিতনা আবির্ভূত হবে। যখনই তন্মধ্যে থেকে কোন এক ধরনের ফিতনা চলে যাবে, তখন আরেক প্রকার ফিতনা আসবে। তাতে মানুষের অন্তর মৃত্যুবরণ করবে যেমন তার দেহ মৃত্যু বরণ করে।

(১২২) হযরত আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, হে লোক সকল! নিঃ সন্দেহে তোমাদের মাঝে এমন এক ফিতনা প্রকাশ পাবে, যা পরস্পর মহব্বত ভালোবাসাকে নষ্ট করে দিবে, তখন খুবই ধৈর্য্যশীল লোক পর্যন্ত ছোট্ট শিশুর ন্যায় অধৈর্য্য হয়ে যাবে।
তোমাদের মধ্যে এমন অস্থিরতা যা মূলতঃ পেটের পীড়ার আকার ধারণ করবে আর সেটা থেকে মুক্তির কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

(১২৩) হযরত আবু সা'লাবা আলখুশনী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা দুনিয়ার এমন পণ্যের সুসংবাদ গ্রহণ করো,যা তোমাদের ঈমান ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা সেদিন দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ তাআলার উপর পরিপূর্ণ ঈমান রাখতে পারবে তাদের কাছে ফিতনা ধবধবে সাদা অবস্থায় প্রকাশ পাবে। আর যারা সেদিন আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে সন্দিহান হবে, তাদের কাছে ফিতনাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো বর্ণ ধারন করে আসবে। তারপর যেকোনো জনপদের উপর চলতে গিয়ে সামান্যতমও আল্লাহকে ভয় করবেনা।

(১২৪) হযরত কাসীর ইবনে যুররা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছে, বালা-মসিবতের নিদর্শন এবং কিয়ামতের আলামত হচ্ছে, মানুষের জ্ঞান নষ্ট হয়ে যাবে, বুদ্ধি হ্রাস পাবে, পেরেশানী বেড়ে যাবে হক্বের আলামতগুলো উঠিয়ে নেয়া হবে এবং জুলুম প্রকাশ্যরূপ

ধারন করবে।

(১২৫) হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পঞ্চম ফিতনা হলো, অন্ধ ফিতনা,পূর্ণ বধির ফিতনা,তাতে মানুষ চতুষ্পদ প্রাণীর মত হবে।

(১২৬) দ্বিতীয় সুত্র থেকে আলী (রা:) থেকে একই হাদিস বর্নিত হয়েছে।

(১২৭) হযরত আবু হোরায়রা রাযিঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনে বলেন, চতুর্থ ফিতনা হচ্ছে এমন যা মানুষের সাথে চামড়ার ন্যায় মিশ্রিত হয়ে যাবে। বালা-মসিবদ মারাত্মক আকার ধারণ করবে। এ পর্যায়ে তারা সৎ কাজকে ভালো জানবে না এবং অসৎ কাজকে খারাপ জানবে না।

(১২৮) হযরত আবু হোরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, আমার পরে তোমাদের নিকট চার ধরনের ফিতনার আগমন ঘটবে। তার মধ্যে চতুর্থ ফিতনা হচ্ছে, লাগাতার বধীর,অন্ধত্বের ফিতনা, যা মানুষের সাথে চামড়ার ন্যায় মিশ্রিত হয়ে থাকবে। এমনকি এসময় অসৎ কাজকে সৎ মনে করা হবে এবং অসৎ কাজকে সৎ কাজ মনে করা হবে। তাদের অন্ত সমূহ এমনভাবে মৃত্যুবরণ করবে যেমন তাদের শরীর মারা যায়।

(১২৯) হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি ইচ্ছা করছি, আমার কাছে যদি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জল অন্তর বিশিষ্ট একশত লোক থাকবে, যাদেরকে নিয়ে আমি বিশাল এক পাথরে আরোহন করব অতঃপর ---- তাদের একটি হাদীস বয়ান করব, যদ্বারা পরবর্তীতে কখনো কোনো ফিতনা তাদের ক্ষতি করতে পারবেনা। এরপর আমি এমনভাবে গায়েব হয়ে যাব, আমাকে তারা কখনো দেখবেনা আর আমিও তাদেরকে কখনো দেখবোনা।

(১৩০) হযরত হোজাইফা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে ফিতনা মানুষের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করবে। যেসব অন্তর এসব ফিতনা গ্রহন করবে তাদের অন্তরে একটি কালো দাগ লেগে যাবে। এবং যেসব অন্তর উক্ত ফিতনাকে গ্রহন করবেনা তাদের অন্তরে একটি উজ্জল দাগ প্রকাশ হবে। তোমাদের মধ্যে যাদের উক্ত ফিতনা সম্বন্ধে জানার আগ্রহ থাকবে না হয় থাকবেনা তারা যেন গভীরভাবে উপলব্ধি করে। তারা হালাল কোনো বিষয়কেও দেখলে হারাম মনে করবে এবং হারাম কোনো বিষয়কে দেখলে হারাম মনে করবে এবং হারাম কোনো বিষয়কে দেখলে হালালই মনে করতে থাকবে। তাহলে বুঝতে হবে তারা উক্ত ফিতনার সম্মুখিন হয়ে পড়েছে। এরপর হযরত হোজাইফা রাযিঃ বলেন, কোনো মানুষ সকালে বিচক্ষণ হিসেবে থাকলেও সন্ধ্যা হতে হতে তার এমন অবস্থা হবে সে নিজের পশম পর্যন্ত দেখতে পাবেনা।

(১৩১) হযরত তাবী রহঃ হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন আনুমানিক

একশত ষাট বৎসর হবে তখন জ্ঞানী লোকের জ্ঞান এবং বিচক্ষণ লোকের বিচক্ষণতা ব্যাপকভাবে লোপ পেতে থাকবে।

(১৩২) হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফিতনাকালীন হক্ব-বাতিল উভয়টা একটি আরেকটির সাথে মিশ্রিত হয়ে যাবে কিন্তু যারা হক্বকে যথাযথ ভাবে জানবে এবং বুঝবে কোনো ধরনের ফিতনা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা।

(১৩৩) হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাঃ কিয়ামতের পূর্বের ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। হযরত আবু মুসা আশআ'রী বলেন, আমি বললাম, আমাদের মাঝে তো আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন মাজীদ রয়েছে (অর্থাৎ তা সত্যেও কি ফিতনা হবে)। রাসূল সাঃ বললেন,হ্যাঁ, তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব রয়েছে। (অর্থাৎ তা সত্যেও ফিতনা আসবে) আবু মুসা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, আমাদের সাথেতো আমাদের বিবেক রয়েছে, রাসূল সাঃ বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের সাথে তোমাদের সাথে রয়েছে। (অর্থাৎ তা সত্যেও ফিতনা আপতিত হবে।)

(১৩৪) হুজাইল ইবনে শুরাইবীল রহঃ বলেন, একদিন হযরত আবু মাসউদ আনসারী রাযিঃ বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ এর কাছে জানতে চাইলেন যে, এমন কোনো বিষয় সম্বন্ধে আমাদেরকে সংবাদ দিয়ে যান,যার পর আমরা সেটার উপর আমল করতে পারি। জবাবে হযরত হোজাইফা রাযিঃ বলেন, নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্টা হচ্ছে, তুমি যখন অসৎ জিনিসকে সৎ মনে করবে এবং সৎ বিষয় অসৎ মনে করবে, অতঃপর তুমি পর্যবেক্ষণ করবে, আজকে কিসের উপর রয়েছ, পরবর্তীতেও সেটাকে আকড়িয়ে ধরবে। তখন কখনো কোনো ফিতনা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

(১৩৫) আমের রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত হোজায়ফা রাযিঃ কে সবচেয়ে মারাত্মক ও কঠিন ফিতনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যখন তোমার অন্তরে ভাল এবং খারাপ বিষয় পেশ করা হয় আর তুমি সংশয়ের মধ্যে থাকো যে, কোনটা গ্রহণ করবে, তখনই মনে কর যেন কঠিন ফিতনার সম্মুখিন হয়েছো।

(১৩৬) ইবরাহীম ইবনে আবু আবলা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীস পৌঁছেছে যে, নিঃসন্দেহে কিয়ামত এতন কিছু লোকের উপর সংঘটিত হবে, যাদের জ্ঞান হবে চড়–ই পাখির জ্ঞানের ন্যায়।

(১৩৭) হযরত আলী রাযিঃ হতে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেন, অনেক কম যুদ্ধে তোমরা বিজয় লাভ করতে পারবে। প্রথম জিহাদ হবে তোমাদের হাতের মাধ্যমে, এরপরের জিহাদ হবে তোমাদের মুখের দ্বারা, এরপরের জিহাদ চালাতে থাকবে কেবলমাত্র তোমাদের অন্তর দ্বারা। অতঃপর যে অন্তর সৎ কাজকে সৎকাজ এবং অসৎ কাজকে অসৎকাজ হিসেবে বুঝতে

পারবেনা তারা উচ্চ স্তর থেকে নিম্নস্তরে পরিণত হবে।

(১৩৮) হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কোনো অন্তর ভালো কাজকে ভালো এবং খারাপ কাজকে খারাপ হিসেবে জানবেনা তার অধঃপতন শুরু হতে থাকে। অতঃপর যে উচ্চতায় উপনিত হোকনা কেন নিম্নমুখী হতে থাকবে।

(১৩৯) হযরত আবু মাসউদ রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, সেই অন্তর সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা, যে অন্তর এক সময় উপুড় হয়ে পতিত হয়ে পড়বে।

(১৪০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুছর রাযিঃ থেকে বর্ণনা কারীগণ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমাদের অবস্থা কি হবে, যখন তোমরা বিশজন বা তার চেয়েও অধিক লোককে দেখবে যে, তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ তাআলাকে ভয় করেন।

৪। মানুষের মধ্যে বালা মসিবত অধিকহারে দেখা গেলে মৃত্যু কামনা করার ব্যাপারে শিথিলতা প্রসঙ্গে

(১৪১) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মানুষ অন্যের কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করার সময় বালা-মসিবত ও ফিতনার কারণে এ আশা করবেনা যে, হায়! আমি যদি এ কবরের বাসিন্দা হতাম!

(১৪২) হযরত আবু হুমায়দ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বলছে শুনেছি যে, অবশ্যই তোমাদের উপর এমন দিন আসবে, যে তোমাদের মধ্যে কেউ যখনা তার কোন ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে হাটবে, তখন সে বলতে থাকবে হায়! আমি যদি তার স্থানে হতাম।

(১৪৩) হযরত আব্দুল্লাহ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে এমন এক যুগ আসবে, মানুষ কারো কবরে এসে সেখানে শুয়ে পড়বে এবং বলতে থাকবে, হায়! আমি যদি এ কবরের একজন সদস্য হতাম! এটা অবশ্যই আল্লাহ তাআলার সাথে অগ্রীম সাক্ষাতের আশায় নয়, বরং সেটা হবে মারাত্মক মারাত্মক বালা-মসিবদ দেখার কারণে।

(১৪৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতদিন না কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে। অতঃপর বলতে থাকবে হায়! আফসুস যদি আমি তোমার জায়গায় হতাম, (তাহলে কতইনা ভাল হত)।

(১৪৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের উপর এমন যমানা

আসবে যে, তখন তাতে তাদের কারো কাছে উত্তপ্ত গরমের দিনে ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করার চেয়ে মৃত্যু বরণ করা বেশি পছন্দ করবে, অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করবেনা।

(১৪৬) হযরত আব্দুল্লাহ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে এমন এক যুগ আসবে, মানুষ অন্যদের কবরে এসে পশুর ন্যায় গড়াগড়ি খেতে থাকবে এবং খুবই আশাবাদি হয়ে বলবে,হায়! আমি যদি একবরের বাসিন্দা হতাম! এটা অবশ্যই আল্লাহ তাআলা সাথে সাক্ষাতের আশায় নয়,বরং এটা হচ্ছে,মারাত্মক বালা-মসিবতের সম্মুখিন হওয়ার কারণে।

(১৪৭) ভিন্ন সুত্রে উপরের হাদিস বর্নিত হয়েছে।

(১৪৮) হযরত আব্দুল্লাহ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, কিয়ামত হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ কোনো কবরের কাছে এসে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় গড়াগড়ি দিয়ে বলবেনা যে, হায়! আমি যদি একবরের বাসিন্দা হতাম।

(১৪৯) হযরত আবতাত ইবনে মুনজির, আবু আশুরা আলহাজরামী থেকে বর্ণন করেন, তিনি বলেন, যদি তোমাদের হায়াত দীর্ঘ হয়, তাহলে তোমাদের হয়তো তার ভাইয়ের কবরে এসে তার থেকে উপকৃত হতে চেষ্টা করবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি তোমার স্থলে হতাম তাহলে অবশ্যই মুক্তি পেয়ে যেতাম।

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আবু আযবাহ! গোত্রে নতুন কোনো সন্তান জন্মলাভ করলে তাকেও কি ঐ ফিতনা গ্রাস করে নিবে। জবাবে তিনি বললেন, এক প্রান্ত হতে তোমাদেরকে দুশমন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকবে। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য প্রান্ত হতে দুশমনের আরেকদল হামলা করে বসবে। তখন তোমাদের হুশ থাকবেনা যে, কোন দুশমন থেকে পলায়ন করবে। তখনই মূলতঃ উল্লিখিত সূরত প্রকাশ পাবে।

(১৫০) আবু আযবা হাজরামী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি তোমাদের সামান্য একটু হায়াত বৃদ্ধি পায় তাহলে হয়তো এমন অবস্থা হবে, তোমাদের কেউ তার বন্ধুর কবরে এসে উক্ত কবরবাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বলবে, হায়! আমি যদি তোমার স্থলে হতাম তাহলে নিঃসন্দেহে মুক্তি পেয়ে যেতাম।

(১৫১) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর সমুদ্র এত বেশি কঠিন হবে, যার কারণে তার উপর কোনো জাহাজ চলতে পারবেনা এবং তেমনিভাবে স্থলভাগও এমন কঠিন হয়ে উঠবে ফলে কেউ তার উপর দিয়ে অতিক্রম করে নিজের ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।

(১৫২) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি রাযি বলেন, নিঃসন্দেহে মানুষের মাঝে এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবতের সম্মুখিন হওয়ার

কারণে আকাঙ্খা করবে যে এবং তার পরিবার যেন বোঝাই করা মালবাহি জাহাজে আরোহন করবে এবং উক্ত জাহাজটি সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা সমুদ্রে দুলতে থাকবে।

(১৫৩) হযরত আব্দল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আমরাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের মাঝে এমন এক যুগ আসবে, সম্মানী, সম্পদশালী ও পরিবার-পরিজন ওয়ালা লোক পর্যন্ত মৃত্যু কামনা করবে যেহেতু তারা তাদের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে নানান ধরনের বালা-মসিবদের সম্মুখিন হবে।

(১৫৪) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মু'তাজ ইবনে জাবাল রাযি, থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা এ পৃথিবীতে শুধুমাত্র ফিতনা ও বালা-মসিবতই দেখতে পাবে। যেকোনো বিষয় ধীরে ধীরে কঠিন হতে থাকবে। নেতৃত্বাস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কঠোরতাই দেখতে পাবে। এমন বিষয় দেখবে যা তোমাদেরকে ভীতিকর করে তুলবে। কিন্তু তার পরবর্তী ধাপ এর থেকে আরো কঠিন ও ভয়াবহ হয়ে উঠবে।

(১৫৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন সময় আসন্ন হবে যে, ওলামাগনের নিকট লাল বর্ণের স্বর্ণের চেয়েও মৃত্যু বেশী পছন্দনীয় হবে।

(১৫৬) হযরত উমায়র ইবনে ইসহাক বলেন, আমরা আলোচনা করতে ছিলাম যে, মানুষের থেকে সর্ব প্রথম ভালোবাসা (বন্ধুত্য) উঠে যাবে।

(১৫৭) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাঃ থেকে ফিতনার আলোচনা শুনেছি। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ তা কখন হবে? রাসূল সাঃ বললেন, যখন কোন ব্যক্তি তাব বন্ধু থেকে নিরাপদ পাবেনা।

(১৫৮) হযরত হামাম ইবনে ওতাইবা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে এমন এক যুগ আসবে যদ্বারা কোনো বিজ্ঞলোকে চক্ষু শীতল হবে না।

(১৫৯) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যোয়ায ইবনে জাবাল রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা দেখবে বিনা অপরাধে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে, মিথ্যার কারণে মানুষকে টাকা-পয়সা দেয়া হচ্ছে, আর মানুষের মধ্যে নাস্তিক মুরতাদ হওয়া, সন্দেহ করা ও অভিশাপ দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে তখন তোমাদের মধ্যে যারা মারা যেতে চাও তারা যেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।

(১৬০) হযরত আবু সালামা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, মানুষের উপর এমন এক যমানা আসবে যে, তখন আলেমের কাছে লাল স্বর্ণের চেয়েও মৃত্যু বেশী পছন্দনীয় হবে।

(১৬১) হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াহাব রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ রাযি কে বলতে শুনেছেন, নিঃসন্দেহে ফিতনা ধীরে ধীরে একের পর এক আসতে থাকবে। উক্ত ফিতনার সময় যারা মারা যেতে চায় তারা যেন মৃত্যু গ্রহণ করে নেয়।

(১৬২) হযরত যায়েদ ইববে ওয়াহাব বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন ঃ ফিতনার স্থিতিশীলতা হচ্ছে, যখন তরবারিকে খাপবদ্ধ করা হয় আর ফিতনার তীব্রতা হচ্ছে, যখন তরবারিকে খাপমুক্ত করে নাঁঙ্গা করা হবে।

(১৬৩) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোযাইফা রাযি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফিতনার জন্য কিছুটা স্থিতিশীলতা ও কিছুটা তীব্রতা রয়েছে। এ ধরনের তীব্র ফিতনার সময় কেউ মৃত্যুবরণ করতে চাইলে যেন মৃত্যুকে গ্রহণ করে।

(১৬৪) হযরত আবু উসমান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি এর সাথে বসা ছিলাম হঠাৎ তার উপর চড়–ই পাখির মল এসে পড়লে তিনি যেগুলোকে তার আঙ্গুল উঠিয়ে নিয়ে বললেন, আমার কাছে আমার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্তুতি মৃত্যুবরণ করা এর থেকেও অনেক সহজ। এরপর বর্ণনাকারী বললেন,আল্লাহর কসম! তাঁর একথার দ্বারা কি উদ্দেশ্য আমরা বুঝতে পারলামনা।এক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা আসতে থাকল। অতঃপর আমরা বললাম, এটা সেই ফিতনা তাদের উপর পতিত হতে থাকে।

(১৬৫) হযরত আবুল আহওয়াছ রহঃ বলেন, একদা আমরা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি এর ঘরে গিয়ে দেখি তার সন্তানদেরকে নিয়ে তিনি বসে আছেন। তার ছেলেগুলো দেখতে উজ্জ্বল দিনারের ন্যায় সুন্দর। তাদের সৌন্দর্য দেখে আমরা খুবই আশ্চর্য হতে থাকলাম। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ আমাদেরকে বললেন, মনে হয় তোমরা এদের কারণে আমার উপর ইর্ষান্বীত হয়েছ, জবাবে আমরা বললাম, আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে এমন ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ইর্ষা করবে। আমাদের কথা শুনে তিনি তার ছোট্ট ঘরটির ছাদের দিকে মাথা উঠালেন। এদিকে ঘরের জীর্ণ ছাদে কিছু পাখি বাসা বেঁধেছে এবং উক্ত বাসায় ডিমও দিয়েছে। অতঃ তিনি বললেন, কসম যে সত্ত্বার যার হাতে আমার জীবন! আমার এ সন্তানদের কবরে মাটি দেয়া আমার নিকট অনেক-অনেক পছন্দনীয় এদের উপর ঐ হিংস্র পাখির বাসাগুলো পতিত হয়ে তাদের ডিম ভেঙেঁ যাওয়া থেকে। উক্ত হাদীসের বর্ণনকারী হযরত ইবনুল মোবারক বলেন, এটা মূলতঃ তাদের উপর আসন্ন ফিতনার ভয়ে বলেছেন।

(১৬৬) হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযি বলেন, হে আবুততোফাইল! তোমার কি অবস্থা হবে, যখন আমাদের উপর বিভিন্ন ধরণের ফিতনা আসতে থাকবে। তখন সর্বোত্তম মানুষ হবে প্রত্যেক ধনী লোক যারা তাদের ধনাঢ্যতা গোপন রাখবে।

অতঃপর আবুত্ তোফাইল রহঃ বলেন, তখন কি অবস্থা হবে, নিশ্চয় সেটা আমাদের প্রতি এমন

দার করা যদ্বারা মানুষ নিম্নস্তরে পতিত হবে এবং নিক্ষিপ্ত হবে অনেক গভীরে।

(১৬৭) হযরত নোমান ইবনে মোকাররিনি রহঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসুলুল্লাহ যা, এরশাদ করেছেন, ফিতনা এবং যুদ্ধবিগ্রহকালীন যারা এবাদতের ওপর অটল থাকবে তারা আমার প্রতি হিজরত করার প্রতিদান প্রাপ্ত হবে।

(১৬৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে অতি পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে ‘আল গুরাবা’। অর্থাৎ গরীব-মিসকীনগণ। তার কাছে গুরাবা কারা জানতে চাইলে জবাবে তিনি বললেন, যারা তাদের দ্বীনসহকারে এদিক সেদিক পলায়ন ও আত্মগোপন করতে থাকবে, এক পর্যায়ে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ম আঃ এর সাথে মিলিত হবে।

৫। ফিতনাকালীন সাহাবায়ে কেরাম থেকে লজ্জা পাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা

(১৬৯) হযরত কিনানা রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রবীয়ার অধীন থাকাকালীন একদা হয়রত যুবাইর রাযি ও তার কিছু আসহাব কে সাথে নিয়ে আমাদের কাছে আসলেন। এদিকে আমদের গোত্রপতিগণ আলী রাযি এর সাথে মিলিত হলেন, এবং আমরা সকলে একত্রিত হয়ে পরামর্শ করছিলাম। আমাদের কেউ কেউ বলল, হয়তবা আমরা এর সাথে গিয়ে থাকলে আমাদের সরদারগণ আলীর সাথে থাকবে। তখন আমরা তাদের সাথে কিভাবে মোকাবেলা করব! আমরা আবার বললাম, আমরা মোকাবেলার জন্য বের হলে উভয় দল যখন একে অপরের সামনা সামনি হবে তখন আমরা তাদের সাথে মিলিত হয়ে যাব। আবার আমাদের কেউ কেউ পরামর্শ দিল, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারছিনা। তাহলে এমন হতে পারে যে, আমরা তাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব, অনুমতি মিললে আমরা নিরাপদে পৌঁছে যেতে পারব। না হয় আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকব। এক পর্যায়ে আমাদের দলবল সহকারে হযরত যোবাইর রাযি, এর কাছে এসে বললাম, আমাদের মুসলমানগণ কাদের সাথে থাকবে। জবাবে তিনি বললেন, কেন! তাদের মাওলার সাথে থাকব। তার কথা শুনে আমরা বললাম, আমাদের মওলাগণ হযরত আলীর সাথে রয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এটা শুনে তার অবস্থা এমন হল যেন আমরা তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করলাম। এরপর বেশ কিছুক্ষন চুপ থেকে বললেন, আমরা এটাকেই ভয় করে আসছিলাম।

(১৭০) হযরত আবু সালেহ থেকে বর্ণিত, যখন হযরত আলী রাযি কিছু বাহাদুর পুরুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন, তখন বললেন, এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বিশ বৎসর পূর্বে মৃত্যুবরণ করাটাই আমার নিকট অতি পছন্দনীয় ছিল।

(২১৩) হযরত কাইস ইবনে আব্বাদ রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা আম্মার রাযিঃ কে বললাম, তোমাদের এই যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? এ সম্পর্কে কি আপনার কোনো সিদ্ধান্ত রয়েছে।

কেননা, সিদ্ধান্ত বা রায় এর ক্ষেত্রে সঠিক বা ভূল উভয়টি রয়েছে অথবা এসব ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর পক্ষ থেকে কোনো দিক নির্দেশনা রয়েছে, যা আপনাদেরকে দেয়া হয়েছে। জবাবে তিনি বললেন, এসম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর পক্ষ থেকে কোনো দিক নির্দেশনা দেননি।

ফেৎনা কালীন সম্পদ ও সন্তানাদি কম হওয়া মুস্তাহাব এবং তখন কোন ধরনের সম্পদ রাখা উত্তম সে প্রসঙ্গে

(২১৪) হযরত আবুল মুহাল্লাবও আবু উসমান রাযি থেকে বর্নিত, তারা উভয়জন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, যে লোক ফেৎনা কালীন উটের বহর লালন পালন করবে, কিংবা বিশাল সম্পদ গড়ে তুলবে গরীব কিংবা নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ভয়ে, সে কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকারী হিসেবে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করবে।

(২১৫) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, ফেৎনা কালীন হাওদা বিশিষ্ট একটি উট একলক্ষ বড় শহর থেকে উত্তম হবে।

(২১৬) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, ফেৎনা কালীন সর্বোত্তম সম্পদ হবে, উন্নতমানের অস্ত্র এবং সুস্থ সবল ঘোড়া। যার উপর আরোহন করে বান্দা যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারবে।

(২১৭) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন অতি সত্বর এমন এক যুগ আসবে যখন মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরির পাল, যার সাথে সেই মুনলমান পর্বতের উচু স্থানে অবস্থান করবে। যেখানে বৃষ্টিও দানা পানির সু ব্যবস্থা থাকবে এবং সে লোক তার দ্বীন সহকারে যাবতীয় ফেৎনা থেকে পালিয়ে থাকতে পারবে।

(২১৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে হাদীস বর্ননা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, ফেৎনার সময় সব চেয়ে নেককার মানুষ হচ্ছে ঐ লোক যে অনেক গুলো বকরী নিয়ে পর্বতের উচুঁ স্থানে চলে যায় এবং লোকজনের যাবতীয় ফেৎনা থেকে নিজেকে দুরে রাখে।

(২১৯) হযরত তাউস থেকে বর্নিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, ফেৎনা কালীন সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে, যে লোক তার ঘোড়ার লাগাম ধারন করে দুশমনের দিকে এগিয়ে যায় এবং দুশমনের অন্তরে ভয়ভীতির সঞ্চার করে আর নিজেও দুশমনকে ভয় পায়। তেমনি ভাবে ঐ লোক সর্বোত্তম, যে জনসমাগম স্থল ত্যাগ পূর্বক তার দায়িত্বে থাকা আল্লাহ তাআলার যাবতীয় হক আদায় করে যায়।

(২২০) হযরত ইবনুল খায়সাম রাযি থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, ফেৎনা কালীন সর্বোত্তম লোক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে গনীমতের মাল দ্বারা নিজের জিবিকা নির্বাহ করে। তেমনি ভাবে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে পর্বতের উচূ স্থানে আরোহন করে বকরীর মাধ্যমে অর্জিত আয় দ্বারা জীবন ধারন করে যায়।

(২২১) হযরত আবু ওয়ালিদ রহঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন হযরত সাহাল ইবনে হুনাইফ রাযিঃ এরশাদ করেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের মনগড়া সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আন্তরিক হয়োনা। কেননা, আল্লাহর কসম! আমরা তাদের কোনো ব্যাপারে কখনো পুরোপুরি গ্রহন করবোবা। কিন্তু আমরা কেবলমাত্র সহজটাকেই প্রধান্য দিয়ে থাকি। অথচ তোমাদের এই নির্দেশের মাধ্যমে কেবল কঠিনতা ও মতানৈক্যই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আমি আবু জান্দালের দিন এমন এক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সামনা সামনি হতে পারি তাহলে অবশ্যই সে সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করব।

(২২২) হযরত হাসান বসরী রহ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, কসম সেই সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রান! আমার সাহাবায়ে কেরাম থেকে কিছু লোককে কিয়মতের দিন আমার সামনে পেশ করা হবে। তাদের দেখার সাথে সাথে আমি চিনতে পারব, তবে কিছুক্ষন পর আমার এবং তাদের মাঝে পর্দা সৃষ্টি হয়ে যাবে। এ অবস্থা দেখে আমি বলব, হে আমার রব! আমার সাহাবী, আমার

সাহাবী! আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জবাব আসবে, তাদের সম্বন্ধে তুমি জানোনা, তোমার পর তারা কেমন বেদআত ওকার্যক্রম আবিস্কার করেছিল।
(২২৩) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী তার বিরোধীতা কারীকে হত্যা করে থাকে এবং তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে দীর্ঘ ছয়মাস পর্যন্ত পাত্রের মধ্যে রেখে পাকাতে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন মাশরিক, মাগরিব বাসীরা এমন কতক দৃশ্য দেখতে পাবে যা এই উম্মতের মধ্যে রাসূলল্লাহ সাঃ এর পরে খোলাফাদের যুগে সংঘটিত হবে মর্মে বর্ণনা পাওয়া যায়।
(২২৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, মুসা আঃ এর উপদেষ্টাদের মত আমার পরেও কতক খলীফা আত্ন প্রকাশ করবে।
(২২৫) হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, খেলাফতের জিম্মাদারী কুরাইশের বারোজন খলীফার দায়িত্বে থাকা পর্যন্ত সেটা খুবই সম্মানিত ও সুচারু রুপে পরিচালিত হবে।
(২২৬) হযরত আবুত তোফাইল রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আমার হাত ধরে বললেন, হে আমের ইবনে ওয়সিলা! কাব ইবনে লুআই এর বংশধর থেকে মোট বারোজন খলীফা হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ে মারাত্নক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো ইমামের উপর লোকজন ঐক্যমত পোষন করবেনা।
(২২৭) হযরত তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আওফ রহঃ বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, তখন আমরা সেখনে কয়েক জন কুরাইশ উপস্থিত ছিলাম, আমাদের প্রত্যেকে কাব ইবনে লুআই এর বংশধর থেকে ছিলাম। তিনি বলেন, হে বনু কাব! তোমাদের থেকে মোট বারোজন খলীফা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবেন।
(২২৮) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযি থেকে বর্ণিত, একদিন তার সামনে বারোজন খলীফা এবং আমীরদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম!নিঃসন্দেহে এর পর থেকে সিফাহ, মানসূর এবং মাহদী খলীফা হবেন। তাদের পরে এভাবে চলতে চলতে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আঃ পর্যন্ত বহাল থকবে।
(২২৯) হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওসমান রাযিঃ এরপর থেকে বনু উমাইয়ার বারোজন বাদশাহ দায়িত্ব পালন করবেন। তাকে বলা হলো তারা তো খলীফা হিসেবে থাকবেন, জবাবে তিনি বললেন, না বরং তারা বাদশাহ হবেন।
(২৩০) হযরত সারজ আল ইয়ারমূকী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাওরাতে একথা পেয়েছি যে, নিশ্চয় এই উম্মতের মধ্যে বারো জন জিম্মাদার তাদের জিম্মাদারী পালন করবেন। তাদের একজন নবী হবেন। এভাবে তাদের সময় ফুরিয়ে আসলে তারা গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়ে যাবে এবং তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে মারামারি ওযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে।
(২৩১) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা হযরত ইসমাঈল আঃ এর বংশধর থেকে সর্বোত্তম হচ্ছেন, হযরত আবু বকর রাযিঃ, হযরত ওমর রাযিঃ, এবং হযরত ওসমান রাযিঃ।
(২৩২) হযরত নাশু রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত কাব রহঃ কে এই উম্মতের কতক বাদশাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি তাওরাত নামক আনমানী কিতাবে মোট বারোজন জিম্মাদারের কথা পেয়েছি। যাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর পর খলীফা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
(২৩৩) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, এই উম্মতের প্রথম ব্যক্তি হবেন, নবুওয়ত ও রহমতের সাথে সম্পৃক্ত। এরপর হবে খেলাফত এবং রহমতের সাথে সংশ্লিষ্ট, অতঃপর পরস্পর বিরোধী বাদশাহগন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব

পালনকারী হবেন। তাদের প্রাথমিক অবস্থায় পরস্পর বিরোধী হলেও রহমত থাকবে। অতঃপর টেকো মাথার অত্যাচারী শাসকের আত্নপ্রকাশ হবে। যাদের মধ্যে কোনো আন্তরিকতা থাকবেনা। পরস্পরের বিরুদ্ধে মারামারি হানাহানিতে লিপ্ত থাকবে। একে অপরের হাত পা কেটে নিবে এবং সম্পদ ছিনিয়ে নিতে থাকবে।

(২৩৪) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে উক্ত দায়িত্বটি নবুওয়ত ও রহমত হিসেবে আত্নপ্রকশ পেয়েছে, অতঃপর খেলাফত ও রহমত হিসেবে পরিবর্তন হয়েছে। এরপর সেটা পরস্পর বিরোধীতাকারী বাদশাহদের দায়িত্বে আসলেও পরবর্তী জালেমও অনর্থক কাজ হিসেবে আখ্যায়িত হবে।

(২৩৫) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসলূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে উক্ত জিম্মাদারী নবুওয়ত ও রহমত হিসেবে শুরু হয়েছিল, অতঃপর খেলাফত এবং রহমত হিসেবে পরিবর্তন হবে। এরপর সেটা পরস্পর বিরোধীতা কারী বাদশাহ হিসেবে বহাল থাকবে। যারা মদ পান করবে, রেশমী পোশাক পরিধান করবে, যিনা ইত্যাদি বৈধ মনে করবে। এভাবে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে রিযিক পেতে থাকবে এবং সেটা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

(২৩৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিঃ এরশাদ করেন, যে দিন থেকে আল্লাহ তাআলা উক্ত জিম্মাদারী অর্পন করেছেন সেটা শুরু হয়েছে, নবুওত ও রহমতের মাধ্যমে। পরবর্তীতে সেটা রহমত ও সুলতানে পরিনত হয়। এরপর সেটা বাদশাহ ও রহমতে পরিবর্তন হয়, আবারো খেলাফত ও রহমতে পরিনত হয়, এরপর সুলতান ও রহমতে পৌছে যায়, অতঃপর বাদশাহ ও রহমতে প্রবর্তন হবে। এরপর এমন কতক ন্যাড়া মাথা বিশিষ্ট জালেম বাদশাহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহন করবে যারা গাধার ন্যায় একে অপরকে কামড়াতে থাকবে এবং আক্রমন করবে।

(২৩৭) হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবু আমর আশ শায়বানী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত কাব রহঃ কে বলতে শুনেছি, এই উম্মতের প্রথম ভাগে নবুওয়ত এবং রহমত থাকবে, অতঃপর সেটা খেলাফত এবং রহমতে প্রবর্তন হবে। এরপর সুলতান এবং রহমতের সাথে সংশ্লিষ্ট জিম্মাদার থাকলেও পরবর্তীতে জালেম বাদশাহ ক্ষমতসীন হবে। এ রকম বাদশাহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করলে জমিনের ভিতরের অংশ উপরের অংশ থেকে উত্তম হবে।

(২৩৮) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ উম্মতের জন্য এমন কতক খলীফা নিযুক্ত থাকবে, যারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত খেলাফতের জিম্মাদারী পালন করবে। তারা লোকজনকে যাবতীয় রসদ পত্র সরবরাহ করবে এবং কর ও জিযিয়া গ্রহন করবে। এই অবস্থা হযরত ঈসা আঃ এর আগমন পর্যন্ত চলবে। তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। অতঃপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

(২৩৯) হযরত আবু নোমান আবু উবাইদ এবং বশীর ইবনে সাঈদ রহঃ থেকে বর্ণিত, তারা উভয়জন বলেন, প্রথমতঃ নবুওয়ত ও রহমত হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলতে থাকবে, অতঃপর সেটা খেলাফত এবং রহমত হিসেবে পরিবর্তন হবে। অতঃপর এমন কতক বাদশাহর আত্নপ্রকাশ হবে, যারা পরস্পরের বিরোধীতায় লিপ্ত হবে। তারা বিভিন্ন ধরনের জুলুস ও বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে পড়বে। এ সকল বাদশাহ শরাব পান ও রেশমী কাপড় পরিধান করাকে বৈধ মনে করার পাশাপাশি যিনাকেও হালাল জানবে। এরপরও তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রিযিক ও সাহায্য প্রাপ্ত হবে।

৬। খলীফাদেরকে চিনার উপায়

(২৪০) হযরত আওয়াম ইবনে হাওশাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রোম দেশে বনু আসাদের জনৈক ব্যক্তি বলেন, তিনি তার গোত্রের এমন একজন থেকে বর্ণনা করেন যিনি ওমর রাযিঃ কে পেয়েছন। তিনি একদিন তার আসহাব অর্থাৎ, তালহা, যুবাইর, সালমান ও কাব রহঃ কে বললেন, আমি তোমাদেরকে এমন এক বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করব, যদি তোমরা এ ব্যাপারে আমাকে মিথ্যা বল, তাহলে আমি, তোমরা সকলে ধ্বংস হয়ে যাবো। আমি তোমাদেরকে কসম দানের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করছি, আমার ব্যাপারে তোমাদের কিতাবে কি পেয়েছ, আমি খলীফা, নাকি বাদশাহ?
জবাবে তালহা এবং যুবায়ের রহঃ বলেন, নিঃসন্দেহে আপনি আমাদেরকে এমন এক বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছেন, যেটা আমরা জানিনা, আমরা অতটুকু জানিনা যে, আপনি একজন খলীফা নাকি বাদশাহ। জবাবে হযরত ওমর রাযিঃ বললেন, যদি এটা বলে থাকো, তাহলে তুমি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে গিয়ে কেনো বসে থাকতে। অতঃপর হযরত সালমান রহঃ বলেন, নিঃসন্দেহে আপনি প্রজাদের প্রতি ইনসাফের আচরন করেন, সকলের মাঝে বরাবর বন্টন করেন, প্রত্যেক প্রজাকে আপনি নিজের পরিবারের সদস্যের ন্যায় ভালোবসেন। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ আরো বলেন, এবং আপনি কিতাবুল্লাহর বিধান মতে ফায়সালা করেন।
এপর্যায়ে কাব রহঃ বলেন, আমার ধারনা মতে এই মজলিসে বাদশাহ খলীফার পরিচয় সম্বন্ধে আমার চেয়ে কেউ বেশি জানেনা। তবে সালমানকে আল্লাহ তাআলা ইলম এবং হেকমত পুরোপুরি ভাবে দান করেছেন। অতঃপর কাব রহঃ বলেন, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আপনি খলীফা, বাদশাহ নন। একথা শুনে হযরত ওমর রাযিঃ তাকে বললেন, তুমি সেটা কী ভাবে জানতে পারলে? জবাবে হযরত কাব রাযিঃ বললেন, আপনার সম্বন্ধে আমি কিতাবুল্লাহতে পেয়েছি। আতঃপর ওমর রাযিঃ বলেন, কিতাবুল্লাহতে কি আমার নাম উল্লেখ আছে? জবাবে হযরত কাব রহঃ বললেন, না, কিতাবুল্লাহতে আপনার নাম উল্লেখ না থাকলেও আপনার বৈশিষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, প্রথমে নবুওয়ত হবে অতঃপর খেলাফত এবং রহমতে রুপান্তরিত হবে। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ রহঃ বলেন, খেলাফত আলা মিনহাজিন্নুযুওয়ত হবে। অতঃপর পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইকারী বাদশাহ রাষ্ট্র নায়ক হবে। বর্ননাকারী হুশাইম রহঃ আরো বলেন, জালেম এবং লড়াইকারী বাদশাহ ক্ষমতা গ্রহন করবে। এসব কথাশুনে হযরত ওমর রাযিঃ বলেন, সেসব কিছু আমার মাথার উপর দিকে অতিক্রম করলেও আমার আর আফসোস থাকবেনা।
(২৪১) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিঃ বলেছেন, হে কাব! তোমাকে আমি আল্লাহর নামে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আমাকে তুমি খলীফা হিসেবে পেয়েছ, নাকি বাদশাহ হিসেবে? কাব রহঃ বলেন, বরং আমি তোমাকে খলীফা হিসেবে পেয়েছি। একথা শুনে হযরত ওমর রাযি তাকে কসম করতে বললে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম!সর্বোত্তম খলীফাদের একজন এবং বরং যুগের মধ্যে উত্তম যুগের একজন ব্যক্তিত্ব।
(২৪২) হযরত মুগীস আল আওযাঈ রহঃ বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিঃ হযরত কাবকে ডেকে পাঠালে তিনি উপস্থিত হওয়ার পর তাকে বললেন, হে কাব! তুমি আমার কি বৈশিষ্ট পেয়েছ, জবাবে কাব রহঃ বলেন, একজন লৌহ মানব খলীফা, যিনি আল্লাহর বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কাউকে ভয় করবেন না। তারপর এমন একজন খলীফা হবেন যাকে তার প্রজাগন খুবই নির্মম ভাবে হত্যা করবে। এরপর পর উক্ত উম্মতের উপর বিভিন্ন বালা মসিবত আসতে থাকবে।
(২৪৩) হরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, খলীফা মোট তিনজন। এছাড়া

অন্য সকলে বাদশাহ হবে। আবু বকর, ওমর এবং ওমর। তাকে বলা হলো, আবু বকর এবং ওমরকে চিনলাম, কিন্তু দ্বিতীয় ওমর আবার কে? জবাবে হযরত কাব রহঃ বলেন, তোমরা জীবিত থাকলে তার যুগ অবশ্যই পাবে, আর যদি তোমরা মারা গিয়ে থালো তাহলে তোমাদের পর তার আগমন ঘটবে।
(২৪৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে নুআঈম আল মুআফরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কতিপয় শেখকে বলতে শুনেছি, যিনি সৎকাজের আদেশ করবেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবেন তিনিই হবেন জমিনের উপর আল্লাহর খলীফা, আল্লাহর কিতাবের খলীফা এবং আল্লাহর রাসূলের খলীফা।
(২৪৬) হযরত আশআর ইবনে বুজাইর রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু মুহাম্মদ আন নাহদী রহঃ এরশাদ করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর পর কোনো বাদশাহ হবেনা।
(২৪৭) হযরত হাম্মাম রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা আহলে কিতাবের একজন লোক এসে হযরত ওমর রাযিঃ কে বললেন, আসসালামু আলাইকুম, হে আরবদের বাদশাহ! তার কথা শুনে হযরত ওমর রাযিঃ বললেন, তোমাদের কিতাবে কি এমনই পেয়েছ? তোমরা কি এমন পাওনি যে প্রথমে নবী, অতঃপর খলীফা, এরপর আমীরুল মুমিনীন, তারপর হবে বাদশাহ। জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ।
(২৪৮) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খেলাফত মদীনা থেকে পরিচালিত হলেও বাদশাহী হবে শাম দেশ থেকে পরিচালিত।
(২৪৯) হযরত সাঈদ ইবনে জুমহান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর খাদেম সাফীনা রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে খলীফা থাকবে। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ রহঃ বলেন, ত্রিশ বৎসর হিসাব করলে দেখা যায়, সেটা হযরত আলী রাযঃ এর খেলাফতের সর্বশেষ সময় পর্যন্ত। অতঃপর তারা হযরত সাফীনা রাযিঃ কে বললেন, এরা তো মনে করে হযরত আলী খলীফা নন। জবাবে হযরত সাফীনা রাযিঃ বলেন, একথাটি একমাত্র মারাত্নক অপরাধীগনই বলে থাকে।
(২৫০) হযরত ইয়াহ ইয়া ইবনে আবু আমর আস শায়বানী রহঃ বলেন, যারা মসজিদে হারাম এবং মসজিদে বায়তুল মোকাদ্দাসের মালিক হতে পারেনি তারা খলীফাও হতে পারবেনা।
(২৫১) হযরত সাবাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু উমাইয়া রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ভার গ্রহন করার পর আর খেলাফত থাকবেনা। এভাবে মাহদী আঃ এর আগমন পর্যন্ত চলতে থাকবে।
(২৫২) হযরত উতবা ইবনে গাযওয়ান আসসুলামী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, খবরদার! এক সময় নবুওয়তের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর থেকে বাদশাহদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে যাবে।
(২৫৩) হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে হযরত উসমান রাযিঃ এর পর থেকে বনু উমাইয়ার মোট বারোজন বাদশাহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহন করবে। তাকে বলা হলো, খলীফা! জবাবে তিনি বললেন, না বরং বাদশাহ হবে।
(২৫৪) উতবা ইবনে গাযওয়ান সুলামী রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, যখনই কোনো নবুওয়তের আবির্ভাব হয়েছে তখনই তার পরবর্তী বাদশাহর আবির্ভাব ঘটেছে।
(২৫৫) হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খলীফা হবেন, সর্বমোট তিনজন। এছাড়া বাকিরা হবেন বাদশাহ। তাকে সেই তিনজনের নাম জানাতে বলা হলে তিনি বলেন, আবু বকর, ওমর এবং ওমর। তাকে বলা হলো, আমরা আবু বকর ও ওমরকে চিনতে পারলেও দ্বিতীয় ওমরকে তো চিনতে পারলামনা। জবাবে তিনি বলেন, যদি তোমা বেচে থাকো তাহলে অবশ্যই তার যুগ প্রাপ্ত হবে। আর যদি তোমরা জীবিত না থাকো তাহলে তোমাদের পরবর্তী সময়ে তার আগমন হবে।
(২৫৬) পূর্বের হাদীসের ন্যায়।
(২৫৭) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পররর্তী সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার এই দায়িত্ব কী ভাবে আদায় করা

হবে। জবাবে তিনি বললেন, তোমার গোত্রে যতক্ষন কল্যান থাকবে ততক্ষন সেই দায়িত্ব পালনের যোগ্য তারাই হবে। অতঃপর ধ্বংস প্রাপ্ত হবে? জবাবে তিনি বললেন, তোমার গোত্র। আমি জানতে চাইলাম সেটা কেমনে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, মৃত্যু তাদেরকে গ্রাস করে নিবে। এবং মানুষ তাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্নক হয়ে উঠবে।

রাসূলুল্লাহ সাঃ এর পরবর্তী খলীফা বাদশাহর তালিকা

(২৫৮) রাসূলুল্লাহ সাঃ এর খাদেম হযরত সাফীনা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলরল্লাহ সাঃ মদীনার মসজিদ প্রতিষ্ঠাকালীন হযরত আবু বকর রাযিঃ একটি পাথর এনে রাখেন, অতঃপর হযরত ওসমান রাযিঃ এসে আরেকটি পাথর রাখেন। এই অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন, এরা আমার পর খেলাফতের জিম্মাদারী করবে।

(২৫৯) উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ যখন মদীনার মসজিদ স্থাপন করছিলেন তখন হযরত আবু বকর রাযিঃ একটি পাথর নিয়ে এসে রেখ দেন, এরপর হযরত ওসমান রাযিঃ আরেকটি পাথর রাখেন এঅবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন এরা আমার পর ধারাবাহিক ভাবে খেলাফতের জিম্মাদারী পালন করবে।

(২৬০) হযরত আমের শাবী রহঃ বনু মুসতালিকের এক লোক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার গোত্র বনু মুসতালিক আমাকে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর নিকট প্রেরন করেন, যেন একথা জিজ্ঞাসা করা হয়, রাসূলুল্লাহ সাঃ পরবর্তী আমরা সাদকা ইত্যাদি কার কাছে দিবে, অতঃপর আমি তার কাছে আসলে, আমার সাথে হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিঃ এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার আসার কারন জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম যে, আমার গোত্র বনু মুসতালিক আমাকে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে প্রেরন করেছে, যেন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তার পর আমরা কার হাতে সাদকা দিব। একথা শুনে হযরত আলী রাযিঃ বললেন, হ্যা তুমি তার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমার কাছে এসে সে সম্বন্ধে জানাবে। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে এসে বললেন, আমাকে আমার গোত্র পাঠিয়েছে, যেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনার পর সাদকা ইত্যাদি আমরা কার হাতে দিব। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন, আমার পরবর্তী সাদকা ইত্যাদি তোমরা আবু বকরের হাতে প্রদান করবে। রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছ থেকে জবাব শুনে তিনি হযরত আলী রাযিঃ এর কাছে এসে কথাটি জানালেন। অতঃপর আলি রাযিঃ বললেন, আবার রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, হযরত আবু বকর রাযিঃ এরপর কার হাতে সাদকা প্রদান করবে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাঃ কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দিলেন, আবু বকর এর মৃত্যুর পর তোমরা সাদকা ওমরের হাতে দিবে। কথাটি এসে হযরত আলী রাযিঃ কে বললে, তিনি বলেন তুমি আবারো গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে জানতে চাও ওমরের মারা যাওয়ার পর সাদকা কার হাতে দিবে। এ প্রস্তাব নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে আসলে জবাবে তিনি বলেন, তোমরা ওমরের পর ওসমান ইবনে আফফান এর হাতে সাদকা ইত্যাদি প্রদান করো। ঐ লোক রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছ থেকে ফিরে এসে হযরত আলী ইবে আবু তালেব রাযিঃ এর কাছে এসে কথাটি বললে তিনি বললেন, তুমি আবারো গিয়ে জিজ্ঞাসা করো ওসমান ইবনে আফফান এর পর কার কাছে সাদকা দিবে। জবাবে বনু মুসতালিকের লোকটি বললেন, এরপর পূনরায় তার কাছে যেতে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে।

(২৬১) হযরত আমর ইবনে লাবীদ রাযিঃ বর্ননা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাঃ জনৈক গ্রাম্য লোক থেকে বাকিতে একটি উট ক্রয় করে। লোকটি ফিরে যাওয়ার সময় হযরত আলি ইবনে আবু তালেব রযিঃ এর সাথে তার সাক্ষাৎ হলে তিনি লোকটিকে বললেন, যদি আল্লাহ তাআলা তার রাসূল কে মৃত্যু দান করেন তাহলে তোমার পাওনা কার কাছ থেকে উসূল করবেন একথা শুনে লোকটি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি আপনার মৃত্যু এসে যায় তাহলে আমার পাওনা কার কাছ থেকে উসূল করবো? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, তোমার হক্ব আবু বকরের কাছ থেকে নিবে। অতঃপর

লোকটি ফিরে আসলে আবারো আলী রাযিঃ এর সাথে তার দেখা হয়। তার কাছে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার পরবর্তী হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিঃ থেকে আমার পাওনা উসুল করতে বলেছন, একথা বলে তিনি চলে যেতে চাইলে হযরত আলী রাযিঃ বললেন, যদি আবু বকর আবু বকর মৃত্যু বরন করে তাহলে কার কাছ থেকে উসূল করবে। অতঃপর গ্রাম্য লোকটি আবারো রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে গিয়ে বললেন, যদ আবু বকর মারা যায় তাহলে কার কাছ আমার পাওনা উসূল করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, ওমরের কাছ থেকে তোমার পাওনা বুঝে নিবে। লোকটি ফিরে আসলে তার সাথে পুনরায় আলীর সাক্ষাৎ হয়। এবং আল্লাহর রাসূলের বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, আবু বকর মারা গেলে ওমরই তোমার পাওনা পরিশোধ করবে। ৈএকথা শুনে হযরত আলী রাযিঃ বললেন, যদি ওমর মারা যায় তাহলে কার কাছে চাইবে? লোকটি বললেন তুমি ঠিকবলেছ, অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাঃ যদি ওমর মৃত্যু বরন করে তাহলে আমার হক্ব কে দিবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, তখন তোমার পাওনা ওসমান ইবনে আফফান থেকে বুঝে নিবে। রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কথাটি শুনে উক্ত লোকটি চলে আসার সময় আবারো হযরত আলী রাযিঃ এর সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাঃ এর জবাবের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি তখন আমার পাওনা ওসমান ইবনে আফফান থেকে উসূল করব। অতঃপর আলী রাযিঃ বললেন, যদি ওসমান ইবনে আফফান মারা গেলে কি করবে? একথা শুনে লোকটি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ যদি ওসমান ইবনে আফফান মৃত্যু বরন করে তাহলে আমার পাওনা কার কাছ থেকে উসূল করব। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, যদি ওসমান ইবনে আফফান মত্যু বরন করে তখন তোমাকে আমার নিকট প্রেরন কারী থেকে তোমার পাওনা উসূল করবে।

(২৬২) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাত্রে জনৈক নেককার লোক আবু বকর রাযিঃ এর ন্যায় এক লোককে স্বপ্নে দেখেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর মৃত্যুর পর হযরত ওমর রাষ্ট্রীয় দায়ীত্ব গ্রহন করেন, তার মৃত্যুর পরপরই হযরত ওসমান রাযিঃ ক্ষমতাসীন হন। হযরত জাবের রাযিঃ বলেন, আমরা সেখান থেকে দাড়িয়ে গেলে বলতে থাকলাম, নেককার লোকটি হচ্ছেন হযরত রসূলুল্লাহ সাঃ আর অন্যরা হলেন, তার পরবর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত খোলাফায়ে কেরাম।

(২৬৩) হযরত ওকবা ইবনে আওস আস সাদুসী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ এরশাদ করেছন, আবু বকর পরবর্তী হযরত ওমর দায়িত্বশীল হবেন, তিনি একজন লৌহ মানব তুল্য। তারপর যিনি খলীফা হবেন, তার নাম হচ্ছে ওসমান ইবনে আফফান, তিনি হচ্ছেন যুননূর। তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হবে। তাকে আল্লাহ তাআলার রহমতের বিরাট একটি অংশ দান করা হবে। হযরত মুআবিয়া রাযিঃ এবং তার পুত্র মুকাদ্দাস এলাকার অধিকারী হবেন। উপস্থিত লোকজন বললেন, আপনি কি হাসান হুসাইন রাযি এর কথা বলবেন না। এ প্রশ্ন শুনে তিনি তার কথাটি আবারো বললেন, এক পর্যায়ে তিনি মোয়াবিয়া ও তার পুত্রের কথা বলে সিফাহ, সালাম, মনসূর, জাবের, আল আমীন, গোত্রপতি সহ আরো অনেকের কথা বলেন, প্রত্যেকে একেকজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হবে এবং একজনের সাথে আরেকজনের কোনো মিল থাকবেনা। তাদের প্রত্যেকজন কাব ইবনে লুআই এর বংশ ধর হবেন। তাদের মধ্যে জনৈক লোক হবেন কাহতানের বাসিন্দা। তাদের কেউ কেউ মাত্র দুই দিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকতে পারবেন। তাদের একজনকে বলা হবে, আপনি আমাদের অনুগত হয়ে যান, না হয় অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবো। এভাবে বলার পরও আনুগত্য স্বীকার না করায় তাকে হত্যা করা হয়।

(২৬৪) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন একটি বইয়ে দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিঃ খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর মৃত্যু বরন করলে যিনি খলীফা হবেন, তার নাম হচ্ছে, ওমর আল

ফারুক। তিনি লৌহ মানবের মধ্যে গন্য হবেন। তার পরবর্তী যিনি খলীফা নিযুক্ত হবেন, তার নাম হচ্ছে, ওসমান যুননূরাইন। তাকে রহমতের বিরাট একটি অংশ দেয়া হবে, কেননা তাকে নির্মম ভাবে শহীদ করা হবে। পরবর্তীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন, সিফাহ, মানসূর, মাহদী, আল আমীন, সালাহ, আফিয়া। অতঃপর খুবই অত্যাচারীগন ক্ষমতা লাভ করবে। তাদের ছয়জন হবেন, কাব ইবনে লুআই এর বংশধর। আরেকজন হবেন, কাহতান গোত্রের। এদের প্রত্যেকে এমন নেককার হবেন, যার ন্যায় দ্বিতীয় কাউকে দেখা যাবেনা, বর্ননাকারী মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহঃ বলেন, আবুল জিলদ এরশাদ করেছেন, মানুষের আমল অনুযায়ী তাদের উপর বাদশাহ দেয়া হবে।
(২৬৫) পূর্বের ন্যায়।
(২৬৬) পূর্বের ন্যায়, তবে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তোমরা তাদের পর আর তাদের মত কাউকে পাবেনা।
(২৬৭) হযরত সাঈদ ইবনে আব্দুল আজীজ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, দুইজন ওমর তোমাদের জিম্মাদারী পালন করেন,, এরপর দুই ইয়াযিদ ক্ষমতাসীন হবেন, দুই ওলীদ ক্ষমতার অধিকারী হবেন, অতঃপর দুই মারওয়ান ক্ষমতার মালিক হবেন, অতঃপর দুই মুহাম্মদ ক্ষমতাসীন হবেন। হযরত সুফিয়ান ইবনুল লাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাসান ইবনে আলী রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছেন, এমন এক লোক ক্ষমতার মালিক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামত হবেনা, যে লোকের মলনালী হবে প্রসস্থ, তার খাদ্যনালী খুবই বড় হবে, যার কারনে সে অধিক ভক্ষন করলেও পেট ভরবেনা এবং তৃপ্ত হতে পারবেনা।
(২৬৮) হযরত হেলাল ইবনে ইয়াসাফ রহঃ বর্ণনা করেন, তিনি হচ্ছেন, ঐ লোক যাকে হযরত মোয়াবিয়া রাযিঃ ওসমান রাযিঃ, পরবর্তী খলীফা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য রোমের আমীরের নিকট পাঠিয়েছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রোমের শাসক একটি পুস্তক আনতে বললে সেটা দেখে বললেন, ওসমান ইবনে আফফান পরবর্তী খলীফা হবেন তোমাকে প্রেরনকারী মোয়াবিয়া।
(২৬৯) হযরত আবু সালেহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, একদা খলীফা ওসমান ইবনে আফফানের সাথে মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিঃ ভ্রমন করছিলেন, চলার পথে জনৈক গায়ক কবিতা আকারে বলছিলেন, ওসমান ইবনে আফফান পরবর্তী আমীর হবেন, আলী ইবনে আবি তালেব, শক্ত সমর্থ পুরুষ সকলে তার উপর রাজী থাকবে।
বর্ণনাকারী কাব রহঃ বলেন, কাফেলার এক পার্শ্বে হযরত মোয়াবিয়া ধূসর রংয়ের একটি খচ্চরের উপর আরোহন করে চলছিলেন। ঐ সময় কাব বলেন, আলীর পরবর্তীতে আমীর হবেন, ধূসর রংয়ের বাহনের উপর আরোহী লোকটি।
(২৭০) হযরত হারেস ইবনে ইয়াযিদ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি উতবা ইবনে রাশেদ আস সাদাফী কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের বের হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম তিনি বলেন, আমি এক্ষুনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, জাব্বারদের পর জনৈক জাব্বারের আবির্ভাব হবে, যদ্বারা আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদিয়াদেরকে শাস্তি দিবেন। এরপর মাহদী, মানসূর সালাম এবং গোত্রের জিম্মাদারগন ক্ষমতাশালী হবেন। এসময় পার হওয়ার পর যদি তোমার মৃত্যুর সামর্থ্য থাকে তাহলে যেন সে মারা যায়।
(২৭১) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা হযরত ইসমাঈল আঃ এর বংশধরদের মধ্যে মোট বারোজন জিম্মাদার প্রেরন করবেন। তাদের সর্বোত্তম ও আফজাল হচ্ছেন, হযরত আবু বকর রাযিঃ হযরত ওমর রাযিঃ হযরত ওসমান যুননূরাইন রাযিঃ যাকে মাজলূম ও নির্মমভাবে শহীদ করা হবে। যিনি দ্বিগুন প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন।
আরেকজন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে শাম দেশের শাসক থাকবেন, তার পুত্র, সিফাহ, মানসূর, সালাহ

এবং আফিয়াহ।
(২৭২) ইয়াদূম আল হিময়ারী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি তাবী ইবনে আমের রহঃ কে বলতে শুনেছেন, সিফাহ নামক শাসক দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকবেন তাওরাত নামক আসমানী কিতাবে তার নাম তাইরুস সামা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
(২৭৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, অতিসত্ত্বর বেশ কয়েকজন খলীফা এই উম্মতের দায়িত্বভার গ্রহন করবেন, তাদের প্রত্যেকে নেককার এবং সালেহ হবেন। তাদের হাতেই অনেক ভূখন্ড জয় হবে। প্রথম বাদশাহ এর নাম হবে জাবের। বর্ণনাকারী ইবনে নুআইম রহঃ বলেন, তার হাতে আল্লাহ তাআলা মানুষদের উপর জুলুম করবেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হবেন আল মুফরাহ। তিনি ছানা বিশিষ্ট পাখির মত হবেন।তৃতীয় বাদশাহ হবেন, যুল আসাব, তিনি দ্বীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ক্ষমতাসীন থাকবে। তাদের পর পৃথিবীতে আর কোনো কল্যান বাকি থাকবেনা। বর্ননাকারী বলেন, যুল আসাব আর কি বলা হয়েছে সেটা আমি ভুলে গিয়েছে। তবে তিনি ভাল লোক ছিলেন।
(২৭৪) হযরত মুগীছ আল আওযায়ী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ননা করেন, একদিন হযরত ওমর রাযিঃ কাব রহঃ কে জিজ্ঞাসা করেন যে, তার সম্বন্ধে কাব কি জানতে পেরেছে, জবাবে কাব রহঃ বলেন, সে একজন লৌহ মানব হবে এবং আল্লাহ তাআলার বিধান সাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে ভয় পাবেনা। অতঃপর ওমর বললেন, এরপর কি বলা হয়েছে? জবাবে হযরত কাব রহঃ বললেন, আপনার পর এমন একজন খলীফা হবেন, যাকে তার উম্মতও প্রজাগন নির্মমভাবে হত্যা করবে। অতঃপর ওমর রাযিঃ জিজ্ঞাসা করেন, এরপর কি হবে। জবাবে হযরত কাব রহঃ বলেন, হযরত ওসমান কে হত্যা করার পর বিভিন্ন ধরনের ফেৎনাও বালা মসীবতের আত্নপ্রকাশ হবে।
(২৭৫) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এবং ইয়াশু স্বাক্ষাৎ করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর নবী হিসেবে প্রেরীত হওয়ার পূর্বের কিতাব সমূহের আলেম ছিলেন, তারা উভয়জন পৃথিবীতে সংঘটিত হওয়া বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এক পর্যায়ে ইয়াশু রহঃ বলেন, জনৈক নবীর আত্নপজকাশ হবে এবং তার দ্বীন অন্যান্য দ্বীনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। তার উম্মতগন ও অন্য সকল উম্মতের উপর আধিক্য অর্জন করবে। তারা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। এসব কথা শুনে কাব বললেন, আপনি সঠিক কথাই বলেছেন, অতঃপর ইয়াশু তাকে বললেন, হে কাব! তাদের বাদশাহদের সম্বন্ধে আপনি কি কিছু জানেন? জবাবে হযরত কাব রহঃ বলেন, হ্যা, তাদের মধ্যে মোট বারোজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহ করবেন। তাকে শহীদ করার পর আল আমীন ক্ষমতাধীন হবেন। তাকেও নির্মম ভাবে শহীদ করা হবে, অতঃপর বাদশাহদের প্রথম ব্যক্তি রাষ্ট্র পরিচালনা করার পর মৃত্যু বরন করবেন। এরপর সাহেবুল আহরাছ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মারা যাবেন। অতঃপর সাহেবুল আসাব ক্ষমতার মালিক হবেন। তিনিই হচ্ছেন, বাদশাহদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যু বরনকারী। তারপর সাহেবুল আলামাত ক্ষমতার মালিক হওয়ার পর মারা যাবে। ইবনু মাহেক আযযাহাবিয়্যাতকে হত্যা করার পর পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে। ঐ সময় থেকে যাবতীয় বালা মসীবত দেখা যাবে এবং মানুষের কাছ থেকে ভ্রাতৃত্ববোধ উঠে যাবে। অতঃপর সাহেবুল আলামতের বংশধর থেকে চারজন বাদশাহ ধারাবাহিক ভাবে দায়িত্ব পালন করবেন। তাদের দুইজন এমন হবেন যাদের জন্য কোনো বই পুস্তক পাঠ করা হবেনা, আরেকজন কয়েক মাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্টিত হওয়ার পর নিজের বিছানায় মৃত্যু বরন করবেন। আরেকজন বাদশাহর আবির্ভাব হবে জারফ নামক এলাকার দিক থেকে তার হাতেই যাবতীয় বিশৃঙ্খলার সূচনা হবে এবং তার অধীনে শাহী মুকুট চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে। তিনি একশত বিশদিন পর্যন্ত হিমসের শাসনভার পালন করবেন। তার প্রতি তার ভূখন্ড থেকে এক ধরনের আতংক এগিয়ে আসবে যা তাকে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করবে। অতঃপর জারফ নামক এলাকাতেও বালা মসীবত

প্রকাশ পাবে। যার কারনে তাদের পরস্পরের মাঝে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।
(২৭৬) হযরত ইউনুছ ইবনে মায়সারা আল জাবলানী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন। উক্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মদীনা থেকে পরিচালিত হবে, পরবর্তীতে সেটা শাম দেশের দিকে চলে যাবে, অতঃপর জাযিরা থেকে পরিচালিত হবে অতঃপর ইরাক থেকে অতঃপর বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে, যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে পরিচালনা হতে থাকবে মূলতঃ তখনই সেটা ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। যারাই সেখান থেকে বের হবে উক্ত সমস্যা তাদেরকেও গ্রাস করে নিবে।
(২৭৭) হযরত আরতাত ইবনে মুনজির রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে সংবাদ পৌছেছে, তিনি এরশাদ করেন, নবুওয়াতী দায়িত্ব আমার পরে তিন স্থান থেকে পরিচালিত হবে, মক্কা, মদীনা এবং শাম। এই তিন স্থান থেকে উক্ত দায়িত্ব সরে আসলে, সেটা আর কিয়ামত পর্যন্ত ফিরে আসবেনা।
(২৭৮) হযরত কুরাব ইবনে আবদে কুলাল থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, হযরত কাব এ আহবার রহঃ আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, নিশ্চয় খলীফা মানসূর পনের খলীফার পাচ নম্বর খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
(২৭৯) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, মানসূর সংবাদ দিয়েছেন, খলীফা মানসূর বনূ হাশেম থেকে হবেন।
(২৮০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে ইয়ামান বাসী তোমাদের দাবি হচ্ছে, খলীফা মানসূর তোমাদের গোত্রের। না, কখনো নয় কসম সে সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রান রয়েছে, নিঃসন্দেহে খলীফা মানসূর এর পিতা কুরাইশ বংশের হবে। যদি আমি ইচ্ছা করি তার আখেরী দাদার প্রতি তাকে নিসবত করতে তাহলে অবশ্যই আমি সেটা করতে পারব।
(২৮১) হযরত ইবনে আউন রহঃ মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মোয়াবিয়া রাযিঃ এর পর যিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পালন করবেন, তার নাম হবে সালাম।
(২৮২) হযরত ইয়াদুম আল হিময়ারী রহঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি তাবী ইবনে আমের কে বলতে শুনেছি, সিফাহ নামক বাদশাহ দীর্ঘ চল্লিস বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকবেন, তার নাম তাওরাত নামক আসমানী কিতাবে আসমানের পাখি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
(২৮৩) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গোত্রের আমীরগন তেমন কোনো যোগ্যতা সম্পন্ন না হলেও জিন ইনসান সকলের কথা শুনবে। তারা এমন এক লোকের হাতে বাইয়াত গ্রহন করবেন, যার নামে কোনো প্রকারের কলঙ্ক থাকবেনা। তবে তারা হবেন ইয়ামানী খলীফা। বর্ণনাকারী ওলীদ ইবনে মুসলিম রহঃ বললেন, কাবে আহবারের জানা মতে, তিনি হবেন ইয়ামানী, কুরাইশী এবং গোত্রের আমীর। তিনিও ইয়ামানী হবেন। তারা এবং তাদের অনুসারীগনকে বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে বের করে দেয়া হবে।
(২৮৪) হযরত আবু হোরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, কাহতানের এক লোক লোকজনকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবেনা।
(২৮৫) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্বাছ রাযিঃ এর বংশধর থেকে মোট তিনজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহন করবে, মানসূর, মাহদীও সিফাহ।
(২৮৬) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কাইস ইবনে জাবের আসসাদাফী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, পৃথিবীর বেশ কয়েকজন প্রতাপশালী ক্ষমতা পরিচালনা করার পর আমার বংশের জনৈক ন্যায়পরায়ন লোক ক্ষমতা গ্রহন করবেন। তিনি গোটা পৃথিবীতে ইনসাফে পরিপূর্ন করে দিবেন। অতঃপর কাহতানের একলোক ক্ষমতার মালিক হবেন। কসম সে সত্ত্বার যিনি আমাকে হক্ক নিয়ে প্রেরন করেছেন, দ্বিতীয়জন প্রথম খলীফা থেকে নিম্নমানের হবেন,

(২৮৭) হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ইমামগন কুরাইশ বংশ থেকে হবেন, তাদের উত্তম প্রজাদের খলীফাও উত্তম হবেন, এবং খারাপ প্রজাদের ইমামও খারাপ। নিঃসন্দেহে কুরাইশদের পর জাহিলিয়্যত বিহীন আর কিছুই থাকবেনা।
(২৮৮) হযরত ওমর ইবনে আব্দুর রহমান আয যিমারী রহঃ বর্ণনা করেন যে, নিতফানের কবরে একটি লিখিত পাথর পাওয়া যায়। আব্দুর রহমান বলেন, সেখানে আমি লিখিত দেখতে পেলাম যে, ক্ষমতায় থাকবে কোমল হৃদয়ের জোতিষি। এবাদত ইত্যাদিতে থাকবে দৃঢ়তাও উদ্যমী। তার সাথে পাওয়া যাবে অলঙ্কার ও সঞ্চিত বিষয় সমূহ। বৈধ করা হবে আগত ষাড়ের মাধ্যমে। তোমার সাথে হবে আমার হিযরত উত্তম হিমইয়ারের সহযোগিতায় অতঃপর নিকৃষ্ঠত হাবশীগন ক্ষমতার মালিক হবে। তাদের পর আযাদ পারস্য বাসিরা ক্ষমতাসীন হবেন। এরপর আশ্রয় গ্রহনকারী কুরাইশগন ক্ষমতার মালিক হবেন। এরপর নানান ধরনের বিশৃঙ্খলা সমাজে ছড়িয়ে পড়বে। প্রত্যেকবার যারা ক্ষমতার মসনদে বসবেন তারা হবেন খুবই বিচক্ষন এবং পরস্পরের সাথে শত্রুতা পোষনকারী। যারা তার বিরোধীতা কারীদেরকে কোনঠাসা করে রাখবেন।
(২৮৯) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন বাদশাহ সফলকাম জিজ্ঞাসা করা হলে বলা হয় হিমইয়ারুল আখইয়ার, অতঃপর যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোন শাসক সফলতার শীর্ষে অবস্থানকারী জবাব দেয়া হয় যে নিকৃষ্ঠতম হাবশী সম্প্রদায়। আবারো যখন জানতে চাওয়া হয় যে, কে সফল বাদশাহ, জবাবে তিনি বলেন, আসাদ পারস্যদের জন্য যাকে নির্বাচন করা হয়। আবারো জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোন বাদশাহ সফলকাম। জবাবে বলা হয় আশ্রয় দাতা কুরাইশের জন্য যাকে নির্বাচন করা হয়েছে। আবারো যখন জানতে চাওয়া হয় যে, কোন বাদশাহ সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছে, জবাবে বলা হলো, সামুদ্রীক হিমইয়ার বাসীদের জন্য যাকে নির্বাচন করা হবে। বর্ণনাকারী হাকাম রহঃ বলেন, হিমইয়ারের অর্থ হচ্ছে, ব্যবসায়ীগন।
(২৯০) হযরত নাফে রহঃ থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর রাযিঃ এরশাদ করেন, আমার সন্তানদের একজন যার চেহারা দাগ বিশিষ্ট থাকবে, তিনি ক্ষমতাসীন হবে। তিনি গোটাজগতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। হযরত নাফে রহঃ বলেন, আমার ধারনা হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহঃ।
(২৯১) হযরত কাতাদাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহঃ বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাঃ কে স্বপ্নে দেখলাম, তার পার্শ্বে ছিলেন, আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী রাযিঃ আমাকে দেখে তিনি বলেন, কাছে এসো, একথা শুনে যখন আমি তার কাছে গিয়ে দাড়ালাম তখন তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিঃসন্দেহে তুমি অতিসত্ত্বর এই উম্মতের জিম্মাদারী গ্রহন করবে, এবং তাদের উপর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে।
(২৯২) হযরত ওলীদ ইবনে হিশাম রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন ইহুদীর সাথে আমার স্বাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বললেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহঃ অতি সত্ত্বর এই জিম্মাদারী গ্রহন করবে এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। পরবর্তীতে আবারো তার সাথে স্বাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বলেন, নিঃসন্দেহে তোমার সাহেব দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, আপনি তাকে বলেন, যেন সে নিজেকে সংস্কার করতে পারে। আমি তার সাথে স্বাক্ষাৎ করে ঘটনাটি বললাম, আমার কথা শুনে তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, আমি সে ব্যাপারে কিছুই জানিনা। তবে আমি এতটুকু জানি যে, একটি সময় আসবে আমি তখন পানি পান করাবো। যদি ঘোষনা দেয়া হয় যে, আমার সুস্থতা আমার কানের লতি স্পর্শ করার মাঝে নিহিত হয়েছে তাহলে আমি সেটা গ্রহন করব। অথবা যদি আমার সামনে কোনো সুগন্ধি পেশ করা হয় এবং আমি সেটকে গ্রহন করার জন্য আমার নাকের দিকে নিয়ে যাই তাহলে আমি সেটা করব।
(২৯৩) হযরত ওমর রাযিঃ এর মোয়াজ্জিন উকাইলী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর রাযিঃ আমাকে খ্রীষ্টান ধর্ম যাজকের কাছে পাঠালেন, যেন তাকে ডেকে আনা হয়। তিনি উপস্থিত

হলে হযরত ওমর তাকে বললেন, তোমার জন্য শুভ কামনা রইল, তোমদের কাছে কি আমার কোনো বৈশিষ্ট জানা আছে। জবাবে সে বলল, হ্যা হে আমীরুল মুমিনিন! তার কথা শুনে ওমর রাযিঃ বললেন, সেটা কেমন, জবাবে বলা হলো লোহার শিংয়ের ন্যায় ওমর রাযিঃ জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা আবার কি? বিশপ বললেন, শক্তিশালী একজন পুরুষ। হযরত ওমর রাযিঃ আলহামদুলিল্লাহ বলে বললেন তারপর কি রয়েছে। জবাবে বিশপ বললেন, আপনার পর এমন একজন খলীফা হবেন, তার মধ্যে তেমন কোনো রনশক্তি না থাকলেও তিনি তার নিকটাত্নীদের দ্বারা প্রভাবিত হবেন, একথা শুনে হযরত ওমর রাযিঃ বললেন, আল্লাহ তাআলা যেন, ওসমানের উপর দয়া করেন!
আল্লাহ তাআলা যেন, ওসমানের উপর দয়া করেন!!
এরপর ওমর জানতে চান, তারপর কি হবে? জবাবে বিশপ বললেন, পাথরের মধ্যে আঘাত করা হবে। হযরত ওমর রাযিঃ তার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দেন, উন্মোক্ত তলোয়ার এবং ব্যাপক হারে গন হত্যা চলতে থাকবে। একথাটি হযরত ওমরের কাছে খুবই বেদনাদায়ক মনে হওয়ায় তিনি বললেন, গোটা দিন তোমার ধ্বংস হোক। অতঃপর উক্ত ধর্ম যাজক বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এরপর কিন্তু একটি দল গঠিত হবে। বর্ণনাকারী ওকাইলী বলেন, এরপর ওমর রাযি আমাকে বললেন, হে ওকাইলী! দাড়িয়ে আযান দাও। তারপর তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম যাজকের কাছে আর কিছু জানতে চেয়েছেন কিনা আমি জানিনা।
(২৯৪) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা নবী, খলীফা এবং বাদশাহ একমাত্র গ্রাম এবং শহর বাসীদের থেকে প্রেরন করেছেন, অবশ্যই তারা উক্ত দায়িত্ব গ্রাম ও শহর বাসীদের মধ্য থেকে হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী নয়।

৭। ওমর রাযিঃ এরপর বনু উমাইয়া বাদশাহদের নাম প্রসঙ্গে

(২৯৫) হযরত আমেরে শাবী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি মুসতালিক বংশের এক লোক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে জানতে চাইলাম যে, হযরত ওমর এর মৃত্যুর পর আমার গোত্রের লোকজন কাকে যাকাত প্রদান করবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, তোমরা ওমরের পর ওসমান ইবনে আফফানকে যাকাত দিবে।
(২৯৬) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর রাযিঃ এরপর ওসমান ইবনে আফফান খলীফা হবেন, তারপরে মোয়াবিয়া তারপর তার ছেলে রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করবেন।
(২৯৭) হযরত কাব রহঃ থেকে পূর্বের হাদীসের ন্যায় বর্ণিত।
(২৯৮) মুগীস আল আওযায়ী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর রাযিঃ তার পরে কে খলীফা হবেন সে সম্বন্ধে জানতে চাইলে হযরত কাব রহঃ তাকে বললেন, আপনার পর এমন একজন খলীফা হবেন, যাকে তার উম্মতগন খুবই নির্মমভাবে হত্যা করবে। অর্থাৎ, ওসমান রাযিঃ খলীফা হবেন।
(২৯৯) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, একদিন আমাকে নবীর পর এই উম্মতের খলীফা কে হবেন জিজ্ঞাসা করেন। এটা হযরত ওমর রাযিঃ এর কাছে খলীফা সম্বন্ধে জানতে চাওয়ার পূর্বে। জবাবে ওমর রাযিঃ বললেন, আল আমীন, অর্থাৎ, ওসমান ইবনে আফফান। তার পরবর্তীতে বাদশাহ শুরু হবে এবং তাদের অন্যতম হবেন, মোয়াবিয়া।
(৩০০) ওমর রাযিঃ এর মোয়াজ্জিন ওকাইলী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর তার উপস্থিতিতে জনৈক খ্রীষ্টান ধর্ম যাজকের কাছে তার পরবর্তীতে খলীফা কে হবেন জানতে চাইলে তিনি

বলেন, এমন এক লোক খলীফা হবেন, যিনি তেমন শক্তিশালী না হলেও তার আত্নীয়দেরকে প্রাধান্য দিবেন একথা শুনে হযরত ওমর রাযিঃ বললেন, আল্লাহ যেন ওসমানের উপর দয়া করেন!আল্লাহ তাআলা যেন, ওসমানের উপর দয়া করেন!!
(৩০১) হযরত হেলাল ইবনে ইয়াসাফ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন মুয়াবিয়া রাযিঃ বারীদকে রোমের সম্রাটের কাছে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন যে, ওসমান আমীরুল মুমিনীনের পর খলীফা কে হবেন? জবাবে রোমের সম্রাট একটি পরস্তিকা আনতে বললেন, সেটা দেখে বললেন, ওসমান ইবনে আফফানের তোমাকে প্রেরনকারী মোয়াবিয়া খলিফা হবেন।
(৩০২) হযরত আবু সালেহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা মোয়াবিয়া রাযিঃ হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাযিঃ এর সাথে সাফররত ছিলেন, তখন জনৈক কবি কবিতা আবৃতি করছিলেন। নিঃসন্দেহে তারপর আমীর হবেন, আলী ইবনে আবু তালেব, তার উপর সকলে রাজী থাকবে। বর্ণনাকারী কাব রহঃ বলেন, উক্ত কাফেলায় হযরত মোয়াবিয়া ধূসর বর্নের একটি খচ্চরের উপর আরোহন করে একপার্শ্ব দিয়ে চলছিলেন, এক পর্যায়ে উল্লিখিত কবি বলে উঠলেন তারপর আমীর হবেন, ধূসর বর্নের খচ্চরের উপর আরোহী।
(৩০৩) হযরত হাসান ইবনে আলী রাযিঃ বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালেব রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, আমার উম্মত মোয়াবিয়ার নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবেনা।
(৩০৪) হযরত আবু সালেম আল জয়শানী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী রাযিঃ কে কুফাতে বলতে শুনেছি, আমি হক্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তার দ্বারা হক্ব প্রতিষ্ঠা হোক বা না হোক। সিদ্ধান্ত তাদের জন্যই হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার সাথীদেরকে বললাম, সেখানে অবস্থান কেমন হবে, অথচ তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন, সিদ্ধান্ত তাদের জন্য হবেনা। যার কারনে আমরা তার কাছে মিশর চলে যাওয়ার জন্য অনুমতি চেয়েছিলাম, এবং তিনি যাদের ইচ্ছা তাদেরকে চলে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। আর আমাদের প্রত্যেককে এক হাজার দেরহাম করে দান করেছেন। আমাদের কেউ কেউ চলে গেলেও একদল তার সাথে থেকে গিয়েছেন।
(৩০৫) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ আল জুরাশী রাযিঃ থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ শাম সম্বন্ধে আলোচনা করলে জনৈক লোক বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জন্য শাম দেশের অবস্থা কেমন হবে, অথচ সেখানে শক্তিশালী রোমান বাহিনী থাকবে। লোকটির কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাঃ সহসা বলে উঠলেন শাম কে নিজেদের অধীনে রাখার জন্য কুরাইশ বংশের পুরুষদের থেকে একজনই যথেষ্ট, তখন তিনি তার সাথে থাকা লাঠি দ্বারা মোয়াবিয়ার কাধের প্রতি ইঙ্গেত করেন।
(৩০৬) হযরত আব্দুল করীম ইবনে রশিদ রহঃ থেকে বর্নিত, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রাযিঃ এরশাদ করেন হে আসহাবে রাসূল! তোমরা পরস্পর কল্যান কামনা কর, না হয় তোমাদের খলাফতের উপর আমর ইবনুল আস ও মোয়াবিয়ার ন্যায় শাসকগন বিজয়ী হয়ে যাবেন।
(৩০৭) হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আমি দেখে আসছি, হযরত আবু বকর ও ওমর রাযিঃ এর যুগ থেকে মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের জন্য খেলাফতের জিম্মাদারী প্রস্তুত করা হচ্ছে।
(৩০৮) ওমারা ইবনে আবুহাফসা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইকরামা রহঃ কে বলতে শুনেছি, বনু উমাইয়ার ভাইদের ব্যাপারে আমি খুবই আশ্চর্য্য হই। আমাদের দাবি হচ্ছে, মুমিনের, আর তাদের দাবি হচ্ছে, মোনাফিকের দাবি। এবং আমাদের বিপক্ষে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে।
(৩০৯) হযরত আলী ইবনে আবু আলেব রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান তোমাদের উপর অতিসত্ত্বর বিজয়ী হবে। উপস্থিত লোকজন বললেন,

আমি কি তখন তার সাথে যুদ্ধ করবোনা জবাবে আলী রাযিঃ বললেন, না, আমীর ভালো হোক বা খারাপ হোক তার আনুগত্য করতে হবে।

৮। উমাইয়া বংশের সর্বশেষ বাদশাহ প্রসঙ্গে

(৩১০) হযরত বাসেদ ইবনে সাদ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মারওয়ান ইবনে হাকাম ভুমিষ্ট হলে তার জন্য দোয়া করতে তাকে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাঃ তার জন্য দোয়া করতে অস্বীকার করেন। বর্ননাকারী ইবনুয যুরাকা রহঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ আরো বলেছেন, আমার সর্ব সাধারন উম্মত মারওয়ান এবং তার সন্তানদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে।
(৩১১) হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওবাইদ আল কুলায়ী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে কতক মাশায়েখ হাদীস বর্ননা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ দৃষ্টিপাত করেন তখন সহসা বলে উঠলেন, তার উপর এবং তার সন্তানদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে। কিন্তু খুবই সামান্য হবে।
(৩১২) হযরত জাহহাক রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে নাযাল ইবনে সাবুরা রহঃ বলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ননা করবোনা যেটা আমি আবুল হাসান আলী ইবনে আবু তালেব রাযিঃ থেকে শুনেছি, আমি বললাম হ্যা অবশ্যই। তিনি বলেন আমি তাকে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক উম্মতের জন্য বিপক হচ্ছে, বনু উমাইয়া।
(৩১৩) আলী ইবনে আলকামা আল আনমারী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তুর জন্য এমন কিছু বিপদ এসে থাকে যা তাকে ধ্বংস করে দেয়, এই দ্বীনের জন্য বিপদ হচ্ছে বনু উমাইয়া।
(৩১৪) হযরত আবু যর গিফারী রাযিঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, বনু উমাইয়ার শাসন কাল চল্লিশ বৎসরে পৌছলে তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে চাকর বাকর মনে করবে এবং আল্লাহর মালকে মধুময় ধারসনা করবে এবং কিতাবুল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সন্দেহ করতে থাকবে।
(৩১৫) ইয়াযিদ ইবনে শরীক রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, জাহহাক ইনবে কাইস রহঃ তাকে সাথে করে একটি কাপড় নিয়ে মারওয়ানের কাছে পৌছলে মারওয়ান জিজ্ঞাসা করেন, দরজায় কে দাড়ানো, বলা হলো বিশিষ্ট সাহাবী আবু হোরায়রা, তাকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি মারওয়ানের ঘরে প্রবেশ করে বললেন, কুরাইশের কতক অবুঝ বাচ্চাদের হাতে এ উম্মতের ধ্বংস অনিবার্য।
(৩১৬) ইবনে মাওহাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা মোয়াবিয়া এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ বসা ছিলেন, হঠাৎ সেখানে কোনো এক প্রয়োজনে মারওয়ান ইবনুল হাকাম প্রবেশ করেন। তিনি তার প্রয়োজন পূরন করে চলে গেলে হযরত মোয়াবিয়া তার সাথে থাকা ইবনে আব্বাস রাযিঃ কে বললেন, আপনি কি জানেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছন, হাকামের সন্তানের সংখ্যা ত্রিশ পর্যন্ত পৌছলে তারা আল্লাহর সম্পদকে নিজেদের সম্পদ মনে করবে, আল্লাহর বান্দাদের সাথে চাকর বাকরের ন্যায় আচরন করবে, এবং আল্লাহর কিতাবের প্রতি সন্দেহ ভাজন হয়ে উঠবে। তার কথা শুনে ইবনে আব্বাছ রাযিঃ বললেন, হ্যা। কিছু দিন পর মরওয়ান ইবনে হাকাম তার ছেলে আব্দুল মালিক ইবনে মরওয়ান কে কোনো এক প্রয়োজনে মোয়াবিয়ার কাছে পাঠালেন আব্দুল মালিক চলে গেলে মোয়াবিয়া

বললেন হে ইবনে আব্বাছ তোমাকে আমি আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি জানো রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সম্বন্ধে বলেছেন, পৃথিবীতে প্রতাপশালী শাসক চারজন হবে। জবাবে ইবনে আব্বাস বললেন, হ্যা। আর তখনই মোয়াবিয়া রাযিঃ যিয়াদ ইবনে উবাইদকে ডাক দিলেন।
(৩১৭) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযিঃ এর গোলাম মীনা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর যুগে কারো কোনো সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার জন্য দোয়া চাইতে আল্লাহর রাসূল সাঃ এর কাছে উপস্থিত করা হতো। একদিন এভাবে দোয়ার জন্য আল্লাহর রাসূলের দরবারে মরওয়ান ইবনে হাকামকে আনা হলে তিনি বললেন, কাপুরুষের বাচ্চা কাপুরুষ! মালউনের বাচ্চা মলউন!!
(২১৮) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর কুরাইশের কতিপয় অবুঝ শিশু তোমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করবে। তারা চারন ভূমির উপর আছড়ে পড়া গরুর বাছুরের ন্যায় হবে। তাকে ছেড়ে দিলে সামনে যাপাবে তাই খেয়ে শেষ করে দিবে। আর যদি টেনে ধরো তাহলে যাকে সামনে পাবে তাকে শিং দ্বারা গুতা দিতে থাকবে।
(৩১৯) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, আমার পরিবারের কতিপয় লোক আমার পর আমার উম্মতের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাবে। আমাদের বিরুদ্ধে গভীর শত্রুতা করবে বনু উমাইয়া, বনু মুগীরা এবং বনু মাখযূম।
(৩২০) হযরত আবদ ইবনে বাজালা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন এমরান ইবনে হোসাইন রাযিঃ কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক কারা ছিলেন, আমার কথা শুনে তিনি বললেন কথাটি কি তুমি আমার মৃত্যু পর্যন্ত গোপন করতে পারবে? জবাবে আমি বললাম হ্যা গোপন রাখতে পারব। আমার আশ্বাস পেয়ে তিনি বললেন আল্লাহর রাসূল সাঃ এর কাছে নিকৃষ্টতম লোক হচ্ছে, বনু উমাইয়া, বনু সাক্বিফ ওবনু হানীফা।
(৩২১) হযরত তাবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু উমাইয়ার জনৈক লোকের সন্তানদের চারজন বাদশাহ হবেন। সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক, হিশাম, ইয়াযীদ এবং ওলীদ।
(৩২২) হযরত হাসান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, ওলিদ নামক একজন লোক আত্নপ্রকাশ করেন, যদ্বারা জাহান্নামের বিরাট একটি অংশ ভরাট করা হবে।
(৩২৩) হযরত সাঈদ ইবনে আব্দুল আযীয রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কথা আমি শুনতে পেয়েছি তিনি বলেন, দুইজন ওমর, দুইজন ইয়াযীদ, দুই ওলীদ, দুই মরওয়ান এবং দুইজন মুহাম্মদ তোমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করবেন।
(৩২৪) হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু হবীব রহঃ থেকে বর্ণিত, একথা মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ যে, যদি কোনো খলীফার চোখ টেরা হয় তখন তোমার সামর্থ্য থাকলে শাম থেকে মিশরের দিকে বেরিয়ে যাও। অবশ্যই সেটা হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক খলীফা হওয়ার পূর্বের ঘটনা।
(৩২৫) হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল মালিক ইবনে মরওয়ানের কাছে সংবাদ আসে যে, তার একটি সন্তান ভুমিষ্ট হয়েছে এবং তার আম্মা তার নাম রেখেছে হিশাম। একথা শুনে তিনি বললেন, তাকে যেন আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।
(৩২৬) হযরত মাকহুল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে সংবাদ পৌছেছে তিনি বলেন, কুরাইশের মধ্যে চারজন যিনদীক হবে, তার পিতা বলেন, আমি সাঈদ ইবনে খালেদ কে বলতে শুনেছি, তিনি আবুযাকারিয়া থেকে তেমনই উল্লেখ করেছেন, অতঃপর তিনি এরশাদ করেন তারা হলেন, মরওয়ান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মরওয়ান ইবনে হাকাম, ওলীদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে মরওয়ান ইবনে হাকাম, ইয়াযীদ ইবনে খালেদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং সাঈদ ইবনে খালেদ, যিনি খোরাসানে ছিলেন।
(৩২৭) হযরত আবু জাকারিয়া রাযিঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ

কে তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলে পূর্বের হাদীসের মত তাদের নাম বলেছেন।
(৩২৮) হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমার ভাইয়ের একটি সন্তান ভুমিষ্ট তারা তার নাম রাখে ওলীদ। একথাটি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বললে তিনি বলেন, তোমরা তা এমন নাম রেখেছ সেটা এই উম্মের ফেআউনের নাম হবে। ওলীদ এই উম্মতের জন্য তৎকালীন যুগের ফেরআউন থেকে আরো মারাত্নক হবে। বর্ণনাকারী যুহরী রহঃ বলেন, যদি ওলীদ ইবনে ইয়াযীদ খলীফা সেই হবে উল্লিখিত ওলীদ, না হয় ভবিষ্যৎ বানীকৃত ওলীদ হবে, ওলীদ ইবনে আব্দুল মালিক।
(৩২৯) হযরত আইউব ইবনে বারীর রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাজ্জজ বিন ইউসুফের সাথে আসমা বিনতে আবু বকর রাযিঃ এর ঘরে প্রবেশ কারীদের একজন আমাকে বর্ণনা করেছেন, হাজ্জাজ আসমা রাযিঃ এর কাছে জানতে চাইলো, তুমি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে কি শুনেছ? জবাবে তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাঃ কে বলতে শুনেছি, বনু সাকিফের মাঝে একজন কাযযাব হবে এবং একজন মুবীর হবে। কাযযাবের ব্যাপারে তো আমরা ইতি মধ্যে অবগত হয়েছি, আর মুবীর হচ্ছো তুমি একথা শুনে হাজ্জাজ বলল, হ্যা আমি মোনাফেকদের মুবীর।
(৩৩০) হযরত সুহাইল যাকওয়ান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিঃ কে শহীদ করার আসমা বিনতে আবু বকর রাযিঃ এর কাছে প্রবেশ করলে আসমা তাকে জিজ্ঞাসা করলো ইবনে যুবায়েরের সাথে কি আচরণ করেছ, জবাবে সে বলল, তাকে আল্লাহ তাআলা হত্যা করেছেন। একথা শুনে আসমা বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি একজন রোজাদার এবং রাত্রে এবাদতকারী কে হত্যা করেছ, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, বনু সাকিফ থেকে তিন ধরনের লোকের আত্নপ্রকাশ হবে। কাযযাব, যায়আল ও মুবীর। কাযযাব সম্বন্ধে তো আমরা ইতোমধ্যে অবগত হয়েছি, মুবীর হচ্ছ, তুমি, তবে যায়আল সম্বন্ধে এখনো জানতে পারিনি। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে যুবাইরকে শুলিতে ঝুলানো হলে তার নিচ দিয়ে আব্দুল্লাহ কইবনে ওমর অতিক্রম করতে গিয়ে বললেন, ইবনে যুবাইর তুমি সফলকাম হয়েছো, তবে তোমার উম্মতই হচ্ছে, নিকৃষ্ঠতম উম্মত।
(৩৩১) হযরত নাফে রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর রাযি. এরশাদ করেন, আমার বংশধর থেকে চেহারায় দাগ বিশিষ্ট একজন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। গোটা দেশ তিনি ইনসাফ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন। বর্ণনাকারী নাফে রহ. বলেন, আমার ধারনা মতে তিনি হচ্ছেন, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.।
(৩৩২) হযরত শওযব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন ওমর ইব্বেন আব্দুল আযীয রহ. তার পিতার আস্তাবলে প্রবেশ করলে, তার পিতার একটি ঘোড়া তাকে আঘাত করে। তিনি সেখান থেকে বের হয়ে আসছিলেন, যে অবস্থায় তার চেহারা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল এ অবস্থা দেখে তার পিতা বললেন, হয়তো তুমি বনু উমাইয়ার জন্য মারাত্মক আঘাতকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।
(৩৩৩) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. বলেন, আমীরুল মুমিনীন ওসমান ইব্বেন আফফান রাযি. এর পর বনু উমাইয়া থেকে মোট বারোজন রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহনকারী বাদশাহ হবেন। তাকে বলা হলো তারা কি খলীফা হিসেবে ক্ষমতাসীন হবেন, জবাবে তিনি বললেন, না, বরং বাদশাহ হবেন।
(৩৩৪) হযরত আবু উমাইয়া আল-কালব্বী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি ইয়াযীদ ইব্বেন আব্দুল মালিকের খেলাফত কালীন বর্ণনা করেন, মোয়াবিয়া রাযি. এর এন্তেকালের পর ইবনে যুবাইয়ের ফেৎনার সময় যখন লোকজনের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয় তখন আমরা প্রবীণ এক শেখ এর কাছে আগমন করি, যিনি জাহিলিয়্যাতের যুগ পেয়েছেন এবং বার্ধক্যের কারণে তার উভয় ভ্রু দুইচোখের উপর এসে পড়েছে। আমরা তার কাছে জানতে চাইলাম, এই ফেৎনা ও লোকজনের মাঝে মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলার কি সমাধান হতে পারে? আমাদের কথা শুনে তিনি একটি বেন্ডেজ আনতে বললেন, সেটা আনা হলে তার

সাহায্যে তিনি ভ্রুর চামড়া উপরের দিকে উঠিয়ে রেখে আমাদেরকে ভালো করে দেখনে। অতঃপর বললেন, এমন ফেৎনাকালীন তোমরা তোমাদের ঘরের ভিতর অবস্থান গ্রহণ করবে। কেননা, অতিসত্বর বনু ওমাইয়ার এক লোক দীর্ঘ বাইশ বৎসর পর্যন্ত তোমাদের বাদশাহ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। তার মৃত্যুর পর অল্প কিছুদিনের মধ্যে বনু উমাইয়ার অনেকে দায়িত্ব পালন করবে। এরপর চোখে চিহ্নবিশিষ্ট হিশাম ইবেন আব্দুল মালিক রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করে। তিনি ক্ষমতাগ্রহণ করার পর এতবেশি টাকা জমা করবে, যা ইতিপূর্বে কেউ জমা করেনি। সে উনিশ বৎসর জীবিত থেকে মারা যাবে। অতঃপর জনৈক যুবক রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করে লোকজনকে অধিক পরিমানে দান করবে যা ইতিপূর্বে আর কেউ করেনি। এভাবে চলতে থাকলে তার বংশের আরেকজন লোক তার উপর আঘাত করলে তিনি মারা যাবেন। ঐ লোকের হাতও রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। এরপর জামীবার দিক থেকে একজন মুদাব্বির আগমন করবে।
(৩৩৫) বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ইবেন শিহাব যুহরী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি, প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি. আমীরুল মুমিনীন ওসমান ইবেন সালাম রাযি. আমীরুল মুমিনীন ওসমান ইবেন আফফানকে শহীদ করার পূর্বে ঘোষণা দিয়েছেন, মাত্র দুই মাসের মধ্যে ওসমান ইবেন আফকানকে হত্যা করা হবে। একথা শুনে মারওয়ান খুবই রাগান্বিত অবস্থায় বারবার ওসমানের ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস রহ. ইবেন শিহাব যুহরীর কাছে জানতে চাইলেন এ বিষয়টি এখনো লোকজন জানেনা, এ ব্যাপারে আরো কিছু আপনার কাছে জানা থাকলে আমাদেরকে জানাতে পারেন। এ কথাগুলো হিশামের শাসণামলে হচ্ছিল। আব্দুল্লাহ ইবেন কাইসের কথা শুনে ইবেন শিহাব যুহরী বলেন, তোমরা কি হিশামের রাজত্ব থেকে পরিত্রাণের ব্যাপারে চিন্তা করছো? সে কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে মারা যাবে। হযরত যুহরীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হিশাম স্বাভাবিকভাবে মারা যাবে নাকি তাকে হত্যা করা হবে। যুহরী জবাব দেয়, হ্যাঁ সে স্বাভাবিকভাবে মারা যাবে। হিশামের পর রাষ্ট্র ক্ষমতায় কে আরোহন করবে সে সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হলে যুহরী জবাব দেয় তার বংশ একজন বালক রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তার ক্ষমতা কয়দিন থাকবে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, শিশুদের ঘুমের সমপরিমান সে ক্ষমতায় থাকে। অতঃপর ইবনে শিহাব যুহরীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, যে মারা যাবে নাকি হত্যা করা হবে। জবাবে তিনি বলেন, বরং তাকে হত্যা করা হবে। তারপর রাষ্ট্র ক্ষমতা কার হাতে থাকবে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জাযিরার দিকে ইশারা করে বলেন, এদিক থেকে আসবে। সুলাইমান ইবেন হিশাম তখন জামিরার আমীর থাকবে। তার পরিচয় জানতে চাইলে যুহরী বলেন, তার নাম এবং তার পিতার নাম হবে আট হরফ বিশিষ্ট। যুহরীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তার রাজত্বে স্থায়ীত্ব কতদিন হবে। জবাবে তিনি বলেন, ভিজা কাপড়কে একস্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে দেয়ার সময় পরিমান থাকবে।
(৩৩৮) হযরত হেলাল ইবেন এসাফ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছে বারীদ, যিনি ইবনে যুবাইরের নিকট মুখতারের মাথা নিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, যখন আমি তার সামনে মুখতারের মাথা রাখি, তখন তিনি আমাকে বললেন, আমার রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ে যার যা কিছু বলেছেন সব কিছু আমি হুবহু পেয়েছি। কিন্তু একমাত্র এ ব্যাপারটি ছাড়া। যেহেতু তিনি আমাকে বলেছেন, সাফিক বংশের একলোক আমাকে হত্যা করবে, অথচ আমিই তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি।
(৩৩৭) আমর ইবনে দ্বীনার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এরশাদ করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবেন যুবাইরের ফেৎনা যাবতীয় ফেৎনার অন্যতম।
(৩৩৮) হযরত আবু কুবাইল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাযি. দেখতে পেলেন যে, ইবনুয যুরাইরের সঙ্গীদের মাথা বল্লমÑবর্শার মাথায় করে আনা হচ্ছে। তখন তিনি বললেন, তোমরা তাদের মাথা নিয়ে তামাশা করছ অথচ তোমরা জানোনা তাদের রূহগুলো এখন কোথায় অবস্থান করছে।

(৩৩৯) হযরত আবু ওয়ায়িল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমার সাথে আবুল আলা যিলা ইবনে যুকরের সাথে সাক্ষাৎ হলে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবুল আ'লা! তোমার পরিবারের কোনো সদস্য কি মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছে? জবাবে তিনি বললেন, তারা ফেৎনাকালীন ভূল করাটা আমার কাছে মহামারীতে আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে আরো মারাত্মক হবে।
(৩৪০) আবু সালমা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আবু হুরায়রার সুস্থতার জন্য দোয়া করলে তিনি বলেন হে আল্লাহ্ সেটা ফিরিয়ে এনোনা। অতঃপর তিনি বললেন, অতিসত্ত্বর মানুষের কাছে এক যুগ আসবে তখন। পৃথিবী থেকে মৃত্যুবরণ করাটা লাল স্বর্ণ থেকেও বেশি পছন্দনীয় হবে।
(৩৪১) হযরত আবু ওয়ায়েল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ওসমান ইবনে আফফান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, মূলতঃ তাকে কৃপণতাই ধ্বংস করে দিয়েছে, অনিষ্টতার পায়গামটি কতই না ভয়ংকর। আমরা তাকে বললাম, আপনি কি বের হবেননা, আপনার সাথে আমরাও বের হতে পারতাম। জবাবে তিনি বললেন, দীর্ঘ মেয়াদী কোনো বাদশাহ হওয়ার চাইতে পাহাড়ের উঁচু স্থান থেকে লাফিয়ে পড়া আমার জন্য অনেক সহজ।

৯। ফেৎনাকালীন আত্মরক্ষা করা মোস্তাহাব

(৩৪২) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, ফেৎনকালীন ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বাভাবিক শুয়ে থাকা ব্যক্তি থেকে উত্তম। শুয়ে থাকা ব্যক্তি বসা অবস্থায় থাকা লোক থেকে উত্তম। বসে থাকা লোক দাড়ানো অবস্থায় থাকা লোক থেকে ভালো, দাড়িয়ে থাকা লোক চলমান লোক থেকে উত্তম, স্বাভাবিক চলাচলকারী ব্যক্তি বাহনে আরোহনকারীর চাইতে উত্তম। বাহনে আরোহনকারী দ্রুত গতিতে ফেৎনার দিকে ধাবমান ব্যক্তি হতে উত্তম। ফেৎনা চলাকালীন খুন হওয়া সকলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সা.) সে অবস্থা কবে হবে? জবাবে আল্লাহর রাসূল বলেন, যেটা মারাত্মক যুদ্ধ চলাকালীন হবে। আমি জানতে চাইলাম কখন সেটা হবে?" জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, সেটা তখনই হবে, যখন কোনো মানুষ তার পাশে বসে থাকা লোক দ্বারা আক্রান্ত হওয়া থেকে শঙ্কা মুক্ত হতে পারবেনা। বর্ণনাকারী বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি সে যুগ প্রাপ্ত হই তাহলে আমার প্রতি আপনার কি নির্দেশনা রয়েছে। জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তখন তুমি নিজেকে এবং তোমার হাতকে নিয়ন্ত্রণ করো এবং নিজের ঘরে দাখেল হয়ে যাও। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! (সা.) সেই ফেৎনা যদি আমার ঘরের অন্দরেও প্রবেশ করে যায় তাহলে আমার করনীয় কি হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তাহলে তুমি তোমার ঘরের ভিতরে ঢুকে যাবে। তার কথা শুনে আমি বললাম, যদি সে ফেৎনা আমার ঘরের ভিতরেও প্রবেশ করে তাহলে আমার কি করা উচিৎ? এর পর রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যদি এমন হয় তাহলে তুমি তোমার মসজিদে প্রবেশ করতঃ তোমার হাত গুটিয়ে রাখ, এবং মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'রব্বি আল্লাহ' জপতে থাক।
(৩৪৩) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, তোমরা নিজেদেরকে ফেৎনা থেকে বাচিয়ে রাখ। আল্লাহ্র কসম! যদি কেউ ফেৎনার সম্মুখিন হয় তাহলে সেটা তাকে স্রোতের ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। উক্ত ফেৎনা খুবই সুন্দরভাবে এগিয়ে আসলেও সবকিছু নিঃশেষ করে ফিরে যাবে। তোমরা কেউ এ ধরনের ফেৎনার সম্মুখিন হলে তোমাদের ঘরের ভিতরেই অবস্থান করতে থাকবে, তোমাদের তালোয়ারের তীক্ষ্মতাকে নষ্ট করে ফেলবে এবং ধনুকের ছিলা কেটে টুকরো টুকরো করবে।

(৩৪৪) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন, অতি নিকটবর্তী হওয়া ফেৎনার অনিষ্টতাকালীন আরবদের ধ্বংস অনিবার্য। নিজের হাতকে কন্ট্রোলকারী লোকেই মূলতঃ সফলকাম।
(৩৪৫) হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে আমি এমন এক ফেৎনা সম্বন্ধে জানি, যার পূর্বের নিদর্শনগুলো অতিসত্ত্বর প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে। যার সাথে থাকবে উত্যক্তকারী দল, যেমন খোরগোশকে উত্যক্ত করে গর্ত থেকে বের করে আনা হয়, তেমনিভাবে লোকজনকে ফেৎনার প্রতি ধাবিত করা হবে। আবার আমি উক্ত ফেৎনা থেকে মুক্তির উপায়ও জানি। উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করেন, মুক্তির উপায় কি হতে পারে? জবাবে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, আমার হাতকে কন্ট্রোল করে রাখব, এক পর্যায়ে আমাকে এসে হত্যাকারীরা হত্যা করবে।
(৩৪৬) হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানদের দুই দল থেকে কারো পরিচয় পেশ করার ক্ষেত্রে আমার কোনো ভয়Ñসংকোচ নেই। তাদের উভয়দল থেকে যারা খুন হবে তাদের প্রত্যেকে জাহেলী যুগের ন্যায় মৃত্যুবরণ করবে।
(৩৪৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌্নে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে ফেৎনা খুবই সজ্জিত অবস্থায় এগিয়ে আসলে ফিরে যাবে কিন্তু ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে , বাহ্যিকভাবে ফেৎনা তীব্র আকার ধারন করলে সেটাকে বিস্তৃত করোনা, আর সেই ফেৎনা প্রসস্থ হতে চেষ্টা করলে প্রসস্থ হতে দিয়ো না। উক্ত ফেৎনা আল্লাহ্র জমিনে উর্বরতা বৃদ্ধি পেলেও তার লাগাম মাড়ানো হবে। আল্লাহ্ তাআলার অনুমতি ছাড়া কারো পক্ষে সেটাকে জাগ্রত করা হালাল হবেনা। যে লোক উক্ত ফেৎনার লাগাম ধারন করবে তার ধ্বংস অনিবার্য।
(৩৪৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌্নে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে ফেৎনা খুবই সাজ সজ্জা ও আনন্দিত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করবে, তবে সেটা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ফেরৎ যাবে।
(৩৪৯) হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকেও পূর্বের হাদীসের ন্যায় বর্ণিত, তবে সেখানে একথাও রয়েছে যে, হযরত হোজায়ফা রাযি. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, উল্লিখিত ফেৎনা কখন প্রকাশ করবে। জবাবে তিনি বললেন, উক্ত ফেৎনা উম্মোক্ত তরবারির আকারে পেশ আসলেও ফিরে যাবে কিন্তু খাঁচাবদ্ধ তলোয়ারের ন্যায়।
(৩৫০) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামন রাযি. থেকে বর্ণিত, তাকে একজন লোক জিজ্ঞাসা করেন যে, যখন নামায আদায়কারীগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন আমাদের জন্য আপনার দিক নির্দেশনা কি হতে পারে। জবাবে তিনি বললেন, তখন তুমি তোমার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে ঘরের দরজা তালাবদ্ধ করে রাখবে। কেউ এগিয়ে আসলে তাকে হাত দ্বারা নিষেধ করে দিবে। আর যদি কেউ আক্রমণ করতে চায় তাহলে তাকে বলবে, তুমি আমার গুনাহ এবং তোমার গুনাহ সহকারে ফিরে যাবে।
(৩৫১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন, তোমরা যাবতীয় ফেৎনা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করবে, কেননা ফেৎনাকালীন বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার মত।
(৩৫২) হযরত হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন, ফেৎনা মূলতঃ তিন প্রকারের লোককে গ্রাস করে নিবে। এক প্রকার হচ্ছে দ্রুতগামি বুদ্ধিমান, যিনি উচ্চতায় পৌছার নিয়ত করলেই তাকে তলোয়ার দ্বারা নিম্œমুখি করে নিবে। দ্বিতীয়তঃ খতীব সাহেবের মাধ্যমে, যার প্রতি যাবতীয় বিষয়ের দাবি করা হবে। তৃতীয়তঃ শরীফ লোক। অতঃপর প্রতিভাবান বুদ্ধিমান লোককে মারাত্মকভাবে আছড়ে ফেলা হবে এবং খতীব ও শরীফলোক তাদের উভয়জনকে উৎসাহিত করা হবে। এক পর্যায়ে তাদের আশ্বপাশ্ব প্লাবিত হয়ে যাবে।

(৩৫৩) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে যুদ্ধকারী দুইদল থেকে তোমরা বেঁচে থাক, কেননা, তারা উভয় দল ধীরে ধীরে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হতে থাকবে।
(৩৫৪) হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি উক্ত ফেৎনার সম্মুখিন হই, তাহলে আপনার পক্ষ আমার জন্য কি নির্দেশনা রয়েছে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তখন তুমি মুসলমানদের জামাআত এবং তাদের ইমামকে আকড়িয়ে ধরো, একথা শুনে আমি জানতে চাইলাম, যদি তাদের ইমাম এবং জামাআত না থাকে তাহলে কি করবো, জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, ঐসব দলকে পুরোপুরি বর্জন করো, যদিও সেটা গাছের শিকড় কামড়ে ধরার মাধ্যমে হোক। এমন পরিস্থিতিতে মৃত্যু এসে গেলেও সেটা ছাড়া যাবে না।
(৩৫৫) হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে পূর্বের ন্যায় বর্ণিত।
(৩৫৬) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সা. জাহান্নামের দরজায় দাড়িয়ে আহবানকারীদের সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তিনি বলেন, যারা তাদের আহবানে সাড়া দিবেন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে। একথা শুনে আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ। এমন অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কি হতে পারে? রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তাহলে তুমি মুসলমানদের জামাআত এবং ইমামকে আকড়িয়ে ধরবে। এ কথা শুনে আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.), যদি তাদের ইমামÑজামাআত না থাকে তাহলে কি করতে হবে। জবাবে তিনি বললেন, এমন হলে তাদের প্রত্যেক দলকে ত্যাগ করতে থাকবে। এমন অবস্থায় তোমার মৃত্যু এসে গেলেও তুমি গাছের শিকড় কামড়ে ধরে থাকবে।
(৩৫৭) হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)! উক্ত ফেৎনা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি হতে পারে? এবং তিনি পথ ভ্রষ্টদের আহবানের কথাও বলেন, জবাবে তিনি বলেন, সেদিন যদি পৃথিবীতে কোনো খলীফা আল্লাহ্্র পক্ষ থেকে এসে থাকে তাহলে তাকে আকড়িয়ে ধরো। যদিও সে তোমার পিঠে আঘাত করে এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। না হয় ফেৎনার স্থান থেকে পলায়ন করে মৃত্যু পর্যন্ত গাছের শিকড় কামড়িয়ে ধরে থাকো।
(৩৫৮) বিন্তে আহবান আল-গিফারী রহ. থেকে বর্ণিত, একদিন হযরত আলী ইবেন আবী তালেব রাযি. আহবানের কাছে এসে বললেন, আমার অনুসরণ করতে তোমাকে কে নিষেধ করেছে, জবাবে তিনি বলেন, আমাকে আমার খলীল এবং আপনার চাচাতো ভাই ওসিয়্যত করেছেন, অতি সত্ত্বর ফেৎনা, দলাদলি এবং এখতেলাফ আত্ম প্রকাশ করবে। এমন অবস্থা চলতে থাকলে তুমি তোমার তলোয়ারকে ভেঙ্গে ফেলো, তোমার ঘরের অন্দরে প্রবেশ করবে এবং বাঁশের তৈরি একটি তলোয়ার আবিস্কার করো।
(৩৫১) হযরত আবু জনাব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আমি হযরত তালহা রাযি. কে বলতে শুনেছি, তীব্র এক যুদ্ধে আমাকে শরীক হতে হয়েছে, যেখানে আমি কোনো তীরও নিক্ষেপ করিনি আবার কাউকে তলোয়ার দ্বারা আঘাতও করিনি। আমার যদি উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত কাটা হতো এবং আমি শরিক না হতে পারতাম তাহলে কতই না ভালো হতো।
(৩৬০) হযরত মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, জালেম সম্প্রদায়ের জন্য আমাদেরকে ফেৎনার কারণ বানাবেন না। আরো বলেন, তাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে চাপিয়ে দিবেন না, এক পর্যায়ে তারা আমাদেরকে মারাত্মক ফেৎনার সম্মুখিন করবে, যার কারণে আমরা ফেৎনায় জড়িয়ে যাব।
(৩৬১) হযরত আবু কিলাবা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইবনুল আসআছ এর ফেৎনা

ব্যাপক আকার ধারন করেছে, আমরা উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলাম এবং আমাদের সাথে ছিলেন মুসলিম ইবেন ইয়াছার। অতঃপরন তিনি বলেন, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাকে এই ফেৎনা থেকে মুক্তি প্রদান করেছেন। আল্লাহর কসম! উক্ত যুদ্ধে আমি একটি তীরও নিক্ষেপ করিনি, কাউকে বর্শা দ্বারা আঘাতও করিনি এবং তলোয়ার দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে আক্রমনও করিনি। বর্ণনাকারী আবু কিলাবা রহ. বলেন, অতঃপর আমি তাকে বললাম হে মুসলিম! তোমার প্রতি কোনো মুর্খের দৃষ্টি সম্বন্ধে কি বলবে? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌্র কসম! মুসলিম এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়না যেখানে হক দেখা হয়নি। এই কারণে হত্যা করা কিংবা হত্যা হওয়া। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি কেঁদে উঠলেন, কসম সে সত্ত্বার, যার হাতে আমার প্রাণ! এক পর্যায়ে আমি আশা করি যে, এ সম্বন্ধে আমার কিছু যেন বলতে না হয়।
(৩৬২) হযরত যুনদুব ইবেন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রহ. থেকে বর্ণিত, নিঃসন্দেহে আহলে শামের এক লোক সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী রাযি. এর একজনের উপর হামলা করেন। এক পর্যায়ে তার উপর চেপে বসে যবেহ করে দিতে চায়। তিনি বলেন, আমি আমার ধনুকের রশি দ্বারা তাকে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করি, যেন তার উপর জয়ী হতে পারি। এক পর্যায়ে আমি তাকে কাবু করে ফেললাম। বর্তমানে উক্ত ঘটনাটি আমরা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে আমার গলা ধরে আসে।
(৩৬৩) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, হে আমের! যাকে তুমি দেখো, সে যেন তোমাকে ধোকায় ফেলে নাদেয়। কেননা এরা একদিন তাদের দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে আসবে যেমন মহিলাদের পেট থেকে বাচ্চা বের হয়ে আসে। যখন তুমি এমন অবস্থা দেখতে পাবে তখন বর্তমানের অবস্থায় ফিরে যাওয়া ভালো হবে।
(৩৬৪) ইবেন তাউয তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. আবুযরকে এরশাদ করেন, হে আবুযর! তোমাকে তো দেখতে তায়েফ বা রাশি বিদ্যায় পারদর্শি মনে হয়। তারা যখন তোমাকে মদীনা থেকে বের করে দিবে তখন তোমার কি অবস্থা হবে। জবাবে আবু যর বললেন, তখন আমি মকাদ্দাস স্থানে চলে আসব। তারা যদি সেখান থেকেও বের করে দেয় তাহলে কি করবে জবাবে আবু যর বললেন তাহলে আমি আবার মদীনায় ফিরে আসব। রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন, তারা যদি তোমাকে সেখান থেকেও বের করে দেয়। জবাবে আবু যর রাযি. বলেন, তখন আমি আমার তলোয়ার বের করে মারা না যাওয়া পর্যন্ত দুশমনের উপর আক্রমণ করতে থাকবো। একথা শুনার পর রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, না তুমি এটা করতে যেওনা, বরং তখন যে আমীর থাকবে সে নিগ্রো গোলাম কালো হলেও তার কথা শুনে যাবে। বর্ণনকারী বলেন, আবু যর গিফারী রাযি. রাবাযা নামক স্থানে পৌছলে সেখানে হযরত ওসমান রাযি. এর কালো একজন গোলাম কে দেখতে পায়, এবং নামাযের একামত হওয়ার পর সকলে নামাযের অপেক্ষায় আছেন। তারা আবু যর রাযি. কে দেখে নামাযের ইমামতি করতে বললে তিনি জবাব দিলেন, না আমি ইমাম হবোনা, কেননা আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি কথা মেনে চলি, যদিও সে কালো নিগ্রো গোলাম হোক। অতঃপর উক্ত গোলাম এগিয়ে গিয়ে নামায সম্পন্ন করলেন।
(৩৬৫) হযরত কা’ব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আরবদের বর্তমান পরিস্থিতি রাসূলুল্লাহ সা. এর ওফাতের পর মাত্র পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হবে। অতঃপর এমন ফেৎনা দেখা দিবে যা যুদ্ধÑবিগ্রহ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। এমন অবস্থা শুরু হলে তুমি নিজেকে এবং নিজের অস্ত্র হাত নিয়ন্ত্রণ করো। যেন তোমার কাছে শত্রুÑমিত্র পরিস্কার হয়ে যায়। এরপর লোকজন পিলারের টাই দাড়িয়ে থাকবে। অতঃপর মারাত্মক ফেৎনার সৃষ্টি হবে। আমি এ কথাটি কিতাবুল্লাহর মধ্যে পেয়েছি। এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকাশ যার কারণে কিছুই বুঝা যাবে না যা বড়দেরকেও গ্রাস করে নিবে। তখন তুমি তোমার অস্ত্র-হাতিয়ার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে রাখবে এবং সে এলাকা থেকে ভালোভাবে পলায়ন করবে। পলায়ন করতে গিয়ে যদি প্রবেশ করার মত বিচ্ছুর গর্ত পাও তাহলে সেখানে প্রবেশ করবে।

(৩৬৬) হযরত কা'ব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, রাসূলুল্লাহ সা. এর ওফাতের পর মাত্র পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত আরবদের প্রভাব বাকি থাকবে। অতঃপর ফেৎনার আগুন জ্বলতে থাকবে। যার মধ্যে হত্যাসহ সবধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এহেন মুহূর্ত এসেপড়লে তুমি তোমার হাত ও হাতিয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এরপর অল্প সময়ের জন্য ফেৎনার প্রভাব বন্ধ হওয়ার পর আবারো নতুনরূপে ফেৎনা চলতে থাকবে। তখনো তুমি নিজের অস্ত্র ও হাতকে কন্ট্রোল করবে। যেহেতু উক্ত ফেৎনার ঘটনা আমি কিতাবুল্লাহ তে প্রাপ্ত হয়েছি। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, ফেৎনা এমন অন্ধকারচ্ছন্ন হবে যা প্রত্যেক বড় লোককে গ্রাস করবে। তাই কেউ মুক্তি পেতে পারবে না।

(৩৬৭) হযরত ইয়াহইয়া ইবেন আবু আমর আস্‌্ সিবয়ানী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন এবং তিনি চতুর্থ নং ফেৎনার কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, উক্ত ফেৎনা থেকে কেউ মুক্তি পাবে না, তবে কেবলমাত্র ঐ লোকের মুক্তির ব্যাপারে আশা করা যায়, যে উত্তাল সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির দোয়ার ন্যায় মুক্তির জন্য দোয়া করবে। যে সময় সর্বোত্তম ব্যক্তি হবে ঐ লোক যিনি গোপনে তাকওয়ার উপর অটল থাকে, প্রকাশ্যে তাকে কেউ চিনতে পারেনা এবং কোনো মজলিস থেকে উঠে গেলে তার অনুপস্থিতি অনুভব করা হয়না। ফেৎনাকালীন নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হচ্ছে, তীব্রভাবে বক্তব্য প্রদানকারী খতীব কিংবা নির্দিষ্ট কোনো স্থানে যাতায়াতকারী সওয়ারী।
(৩৬৮) হযরত আবু ওবাইদ ইবনে আবু জাফর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন, পৃথিবীতে ফেৎনা চলতে থাকলে তার থেকে কেউ মুক্তি পাবে না তবে ঐ লোক মুক্তি পেতে পারে যে তার সম্পদ দ্বারা আক্রান্ত হবেনা, আর কেউ যদি তার সম্পদ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে সেটা হবে কাউকে হত্যা করার মত।
(৩৬৯) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন, ফেৎনাকালীন সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে ঐ লোক, যে নিজেকে সর্বদা গোপন করে রাখেন, তিনি জনসমক্ষে আসলে কেউ তাকে চিনতে পারেনা, কোথাও কোনো মজলিসে বসার পর ওঠে গেলে তার অনুপস্থিতি বুঝা যায় না এবং কেউ তাকে তালাশও করেনা।
(৩৭০) হযরত আরতাত ইবনে মুনযির রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমার কাছে সংবাদ পোঁছেছে, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন, চতুর্থ ফেৎনাকালীন লোকজন দ্রুত ভাবে ফেৎনার প্রতি ধাবিত হতে থাকবে। সে সময় খাটি মুমিন হবে ঐ ব্যক্তি যে নিজের ঘরের ভিতর অবস্থান গ্রহণ করবে, আর কাফের হয়ে যাবে ঐ লোক যে তার তলোয়ারকে খাপযুক্ত করবে এবং তার ভাই ও তার প্রতিবেশিকে হত্যা করবে।
(৩৭১) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ওকবা ইবেন আমের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক না করে এবং অবৈধ ভাবে কাউকে হত্যা না করে মৃত্যুবরন করে সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে।
(৩৭২) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু মুসা আশ্‌আরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঐ লোক থেকে মারাত্মক কোনো লোকের সাথে শত্রু হিসেবে আমার সাথে কিয়ামতের দিন স্বাক্ষাৎ হবে না যে লোক এমনভাবে আসবে, তার রগ থেকে রক্ত প্রবাহিত থাকবে এবং আমাকে ইনসাফের দাড়ি পাল্লার সামনে আটকে দিয়ে বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! আপনার বান্দাকে জিজ্ঞাসা করেন, যে আমাকে কেন হত্যা করেছে, তার কথা শুনে আমি বলবো, হে আল্লাহ! এই লোক মিথ্যা বলছে, তবে আমি একথা বলার সাহস রাখবোনা যে ঐ লোক তখন কাফের ছিল। যেহেতু আমি এভাবে বললে হয়তো আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি কি আমার বান্দা সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশি জানো।
(৩৭৩) হযরত জুনদুব ইবেন আব্দুল্লাহ রাযি-হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের থেকে একজন লোক আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তার হাতে থাকবে আরেকজন লোকের রক্ত। যে

লোক “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলবে। যেহেতু যে লোক ফজরের নামায আদায় করবে সে আল্লাহ্র জিম্মাদারীতে থাকবে। কাউকে আল্লাহ তা’আলা জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করলে তাকে উপুড় করে নিক্ষেপ করেন। যখন সেখানে পূর্বের-পরের সবাইকে জমা করবেন।
(৩৭৪) হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরিন রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আশতাব আলী রাযি. এর সাথে স্বাক্ষাৎ করতে চাইলে প্রথমে তাকে বাধা দেয়া হলেও পরে অনুমতি দেয়া হয়। যেখানে পৌঁছে তিনি তালহার এক ছেলেকে দেখতে পায়। তিনি বললেন, আমার মনে হয় আপনি এর কারণে প্রথমে আমাকে প্রবেশ করতে দেননি। জবাবে তিনি বললেন হ্যাঁ, আমি বললাম, যদি সেই ওসমানের ছেলে হয় তাহলেও কি বাঁধা দিবেন? জবাবে তিনি বললেন হ্যাঁ। তার কথা শুনে আমি বললাম, আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি এবং ওসমান ঐসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবো; যাদের ব্যাপারে আল্লাহতাআলা এরশাদ করেছেন ঃ......... ।
(৩৭৫) হযরত যুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের প্রত্যেকে আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ এবং তার ও জান্নাতের মাঝে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। বিশেষ করে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত দেখার পর। কোনো মুসলমানকে হত্যা করার পর তার রক্ত হাতের মুষ্টিতে ধারন করে।
(৩৭৬) বকর ইবেন আব্দুল্লাহ আল-মুযনী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এর সাহাবাদের একজন আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তাকে বলতে শুনেছি, জান্নাতের দরজার প্রতি দৃষ্টিপাত করার পর কোনো মুসলমানকে হত্যা করার মাধ্যমে তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে যেন অন্তরায় সৃষ্টি না হয়ে যায়।
(৩৭৭) হযরত ইউনুস ইবেন যুবায়ের রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জুনদুব ইবেন আব্দুল্লাহ রাযি. কে বলতে শুনেছি, যখন বালা-মসিবত অবতীর্ন হতে থাকবে তখন তুমি তোমার সম্পদের দিকে এগিয়ে যাও, তোমার দ্বীনের দিকে নয়। কেননা, যে লোকের দ্বীন নষ্ট হয়ে যাবে তার সবকিছুই যেন ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। এবং যার ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে তাকেই যেন প্রকৃত পক্ষে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, যেনে রাখো, জাহান্নামের পর কোনো ধনাঢ্যতা বাকি থাকবেনা এবং জান্নাতের পরবর্তী সময়ে আর গরীব বাকি থাকবেনা। নিঃসন্দেহে জাহান্নাম তার বন্দীকে মুক্তি দিতে পারবেনা এবং তার ফকীরকে অমুখাপেক্ষীও করতে পারবে না।
(৩৭৮) হযরত মুহাম্মদ ইবেন আলী রহ. থেকে বর্ণিত তিনি হযরত আলী ইবেন আবু তালেব রাযি. কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, হে আল্লাহ! ওসমান ইবনে আফফানের হত্যকারীদেরকে আপনি উপুড় করে আজকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন।
(৩৭৯) হযরত আবু বারযাহ আল-আসলামী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় বর্তমানে যিনি শাম দেশে রয়েছেন, অর্থাৎ মারওয়ান, আল্লাহর কসম! যে একমাত্র দুনিয়াতে যুদ্ধে করবে, তেমনিভাবে যিনি মক্কাতে রয়েছে অর্থাৎ, ইবনে যুবাইর রাযি. আল্লাহ্র কসম! তিনি যুদ্ধ করলে একমাত্র দুনিয়াতে যুদ্ধ করবেন। যাদেরকে তোমরা কারী বলে আহবান করবে তারা যুদ্ধ করলে দুনিয়াতেই যুদ্ধ করবে। এই হাদীস বর্ণনা করলে তার ছেলে তাকে বলেন, এমন পরিস্থিতির সম্মুখিন হলে আমাদের করনীয় কি হবে? জবাবে তিনি বলেন, তখন সর্বোত্তম লোক হবে ঐ দল। যারা অভাবী হবে এবং তাদের হাত হবে মানুষের সম্পদ থেকে মুক্ত এবং তাদের যাবতীয় সবকিছু খুবই হালকা প্রকৃতির হবে; তারা কাউকে হত্যাকারী হবে না।
(৩৮০) উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, কিছুদিনের মধ্যে তোমাদের উপর এমন কতক ইমাম নিযুক্ত হবে যাদের কার্যক্রম তোমরা পছন্দ করলেও অনেক কিছু অপছন্দ করবে। যারা তাদের কার্যক্রমের বিরোধীতা করবে মুক্তি পাবে, যারা

অপছন্দ করবে তারা নিরাপদে থাকবে। তবে যারা রাজী থাকবে এবং অনুসরণ করবে তাদের জন্য রয়েছে বিপরীত সিদ্ধান্ত। একথা শুনার পর তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি তাদেরকে হত্যা করবোনা কিংবা তাদের সাথে মোকাবেলা করবো না? জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, না যতদিন পর্যন্ত তারা নামায আদায় করবেন ততদিন পর্যন্ত তাদের সাথে মোকাবেলা করা যাবে না।
(৩৮১) হযরত হাসান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. কে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ তাদেরকে কি আমরা হত্যা করবোনা? জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, না, তারা যতদিন নামায আদায় করবে তাদের সাথে মোকাবেলা করা যাবেনা।
(৩৮২) হযরত আউফ ইবনে মালেকের চাচার ছেলে মুসলিম ইব্নে কুরযা রহ. থেকে বর্ণিত তিনি হযরত আউফ ইবনে মালেককে বলতে শুনেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের ইমামদের নিকৃষ্টতম ইমাম হচ্ছে, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করবে এবং তারাও তোমাদেরকে অপছন্দ করবে। আর তাদেরকে তোমরা লা'নত করবে এবং তারাও তোমাদেরকে লা'নত করবে। একথা শুনে আমরা বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখিন হলে কি তাদের সাথে আমরা মোকাবেলা করবোনা, জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামায কায়েম করবেন, ততদিন তাদের সাথে মোকাবেলা করা যাবেনা। খবরদার! কাউকে যদি কোনো যিম্মাদার নিযুক্ত করা হয় এবং তাকে, কোনো গুনাহের কাজ করতে দেখা যায় তাহলে তিনি যা যা গুনাহের কাজ করতে থাকবে সেগুলোর বিরোধীতা করবে। তবে তার উপর থেকে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেয়া যাবেনা।
(৩৮৩) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন তোমাদের ওপর পূনরায় বালাÑমসিবত নাযিল হওয়ার পূর্বে তোমরা ধৈর্য্যধারন করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে আমরা যে ধরনের বালা-মসিবতের সম্মুখিন হয়েছিলাম তোমরা এর চেয়ে কঠিন মসিবতের সম্মুখিন হবে।
(৩৮৪) বিশিষ্ট সাহাবী আবু যরগিফারী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে বলেছেন, হে আবু যর! তোমার অবস্থা কেমন হবে, যখন মানুষ এত বেশি ক্ষুধার্ত হবে, যার কারণে তুমি তোমার বিছানা থেকে দাড়িয়ে তোমার মসজিদে যেতে পারবেনা এবং তোমার মসজিদ থেকে তোমার বিছানার দিকে যেতে পারবে না। জবাবে আমি বললাম, এসব ব্যাপারে আল্লাহ এবং তার রাসূলই ভালো বলতে পারবেন। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, তুমি যেখানে এসেছ সেখানে চলে যাবে। আবুযর গিফারী বললেন, অতঃপর আমি বললাম, তারা যদি আমাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তাহলে কি করব, জবাবে তিনি বলেন, তখন তুমি তোমার ঘরে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, তারা আমাকে মেনে না নিলে কি করনীয়? জবাবে তিনি বলেন, যদি তাদের তলোয়ারের আঘাতে তোমাকে হত্যা করার আশঙ্কা বোধ করো তাহলে তোমার চাদরের একটি অংশ দ্বারা তোমার চেহারা ঢেকে রাখবে। আর তোমার হত্যাকারী তার এবং তোমার গুনাহ নিয়ে চলে যাবে। আল্লাহর রাসূল সা. এর কথা শুনে আমি বললাম, এমন পরিস্থিতির সম্মুখিন হলে কি আমি হাতিয়ার ধারন করবোনা? জবাবে তিনি বললেন, যদি এমন করো তাহলে তুমি তাদের শরীক হয়ে যাবে।
(৩৮৫) হযরত আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাযি. এর অবরুদ্ধ হওয়ার দিন হযরত হোসাইন ইবনে আলী রাযি. তার কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার হাতের অনুগত ব্যক্তি। আপনার যা ইচ্ছা আমাকে নির্দেশ করুন। জবাবে তাকে ওসমান রাযি. বললেন, হে আমার ভাতিজা! আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত আসার পূর্ব পর্যন্ত তুমি তোমার ঘরেই অবস্থান করো। আমার জন্য অযথা রক্তপাত করার কোনো প্রয়োজন নেই।
(৩৮৬) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার আমীরগণ আমাকে এখতিয়ার দিচ্ছিলেন, যেন আমি আমার চেহারা বিবর্ণ হওয়া, চোখ-মুখ ধুলায়িত

হওয়া পর্যন্ত দাড়িয়ে থাকবো, কিংবা তলোয়ার ধারন করতঃ যুদ্ধ করতে করতে মারা গিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করব। তবে আমি আমার চেহারা বিবর্ণ হওয়া এবং নাক-মুখ ধূলায়িত হওয়া পর্যন্ত দাড়িয়ে থাকাকে গ্রহণ করলাম এবং তলোয়ার হস্তে ধারন করতঃ যুদ্ধে করতে করতে মারা গিয়ে জাহান্নামে যাওয়াকে বর্জন করলাম।
(৩৮৭) হযরত আমের ইবনে মুতারিফ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে হোজাইফা বললেন, হে আমের! লোকজনকে ব্যাপকভাবে মসজিদে যাওয়া দেখে তুমি ধোকায় পড়োনা। কেননা সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন নারীগণ বাচ্চা প্রসবের ন্যায় তারাও দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে। যখন এমন অবস্থা দেখবে তখন তোমরা বর্তমানে যেমন অবস্থায় রয়েছ তখনও সে অবস্থায় ফিরে যাওয়া জরুরী।
(৩৮৮) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খবরদার! নিঃসন্দেহে আমর বিলমারূফ এবং নাহী আনিল মুনকার খুবই উত্তম একটি কাজ। এটা কোনো সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, তোমার ইমামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করবে।
(৩৮৯) হযরত সুআইদ ইবনে গফলা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে হযরত ওমর রাযি. বলেছেন, হয়তো তুমি যাবতীয় ফেৎনার সম্মুখিন হবে, তখন আমীরের কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে। যদিও তোমাদের উপর কোনো নিগ্রোÑগোলামকে আমীর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। সে যদি তোমাকে প্রহার করে তাহলে ধৈর্য্য ধারন করো, কিংবা যদি তোমাকে বঞ্চিত করে অথবা তোমার উপর জুলুম করে তাহলেও সবুর করো। যদি সে দ্বীনি কোনো বিষয়ে তোমার কাছ থেকে কেসাস নিতে চায় তাহলে বলো, আমি সর্বাগ্রে তোমার অনুকরন করবো। প্রয়োজনে আমার রক্ত প্রবাহিত করবো, তবে দ্বীনের উপর যেন কোনো আঘাত না আসে।
(৩৯০) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন সালাম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি ওসমান ইবেন আফফানের ব্যাপারে লোকজনের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে বলেন, হে লোক সকল! তোমরা ওসমান ইবনে আফফানকে হত্যা করোনা। কসম সেই সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ! কোনো উম্মত তাদের নবীকে হত্যা করলে আল্লাহ তাআলা তাদের সত্তুর হাজার লোককে হত্যা করার ব্যবস্থা করেন। আর যদি কোনো উম্মত তাদের খলীফাকে হত্যা করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তার বিপরীতে চল্লিশ হাজার লোককে হত্যার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করেন।
(৩৯১) প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওসমান ইবনে আফফানের সাথে তার অবরুদ্ধ ঘরে অবস্থান করছিলাম। একপর্যায়ে আমাদের এক লোককে হত্যা করা হলে আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! হত্যাকারীরা খুবই ভালো, তারা কেবল আমাদের এক লোককে হত্যা করেছে। আমার কথা শুনে তিনি বলেন, আমি তোমার কাছ থেকে আশা করছি, যখন তুমি তোমার তলোয়ারকে নিক্ষেপ করবে তখন সেটা যেন আমার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। যেহেতু আজকে মুসলমানরা আমাকে হত্যা করার মাধ্যমে তৃষ্ণা নিবারণ করবে। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, একথা শুনার সাথে সাথে আমি আমার তলোয়ারকে এমনভাবে নিক্ষেপ করে দিয়েছি, সেটা কোথায় গিয়ে পড়েছে আমিও জানিনা।
(৩৯২) হযরত হোসাইন আল-হারেছী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, একদিন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যায়েদ ইবেন আরকাম রাযি. হযরত আলী রাযি. কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আলী! আমি তোমাকে আল্লাহর নামে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, ওসমান ইবনে আফফানকে কি তুমিই হত্যা করেছ? বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে আলী রাযি. কিছুক্ষণ মাথা নিচের দিকে করে রাখে, অতঃপর বলে উঠে, কসম সে সত্ত্বার যিনি দানা থেকে গাছ উৎপাদন করেন এবং দেহে প্রাণের সঞ্চার করেন, আমি ওসমানকে হত্যা করিনি এবং তাকে হত্যার নির্দেশও দিইনি।
(৩৯৩) হযরত মুহাম্মদ ইবেন সীরিন রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত কা'ব রহ আমীরুল

মুমিনীন হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাযি এর অবরুদ্ধ অবস্থায় তাকে বলে পাঠালেন যে, নিঃসন্দেহে আজকে সকল মুসলমানের উপর আপনার হক্ব, সন্তানের উপর পিতার হক্বের ন্যায়। নিঃসন্দেহে আপনাকে হত্যা করা হবে, সুতরাং আপনার হাতকে নিয়ন্ত্রণ করুন। কেননা, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট আপনার জন্য শক্তিশালী দলীল হবে। উক্ত সংবাদ হযরত ওসমান ইবেন আফফান রাযি. এর কাছে পৌঁছার পর তিনি তার সাথীদেরকে বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাদের উপর আমার একান্ত হক্ব রয়েছে তারা যেন আমার পক্ষে যুদ্ধে বের না হয়। হযরত ওসমান রাযি. এর বক্তব্য শুনার পর মারওয়ান ইবেন হাকাম, খুবই রাগান্বিত হয়ে তার হাতে থাকা তলোয়ারটি এতো জোরে নিক্ষেপ করেন যার আঘাতে পার্শ্বে থাকা দেয়াল কেটে যায়। মুগীরা ইবনুল আখনাছ বলেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি শত্রুর সাথে মোকাবেলা করব, ফলে সে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং মৃত্যুবরণ করে।
(৩৯৪) হযরত জারীর ইবনে হাযেয রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুমাইদ ইবেন হেলাল আদাবী রহ. কে বলতে শুনেছি, আমাদের একজন স্বপ্নে হযরত ওসমান রাযি. কে দেখতে পেলেন, তার চেহারা-সুরত পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। তার পরনে সাদা কাপড় ছিল। তাঁকে আমি বললাম হে আমীরুল মুমিনীন! কোন বিষয়কে আপনি অধিক শক্তিশালী বস্তু হিসেবে পেয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন, এমন এক দ্বীন যার মধ্যে কোনো ধরনের মারামরিÑহানাহানি নেই। কথাটি তিনবার বললেন। কিছুদিন পর যখন উষ্ট্রি যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন আমি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তীর-তুনীর, বর্শা ইত্যাদি নিয়ে আমার ঘোড়ায় আরোহন করি। অবশ্যই আমি ছিলাম ক্ষুদ্র একটি দলের অন্তর্ভুক্ত। এ অবস্থা চলতে থাকলে হঠাৎ আমার সেই স্বপ্ন মনে পড়ে যায়। তখন আমি ভাবলাম, হে! তোমাকে কি ওসমান ইবেন আফফান এ কথা বলেনি! সাথে সাথে আমি আমার ঘোড়ার মুখ বাড়ির দিকে ফিরিয়ে নিলাম, অস্ত্রসস্ত্র খুলে ফেললাম এবং ঘরেই বসে থাকলাম। একপর্যায়ে যুদ্ধকালীন অবস্থা শেষ হয়ে যায়। এই সময় আমি আমার ঘর থেকেও বের হয়নি।
(৩৯৫) হযরত জাবের ইবেন যায়েদ আল-আযদী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাযি. কে বলতে শুনেছি, আমি ওসমান ইবেন আফফানকে হত্যার নির্দেশ দিইনি এবং সেটাকে পছন্দও করিনা। অথচ আমার চাচাতো ভাইগণ আমার প্রতি অপবাদ দিচ্ছেন। এব্যাপারে আমি বারবার ক্ষমা চাইলেও তারা ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানায়! তারা ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানায়!! যার কারণে আমি চুপ হয়ে যাই।
(৩৯^৬) হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, হে আল্লাহ! আজকে ওসমান ইবেন আফফানের হত্যা আমাকে বড় লজ্জায় ফেলে দিল।
(৩৯৭) হযরত হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবেন মাসলামা এরশাদ করেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সা. একটি তলোয়ার দিয়ে বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মুশরিকরা তোমার সাথে মোকাবেলা করে তুমিও তাদের সাথে মোকাবেলা করতে থাকবে। আর যখন আমার উম্মতের একদলকে অন্য দলের সাথে মোকাবিলা করতে দেখবে তখন তোমার তলোয়ারকে কোথাও এমনভাবে আঘাত করবে যেন সেটা ভেঙ্গে যায়। অতঃপর তুমি তোমার ঘরে এসে অবস্থান গ্রহণ করবে। তোমার উপর ভুলক্রমে কারো আক্রমণ এসে পড়া কিংবা অকাট্য মৃত্যুর মুখে পতিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। তিনি সেভাবে করলেন।
(৩৯৮) হযরত আবু বুরদাহ ইবেন আবু মুসা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাবাযা নামক স্থানে মুহাম্মদ ইবেন মাসলামার কাছে গিয়ে বললাম, আপনি লোকজনের নিকট উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে কিছু উপদেশ দিবেননা, যেহেতু লোকজন এ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছে। জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে কিছু ফেৎনা এবং দলের আত্মপ্রকাশ হবে। তখন তুমি তোমার তলোয়ারের ধারকে নষ্ট করে ফেলবে, তোমার কামানকে ভেঙেঁ চুরমার করবে, এবং সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তোমার ঘরের ভিতর অবস্থানগ্রহণ করবে। বর্তমানে আমি যে

কাজই করছি সে কাজের ব্যাপারে আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি। আমরা তাবুর খুটির সাথে লটকানো একটি তলোয়ার দেখতে পেলাম, যখন তলোয়ারটি নামিয়ে খাঁপযুক্ত করা হলো, দেখলাম সেটা লোহার তলোয়ার নয় বাঁশের তৈরি তলোয়ার। তিনি আমাদেরকে উক্ত তলোয়ার দেখিয়ে বললেন, তলোয়ারটির সাথে আমি যেই আচরণই করেছি সে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এটাকে এভাবে রেখে দেয়ার কারণ হচ্ছে, লোকজনকে সাময়িকভাবে ভয় দেখানো।
(৩৯৯) হযরত আবু ওসমান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন, হে খালেদ ইব্্নে আরফাজাহ"! অতিসত্বর মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা, এখতেলাফ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এহেন পরিস্থিতিতে যদি হত্যাকারী না হয়ে মাকতূল হওয়া সম্ভব হয় তাহলে তুমি তাই হও। হত্যাকারী হয়োনা।
(৪০০) হযরত ঈসা ইবনে ওমর রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক শেখ আমর ইব্নে মুররাকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্নে আমর ইব্নুল আ'স রাযি. বলেন, তাকে আমি তখন দেখিনি, মাঝখানে কেউ হয়তো অন্তরায় ছিলেন, আমি নিচের আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি .
(আরবী) ......।
আমি মনে করেছিলাম তিনি তাহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। একপর্যায়ে আমাদের কেউ কেউ অপর জনকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করে। পরবর্তীতে জানা যায় তারা আমাদেরই লোকজন ছিল।
(৪০১) হযরত আবু জাফর রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে ওসামা ইব্নে যায়েদের গোলাম হারমালা বর্ণনা করেন,তিনি বলেন, আমাকে ওসামা ইব্নে যায়েদ একদিন হযরত আলী রাযি. নিকট প্রেরণ করে বললেন, আমি যেন তার কাছে গিয়ে বলি, আপনার সাথীকে কি কারণে পিছনে ফেলে রাখা হয়েছে? যেন তাকে আরো বলি, তিনি আপনাকে বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! যদি আমি সিংহের চওড়া চোয়ালের মাঝখানে অবস্থান করি তাহলেও আমি আপনার সাথে থাকা পছন্দ করব। তবে আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। হারমালাহ বলেন, আমি উক্ত বার্তা নিয়ে হযরত আলী রাযি. এর কাছে আসলে তিনি এসব কথা শুনে কিছুই প্রদান করেননি। হারমালা বলেন, অতঃপর আমি হাসান, হোসাইন এবং ইবনে জাফর রাযি. এর কাছে
আসলে তারা আমার জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেন। বর্ণনাকারী আমর ইব্নে দিয়ার রহ. বলেন, আমি হারমালা কে দেখলেও তার মুখ থেকে এই হাদীস শুনিনি।
(৪০২) হযরত ওমর ইবনে সাদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা সা'দের কাছে উপস্থিত হন, যিনি তখন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে আকীক নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তার কাছে গিয়ে বললেন, হে আমার পিতা! আপনি ছাড়া আহলে শুরা ও বদরী সাহাবাদের কেউ এখন আর জীবিত নেই। বর্তমানে যদি আপনি নিজেকে আত্মপ্রকাশ করে লোকজনের জন্য কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে আপনার এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেনা। জবাবে তিনি বলেন হে আমার আদরের সন্তান! তুমি কি এজন্য আমার কাছে এসেছো! আমি বসে থাকবো, যতক্ষণ না নগন্য লোকজন বাকি থাকবে। অতঃপর আমি বের হয়ে কি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার উপর তলোয়ার দ্বারা আক্রমণ করবো। মনে রেখো, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, উত্তম রিযিক হচ্ছে, যা প্রয়োজন মত হবে এবং উত্তম যিকির হচ্ছে, নি ¤œস্বরে।
(৪০৩) হযরত সুলায়মান ইব্নে আব্দুল মালিক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে জনৈক ইয়ামানী বলেছেন, তিনি এরশাদ করেন, আমি হযরত সা'দ ইব্নে মালেক রাযি. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি একজন মক্কাবাসি ছিলাম, সেখানেই আমার জন্মস্থান, বাড়ি এব্ং সম্পদ রয়েছে। আমি মক্কাতেই অবস্থান অবস্থান করেছিলাম, এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সা. কে প্রেরন করেন আমি তার উপর ঈমান গ্রহন করে তার অনুগত হয়ে গেলাম। দীর্ঘদিন আমি সেখানেই অবস্থান

করলেও কিছুদিন পর দ্বীন বাঁচাতে গিয়ে সেখান থেকে পলায়ন করে মদীনায় চলে আসি। মদীনা থাকাকালীন আমি অনেক সম্পদের মালিক হই এবং আমার পরিবারও হয়ে যায়। তবে আজকে আমি আমার দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে মদিনা থেকে পলায়ন করে মক্কায় চলে যেতে হচ্ছে, যেমন আমি আমার দ্বীন বাঁচাতে গিয়ে মক্কা থেকে মদিনার দিকে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

(৪০৪) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমানকে হত্যা করা হলে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আলী আমার সাথে স্বাক্ষাৎ করে বলেন, হে আবু আব্দুর রহমান! তুমি শামবাসীদের কাছে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। বর্তমানে আমি সেখানে এমন ফেৎনা দেখতে পাচ্ছি যার উত্তপ্ত ডেকছি জোশ মারছে এবং টগবগ করছে। আমি তোমাকে তাদের আমীর নিযুক্ত করলাম। আলী রাযি. তাকে আরো বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে তোমাদের আত্মীয়তার পাশাপাশি আল্লাহর রাসূলের সাথে আমার সাহচর্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যেন তুমি আমাকে নিরাশ না করো। তবে তিনি হযরত আলী রাযি. এর প্রস্তাবকে সরাসরি নাকচ করে দেন। এরপর উম্মুল মুমিনী হাফসা রাযি. এর মাধ্যমে সুপারিশ করানো হলেও তিনি রাজি হওয়া থেকে বিরত থাকে। কিছুদিন পর তিনি মক্কার পথে রওয়ানা হলে তার খোঁজে লোক পাঠানোর মনস্থ করেন। তারা তাদের উটের কাছে এসে দ্রুতগতিতে উটকে লাগাম ইত্যাদি পরিধান করাতে থাকলে। তারা ধারনা করেছিল,তিনি শাম দেশের দিকে গিয়েছেন। তবে কিছুক্ষণ পর জানতে পারে তিনি মক্কায় অবস্থান করছেন।

(৪০৫) হযরত খালেদ ইবনে সুমাইর রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কুফার কতক গণ্যমান্য লোকজন সহকারে মুখতার থেকে আত্মরক্ষা করে মুসা ইবেন তালহা ইবেন ওবাইদুল্লাহ বসরা নগরীতে চলে আসে। সে সময় লোকজন তাকে মাহদী মনে করতো । তাকে একদিন যাবতীয় ফেৎনা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শুনি যে, তিনি বলছেন, আল্লাহ তাআলা আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের উপর যেন রহম করেন। আল্লাহর কসম! আমি তো রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগে ধারনা করতাম, তার কাছ থেকে যেভাবে ওয়াদা নেয়া হয়েছে, সে হিসেবে তারপর আর কোনো ধরনের ফেৎনা ও বিশৃঙ্খলা হবেনা। আল্লাহ্র কসম! প্রথম ফেৎনার অস্থিরতা থেকে কুরাইশগন এখনো মুক্ত হতে পারেনি। একথা শুনে আমি অন্তরে অন্তরে বললাম, তার পিতাকে হত্যা করার তুলনায় এ ঘটনাটি খুবই তুচ্ছ।

(৪০৬) হযরত খালেদ ইবেন সুমাইর রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাযি. বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাযি. এর কাছে এসে বললেন, এই হলো আমাদের পায়গাম, যেটা লেখা থেকে আমরা ইতোমধ্যে ফারেগ হয়েছি। আশাকরি উক্ত পায়গাম নিয়ে তুমি শামবাসিদের নিকট যাবে, তোমাকে আল্লাহ তাআলা এবং ইসলামের কসম দিয়ে বলছি, নিঃসন্দেহে তুমি দ্রুত সওয়ারীর উপর আরোহন করবে। জবাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাযি. বললেন, আপনাকে আমি আল্লাহ তাআলা এবং পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এটা এমন এক দায়িত্ব যার সূচনা এবং শেষ পর্যায়ে কিছুই নেই। আল্লাহর কসম! শামবাসীদের পক্ষ থেকে আসা কোনো কিছুই আমি প্রতিরোধ করতে পারবোনা। আল্লাহর কসম! যদি শামবাসীরা আপনার অনুগত হতো তাহলে তারা আপনার অধীনস্থতা স্বীকার করতঃ এসে যেত। আর যদি তারা আপনাকে না চায় তাহলে আমি তাদের কাউকে ফিরিয়ে আনতে পারবোনা। একথা শুনে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! অবশ্যই ইচ্ছায় হোক বা বাধ্য হয়ে হোক তোমাকে শাম দেশের উদ্দেশ্যে সফর করতেই হবে। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাযি. নিজের ঘরে চলে গেলে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীও ফিরে আসতে থাকে, এক পর্যায়ে রাত্রের অন্ধকারে তাকে বর্শাঘাত করা হয়। এদিকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর তার বংশের লোকজনকে ডেকে পাঠালে, তারা তাকে বাহনের ওপর উঠিয়ে দেয় এবং তিনি মক্কায় চলে যান।

(৪০৭) হযরত মুতাররিফ ইবেন শিখখীর রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু দারদা রাযি. কে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেন, ফেৎনার সম্মুখিন হওয়ার পূর্বে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করতে পারা অনেক সৌভাগ্যজনক।
(৪০৮) হযরত সা'দ ইবেন ইবরাহীম স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাযি. যখন শুনতে পেলেন যে, হযরত তালহা ঘোষণা দিয়েছেন, আমি বায়আত করাচ্ছি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমার হাতে। তখন ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাছ রাযি.কে মদীনবাসীদের কাছে পাঠানো হয়, যেন তাদেরকে তালহার বক্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়। তালহার কথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত ওসামা ইবেন যায়েদ রাযি. বলেন, 'তার হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা' এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে একথা সত্য যে, তার অনিচ্ছায় তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে গেলে লোকজন তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে।
(৪০৯) ওয়াহাব ইবেন মুগীছ রহ. বলেন, আমি একদিন মুনযির ইবেন যুবাইরের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমরের ঘরে প্রবেশ করি। আমর ইবেন সাঈদ তখন কতিপয় বিষয় নিয়ে খুবই বাড়াবাড়ি করে। আমরা ইবেন ওমরকে বললাম, আপনি কি অসৎকাজ থেকে বাধা দিবেন না? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি তোমরা ইচ্ছা করো, তাহলে আমাদের সাথে চলতে পারো। জবাবে তারা বলে উঠলো, যদি আপনারা আমাদের সাথে চলেন তাহলে আমরা আপনার ব্যাপারে আশঙ্কা করছি, আমাদের কথা শুনে তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের ইচ্ছামত চলতে পারিনা।
(৪১০) উম্মে সালমার গোলাম নাঈম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা রাযি. কে বলতে শুনেছি, ইদানিং রাজাÑবাদশাহ্রা লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলেন না। উক্ত বক্তব্য অবশ্যই হযরত মোয়াবিয়া দায়িত্ব পালনকালীন সময়কার ঘটনা।
(৪১১) ঈসা ইবেন আযেম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন ওলীদ ইবেন ওক্বা আব্দুল্লাহ ইবেন সামউদ রাযি. এর কাছে বলে পাঠালেন যে, নি¤েœর বাক্যগুলো উচ্চারন করা থেকে যেন বিরত থাকে, নিঃসন্দেহে মহাসত্য বক্তব্য হচ্ছে, কিতাবুল্লাহ, উত্তম হেদায়াত হচ্ছে, মুহাম্মদ সা. এর হেদায়াত। নিকৃষ্টতম কাজ হচ্ছে নবউদ্ভাবিত কাজসমূহে। একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাযি. বলেন, যদি আমি এগুলো বলার কারণে মতপার্থক্য সৃষ্টি না হয় তাহলে তো বলার কোনো প্রয়োজন নেই। অতঃপর ইত্রীস ইবেন ওরকুব দাড়িয়ে তলোয়ার হস্তে ধারণ করে আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাযি. এর মাথার কাছে গিয়ে দাড়িয়ে গিয়ে বলে, যারা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেনা কতারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে ইবেন মাসউদ রাযি. বলে উঠলেন, না, তোমার কথা   ঠিক নয়, বরং যারা অন্তর দ্বারা সৎকাজ করে না এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা থেকে বিরত থাকে তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এক পর্যায়ে ইতরীয ইবেন ওরকূব বলেন, যদি আপনি এর বিপরীত বলেন, তাহলে আমি ঐ লোকের কাছে গিয়ে তার উপর তলোয়ার দ্বারা জোরালোভাবে আঘাত করব, যতক্ষণ না তারা ঘরের ভিতরে থেকে এমনকোনো বিষয় জানবেনা যে, কোন কাজটি আল্লাহ অবাধ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট। একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ বললেন, যাও এবং তোমার তলোয়ার রেখে দিয়ে ঐ মজলিসের মাঝে বসে যাও।

(৪১২) হযরত আবুল আলিয়া রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুস যুবাইর এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন সফওয়ান রাযিঃ একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন, তাদের পার্শ্বে হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাযিঃ অতিক্রম করলে তাকে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি উভয়ের নিকট উপস্থিত হলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন সফওয়ান রাযিঃ বলেন, হে আব্দুর

রহমান! আপনাকে আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবেন যুরাইবের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে কোন জিনিস বাধা প্রদান করছে, অথচ মক্কা, মদীনা, ইরাকের বাসিন্দা এবং শাম দেশের প্রায় সকলেই আমীরুল মুমিনীন মনে করে তার হাতে বাইয়াত গ্রহন করেছেন। জবাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের কথা মানতে পারিনা, যেহেতু তোমরা তোমাদের তলোয়ারকে কাঁধের উপর ধারন করতঃ মুসলমানদের রক্ত দ্বারা তোমাদের হাতকে রঞ্জিত করছ।

(৪১৩) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, যারা অপরিচিত কোনো পতাকবাহীর অধীনে যুদ্ধ করে স্বজনপ্রীতি বশতঃ কারো প্রতি রাগ প্রদর্শন করে, উক্ত স্বজনপ্রীতির কারনে কাউকে সাহায্য করে আবার মানুষজনকে স্বজনপ্রীতির প্রতি দাওয়াত দেয়, অতঃপর সে যদি উক্ত যুদ্ধে মারা যায় তাহলে সে জাহেলী ভাবে মারা গেল। আর যে লোক আমার উম্মতের উপর অস্ত্র প্রদর্শন করে ভালো-খারাপ সবাইকে ভয় দেখায়, কোনো মুসলমানকে পরোয়া করেনা এবং কোনো জিম্মির প্রতি করা অঙ্গিকারকেও রক্ষা করে চলেনা। সে আমার উম্মতের অর্ন্তভুক্ত নয় এবং আমিও তাদের দলভুক্ত নই।

(৪১৪) পূর্বের হাদীসের ন্যায়।

(৪১৫) হযরত আব্দুল্লাহ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তোমাদের মাঝে যেভাবে দাড়িয়েছি, একদা রাসূলুল্লাহ সাঃ সেভাবে আমাদের মাঝে দাড়িয়ে বললেন, কসম সেই সত্ত্বার, যার আমার হাতে প্রাণ! যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আমি আল্লাহর রাসূল হওয়ার স্বাক্ষ্য দেয় তিনটি কারন পাওয়া যাওয়া ব্যতীত তাদের কাউকে হত্যা করা জায়েয হবেনা। একটি হচ্ছে, যদি তারা নাহক্বভাবে কাউকে হত্যা করে, তাহলে কিসাস হিসেবে তাকে হত্যা করা বৈধ। দ্বিতীয়তঃ বিবাহিত কেউ যদি যিনা করে তাহলে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাকে হত্যা করা জায়েয হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ যারা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যায়।

(৪১৬) হযরত কায়স ইবনে আবু হাজেম রহঃ হযরত সানাবিহী রাযিঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলে হাউজে কাওসারের পানি পান করার জন্য আমার কাছে আসবে এবং নিঃসন্দেহে আমি তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব করব, সুতরাং তোমরা আমার পর পরস্পরে মারামারিতে লিপ্ত হয়োনা।

(৪১৭) হযরত মরহুম আল-আত্তার তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনুল মুহাল্লাবের ফেৎনা আত্মপ্রকাশ করলে লোকজনের মাঝে এই নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে আমরা একটা সুরাহা বের করার জন্য মুহাম্মদ ইবনে সুফিয়ানের নিকট গিয়ে বললাম, আপনি এমন করলে আমরা কি করতে পারি। তিনি বললেন, তোমরা খেয়াল কর! যখন হযরত উসমান রাযিঃ কে হত্যা করা হয় তখন তিনিই ছিলেন মানুষের মাঝে সবচেয়ে নেককার, সুতরাং তোমরা তারই ইক্তেদা করতে থাক। তার কথা শুনে আমরা বললাম, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ তো তার হাতকে গুটিয়ে রেখেছেন।

(৪১৮) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,আল্লাহ তাআলার কাছে গোটা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া নিরাপরাধ কোনো মুসলমান নাহক্বভাবে হত্যা

করার চাইতে অনেক সহজ।
(৪১৯) হযরত হুমাইদ ইবেন হেলাল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ফিতনাকালীন সময়ে হযরত সা'দকে বলা হলো, হে আবু ইসহাক! এসব ঝামেলাগুলো কি আপনি দেখছেননা, অথচ আপনি একজন বদরী সাহাবী এবং রাসূলুল্লাহ সাঃ এর আহলে শুরার জীবিত থাকা অন্যতম সদস্য। এ সম্বন্ধে আপনার অনুভূতি কি হতে পারে। জবাবে তিনি বললেন, খেলাফতের জিম্মাদারী গ্রহণ করার চেয়ে আমি আমার এই জামার প্রতি বেশি অধিকার সম্পন্ন। আমি আমার তলোয়ার দ্বারা যুদ্ধে লিপ্ত হবোনা যতক্ষণ না আমার সামনে স্পষ্ট হবেনা যে এই লোক মুসলমান এবং এই লোক কাফের। মুসলমান এবং কাফেরের মাঝে পার্থক্য করে এভাবে বলা হবেনা যে, এই লোক মুসলমান তুমি তাকে হত্যা করোনা এবং এই লোক কাফের তুমি তাকে হত্যা কর।
(৪২০) হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ একদা কিয়ামতের পূর্বে এক ফেৎনা আলোচনা করেন, অতঃ তিনি বলেন, হে আবু মুসা! কসম সেই সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ! আমরা সেই ফেৎনার সম্মুখিন হলে আমাদের এবং তোমাদের জন্য উক্ত ফেৎনা থেকে মুক্তির কোনো উপায় থাকবেনা। আমাদের নবী সাঃ এর ভাষ্যমতে যে ফেৎনার ভিতর প্রবেশ করলে বের হওয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায় থাকবেনা। তবে বের হতে হবে যেমনিভাবে প্রবেশ করা হয়েছে। অতঃপর উক্ত সম্বন্ধে কাউকে কিছুই বলা যাবেনা।
(৪২১) হযরত আবু হাসেম রাযিঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ প্রাণপ্রিয় নাতী হযরত হাসান ইবনে আলী রাযিঃ এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ পার্শ্বে দাফন করার ওসিয়্যত করেন, তবে যদি এব্যাপারে ঝগড়া ও মারামারি হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে সাধারন মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে বলেন। হযরত হাসান ইবনে আলী রাযিঃ মৃত্যু বরণ করলে মারওয়ান ইবনে হাকাম বনু ওমাইয়ার কাছে আসলেন। তারা পূর্ব থেকে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় ছিল। অতঃপর মারওয়ান ইবনে হাকাম বলেন, হযরত উসমান এর উপর হামলাকারীকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সাথে দাফন করতে দিবনা। আমরা এটাকে কঠোরভাবে বাধা দিব। অবশ্যই তারা দাফন করা নিয়ে যুদ্ধ করতে হয় কিনা, সে ব্যাপারে শঙ্কিত ছিল। হাদীস বর্ণনাকারী আবু হাসেম বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ এরশাদ করেছেন, তোমাদের ধারনা কি,যদি মুসার সন্তান মৃত্যুর পূর্বে এমর্মে ওসীয়্যত করে যে, তাকে যেন তার পিতার পার্শ্বে দাফন করা হয়, অতঃপর যদি তাকে ওসীয়্যতকৃত স্থানে দাফন করতে বাধা দেয়া হয় সেটা কি জুলুম হবেনা? জবাবে আমি বললাম হ্যাঁ, অবশ্যই জুলুম হবে। আবু হুরায়রা রাযিঃ বললেন, হাসান হচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সন্তান, তাকে বাধা দেয়া হচ্ছে, তার পিতার পার্শ্বে দাফন করার জন্য, এটা কি জুলুম হবেনা। অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ হোসাইন রাযিঃ এর কাছে গিয়ে তার সাথে কথা বললেন এবং তাকে আল্লাহ্র নামে কসম দিয়ে বললেন, তোমার ভাই এমর্মে ওসিয়্যত করে গিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কবরের পার্শ্বে দাফন করতে গেলে যদি ঝগড়া ফাসাদের আশংকা হয় তাহলে যেন অন্য সাধারন মুসলমানদের সাথে দাফন করা হয়। হযরত হোসাইন রাযিঃ কে বারবার বুঝানোর পর একসময় তিনি ব্যাপারটি মেনে নিলেন এবং

হযরত হাসান রাযিঃকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। খালেদ ইবনে ওলীদ ইবনে ওক্বা রাযিঃ ব্যতীত বনু উমাইয়ার কেউ তার জানাযায় শরীক হয়নি। যেহেতু তিনি বনু উমাইয়ার লোকজনকে আল্লাহর নামে আত্মীয়তার কসম দেয়ার কারনে তাকে জানাযায় অংশগ্রহনের সুযোগ দেয়া হয়। ফলে খালেদ ইবনুল ওলীদ রাযিঃ হযরত হোসাইন রাযিঃ এর সাথে থেকে হযরত হাসান রাযিঃ এর দাফন-জানাযায় শরীক হয়েছেন।

(৪২২) হযরত সুফিয়ান ইবনে লাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত হাসান ইবনে আলী রাযিঃ খেলাফত ত্যাগ করে কুফা থেকে মদীনায় ফিরে আসলে আমি তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে মুসলমানদেরকে লাঞ্ছনাকারী! আমার কথা শুনে তিনি বলে উঠলেন, আমি হযরত আলী রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, কিয়ামত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত খেলাফতের দায়িত্ব এমন এক লোকের হাতে আসবেনা, যে হবে কর্তিত নাকওয়ালা, অধিক আহারকারী, বেশি ভক্ষণ করলেও তৃপ্ত হয়না, সেই হচ্ছে, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান। অতঃপর আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, নিঃসন্দেহে এটি হবেই, আমি শংকিত ছিলাম,তার এবং আমার মাঝে যুদ্ধ ও মারামারি হওয়া নিয়ে। আল্লাহর কসম! এই হাদীস শুনার পর থেকে দুনিয়ার কোনো কিছুই আমাকে খুশি করতে পারেনি। উক্ত পৃথিবীতে চন্দ্র-সূর্য্য উদিত হবে এবং আমি জুলুমের মাধ্যমে কোনো মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত হয়ে আল্লাহর সাথে স্বাক্ষাৎ করব, এটা হতে পারেনা।

(৪২৩) হযরত হাসান বসরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ হাসান ইবনে আলীর প্রতি ইঙ্গিত করে এরশাদ করেছেন,আমার এই সন্তান একদিন সায়্যিদ হবে এবং আল্লাহ তাআলা অতিসত্ত্বর তার হাতের মাধ্যমে মুসলমানদের বিশাল-বড় দ্ই্ু দলের মাঝে এসলাহ করাবেন,যদ্বারা মুসলমানরা বড় ধরনের এক এক যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা পাবেন।

(৪২৪) হযরত যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত আলী রাযিঃ এর সাথে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযিঃ এর স্বাক্ষাৎ হয় কিংবা উসামা রাযিঃ কে হযরত আলী রাযিঃ ডেকে পাঠালেন। আলী রাযিঃ বললেন, হে উসামা! আমরা তোমাকে আমাদের একজন মনে করি। সুতরাং তুমি আমাদের এই জিম্মাদারীর অংশিদারী কেন হওনা? জবাবে হযরত ওসামা ইবনে যায়েদ বললেন, হে আবুল হাসান! আল্লাহর কসম, নিঃসন্দেহে আপনি যদি কোনো মারাত্মক সংকটের মোকাবেলা করেন,অবশ্যই আমি ও আরেকটির সমাধানের চেষ্টা করব, ধ্বংস হলে একসাথে হবো,জীবিত থাকলে একসাথে জীবিত থাকব। তবে আপনি যে দায়িত্বে আছেন, আল্লাহর কসম! আমি কখনো তার মধ্যে শরীক হবোনা।

(৪২৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তাকে একদা কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কিংবা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিঃ থেকে কারো পক্ষাবলম্বন করছেননা কেন? জবাবে তাকে ইবনে ওমর রাযিঃ বলেন, উভয় দল থেকে যার পক্ষে আমি যুদ্ধ করিনা কেন, নিঃসন্দেহে আমি মারা গেলে কিংবা হত্যা হলে প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষিপ্ত হব।

(৪২৬) হযরত কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিঃ সর্বদা বলতেন, তোমরা এই শেখের বিরোধীতা করা থেকে বিরত থাক, ওসমান রাযিঃ এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়োনা, কেননা তার কারনে এখনো কোমলতা টিকে আছে।

আল্লাহর কসম! যদি তোমরা তাকে হত্যা করো, তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তার তলোয়ার এমনভাবে খাপমুক্ত করবেন, আর কখনো সেটা খাপবদ্ধ হবেনা। যা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।
(৪২৭) হযরত আবু শুরাইফ আল-মাআফেরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ কে বলা হলো, এই জাতিরা কি করছে আপনি কি দেখছেননা, তারা অনবরত খেলাফে সুন্নাত কাজ করে যাচ্ছে। তাদেরকে আপনি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করছেননা কেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা বললেন, আমরা আপনার ব্যাপারে খুবই শঙ্কিত, কিন্তু আমরা আপনার সাথেই থাকবো। আমাদের কথা শুনে তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর বরকতের উপর নির্ভর করে সামনে চলতে থাক। এরপর বলল, আমরা তার ব্যাপারে ভয় করছি, তবে আমরা অস্ত্রধারন করলেও সেই আমাদের সাথে থাকবেনা।
(৪২৮) হযরত মায়মুন ইবেন মেহরান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী রাযিঃ বলেছেন, আমি কখনো এ কথার উপর আনন্দিত হতে পারিনা যে, আমি হযরত ওসমান রাযিঃ এর হত্যাকারী সত্তর জনের একজন হবো, অথচ আমার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় সবকিছু বিদ্যমান থাকবে।
(৪২৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! আমি ওসমানকে হত্যা করিনি এবং হত্যা করার নির্দেশও দিইনি।
(৪৩০) হযরত ইবনে তাউস রহঃ তার পিতা থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যখন ওসমান রাযিঃ কে হত্যা করার ফিৎনা মারাত্মক আকার ধারন করে তখন এক লোক তার পরিবারের লোকজনকে বলতে লাগল, তোমরা আমাকে লোহার শিকল দ্বারা বেধে ফেল, আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। এরপর ওসমান রাযিঃ কে হত্যা করা হলে সে পুনরায় বলল, আমাকে এখন ছেড়ে দিতে পার। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাকে পাগলামী থেকে সুস্থ করেছেন এবং ওসমান রাযিঃ এর হত্যাকান্ডে শরীক হওয়া থেকে মুক্তি দিয়েছেন।
(৪৩১) হযরত ইবনে আবি বকরা স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, খবরদার! তোমরা আমার পর পথভ্রষ্ট হয়ে যেওনা। যে, পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।
(৪৩২) হযরত মুহাম্মদ ইবেন সীরিন রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি, নিশ্চয় হযরত সা'দ রাযিঃ বলতেন, যখন থেকে আমি যেহাদ সম্বন্ধে বুঝতে আরম্ভ করি তখন থেকে আমি জেহাদ করতে থাকি। তবে এখন আমি আর যুদ্ধ করবোনা, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে দুই চোখ, দুই ঠোঁট ও একটি মুখ বিশিষ্ট তলোয়ার এনে দিবেনা,যে তলোয়ার আমাকে চিহ্নিত করে দিবে, কে মুসলমান এবং কে কাফের।
(৪৩৩) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের উপর তলোয়ার উঠাবে বা অস্ত্র প্রয়োগ করবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়। বর্ণনাকারী হযরত আবু মুআবিয়া রহঃ বলেন, যারা

আমাদের উপর হাতিয়ার দ্বারা হামলা করবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।
(৪৩৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিঃ এর ফেৎনা চলাকালীন তার কাছে দুইজন লোক এসে বলল, লোকজন কি করছে আপনিতো ভালো করে উপলব্ধি করছেন, অথচ,আপনি খাত্তাবের পুত্র ওমরের সন্তান এবং রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সাহাবীদের একজন। আপনাকে বের হতে কে নিষেধ করেছে? জবাবে তিনি বললেন, আমাকে বাধা দিচ্ছে,নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা আমার উপর কোনো মুসলমানকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন। তার কথা শুনে আগত দুইজন বললেন, আল্লাহ তাআলা কি একথা বলেননি, "তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফেৎনা পুরোপুরি মূলৎপাটন হবে এবং দ্বীন পরিপূর্ণ আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে। (বাকারা -১৯৩)// জবাবে হযরত ইবনে ওমর রাযিঃ বললেন, হ্যাঁ, ফেৎনা দুর হওয়া এবং দ্বীন পরিপূর্ণ আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করেছি, অথচ তোমরা বর্তমানে এমন এক উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করছ যদ্বারা ফেৎনা আরো ব্যাপক আকার ধারন করবে এবং দ্বীন হয়ে যাবে গায়রুল্লাহর জন্য।
(৪৩৫) হযরত আবু যর গিফারী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাকে বলেছেন, হে আবু যর! যদি লোকজন যুদ্ধ করতে করতে এত বেশি রক্তপাত করবে যদ্বারা মদীনার পার্শ্বে অবস্থিত পাথরগুলো রক্তের মধ্যে ডুবে যাবে তখন তুমি কি করবে, জবাবে আমি স্বভাবসূলভ বললাম, এব্যাপারে আল্লাহ এবং তার রসূলই ভালো জানেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ জবাবে বললেন, তুমি তোমার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কথা শুনে আমি বললাম, সে রক্তপাত যদি আমার উপর এসে পড়ে তাহলে কি করব, জবাবে তিনি বললেন, এমন অবস্থা হলে তুমি তোমার মূল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কথা শুনে আমি বললাম, ঐ সময় যদি আমি অস্ত্রধারন করি তাহলে কেমন হবে। জবাবে তিনি বললেন,তাহলে কিন্তু তুমিও তাদের শরীক হয়ে যাবে। এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহলে আমার করণীয় কি হওয়া উচিৎ? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, যদি অস্ত্রের আঘাত তোমার উপর এসে পড়ার আশঙ্কা করো তাহলে তোমার চাদরের একটি অংশ দ্বারা তোমার চেহারাকে ঢেকে রাখবে, তোমার উপর আক্রমণকারী তার গুনাহ এবং তোমার গুনাহ সহকারে ফেরৎ যাবে।
(৪৩৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীয়াহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওসমান রাযিঃ তাকে অবরুদ্ধ করা অবস্থায় বলেন ঐ ব্যক্তি আমার সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী যে তার হাত এবং অস্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে।
(৪৩৭) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওসমান রাযিঃ অবরুদ্ধ হওয়ার দিন তার ঘরে প্রবেশ করে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আনন্দিত নাকি চিন্তিত? জবাবে তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা! তুমি কি খুশি হবে যে, আমি সকল মানুষকে হত্যা করি এবং তাদের সাথে আমাকেও। আমি বললাম, না এখানে তো খুশি হওয়ার কিছুই নেই। আমার কথা শুনে তিনি সহসা বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! যদি আমি একজন লোককেও হত্যা করি তাহলে যেন আমি সকল মানুষকে হত্যা করলাম। আবু হুরায়রা রাযিঃ বললেন, অতঃপর আমি ফিরে আসলাম এবং বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার চিন্তা ত্যাগ

করলাম।
হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু সালেহ রহঃ বলেন, হযরত ওসমান রাযিঃ কে যেদিন শহীদ করা হয় সেদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিঃ বারবার বলে বেড়িয়েছেন, আল্লাহর কসম! তোমরা অযথা রক্তপাত করোনা, কেননা এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে।
(৪৩৮) হযরত জাবের ইবেন আব্দুল্লাহ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় তোমাদের খুন, সম্পদ তোমাদের উপর এমনভাবে হারাম, যেমন তোমাদের এই শহরে এই মর্মে, এই দিনে সবকিছু হারাম।
(৪৩৯) হযরত ইব্রাহীম রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, একজন লোক দ্বীনের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করে, যতক্ষণ না সে, কাউকে নাহক্বভাবে হত্যা না করে, যদি কাউকে নাহক্বভাবে হত্যা করে তাহলে তার কাছ থেকে লজ্জা ইত্যাদি ছিনিয়ে নেয়া হয়।
(৪৪০) হযরত আ’তা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিঃ এরশাদ করেছেন, কিতাবুল্লাহর মধ্যে আমি ওসমান রাযিঃ সম্বন্ধে পেয়েছি, তিনি হবেন হত্যাকারী এব দুর্বলদের আমীর।
(৪৪১) হযরত ইয়াহইয়া রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমেরকে বলতে শুনেছি, আমান রাযিঃ অবরুদ্ধ হওয়ার দিন আমি তার সাথে ছিলাম, তিনি ঐসময় বলতেছিলেন,যারা আমার কথা মেনে চলে এবং আনুগত্য করে তাদের ক্ষেত্রে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে যে, তারা নিজের হাত এবং অস্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কেননা ঐলোক আমার সবচাইতে বেশি কল্যাণকামী যে নিজের অস্ত্র ও হাতকে কন্ট্রোল করে। অতঃপর তিনি বললেন, হে ইবনে ওমর! তুমি দাড়াও এবং মানুষের মাঝে সেটা ঘোষণা করে দাও। এরপর সেখান থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর উঠে দাড়ালেন। অতঃপর তার গোত্রের কতক লোক, যারা বনুআদী, বনুসুরাকা ও বনু মুতী থেকে ছিলেন তারা দাড়িয়ে বের হওয়ার জন্য দরজা খুললে বিদ্রোহীরা একযুগে ভিতরে ঢুকে পড়ে হযরত ওসমান রাযিঃকে হত্যা করে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমের বলেন,একদিন আমের ইবনে রবীয়াহ রাত্রে নামায আদায় করতে দাড়িয়ে গেলেন, এদিকে লোকজন হযরত ওসমান রাযিঃ এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশৃংখলায় ব্যস্ত। রাত্রে নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে দেখলেন যে, তাকে বলা হচ্ছে, তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে তোমাকে ফেৎনা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য দোয়া করতে থাক, যে ফেৎনা থেকে আল্লাহ তাআলা তার নেক্কার বান্দাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। অতঃপর ঘুম থেকে নামাযে দাড়িয়ে গেলেন, এরপর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পরবর্তীতে জানাযার আগে আর বের হলেননা।
(৪৪২) হযরত যুনদুব গিফারী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিসত্বর মারাত্মক ফেৎনার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তার কথা শুনে আমরা বললাম, হে আবু আব্দুল্লাহ! এমন ফেৎনাকালীন আমাদের প্রতি আপনার কি নির্দেশনা রয়েছে? জবাবে তিনি বললেন, জমীন-জমীন, যেন তোমরা সকলে ঘরের ভিতরে অবস্থান কর। কেননা, উক্ত ফেৎনার প্রতি ধাবিত হওয়া ছাড়া সেটা কারো প্রতি প্রবাহিত হবেনা।
(৪৪৩) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন,

যখন হযরত আলী রাযিঃ কে শহীদ করে দেয়া হলো এবং হযরত হাসান ইবনে রাযিঃ লোকজনকে বাইয়াত করেছিলেন তখন যিয়াদ এসে আমাকে বলেন, তোমাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকার ব্যাপারে কি তুমি সন্তুষ্ট। জবাবে আমি হ্যাঁ বললে তিনি বললেন, তাহলে অমুক,অমুক অমুককে হত্যা করতে হবে। তার কথা শুনে আমি বললাম তারাকি ফজরের নামায আদায় করেন নি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তখন আমি বললাম তাহলেতো সেটা করা যাবেনা, আল্লাহর কসম! একাজটি কখনো হতে পারেনা।
(৪৪৪) বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত নাফে রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাযিঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি কখনো কোনো আহলে কেবলার সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেননা। তবে নাজদায়ে হারুরী যখন তাকে বায়তুল্লাহ থেকে বের করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করছিল তখন তিনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।
(৪৪৫) হযরত আব্দুর রহমান ইবেন আবু লাইলা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাযিঃ কে অমুক গোত্রের পার্শ্বে অবস্থিত পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়ে হাত উত্তোলন করা অবস্থায় দেখেছি। তিনি বলতেছিলেন, হে আল্লাহ! হযরত ওসমান রাযিঃ রক্ত থেকে আমি নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি।
(৪৪৬) হযরত যায়েদ ইবেন ওয়াহাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, এই মসৃণ এলাকায় মুসলমানাদের দুইটি দল ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তাদের উভয় দলের যারা মারা যাবে তাদের মৃত্যু হবে জাহেলী যুগের মৃত্যুর ন্যায়।
(৪৪৭) যিয়াদ ইবেন আবু মরইয়ম থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ সম্বন্ধে বলছিলেন, যখন তার কাছে হযরত ওসমান রাযিঃ কে শহীদ করার সংবাদ পৌঁছে, তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। তিনি সংবাদটি শুনে বললেন, তোমরা আমাকে বসাও, যখন তাকে বসানো হলো তখন তিনি আসমানের দিকে উভয় হাত উত্তোলন করে বললেন, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনাকে স্বাক্ষী রেখে বলছি,আমি ওসমানকে হত্যা করতে নির্দেশ দিইনি, হত্যাকান্ডে শরীকও ছিলামনা এবং উক্ত কাজের উপর আমি রাজীও নই। কথাটি তিনি মোট তিনবার বলেন।
(৪৪৮) হযরত ইবনুল হানাফিয়্যাহ এবং আব্দুল্লাহ্ ইবেন আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তারা উভয়জন বলেন, হযরত আলী রাযিঃ কে বলা হলো, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিঃ ওসমান রাযিঃ এর হত্যকারীদেরকে অভিশাপ দিচ্ছেন। একথা শুনার সাথে সাথে হযরত আলী রাযিঃ তার উভয় হাতকে উপরের দিকে উত্তোলন করতে করতে চেহারা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বললেন, আমি নিজেও হযরত ওসমান রাযিঃ এ্র হত্যাকারীদেরকে লানত করছি। আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে পাহাড়ে, পর্বতে, সমতল ভূমিসহ সর্বস্তরে লা'নত করছেন। কথাটি তিনি দুইবার কিং বা তিনবার বলেছেন। একথা বর্ণনা করে ইবনুল হানাফিয়্যাহ রহঃ আমাদের দিকে তাকায়ে বললেন, তবে এক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ স্বাক্ষী হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রযিঃ।
(৪৪৯) হযরত আবু কাব্শা সাদুসী // রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু মুসা আশতারী রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় তোমাদের দিকে অন্ধকার রাত্রির ন্যায় ভয়াবহ এক ফেৎনা ধেয়ে আসছে। তখন কোনো মানুষ সকালে মুমিন থাকলেও সন্ধ্যাবেলা কাফের হয়ে যাবে

এবং সন্ধ্যায় মুমিন হিসেবে দৃঢ় থাকা সত্ত্বেও পরের দিন সকাল হতে হতে কাফের হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। তখন বসা অবস্থায় থাকা দাড়ানো থেকে উত্তম, এবং দাড়িয়ে থাকা সামনে অগ্রসর হওয়া থেকে উত্তম। সামনের দিকে পায়দল চলা বাহনের উপর সওয়ার হয়ে চলা থেকে উত্তম। একথা শুনে উপ্‌িস্থত সকলে বলল, তাহলে আমাদের প্রতি আপনার কি দিক নির্দেশনা রয়েছে, জবাবে তিনি বললেন, এমন ভয়াবহ ফেৎনার আত্মপ্রকাশ হলে তোমরা ঘরের মধ্যে অবস্থানকারী হয়ে যাও।

(৪৫০) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ওসমান রাযিঃ কে হত্যা করার দিন বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! যদি তোমরা হত্যা করো তাহলে
কতো
মাদের জন্য একসাথে নামায আদায় করা, একসাথে হজ্ব করা এবং একসাথে যুদ্ধ করা ঠি হবেনা। যদি করে তাহলে তোমরা শারীরিকভাবে এক হলেও কিন্তু আন্তরিকভাবে মতপার্থক্যপূর্ণ থাকবে।

(৪৫১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আবুল হুজাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত রাযিঃ যেদিন লোকজন হযরত ওসমান রাযিঃ এর ব্যাপার নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে যায় তখন তার ছেলেকে বললেন, যেন তারা নিকৃষ্টতম একটি ফেৎনার সামনে দাড়িয়ে। তোমরা যদি উক্ত ফেৎনার সম্মুখিন হও তাহলে হযরত আদম আঃ এর দুই সন্তানদের উত্তম সন্তানের ন্যায় হয়ে যাবে।

(৪৫২) হযরত যুরারা এবং আবু আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তারা উভয়জন হযরত আলী রাযিঃ কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহর কসম! আমি ওসমান রাযিঃ কে হত্যা করতে নির্দেশ দিইনি, আল্লাহর কসম! আমি তার হত্যাকান্ডে শরীক ছিলামনা। আমি তাকে হত্যা করিনি এবং তাকে হত্যাকরার উপর রাজীও ছিলামনা।

(৪৫৩) হযরত ইবনে আবু বকরা তার পিতা আবু বকরা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে রিওয়ায়েত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, খবরদার! তোমরা আমার পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়োনা। নিশ্চয় একথাটি তোমরা যারা উপস্থিত রয়েছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে পৌছে দিবে। খবরদার! নিঃসন্দেহে তোমাদের খুন, তোমাদের সম্পদ, এবং তোমাদের ইজ্জত-সম্মান তোমাদের উপর এমনভাবে হারাম যেমন হারাম এই মাসে, এই শহরে এই দিনে কোনো রক্তপাত করা। আল্লাহ তাআলার সাথে তোমাদের স্বাক্ষাৎ হলে তোমাদের আমল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। খবরদার! তোমরা কেউ আমার পর পথভ্রষ্ট হবেনা, যার কারণে তোমরা পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যেওনা। নিঃসন্দেহে, তোমরা যারা উপস্থিত রয়েছো তারা অবশ্যই অনুপস্থিতদের কাছে আমার কথাটি পৌঁছে দিবে।

(৪৫৪) সায়্যার ইবনে সাল্লামা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে আমরা আবু বরজার কাছে প্রবেশ করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, নিঃ সন্দেহে তিনি আমার নিকট বংশীয়ভাবে খুবই ইর্শান্বীয় বংশের অদিকারী। তালিযুক্ত কাপড় পরিহিত, পেট দেখে খুবই ক্ষুদার্থ মনে হয়। তার শরীর এবং পিটে রক্তশুন্য অনুভব হয়।

(৪৫৫) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ

এরশাদ করেছেন, অতিসত্ত্বর আত্মপ্রকাশকারী খারাপির ফলে গোটা আরব ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে যেলোক তার হাতকে নিয়ন্ত্রণ করবে সেই সফলকাম হয়ে যাবে।
(৪৫৬) হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরিন রহঃ বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী যায়েদ বিন সাবেত রাযিঃ হযরত ওসমান রাযিঃ এর ঘরে প্রবেশ করে বললেন, আনসারগন আপনার ঘরের দরজায় উপস্থিত, তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আপনি চাইলে তারা সকলে আনসারুল্লাহ হয়ে যাবে। একথাটি ওসমান রাযিঃ এর সামনে প্রায় দুইবার বলা হলে জবাবে তিনি বললেন, তোমরা যদি যুদ্ধ করার অনুমতি চাও তাহলে কিন্তু আমি তার অনুমতি দিবনা।
(৪৫৭) হযরত রাবাহ ইবনুল হারেছ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাদায়েন এলাকায় লোকজনকে হযরত হাসান ইবেন আলী রাযিঃ একথা বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবেই, যদিও লোকজন সেটা অপছন্দ করে। নিশ্চয় আমি একথা কখনো পছন্দ করিনা যে, আমার জন্য মুহাম্মদ সাঃ এর উম্মত থেকে কোনো উম্মতের সরিশার দানা পরিমান সামান্য রক্তপাত হোক। কেননা আমি জানি, যার মধ্যে আমার ক্ষতিসাধন নিহীত রয়েছে সেখানে আমার জন্য কোনো কল্যাণ কামনা করা যায়না। এবং আমি আমার এবং তোমাদের পক্ষে-বিপক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহনযোগ্য হবেনা। সুতরাং তোমরা নিরাপদে যার যার স্থানে অবস্থান করতে থাকো।
(৪৫৮) হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহঃ বলেন, যদি তোমার এমন কোনো ইমাম থাকে, যে কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূল সাঃ এর উপর আমল করে তাহলে তুমি তোমার ইমামের সাথে যুদ্ধ করবে আর যদি তোমাদের দায়িত্বে এমন কোনো ইমাম থাকে যে কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূলের উপর আমল না করে, তখন যদি এমন কারো আত্মপ্রকাশ করে যিনি কিতাবুল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাঃ এর প্রতি আহবান করে তাহলে তুমি তোমার ঘরেই অবস্থান করতে থাক।
(৪৫৯) হযরত আহনাফ ইবেন কাইস রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী ইবেন আবু তালেব রাযিঃ এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলে হযরত আবু বকরা আমাকে স্বসস্ত্র অবস্থায় দেখে বললেন, হে ভাতিজা! এই আবার কি? জবাবে আমি বললাম, আমি আলী ইবেন আবু তালেবের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। আমার কথা শুনে তিনি বাইয়াত হতে সরাসরি নিষেধ করে দেয়। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে লোকজন দুনিয়ার জন্য যুদ্ধ করছে এবং তাকে কোনো ধরনের পরামর্শ করা ব্যতীত খলীফা বানানো হয়েছে। জবাবে আমি বললাম, উম্মুল মুমিনীনের সিদ্ধান্ত কি হবে। তিনি বললেন, উম্মুল মুমিনীন তো একজন দূর্বল, অবলা নারী। তিনি আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, যে জাতি কোনো নারীকে তাদের জিম্মাদার নিযুক্ত করে তারা কখনো সফলকাম হতে পারেনা।
(৪৬০) হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, আমি হাউজে কাউসারের সামনে অবস্থানকালীন কিছু লোকজনকে আমার সামনে পেশ করা হবে। তারা আমাদেরকে চিনবে এবং আমিও তাদেরকে চিনতে থাকবো। হঠাৎ করে তাদের এবং আমাদের মাঝে পর্দা হয়ে যায়। এই অবস্থা দেখে আমি বলবো, হে আল্লাহ! এরা তো আমার সাহাবী, আমার উম্মত। একথা বলার পর কোনো জবাব দাতার পক্ষ থেকে জবাব আসবে,

আপনিতো জানেননা, এরা আপনার পর কি বিদআত না আবিষ্কার করেছিলো।
(৪৬১) হযরত কা'ব ইব্বেন মুররা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাঃ সমসাময়িক ফেৎনা সম্বন্ধে আলোচনা করতেছিলেন। তখন চাদর দ্বারা মাথাআবৃত একলোক দিনদুপুরে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, এই লোকটি সেদিন হেদায়েতের উপর থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, একথাটি শুনেই আমি দাঁড়িয়ে লোকটির পিছু নিলাম, তার কাঁধের উপর হাত রেখে তার চেহারা থেকে চাদর সরিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ দিকে তাকে মুখোমুখি করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই লোক? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, হ্যাঁ। এরপর আমি লোকটিকে দেখলাম, লোকটি হলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাযিঃ।
(৪৬২) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্বেন মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনে রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, যদি কেউ কাউকে জুলুমের মাধ্যমে নাহক্বভাবে হত্যা করে তাহলে তার গুনাহের একটি অংশ হযরত আদম আঃ এর প্রথম ছেলের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। যেহেতু তার মাধ্যমেই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল।
(৪৬৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্বেন মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনে রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে পূর্বের মত বর্ণনা করেন, তবে এই হাদীসে 'মিন্হা' এর পরিবর্তে, 'মিন দামিহা' উল্লেখ করা হয়েছে।
(৪৬৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্বেন মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম হত্যাকান্ড সম্বন্ধে ফায়শালা হবে। সেদিন একজন লোক আরেকজন লোকের হাত ধরে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত করে বলবে, হে আল্লাহ! এই লোকটি আমাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাআলা ঐ লোককে বলবে, তুমি তাকে কেন হত্যা করেছ, জবাবে সে বলবে, ইয়া রব! অমুক লোকের সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য আমি তাকে হত্যা করেছি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, নিঃসন্দেহে তুমি তোমার আমলকে বরবাদ করে দিয়েছ। তেমনিভাবে অন্য আরেকজন লোক আরেকজনকে পাকড়াও করে বলবে, হে আল্লাহ! এই লোকটি আমাকে হত্যা করেছে। তাকে দেখে আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি তাকে কেন হত্যা করেছ? সে জবাবে বলবে, হে আল্লাহ! আমি আপনার সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য মূলতঃ তাকে হত্যা করেছি। জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমার সম্মানতো আগে থেকে বৃদ্ধি হয়ে আছে।
(৪৬৫) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, মানুষ তার দ্বীনের উপর পুরোপরিভাবে বহাল থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কাউকে নাহক্বভাবে হত্যা করবেনা। পক্ষান্তরে যখনই কেউ অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করার মাধ্যমে নিজের হাতকে রঞ্জিত করে তাহলে তার থেকে যাবতীয় লজ্জা তুলে নেয়া হবে।
(৪৬৬) হযরত আবু বকরা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, উল্লেখযোগ্য কারন ছাড়া যদি কেউ কোনো নিরাপত্ত্বা দেয়া হয়েছে এমন লোককে হত্যা করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন।
(৪৬৭) হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, অতি সন্নিকটে ধাবমান ফেৎনায় আক্রান্ত হয়ে আরবরা ধ্বংস হয়ে যাবে। যে ফেৎনা হবে অন্ধ, বধীর এবং বোবাদের ন্যায়। যার থেকে পরিত্রানের কোনো উপায় থাকবেনা। উক্ত ফেৎনাকালীন

যারা বসে থাকবে তারা দন্ডায়মান লোকের তুলনায় অনেক উত্তম হবে, দাড়ানো অবস্থায় থাকা লোকজন চলমান লোকের চাইতে উত্তম হবে, স্বাভাবিকভাবে যারা চলাফেরা করে তার দৌড়ে ফেৎনার প্রতি ধাবিত হওয়া লোকের তুলনায় অনেক ভালো হবে। সুতরাং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা এধরনের ফেৎনার প্রতি দৌড় দিয়ে যাবে।

(৪৬৮) হযরত যায়েদ ইবেন আসলাম রহঃ জনৈক সাহাবা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করল, অতঃপর আল্লাহর ওয়াস্তে তার প্রতিবেশিদের কেউ তাকে আশ্রয় দিবেনা। কেননা যদি কেউ তাকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে তালাশ করে নিয়ে আসবেন, অতঃপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামের মাঝখানে নিক্ষেপ করবেন।

(৪৬৯) হযরত উমায়র ইবেন হানী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাযিঃ বারবার বলতে শুনেছি, আব্দুল্লাহ ইবেন যুবায়ের, নাজদা এবং হাজ্জাজ সকলে জাহান্নামের আগুনে এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়বে, যেমন খাবারের বস্তুতে মাছি এসে ঝাপিঁয়ে পড়ে, তবে কেউ ঘোষকের ঘোষণা শুনার সাথে সাথে সেদিকে দৌড় দিয়ে যাবে।

(৪৭০) হযরত আবুল হোসাইন রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কা’বার পার্শ্বে, হাজরে আসওদের নিকটে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ কে সেজদারত অবস্থায় দেখেছি, তিনি বলতেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি এমন ফেৎনা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা কুরাইশের দিকে ধেয়ে আসছে।

(৪৭১) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হযরত আলী রাযিঃ কে শহীদ করা হয় এবং লোকজন হযরত হাসান রাযিঃ এর হাতে বাইয়াত গ্রহন করছিল তখন যিয়াদ হযরত ইবনে আব্বাছ রাযিঃ এর কাছে এসে বললেন, তোমাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সর্বদা থাকবে একথাটি কি আপনারা কামনা করেন। জবাবে ইবনে আব্বাছ বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই। একথা শুনে যিয়াদ বলে উঠলো, যদি তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে চাও তাহলে অমুক, অমুককে হত্যা করতে হবে। একথা শুনে হযরত ইবেন আব্বাছ রাযিঃ বললেন, তারা কি আজকে ফজরের নামায আদায় করেছিল, রিয়াদ জবাব দিল, হ্যাঁ তারাতো ফজরের নামায আদায় করেছে। তখন আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাছ বললেন, তাহলে তাদেরকে অযথা হত্যা করার প্রশ্নই আসেনা, যেহেতু আমি তাদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিরাপত্ত্বার মধ্যে রয়েছে বলে দেখছি। পরবর্তীতে যখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাছ রাযিঃ যিয়াদের ভুমিকা সম্বন্ধে জানতে পারলেন, তখন তিনি সহসা বলে উঠলেন, এ ভুমিকা তো সেটারই অংশ যা তার সিদ্ধান্ত ছিল এবং আমাকেও সেটার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল।

(৪৭২) হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা যাবতীয় ফেৎনা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখ, প্রথমতঃ উক্ত ফেৎনাকে কেউ চিহ্নিত করতে পারবেনা। আল্লাহর কসম! কেউ উক্ত ফেৎনার সম্মুখিন হলে তাকে এমনভাবে ধ্বংস করবে,যেমন পাহাড়ী ঢেউ সবকিছুকে ধ্বংস করে নিয়ে যায়। উক্ত ফেৎনা প্রথম খুবই সুন্দরভাবে প্রকাশ পাবে, ফলে মূর্খপ্রকৃতির লোকজন মনে করবে, বাহ! এটা তো দেখি খুবই সুন্দর, তবে যাওয়ার সময় সবকিছু

ধুলিস্যাৎ করে নিয়ে যাবে।
(৪৭৩) হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়েরের ফেৎনা হচ্ছে, বড় বড় ফেৎনার একটি অংশ। তবে সেটা গত হয়ে গেলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত অন্য ফেৎনাগুলা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাবে। উক্ত ফেৎনার প্রতি কেউ এগিয়ে গেলে ফেৎনাও তার দিকে এগিয়ে আসবে এবং সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় এগিয়ে গেলে ফেৎনাও তার দিকে সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় ধবিত হবে।
(৪৭৪) হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, অতিসত্ত্বর প্রকাশ পাওয়া ফেৎনা সম্বন্ধে আমি খুব ভালোভাবে অবগত আছি। যার অগ্রে থাকবে উত্যক্ত করে যারা মানুষকে ঘর বাড়ি থেকে বের করে আনবে, যেমন খোরগোশকে তার গর্ত থেকে উত্যক্ত করে বের করা হয়। আমি উক্ত ফেৎনা থেকে মুক্তির উপায়ও জানি। উপস্থিত লোকজন বললেন, সেটা কিভাবে হতে পারে, জবাবে তিনি বললেন, আমি আমার হাতকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করব, এক পর্যায়ে কেউ এসে আমাকে হত্যা করলেও আমি কিছুই বলবনা।
(৪৭৫) হযরত হাসান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুনদুব ইবেন আব্দুল্লাহ রাযিঃ বলেছেন, আমীরদের কেউ কতক ফেৎনার সময় তাকে বাধ্য করে এবং বের করে নিয়ে যায়। তিনি বলেন জনৈক শামের বাসিন্দা আত্মপ্রকাশ করে ঘোষণা করল, কে তার সাথে মোকাবেলা করবে, তার কথা শুনে জনৈক ইরাকী মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে আসে। এক পর্যায়ে আমি শামীর প্রতি আমার তীর তাক করি। আল্লাহর কসম! এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল তাদের উভয়ের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করা, যেন তারা মোকাবেলা করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে আমি বললাম, এদিকে, এদিকে, এভাবে বলতে থাকলে তারা মোকাবেলা করা থেকে ফিরে গেল। আল্লাহর কসম! যখনই আমি ঘুমাতে যায় আমার সেই তীর তাক করাটা বার বার স্মরণ হতে থাকে। যার কারণে অনেক রাত্র আমার চোখে ঘুম আসেনা। তেমনিভাবে আমার খাবার রাখা হলেও সেটা চোখের সামনে ভেসে উঠে। যার কারনে ঘুমের মত খাবারও আমার উপর হারাম হয়ে যায়।
(৪৭৬) হযরত ইবনে দীনার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মদীনাতে রক্তপাত করা বৈধ ঘোষণা দেয় তখন হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাযিঃ রক্তপাত বর্জন করে পাহাড়ের দিকে যেতে থাকলে জনৈক শামের বাসিন্দা তার পিছু নেয়। হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাযিঃ যখন বুঝতে পারলেন যে, লোকটি তার পিছু ছাড়বেনা তখন তিনি নিজের তলোয়ার নিয়ে ঘুরে দাড়িয়ে বললেন,আমার পিছু নেয়া ছেড়ে দাও এবং এখান থেকে সরে যাও। কিন্তু শামী লোকটি যুদ্ধ করা ছাড়া সরে যেতে অস্বীকার করলেন। তার অবস্থা দেখে হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাযিঃ নিরুপায় হয়ে নিজের হাতিয়ার ফেলে দিয়ে বললেন, তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার প্রতি তোমার হাত প্রসারিত কর, আমি কিন্তু তোমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার হাত তোমার দিকে প্রসারিত করবোনা। আমি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি। যিনি বিশ্বজাহানের পালনকর্তা। একথা শুনে শামের বাসিন্দা লোকটি হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাযিঃ এর হাত ধরে পাহাড় থেকে নিচে নামিয়ে আনলেন। এক পর্যায়ে হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাযিঃ বললেন, এই স্থানে আমি যেন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সাথী হয়ে যুদ্ধ করতে দেখছি। একথা শুনে উক্ত শামী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? জবাবে তিনি বললেন, আমি আবু সাঈদ খুদূরী। এরপর

উল্লিখিত শামী বললেন, চলে যাও, তোমার জন্য বরকতের দোয়া রইল।

(৪৭৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী রাযিঃ বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তাকে হত্যা করিনি, এবং হত্যার নির্দেশও দিইনি, তবে আমি বিজয়ী হয়েছি।

(৪৭৮) হযরত জাহহাক থেকে বর্ণিত, জনৈক লোক যে সর্বদা বাদশাহর মাথার কাছে অবস্থান করে সে তাকে জিজ্ঞাসা করে, যদি এমন কাউকে বাদশাহ হত্যার নির্দেশ দেয় যার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনা, তাহলে আমি কি করব? জবাবে জাহহাক বলেন, তাকে হত্যা করোনা। একথা ক শুনে ঐ লোক বললেন, এখানে তো জনাব বাদশাহ নামদার হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন! জাহহাক জবাব দেন, হ্যাঁ বাদশাহ হত্যা করার নির্দেশ দিলেও তোমার জন্য তার কথা মান্য করা ঠি হবেনা। ঐ লোক বলল, বাদশাহর কথা না মানলে তো আমাকেই হত্যা করা হবে। জবাবে জাহহার বললেন, তখনতো তুমি হত্যাকারী হবেনা, বরং হত্যাকৃতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৪৭৯) মাছরূক রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বিদায় হজ্বের ভাষণে উল্লেখ করেছেন, আমার পর তোমরা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা যে, পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

(৪৮০) হযরত মুজাহিদ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যুদ্ধরত ছিলাম। যখন আমি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করি তখন আমাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাযিঃ ডেকে বললেন, হে মুজাহিদ! তোমার পর লোকজন কাফের হয়ে গিয়েছে, এইতো ইবেন যুবাইর এবং আহলে শাম পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

(৪৮১) হযরত আবু জাফর আল-আনসারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি চাদর আবৃত অবস্থায় নিজের তলোয়ার সহকারে হযরত আলী রাযিঃ কে দেখলাম তিনি নারীদের ছায়ার মাঝে বসে রয়েছেন যখন হযরত ওসমান রাযিঃ কে শহীদ করা হয়েছে, তখন তিনি বলতেছিলেন, গোটা দিন তোমাদের ধ্বংস হোক।

(৪৮২) হযরত কুলসুম খোযায়ী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আমি কোনো ভাবে পছন্দ করিনা যে হযরত ওসমানের প্রতি কোনো তীর নিক্ষেপ করব। বর্ণনাকারী মিস্‌আর বলেন, আমি মনে করছি, তাকে হত্যা করা আমি পছন্দ করিনা যদিও এরজন্য কেউ আমাকে উহুদ পরিমান স্বর্ণ দিয়ে থাকে।

(৪৮৩) হযরত সাফওয়ান ইবেন আমর রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'ব রহঃ থেকে কতক মাশায়েখ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কোনো গোত্রের মাঝে যদি ফেৎনা প্রকাশ পায় তাহলে সেটা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ছাড়বে।

(৪৮৪) হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, যে লোক কোনো মুসলমানকে হত্যা করার ক্ষেত্রে সামান্য পরিমান সহযোগিতা করে তাহলে কিয়ামতের দিন সে এমনভাবে উপস্থিত হবে, তার দু চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে, আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত।

(৪৮৫) হযরত কাতাদাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মুসা আশ্‌আরী রাযিঃ বলেন, ফেৎনা চলাকালীন মানুষের অবস্থা হচ্ছে, সে কওমের ন্যায় যারা সফর

করতে গেলে তাদেরকে অন্ধকারাচ্ছন্নতা গ্রাস করে নেয়। যার কারনে তাদের একদল সে স্থানে দাড়িয়ে থাকে অপর দল সামনের দিকে চলতে থাকে। পরবর্তীতে যখনই অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর হয় তারা নিজেদেরকে মূল রাস্তা থেকে বিচ্যুত অবস্থায় দেখতে পায়।
(৪৮৬) কাশেম ইবনে আবু আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন,আমি কি তোমাদেরকে ফেৎনার চিকিৎসা সম্বন্ধে বলবোনা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা এমন কোনো জিনিসকে হালাল করেননা, যা ইতিপূর্বে হারাম ছিল। তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের কোনো ভাই আজকে তোমার ঘরের দরজায় এসে অনুমতি চাইবে এবং পরের দিন এসে তাকে হত্যা করবে।
(৪৮৭) হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরিন রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সকালে হযরত ওসমান রাযিঃ এর ঘরের দরজায় জমায়েত হলে বাহিনী সহকারে বেরিয়ে আসেন তাহলে বিদ্রোহীরা হয়তো তাদেরকে দেখে সরে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের কথা মত হযরত ওসমান রাযিঃ সৈন্য বাহিনী সহ বের হয়ে আসলেন। এক পর্যায়ে উভয়দল থেকে তলোয়ার উম্মোচন করে একে অপরের উপর হামলা করে। যা ওসমান রাযিঃ ও দেখতে থাকেন এ অবস্থা দেখে ওসমান রাযিঃ বলেন, আমাকে উৎখ্যাত এবং আমার আমীর থাকা নিয়ে তারা যুদ্ধ করছে। এক পর্যায়ে তিনি ঘরে ফিরে গেলেন । বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানামতে তিনি আর ঘর থেকে মারা যাওয়ার পূর্ব পযর্ন্ত বের হয়নি।
মুহাম্মদ ইবনে সীরিন রহঃ বলেন, হযরত ওসমান রাযিঃ এর হত্যার ফেৎনাটি এমন সময় সংঘটিত হয়েছিল যখন রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সাহাবায়ে কেরামের দশ হাজারেরও বেশি সংখ্যক উপস্থিত ছিলেন। যদি ওসমান রাযিঃ তাদেরকে অনুমতি দিতেন তাহলে তারা বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে তাদেরকে মদীনার অলি-গলি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারতেন। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ আরো বলেন, আব্দুল্লাহ ইবেন যুবাইর রাযিঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ হযরত হাসান ইবনে আলী রাযিঃ দশহাজারেরও বেশি সাহাবায়ে কেরামের কাফেলা নিয়ে হযরত ওসমান রাযিঃ এর কাছে এসেছিলেন যেন তাদেরকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হতো তাহলে অবশ্যই তারা বিদ্রোহীদেরকে মদীনার অলি-গলি থেকে বের করে দিতে সক্ষম হতেন। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবেন যুবাইর, ইবনে ওমর ও হাসান ইবনে আলী রাযিঃ প্রমুখের আগমনের কথা বললেও হযরত ইবনে আওনের বর্ণনা এসেছে, হযরত নাফে রহঃ বলেন, সেদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযিঃ দুইবার লৌহবর্ম পরিধান করেছেন। আমি তাকে সংবাদ দিলাম,হযরত আবু হোরায়রা রাযিঃ ওসমান রাযিঃ এর ঘরের আর্শ্বে পার্শ্বে হাটাহাটি করছে, একথা শুনে তিনি বললেন, জানিনা শেষ ফলাফল কি দাড়ায়।
(৪৮৮) হযরত আব্দুর রহমান ইবেন যুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অবরুদ্ধ হওয়ার দিন হযরত ওসমান রাযিঃ অবরোধকারীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমরা আমাকে হত্যা করা কেন বৈধ মনে করছ, অথচ তিনটি কারন পাওয়া যাওয়া ব্যতীত কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়। একটি হচ্ছে, কেউ যদি ইসলাম কবুল করার পর মুরতাদ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যিনা করলে, তৃতীয়তঃ কাউকে নাহক্বভাবে হত্যা করলে। আমি কিন্তু উল্লিখিত তিনটি অপরাধের একটিও কখনো করিনি। আল্লাহর কসম! যদি তোমরা আমাকে হত্যা কর তাহলে

পরস্পরের সাথে বিরোধের কারনে তোমরা কখনো একত্রে নামায আদায় করতে পারবেনা এবং একসাথে যুদ্ধ করাও সম্ভব হবেনা। তার মাঝে কারো মধ্যে অবশ্যই জাগতিক বাসনা থাকবে।
(৪৮৯) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে জুবাইর রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহর কসম! হযরত ওসমান রাযিঃ এর ব্যাপার নিয়ে যুগযুগ পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে। এমনকি যারা এখনো পিতার ঔরশে রয়েছে তারাও পরবর্তীতে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।
(৪৯০) হযরত আব্দুর রহমান ইবেন ফুজালা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আদম আঃ এর পুত্র কাবিল যখন তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে তখন আল্লাহ তাআলা তার আকলকে পরিবর্তন করে দেন এবং তার অন্তরের দয়া মায়া দূর করে দেয়া হয়। তার এ অবস্থা মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকে এবং তার জ্ঞান-বুদ্ধি আর ফিরে আসেনি।
(৪৯১) হযরত হাসান রহঃ থেকে বরি্র্ণত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বিভিন্ন অসচ্চরিত্রের আমীর এবং খারাপ চরিত্রের অধিকারী ইমামদের কথা উল্লেখ করে এ কথাও বলেছেন তাদের কারো কারো পথভ্রষ্টতা এত ব্যাপক হবে, যার কারনে আসমান-জমিনের মধ্যবর্তী স্থান ভরে যাবে। একথা শুনে কেউ কেউ জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তাদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে হত্যা করবোনা? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন,না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সকলে নামায আদায় করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করা যাবেনা।
(৪৯২) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু দারদা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর তোমরা এমন কতক বিষয় দেখতে পাবে যা তোমরা মারাত্মকভাবে ঘৃণা করবে। এমন অবস্থার সম্মুখিন হলে তোমরা ধৈর্য্যধারন করবে, এবং কোনো ধরনের প্রতিবাদÑবিরোধীতা করবেনা। বিরোধীতা সূলভ কোনো ভাষাও প্রকাশ করবেনা। যেহেতু এগুলোর শাস্তি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।
(৪৯৩) হযরত কা'ব রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা রাজা-বাদশাদের সত্য কথা শুনা থেকে বেঁচে থাক, কেননা, রাজা-বাদশাহগন তাদের এ অবস্থায় মাত্র একদিন স্থীর থাকে। ঐ দিনের পরই তার পরিবার-পরিজন ধ্বংস হয়ে যায়। কেননা, উঁচু কোনো পাহাড় ধসে পড়া কোনো রাজা-বাদশাহর অবস্থা পরিবর্তন করা থেকে অনেক সহজ।
(৪৯৪) হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যির রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, যদি কেউ মুসলানকে হত্যা করার ক্ষেত্রে সামান্য পরিমান সহযোগিতা করে তাহলে কিয়ামতের দিন সে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, তার দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত'। তবে ঈসা ইবেন ইউনুসের বক্তব্যে 'যে ব্যক্তি' কথাটি উল্লেখ রয়েছে।
(৪৯৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন ওমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আলী রাযিঃ এর হত্যাকান্ডে শরীক হয়েছেন কিনা আমি জানিনা। তবে তিনি তখন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, যার কারনে সকলে তাকে আমীরুল মুমিনীনের দায়িত্ব দিয়ে দেয়, ফলে তিনি যা করেন নি সেগুলোর নিসবত তার প্রতি করা হয়।

১০। ফেৎনা থেকে দূরে থাকা প্রসঙ্গে

(৪৯৬) হযরত উসাইদ ইবেন মুতাসাম্মিছ ইবেন মুআবিয়া রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বিশিষ্ট সাহাবী আবু মুসা আশআরী রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, তিনি যাবতীয় ফেৎনা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর কসম! যদি আমাকে এবং তোমাদেরকে উক্ত ফেৎনা গ্রাস করে নেয়, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বলে দেয়া ভাষ্য মতে আমার এবং তোমাদের মুক্তির জন্য এমন রাস্তা আমার জানা রয়েছে যে রাস্তা দিয়ে আমরা সকলে নিরাপদে উক্ত ফেৎনা থেকে বের হয়ে আসতে পারব। যেমন আমরা উক্ত ফেৎনার ভিতর প্রবেশ করেছিলাম। অর্থাৎ সেই ফেৎনা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা।
(৪৯৭) হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ ফেৎনা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এরপর আবু মুসা আশআরী রাযিঃ বলেন, যদি আমরা ফেৎনার সম্মুখিন হই তাহলে যেমনভাবে ফেৎনার সম্মুখিন হয়েছি হুবহু সেভাবে বের হয়ে যাওয়া ছাড়া সেই ফেৎনা থেকে মুক্তির আর কোনো উপায় আমার জানা নেই। রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাদের কাছ থেকে এমন ওয়াদা নিয়েছেন।
(৪৯৮) হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের পরে ভয়াবহ ফেৎনা প্রকাশ পাবে। বসা অবস্থায় থাকা দাড়ানো থাকার চেয়ে উত্তম। দাড়ানো থাকা দৌড়ানো থেকে উত্তম, এভাবে সওয়ারীর কথাও উল্লেখ করেছেন। তোমরা এমন ফেৎনার সম্মুখিন হলে নিজেদের ঘরের সম্মুখভাগে অবস্থান কর।
(৪৯৯) হযরত জুনদুব রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা প্রকাশ পাবে তোমরা সেসময় নিজেদের মাটিতে থাকবে এবং ঘরের মাঝখানে অবস্থান করবে। কেননা উক্ত ফেৎনার ইচ্ছা করা ব্যতীত কাউকে সেটা গ্রাস করতে পারবেনা।
(৫০০) হযরত আবু হুরাইরা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, মানুষের জন্য এমন একটি সময় আসবে যখন তাকে অপারগতা এবং গুনাহের কাজের উপর এখতিয়ার দেয়া হবে। তোমাদের কেউ এমন ফেৎনার সম্মুখিন হলে সে যেন গুনাহের কাজ বর্জন করে অপারগতাকেই গ্রহন করে।
(৫০১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের কাছে এমন এক সময় আসবে যখন উম্মতের মধ্যে মুমিনগনই হবে সবচেয়ে লাঞ্চিত লোক। চালাক হবে ঐলোক যে তার দ্বীন নিয়ে শিয়ালের ন্যায় ধুর্ততার সাথে সরে পড়ে।
(৫০২) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কুরায্ আল-খোবায়ী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, সেদিন সবচেয়ে উত্তম মানুষ হবে ঐ লোক যে লোকজনের সঙ্গ ত্যাগ করতঃ পাহাড়ের উঁচু স্থানে চলে যায় এবং আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে তার ইবাদতে মগ্ন থাকে। অন্যদিকে লোকজনও তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকে অর্থাৎ, সেও কারো ক্ষতি করেনা এবং কারো দ্বারা আক্রান্তও হয়না।
(৫০৩) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

অবশ্যই মানুষের কাছে এমন এক যুগ আসবে, যার থেকে কেউ নিরাপদ থাকবেনা, তবে যদি কেউ ডুবন্ত লোকের ন্যায় দোয়া করে তার মুক্তির আশা করা যায়।
(৫০৪) হযত হোজাইফা রাযিঃ থেকে পূর্বের মত বর্ণিত।
(৫০৫) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফেৎনাকালীন সর্বোত্তম লোক হবে, ঐ ব্যক্তি তার কাছে বকরীর পাল সহকারে পাহাড়ের উঁচু স্থান এবং ঘাঁস বিশিষ্ট এলাকায় অবস্থান করে। এবং নিকৃষ্টতম লোক হচ্ছে, যাত্রাবিরতী দাতা আরোহী এবং অনলবর্ষী বক্তা।
(৫০৬) হযরত হোজাইফা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অনেক লোক ফেৎনাবাজ না হওয়া সত্ত্বেও যাবতীয় ফেৎনার সম্মুখীন হয়ে যাবে।
(৫০৭) হযররত মুজাহিদ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে ইসলাম খুবই পরদেশী হিসেবেই প্রকাশ হয়েছিল অতিসত্ত্বর সেটা তার আপন পরদেশী অবস্থায় ফিরে যাবে। কিয়ামতের পূর্বে যারা এমন অবস্থায় আকঁড়ে ধরে থাকবে তাদের জন্য অত্যন্ত সুসংবাদ।
(৫০৮) হযরত আওন ইব্নে আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক লোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিঃ এর ফেৎনাকালীন মিসরে অবস্থান করে চিন্তিত অবস্থায় জমিনে আঘাত করছিলেন। তখন একলোক দাড়িয়ে বলেন, হে আবুদ্দুনিয়া! আপনি অন্তরে কোন বিষয়ে চিন্তা করছেন। জবাবে তিনি বলেন, বরং আমি চিন্তা করছি, আমার উপস্থিতিতে আজকে মানুষের উপর যে অবস্থা বিরাজ করছে সেটা নিয়ে চিন্তা করছি। জবাবে তাকে বলা হলো, আপনার উন্নত ফিকরের কারনে আল্লাহ তাআলা আপনাকে উক্ত ফেৎনায় আক্রান্ত হওয়া থেকে মুক্তি দিয়েছেন। অনেকে এমন রয়েছে যে মুক্তি চাওয়া সত্ত্বেও তাকে মুক্তি দেয়া হয়নি। কিংবা নির্ভার থাকার পর যথেষ্ট হয়নি।
(৫০৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুরাইরা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কেউ ফেৎনায় আক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে তার একটি পা ভেঙ্গে ফেলা উচিৎ এরপরও যদি তাকে বাধ্য করা হয় তাহলে অন্য আরেক পাও ভেঙ্গে ফেলতে হবে। উক্ত হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে ইব্নে হিমইয়ার রহঃ ইবনে শুরাইহের নাম উল্লেখ করেননি।
(৫১০) হযরত আলকামা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আহলে হক্ব আহলে বাতেলের উপর জয়লাভ করে, তখন মনে করবে তুমি আপাতত কোনো ফেৎনার সম্মুখিন হবেনা।
(৫১১) হযরত আবু তাউস রহঃ স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, ফেৎনাকালীন সর্বোত্তম লোক হচ্ছে, ঐ ব্যক্তি যে তার ঘোড়ার লাগাম আকঁড়ে ধরে শত্রুকে ভয়ে দেখায় এবং নিজেও দুশমনকে ভয় করে। অথবা ঐ ব্যক্তি যে লোকজনের সঙ্গ ত্যাগ করতঃ আল্লাহ তাআলার হক আদায় করে।
(৫১২) হযরত ইবনে খায়সাম রাযিঃ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, ফেৎনা চলাকালীন ঐ লোক হচ্ছে, সর্বশ্রেষ্ঠ, যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে গনীমত হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করে এবং ঐ লোক যে পাহাড়ের দূর্গম এলাকায় অবস্থান করে তার বকরীর আয়-রোজগার ও দুধ দ্বারা জীবন পরিচালনা করে।

(৫১৩) হযরত খালেদ ইবনে মা'দান স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন, নেককার লোক ঐ ব্যক্তি যে যাবতীয় ফেৎনা থেকে বেঁচে থাকে। আর যে লোক ফেৎনায় আক্রান্ত হয়ে আন্তরিকভাবে ধৈর্য্য ধারন করে সে কতই ভাগ্যবান। আবার তার জন্য আফসোসও হয়।
(৫১৪) বনু রবীয়াহ ইবনে কিলাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, মানুষের জন্য এমন এক যুগ আসবে তখন কোনো পুরুষকে অপারগতা এবং অবৈধ কাজের ক্ষেত্রে এখতিয়ার দেয়া হবে। তোমাদের কেউ এমন পরিস্থিতির সম্মুখিন হলে সে যেন অবৈধ কাজকে গ্রহণ করার বিপরীত অপারগতাকে গ্রহণ করে। কেননা, অপারগতা অনেক উত্তম অবৈধ কাজ থেকে।
(৫১৫) সিলা ইবনে যুফার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের পুরুষদেরকে অপারগতা এবং খারাপ কাজের ক্ষেত্রে এখতিয়ার দেয়া হবে। কেউ এমন ফেৎনার সম্মুখিন হলে সে যেন খারাপ কাজের বিপরীত অপারগতাকে গ্রহন করে।
(৫১৬) হযরত আওফ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, হযরত আলী রাযিঃ এরশাদ করেছেন, এমন এক যুগ আসবে যে যুগে মুসলমানরাই হবে উম্মতের সব চেয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ বলেন, সেসময় মুসলমানরা শিয়ালের ধূর্ত অবস্থা পলায়নের ন্যায় পলায়ন করবে।
(৫১৭) হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের জন্য এমন এক যুগ আসবে যে যুগে তাদের উত্তম বাসস্থান হবে গ্রাম।
(৫১৮) হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিঃ তার মায়ের কাছে খবর পাঠিয়েছেন যে, লোকজন আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং তারা আমাকে নিরাপত্ত্বার দিকে আহবান জানাচ্ছে এসম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি হতে পারে? জবাবে তার আম্মা বলে পাঠালেন, যদি তুমি কিতাবুল্লাহ এবং আল্লাহর নবীর সুন্নাতকে হেফাজত করার জন্য বের হয়ে থাকো এবং এর জন্য মারাও যাও তাহলে তুমি হক্কের উপর মৃত্যু বরণ করবে। আর যদি তুমি দুনিয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো তাহলে তোমার জীবিত থাকা এবং মারা যাওয়ার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।
(৫১৯) হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের ফেৎনা মূল ফেৎনার অংশসমূহের একটি অংশ। এখনো সে ফেৎনাগুলো ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হতে চলছে। উক্ত ফেৎনার প্রতি কেউ সামান্য ধাবিত হলে ফেৎনাও তার প্রতি এগিয়ে আসে আর কেউ ফেৎনার দিকে ঢেউযোগে এগিয়ে গেলে ফেৎনাও তার দিকে ঢেউয়ের মত ধেয়ে আসবে।

১১। বনু উমাইয়ার হাত থেকে রাজত্ব চলে যাওয়া

(৫২০) হযরত আবুত্ তোফাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি আলী রাযিঃ কে বলতে শুনেছেন,

শাসন ক্ষমতা বনু উমাইয়ার হাতে বহাল থাকবে তাদের মধ্যে পরস্পর এখতেলাফ না হওয়া পর্যন্ত আর এখতেলাফ করলে ক্ষমতা আর বাকি থাকবেনা।

(৫২১) সাঈদ ইবনে সালেম আল-জায়শানী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী রাযিঃ কে বলতে শুনেছেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের কাছে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পরস্পর যুদ্ধ লিপ্ত হবেনা এবং একে অপরের সাথে মতবিরোধ করবেনা। যখন তারা এমন কার্যকলাপে জড়িয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর কাফেরদের পক্ষ থেকে একটি দলকে চাপিয়ে দিবেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন শহরে হত্যা করতে থাকবে আর বিভিন্ন ভাবে গণনা করা হবে। আল্লাহর কসম! তারা এখতেলাফে জড়িয়ে পড়লে এক বৎসরে দুইজন এবং দুই বৎসরে চারজন বাদশাহ পরিবর্তন হয়ে যাবে। অর্থাৎ, পরস্পরের সাথে একতেলাফে জড়িত হলে এক বৎসরে দুই জন শাসক ক্ষমতাসীন হবে।

(৫২২) হযরত উবাইদা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী রাযিঃ কে বলতে শুনেছেন, বনু উমাইয়ার হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার গুরু দায়িত্ব থাকবে, যতক্ষণ না তারা পরস্পরের সাথে এখতিলাফে জড়িয়ে হয়ে না পড়ে, আর যদি তারা এখতিলাফে জড়িত হয় তাহলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাত থেকে চলে যাবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারবেনা।

(৫২৩) হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো জাতির মধ্যে চারটি আচরণের যে কোনো একটি প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গুরুদায়িত্ব তাদের হাতে থাকবে। তার একটি হচ্ছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করাবেন। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব দিক থেকে কালো পতাকা বিশিষ্ট একদল সৈন্যের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যারা ক্ষমতাসীনদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করবে। আরেকটি হচ্ছে, যে শহরে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম সেখানে নিরপরাধ লোকদেরকে হত্যা করা হবে। যার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সহযোগিতা করা ত্যাগ করবেন। চতুর্থতঃ যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম করা হয়েছে এমন শহরে বিশাল এক বাহিনী পাঠানো হবে, এবং তারা সকলে একসাথে জমিনের ভিতর ধসে যাবে।

(৫২৪) হিন্দ্ বিন্তে মুহাল্লাব রহঃ থেকে বর্ণিত, হযরত ইকরামা রহঃ তাকে বলেছেন, তিনি হিন্দ বিনতে মুহাল্লাবের কাছে প্রায় সময় আসতেন এবং হাদীস বর্ণনা করে যেতেন। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণনা করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বনু উমাইয়ার লোকজন সামান্য বিষয় নিয়ে পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাতেই থাকবে। তবে এদের মধ্যে সামান্য মতপার্থক্য দেখা দিলে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হবে। পরবর্তীতে আর কখনো তারা ক্ষমতার মালিক হতে পারবেনা।

(৫২৫) কা'বের স্ত্রীর ছেলে তাবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু উমাইয়া দীর্ঘ একশত বৎসর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন, মারওয়ানের সন্তানরা ক্ষমতায় ছিলেন ষাট বৎসর থেকে কিছু বেশি সময় । তারা নিজেরাই হাতছাড়া করা পর্যন্ত তাদের হাতেই ক্ষমতা বহাল ছিল। অনেকেই তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করতে চাইলেও সেটা সম্ভব হয়নি। যখনই এক প্রান্ত থেকে আটকাতে চেয়েছে, তখনই আরেক প্রান্তে ধসে পড়বে। মীম দ্বারা তাদের বিজয় শুরু হবে এবং মীম দ্বারা সেটা শেষ হবে। তাদের কাছে রাজত্ব বাকি থাকবে, এক পর্যায়ে তাদের বংশে

এক খলীফা বের হয়ে হত্যা করবে এবং তার বাহনকেও হত্যা করা হবে। তেমনিভাবে জামিরার ধূসর রংয়ের গাধাটিও হত্যা করা হয়। অতঃপর তাদের রাজত্ব খতম হয়ে যায় এবং মারওয়ানের হাতে বনুউমাইয়ার রাজত্ব এমনভাবে খতম হবে যেমন হাত-পায়ের নখকে পুরোপুরিভাবে কেটে ফেলা হয়।

(৫২৬) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক যুবক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, যার কোনো ছেলে-সন্তান ছিলনা। দিমাশেক বিদ্রোহের মাধ্যমে তাকে হত্যা করা হলে, পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ে মানুষের মাঝে দ্বন্দ দেখা দিবে।

(৫২৭) হযরত এরবায ইবনে মারিয়া রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শাম দেশে একজন খলীফাকে হত্যা করা হলে পরবর্তীতে নাহক্বভাবে হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে এবং আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে নির্দেশ তথা কিয়ামত না হওয়া পর্যন্ত যে খলীফাই আসুক না কেন এভাবে নাজায়েয ও অবৈধ কাজ চলতেই থাকবে।

(৫২৮) সাকাসিক // গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, যখন কুরাইশরা তাদের কোনো দায়িত্বশীলকে হত্যা করবে তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর তাদের দুশমনকে চাপিয়ে দিবেন। এমন কি তাদের বয়স্ক কিংবা আমীর সকলকে হত্যা করা হবে। তখন জাযিরার বাসিন্দাদেরকে সমূলে উৎখাত করা হবে।

(৫২৯) হযরত যির ইবেন হুবাইশ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী রাযিঃ কে বলতে শুনেছেন, খবরদার! নিঃসন্দেহে আমার নিকট সবচেয়ে বড় ফেৎনা যেটা শঙ্কিত হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, বনু উমাইয়ার ফেৎনা। নিঃসন্দেহে সে ফেৎনা অন্ধ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন।

(৫৩০) আযহার ইবনুল ওলীদ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মুদ্দারদাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবুদ্দারদাকে বলতে শুনেছি, শাম এবং ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে যখন বনু উমাইয়ার জনৈক যুবক খলীফাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, তখন থেকে খলীফার প্রতি আনুগত্য হালকা হতে থাকে এবং নাহক্বভাবে জমিনের বুকে রক্তপাত হতে থাকবে। যুবক খলীফা হচ্ছেন, ওলীদ ইবনে ইয়াযীদ।

(৫৩১) হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের উপর কোনো টেরা লোককে খলীফা নিযুক্ত করা হলে যদি তোমার শক্তি থাকে তাহলে মিশর ছেড়ে শাম দেশের দিকে চলে যাও। এটা অবশ্যই হিশাম খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

(৫৩২) সুফিয়ান আল-কালবী রহঃ বর্ণনা করেন, যখন ওলীদ ইবনে ইয়াযিদ নামক উমাইয়া বংশের কেউ খেলাফতের দায়িত্বগ্রহন করবে তখনই উমাইয়া খেলাফতের বিদায়ী ঘন্টা বেজে উঠবে। অতঃপর যখন ইবনে আব্দুল মালিক খলীফা হবেন কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়া মারা যায় তখন সুফিয়ান আল-কালবীকে বলা হলো, কৈ তোমার কথা তো ঠিক হয়নি। জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ আমার কথা বাস্তবায়ন হওয়ার জন্য ওলীদ ইয়াযিদ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং অতিসত্ত্বর সে খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহন করবে।

(৫৩৩) হযরত খালেদ ইবনে আবু আমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ান আল-কালবী রহঃ এরশাদ করেন, বনু উমাইয়ার রাজত্বের পতন হচ্ছে যখন তাদের বংশের অল্প বয়স্ক এক যুবক খলীফা হওয়ার তার আম্মাসহ তাকে হত্যা করা হবে মূলতঃ তখনই বনু উমাইয়ার শাসন

ক্ষমতার বিদায়ী ঘন্টা বেজে উঠবে।
(৫৩৪) হযরত মুজাহিদ রহঃ তাবী রহঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বনু উমাইয়ার হাতে বহাল থাকবে। এক পর্যায়ে এক লোকের ঔরশ থেকে চারজন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহন করবে। চারজন হচ্ছে, সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক, হিশাম, ইয়াযিদ এবং ওলীদ।
(৫৩৫) ইবেন ওয়াহাব রহঃ থেকে বর্ণিত, একদিন হযরত মুয়াবিয়া রাযিঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃকে বললেন, তখন কি এক প্রয়োজনে মারওয়ান ইবনে হাকাম তার ঘরে এসে বের হয়ে গিয়েছেন। হযরত মুয়াবিয়া রাযিঃ তখন বলেন, আপনি কি জানেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, যখন হাকামের সন্তান সংখ্যা চারশত নিরান্নব্বই জন পূর্ণ হবে তখনই তাদের ধ্বংস হওয়া খেজুর চিবিয়ে খতম করার ন্যায় শুরু হয়ে যাবে। জবাবে ইবেন আব্বাছ রাযিঃ বললেন, অবশ্যই জানি। এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।
(৫৩৬) হযরত কাসির ইবেন মুররা আল-হাজরামী রহঃ থেকে বর্ণিত, বনু উমাইয়ার শাসন ক্ষমতা পতন হওয়ার পর পৃথিবী আমার এই দুই জুতার মধ্যবর্তী স্থানের ন্যায় বিদ্যমান থাকা পছন্দ করিনা। অর্থাৎ, তখন পৃথিবী অশ্লীলতায় ভরপুর হয়ে যাবে।
(৫৩৭) হযরত আবু উমাইয়া আল-কালবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি ইয়াযিদ ইবেন আব্দুল মালিক এর খেলাফতকালীন এমন একজন শেখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যিনি জাহেলী যুগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, হিশামের মৃত্যুর পর একজন যুবক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহন করতঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। যিনি প্রজাদেরকে এমনভাবে দান করবেন, যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি। আহলে বাইতের একজন লোক (যার পরিচয় কোথাও উল্লেখ করা হয়নি) আত্মপ্রকাশ করে যে যুবক বাদশাহকে হত্যা করবে তার উভয় হাতে রক্ত প্রবাহিত করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তার হাত দ্বারা যাবতীয় সম্পদ বিনষ্ট হবে। এরপর জাযিরার দিক থেকে একলোক এসে তালোয়ারের সামনে জোরপূর্বক তার হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিবে। এরপর কালো ঝান্ডা বিশিষ্ট বিশাল এক বাহিনী তোমাদের উপর রক্ত বন্যা বয়ে দিবে।
(৫৩৮) ইবেন শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু উমাইয়া খলীফা মৃত্যুবরণ করার পর একজন যুবক খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর তাকেও হত্যা করা হবে। অতঃপর জাযিরার পক্ষ থেকে একজনের আগমন হবে, সুলাইমান ইবনে হিশাম তখন জাযিরার অবস্থান করছিলেন। এরপরই কালো ঝান্ডা বিশিষ্ট লোকের আগমন ঘটবে।
(৫৩৯) হযরত নাযাল ইবেন সীরিন রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী রাযিঃ কে বলতে শুনেছেন, বনু উমাইয়ার শাসকদের উপর কঠিন কঠিন মসিবত আসতে থাকবে। এক পর্যায়ে তাদের প্রতি পঙ্গপালের ন্যায় বিশাল বাহিনী আসতে থাকবে। যারা কাউকে আমীর হিসেবেও মানবেনা আবার কারো অধীনস্ততাও স্বীকার করবেনা। এমন পরিস্থিতি দেখাদিলে আল্লাহ তাআলা বনু উমাইয়ার হাত থেকে রাজত্ব নিয়ে যাবেন।
(৫৪০) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, শাম দেশে ব্যাপক এক ফেৎনা প্রকাশ পাবে, যার মধ্যে অনেক রক্তপাত হবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা হবে। এরপর পূর্বদিক থেকে বিশাল এক বাহিনী ধেয়ে আসবে।

(৫৪১) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি এরশাদ করেন, হিশামের মৃত্যুবরণ করার পর কয়েক বৎসরের জন্য একজন লোক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, পরবর্তীতে আরেকজন লোক খলীফা হবে, যার হাতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর তীমা নামক এলাকা থেকে আরেকজন লোক প্রকাশ পাবে, যার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে। ঐ লোক এবং তার সন্তানরা মিলে প্রায় পঞ্চশ বৎসর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবে।
(৫৪২) হযরত তাবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু উমাইয়্যার সর্বশেষ খলীফার শাসন আমল থাকবে মাত্র দুই বৎসর, বা তার চেয়েও কম।
(৫৪৩) আমাদের মাশায়েখদের কতিপয় গ্রহণ যোগ্য ব্যক্তি বর্ণনা করেন, ইয়াশু এবং কা’ব রহঃ একদিন একত্রিত হয়। ইয়াশু ছিলেন, আলেম এবং কারী, যিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ নবী হওয়ার পূর্বের কিতাবাদি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তারা উভয়জন একে অন্যকে জিজ্ঞাস করতে গিয়ে ইয়াশু রহঃ হযরত কা’ব রহঃকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি জানা আছে, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বিদায়ের পর রাজা-বাদশাহদের কি অবস্থা হবে। জবাবে কা’ব রহঃ বলেন, আমি তাওরাতে পেয়েছি, প্রায় বার জন বাদশাহ হবেন, তাদের প্রথমজন হবেন সিদ্দীক, এরপর ফারুক, আল-আমীন, রা’সুল মুলুক, সাহেবুল আহরাছ, জাব্বার,সাহেবুল আ’সাব। তিনিই হবেন সর্বশেষ খীলফা এরপর হবেন সাহেবুল আলামাত। তিনিও মারা যাবেন। তবে যাবতীয় ফেৎনা প্রকাশ পাবে যখনই ইবনু মাহেক আয্ যাহীরিয়্যাতকে হত্যা করা হবে। মূলতঃ তখন থেকে তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের বালা মসীবত আসতে থাকবে এবং ন¤্রতা ও সহনশীলতা উঠিয়ে নেয়া হবে। এরপর সাহেবুল আলামতের পরিবার থেকে চারজন বাদশাহ হবে। তার মধ্যে দুইজন বাদশাহ হচ্ছেন তাদের জন্য কোনো কিতাব পাঠ করা হবেনা। আরেকজন বাদশাহ যিনি নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করবে। তবে তার রাজত্বকাল হবে সামান্য সময়ের জন্য। আরেকজন বাদশাহ, যিনি জওফের দিক থেকে আগমন করবে,তার হাতেই বিভিন্ন বালা-মসীবত সংঘটিত হবে। এবং মাধ্যমে সবকিছু সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। তিনি হিম্স এলাকায় একশত বিশদিন পর্যন্ত অবস্থান করবে, ঐসময় তার এলাকার পক্ষ থেকে আতংক ছড়িয়ে পড়বে। যার কারণে সকলে সেখান থেকে পলায়ন করবে এবং জওফ নামক এলাকায় বালা-মসীবত দেখা দিবে। আবার তারাও পরস্পরের সাথে বালা-মসীবতে লিপ্ত হয়ে যাবে। অতঃপর তাদের রাজত্ব খতম হয়ে যাবে এবং অন্য গোত্রের লোকজন তাদের উপর বিজয়ী হয়ে শাসনক্ষমতা চালাতে থাকবে।
(৫৪৪) আবু আমর আত্তাঈ রহঃ বলেন, মরওয়ান যখন হিম্স নগরীকে অবরুদ্ধ করে রাখে তখন আমি সেখানে ছিলাম। উক্ত অবরোধ প্রায় চারমাস কিংবা সে পরিমান সময় পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। যার কারণে ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। সেখানে অবস্থানকারীদের জীবন সংকীর্ণ হয়ে উঠে। ফলে তারা সন্ধি করার প্রস্তাব দিয়ে পাঠায়। এদিকে মরওয়ান শহরের বাহিরে বিশাল গর্ত খনন করার নির্দেশ দেয়। যখন সিমান্তের নিচে গর্ত করা হয় হুবহু শহরের ভিতরেও সেরকম গর্ত খনন করতে হিম্স এলাকার আরেকদলকে নির্দেশ দেয়া হয়। এক পর্যায়ে তারা গলিমুখে স্বাক্ষাৎ করে। এদিকে হিম্সবাসীদের একটি অংশ ছিল শহরের ভিতরে। যার কারণে মরওয়ানের লোকজন গর্ত করা আরম্ভ করলে শহরে অবস্থানকারীদেরকেও তার বরাবর গর্ত করতে নির্দেশ দেয়া হয়। এভাবে উভয়দল গর্ত খনন করতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয় দলের

স্বাক্ষাৎ হয়ে যায়। কখনো কখনো গর্তের উপরের ্অংশ ধসে পড়ে মারা যাওয়ার ঘটনাও ঘটে যায়। সেখানেই মরওয়ান তার বাহিনীকে কোথাও গর্ত করার নির্দেশ দিতেন হুবহু তার বরাবর হিমসের বাসিন্দারা গর্ত খনন করে নিত। অতঃপর শহরের মধ্যে অবস্থানকারী মরওয়ানের লোকজন মরওয়ানকে বলল, যখনই আমরা গর্ত করি সাথেসাথে তারাও গর্ত করা আরম্ভ করতে শুরু করে দেয়। ফলে তাদের এবং আমাদের মাঝে মোকাবেলা হয়। ফলে মরওয়ান তার বংশের লোককে ডেকে পাঠায় এবং তাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে। তবে নিবতী লোকটি তার কাছে যেতে অস্বীকার করে। যখন মরওয়ান তার বংশের লোকের সাথে চুক্তি করতে নিরাশ হয়ে যায় তখন বললেন, তাদের দিকে পানি প্রবাহিত হওয়ার যত পথ রয়েছে সবগুলো বন্ধ করে দাও। যখন হিমসবাসীরা মরওয়ানের সিদ্ধান্ত জানতে পারে তখন মরওয়ানের সৈন্যদের বিপরীত সিমান্তবর্তী এলাকায় একজন কালো লোককে নিযুক্ত করে। কিছুক্ষণপর তাদেরকে ডাক দিয়ে বলে, মরওয়ান! যদি তুমি পিপার্ষাত হও তাহলে আমরা তোমাকে পানি পান করাব। আর যদি ক্ষুদার্থ হও তাহলে তোমার খাবারের ব্যবস্থা করব,আর যদি তুমি চাও যে, আমরা তোমার সাথে এ আচরন করি তাহলে অবশ্যই আমরা সে আচরণই করব। তোমার সৈন্যদলকে তুমি কন্ট্রোল কর। তোমার প্রতি প্রবাহিত হওয়া পানি তোমাকে আর ডুবিয়ে মারবেনা। অতঃপর শহরে এলান করে দেয়া হলো, শহরে অবস্থিত হারিছ নামক নদীটি যেন চালু করে দেয়া হয়, যেন শহরের বাহিরেও পানির প্রবাহ বাকি থাকে, তবে পানির ¯্রােত দেখে শহর বাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। আবার তার উপর বিভিন্ন কূপ থেকেও পানি ঢালা হয়, যেন সে পানি প্রবল ¯্রােতের সাথে মরওয়ানের সৈন্যবাহিনীর উপর আছড়ে পড়ে। যেই ভাবা সেই কাজ। ¯্রােতের সাথে উক্ত পানি মরওয়ানের সৈন্যবাহিনীর গায়ে গিয়ে পড়ে, তখন তারা ভীতসন্ত্রর্স্তা হয়ে ছুটতে থাকে। হঠাৎ মরওয়ান বলে উঠল, এটা আবার কি? জবাবে সৈন্যরা বলল, হিম্স নগরীর দিক থেকে তারা আপনার বিরুদ্ধে প্রবল ¯্রােতের সাথে পানি প্রবাহিত করেছে। অতঃপর মরওয়ান বলল, আমি তো ধারনা করেছিলাম হয়তো তারা অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে, অথচ তাদের কাছে এত বেশি পানি মজুদ রয়েছে যদ্বারা আমার সৈন্যবাহিনীকে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম। এরপর মরওয়ান তার সৈন্যকে অবরোধ তুলে নির্দেশ দিলে তারা অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।

১২। বনু আব্বাছের আবির্ভাব প্রসঙ্গে

(৫৪৫) হযরত ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, কালো ঝান্ডাবাহী সৈন্য বাহিনী খোরাসান থেকে আগমন করবে, তারা খোরাসান এলাকার পাহাড় থেকে নেমে আসলে সেখানে ইসলামের বিরোধীতা করতে আরম্ভ করে। কালো ঝান্ডাবাহী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে আগত অনারবদের বিশাল সৈন্যবাহিনী।
(৫৪৬) হযরত উকবা ইব্নে আবী যয়নব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস আগমন করে তার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। আমি তাকে বললাম হয়তো আপনি পশ্চিমাদের ব্যাপারে

আশঙ্কা বোধ করছেন। জবাবে তিনি বললেন, না, আমি তাদের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করছিনা। নিঃসন্দেহে তাদের ফেৎনা তত বেশি ব্যাপক হবেনা যতক্ষণ কালো ঝান্ডা বিশিষ্ট বাহিনী আত্মপ্রকাশ করবেনা। যদি তাদের আগমন হয়ে তাহলে তুমিও তাদের অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাক।

(৫৪৭) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাযিঃ কে বললাম, হে আবুল হাসান! আমাদের রাজত্বকাল কখন থেকে শুরু হবে, জবাবে তিনি বললেন, যখন তুমি দেখবে আহলে খোরাসানের কতক যুবক প্রকাশ পেয়েছে তখন তোমরা তাদের গুনাহ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে আর আমরা সন্তুষ্ট থাকব তাদের সওয়াব নিয়ে।

(৫৪৮) হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু আব্বাছের জন্য খোরাসানের পক্ষ থেকে কালো ঝান্ডা বিশিষ্ট বিশাল এক বাহিনী আত্মপ্রকাশ করবে।

(৫৪৯) ইবেন শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, লুকা' ইবনে লুকা পৃথিবী বিজয় করবেন। হাদীস বর্ণনাকারী আব্দুর রব রাজ্জাক, হযরত শমর এর উদ্বৃতি দিয়ে বলেন, তিনি হচ্ছেন, আবু মুসলিম।

(৫৫০) হযরত ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন মুআবিয়া রাযিঃ এর কাছে আসলেন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। হযরত মুআবিয়া রাযিঃ তাকে খুবই সম্মান করলেন। তিনিও সম্মানের প্রতিদান দিয়ে বললেন, হে আবুল আব্বাছ! তোমাদের জন্য কি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকবে। জবাবে তিনি বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন আমাকে এ দায়িত্ব থেকে ক্ষমা করুন। তিনি বললেন, আমাকে কি বলা যাবে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, সেটা অবশ্যি আখেরী জামানায়।

হযরত মুআবিয়া রাযিঃ বললেন, তোমাদের সাহায্যকারী কারা হবে? ইবনে আব্বাছ রাযিঃ বললেন, তারা হবে, আহলে খোরাসান। তিনি আরো বলেন, বনু হাশেম এবং বনু উমাইয়া, বনু উমাইয়া এবং বনু হাশেমের মাঝে বিভিন্ন সময় ঝগড়াÑফাসাদ হতে থাকলে সুফিয়ানীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

(৫৫১) হযরত সালামা ইবনে মাজনূন রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ এর ঘরে প্রবেশ করলে তিনি ঘরে দরজা বন্ধ করতে বলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করেন, এখানে আমরা ছাড়া কি কেউ রয়েছে, জবাবে বলা হলো, না নেই। আমি গোত্রের বৈঠকের এক কিনারায় ছিলাম। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ বলেন, যখন তোমরা কালো পতাকাবাহী সৈন্যকে পূর্বদিক থেকে আসতে দেখবে তখন তোমরা ঘোড়াকে সম্মান করবে। কেননা, আমাদের দেশ মূলতঃ তারাই পরিচালনা করবে। হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ বলেন, অতঃপর আমি ইবেন আব্বাছকে বললাম, আমি কি রাসূলল্লাহ সাঃ থেকে যা কিছু শুনেছি তা কি তোমার সামনে বর্ণনা করবনা। তার কথা শুনার সাথে সাথে ইবনে আব্বাছ রাযিঃ বললেন, তুমিও কি এখানে রয়েছ। জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর ইবনে আব্বাছ রাযিঃ বললেন, হ্যাঁ তুমি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে যা শুনেছ তা বর্ণনা কর। অতঃপর আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, যখন কালো পতাকাবাহী সৈন্য বহর প্রকাশ পাবে,তার প্রথম অংশে ফেৎনা, মধ্য ভাগে পথভ্রষ্টতা এবং

শেষাংশে কুফরী।
(৫৫২) হযরত মাকহুল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, আমার এবং বনু আব্বাছের কি হলো, তারা আমার উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করতঃ তাদেরকে কালো পতাকায় আচ্ছাদিত করছে। যার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আগুনের কাপড় পরিধান করাবেন।
(৫৫৩) আবু বকর ইবেন হাযম রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, লুকাঈ ইবনে লুকাঈ ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবেনা।
(৫৫৪) হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, কিয়ামত সংঘটিত হবেনা যতক্ষণ লুকাঈ ইবনে লুকাঈ শাসনভার গ্রহণ করবেনা।
(৫৫৫) হযরত সাঈদ ইবনুল মুযাইয়্যার রহঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, বনু আব্বাছের পক্ষে পূর্ব দিক থেকে কালো ঝান্ডা বাহী বিশাল এক সৈন্যবাহিনী প্রকাশ পাবে, অতঃপর তারা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন অপেক্ষা করবে। এরপর আবু সুফিয়ানের এক ছেলের নেতৃত্বে ছোট্ট কালো ঝান্ডাবাহী আরেক দল আত্মপ্রকাশ করবে। তারাও পূর্বদিক থেকে প্রকাশ পাবে।
(৫৫৬) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, একশত পঁচিশ বৎসর পর আরবদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। মারাত্মক বিশৃঙ্খলাকালীন তাদের জন্য ধ্বংস হয়ে পড়বে। উক্ত ধ্বংস ডানা বিশিষ্ট প্রবাহমান বাতাসের ক্ষেত্রে যার চিৎকার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, এবং বাতাসও যার চিৎকার আলোড়ন সৃষ্টি করবে। এমন বাতাস যার আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসবে। তাদের ধ্বংস দ্রুত মৃত্যুর চেয়ে ঘৃণিত ক্ষুধার চেয়ে এবং নীলাভ হত্যার চেয়েও। তাদের অপরাধের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের বালা-মসীবত চাপিয়ে দেয়া হবে। যার ফলে তাদের অন্তর কুফরীতে লিপ্ত হবে, তার পর্দা ছিন্ন করে নেয় এবং তাদের আনন্দ ভুলুন্ঠিত হয়ে যাবে। খবরদার! তাদের অপরাধের ভিত্তিতে পেরেক ইত্যাদি উপড়ে ফেলা হবে, ধনুকের ফিঁতা ছিড়ে ফেলবে, তীরের পালকগুলো ভেঙ্গে ফেলা হবে। তার পশম ছিড়া হবে। শুনে রাখ! ধ্বংস কুরাইশের জন্য তাদের কুফরীর কারণে, কখনো কখনো তারা এমন কথা বলবে যদ্বারা দ্বীনকে কলুসিত করে ফেলবে। যার ফলে তাদের ভয় উঠিয়ে নেয়া হবে, যাদের উপর বিশাল পর্দা ভেঙ্গে পড়বে। তাদের সৈন্য বাহিনী বিদ্রোহ শুরু করবে। তখনই আত্মপ্রকাশ করবে, বিলাপ করে ক্রন্দনকারীনিগন তাদের কেউ কেউ ক্রন্দন করবে দুনিয়ার জন্য, কেউ ক্রন্দন করবে দ্বীনের জন্য, কেউ কাঁদবে সম্মানিত জীবন যাপন করার পর লাঞ্চিতা হওয়ার কারণে, কেউ কান্নাকাটি করবে তার সন্তানগন ক্ষুধার্ত থাকার কারণে, কেউ কাঁদবে তার পেটের সন্তানের জন্য, অনেকে কাঁদবে তার গোলামের অসম্মান হওয়ার কারণে, কেউ কাঁদবে তার লজ্জাস্থান হালাল মনে করার কারণে, কেউকেউ কান্নাকাটি করবে তার রক্তপাত করার কারণে, কেউ ক্রন্দন করবে সৈন্যবাহিনীর জন্য, আবার কেউ কাঁদবে কবরের প্রতি আগ্রহী হয়ে।
(৫৫৮) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সওবান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, আমার এবং বনু আব্বাছের মাঝে কি হয়েছে, তারা আমার উম্মতকে একত্রিত করে তাদেরকে হত্যা করবে এবং কালো পোশাক পরিধান করাবে। যার কারণে আল্লাহ

তাআলা তাদেরকে আগুনের পোশাক পরিধান করাবেন।
(৫৫৯) হযরত আবু আরদা আল-আশজাঈ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু উমাইয়া আল-কলবী রহঃ ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালিকের খেলাফতের সময় আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে এমন একজন শেখ হাদীস বয়ান করেছেন, যিনি জাহেলী যুগও প্রাপ্ত হয়েছেন, বয়সের কারণে যার উভয় চোখের ভ্রু খসে পড়েছে। এমন একজন শেখের কাছে যুগের অবস্থা সম্বন্ধে করলে তিনি আমাদেরকে বনু উমাইয়ার ব্যাপারে খবর দিয়েছেন। এমন কি মরওয়ান ইবনে হাকাম খলীফা হওয়ার কথাও বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, কিছুদিন পর জাযিরা দিক থেকে কালো ঝান্ডাবাহী একদল সৈন্যের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যারা তোমাদের উপর রক্ত বন্যা প্রবাহিত করবে। এক পর্যায়ে তারা দিনের তৃতীয় প্রহরে দিমাশ্কে প্রবেশ করবে। দিমাশ্কবাসীদের থেকে দয়া-মায়া উঠিয়ে নেয়া হবে। পরবর্তীতে সেই দয়ামায়া আবারো ফিরে আসবে। তাদের অস্ত্রসস্ত্র ভুলুন্ঠিত হয়ে যাবে, অতঃপর তারা সফর করতে থাকবে, এক পর্যায়ে তাদের সফর পশ্চিমে গিয়ে খতম হবে।
(৫৬০) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, মাশরেকী শামীদের ফেৎনার পর হবে, বড় বড় রাজা বাদশাহদের পতন এবং আরববাসীদের বিভিন্ন লঞ্চনার সম্মুখিন হওয়া। এক পর্যায়ে পশ্চিমাদের আগমন ঘটবে।
(৫৬১) হযরত মুহাম্মদ ইবেন আলী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, দুই দলের পক্ষ থেকে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে আমার উম্মতের ধ্বংস তরান্বীত হবে। একদল হবে বনু উমাইয়ার মাধ্যমে, আরেকদল হচ্ছে, বনু আব্বাছের পক্ষ থেকে। এরপর পথভ্রষ্টতার প্রতি আহ্বান করা হবে।
(৫৬২) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত বনু আব্বাছের পক্ষে পূর্বদিক থেকে কালো পতাকাবাহী সৈন্যবাহিনীর আত্মপ্রকাশ হবেনা।
(৫৬৩) পূর্বের হাদীসের মত।
(৫৬৪) হযরত ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পূর্বদিক থেকে কালো পতাকাবাহী বিশাল এক সৈন্যবাহিনীর আগমন ঘটবে, যাদের নেতৃত্বে থাকবে বিশাল উটের দেহের মত কিছু লোক। তারা খুবই বোধসম্পন্ন হলেও তারা হবে গ্রাম্য বংশের, তাদের নাম হবে উপনাম বিশিষ্ট। প্রথমে তারা দিমাশ্ক নামক শহরটি জয় করবে। এরপর তাদের অন্তর থেকে তিন প্রকারের দয়া মায়া তুলে নেয়া হবে।
(৫৬৫) হযরত আলী ইবনে আবু তালহা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, কালো ঝান্ডা ধারন করে বিশাল এক সৈন্যবাহিনী দিমাশ্কে প্রবেশ করবে। এবং ব্যাপকহারে গনহত্যা চালাবে। তাদের নিদর্শন হবে, বকশ, বকশ।
(৫৬৬) হযরত আবু জাফর রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন একশত উনত্রিশ বৎসর পূর্ণ হবে এবং বনু উমাইয়ার তলোয়ারসমূহ এখতেলাফের কারণে ব্যবহার হতে থাকবে এবং জাযিরার গাধাগুলো লাফিয়ে উঠবে। অতঃপর শামবাসীদের উপর বিজয়ী হলে একশত বিশ বৎসরের দিকে কালো ঝান্ডা বিশিষ্ট বাহিনীর আত্মাপ্রকাশ ঘটবে এবং আক্কাশের আগমনও হবে সেই জাতির সাথে। বড় লৌহখন্ডের ন্যায় তাদের অন্তরে কারো জায়গা থাকবেনা, তাদের

জ্ঞান-বুদ্ধি হবে কাধ পর্যন্ত, তাদের কারো মধ্যে দুশমনের প্রতি কোনো দয়ামায়া থাকবেনা। তাদের নাম হবে উপনাম বিশিষ্ট, মূল গোত্র হবে গ্রামের সাথে সম্পৃক্ত। অন্ধকার রাত্রির ন্যায় কালো কাপড় পরিহিত থাকবে, তাদেরকে বনু আব্বাছের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। মূলতঃ সেখানেই হবে তাদের রাজত্ব। সে যুগের প্রসিদ্ধ লোকজন তারা হত্যা করবে। এক পর্যায়ে তারা সবকিছু রেখে সমতল ভুমির দিকে পলায়ন করবে। এরপর তারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চালাতে থাকবে পিছনে ফিতা বিশিষ্ট তারকার আত্মপ্রকাশ কিংবা তাদের মাঝে এখতেলাফ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

(৫৬৭) আব্দুস সালাম ইবেন মাসলামা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু কুবাইল রহঃ কে বলতে শুনেছি, তিনি বনু উমাইয়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পরবর্তীতে বললেন, অতিসত্ত্বর তাদের পর কালো ঝান্ডা বিশিষ্ট লোকজন ক্ষমতাসীন হবে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় থাকারপর তাদের দুইজন গোলামের হাতে বায়আত গ্রহন করা হবে। তারা উভয়জন ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের মাঝে এখতেলাফ লেগেই থাকবে। একপর্যায়ে শামীদের পক্ষ থেকে তিন প্রকারের ঝান্ডাবাহীদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তাদের আবির্ভাব হওয়ার পরপর রাজত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবে। মিশরে যখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আমীরুল মুমিনীনের পক্ষথেকে কোনো সংবাদ পাঠ করা হবে, পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আ. রহমান আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে কোনো পায়গাম ঘোষণা হওয়া পর্যন্ত তাদের রাজত্ব আর বাকি থাকবে না। তিনি হবে পশ্চিমাদের ধারকবাহক নিকৃষ্টতম শাসক। তারা মিশর-শামসহ অনেক দেশকে বিরানভূমিতে পরিনত করবে। যখন শামদেশে তাদের রাজত্ব দৃঢ় হতে থাকবে তখনই কালো পতাকা এবং অন্য তিন পতাকাবাহী সৈন্যদল জমায়েত হবে। তেমনিভাবে পশ্চিমে অবস্থিত //লোকজন পশ্চিমাদের উপর শাসনক্ষমতা চালাবে। তারা সকলে শাম ও মিশরবাসীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনের জন্য জমায়েত হবে। এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে। উক্ত যুদ্ধে তিন ধরনের ঝান্ডাবাহীরা জয়লাভ করবে এবং বর্বরের রাজত্বের ইতিঘটবে, একপর্যায়ে তা া কালো ঝান্ডার অধিকারীদের সাথে তাদের ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং ক্ষমতা তাদেরও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

(৫৬৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তারকাছে এক লোকের আগমন ঘটে,তার নিকট হোজাইফা রাযিঃও বসা ছিলেন। তিনি বলেন, হে ইবনে আব্বাছ! আল্লাহ তাআলার বাণি ....(্আরবী হবে) পাঠ করার পর কিছুক্ষণ মাথা ঝুকিয়ে রাখে এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। অতঃপর সে আয়াত আরেকবার তিলাওয়াত করে নেয়। যার কারণে কেউ কোনো উত্তর দেয়নি। হযরত হোজাইফা রাযিঃ বলেন, আমি তোমাকে সংবাদ দিব, যদ্বারা জানতে পারব কি কারণে অপছন্দ করা হয়েছিল। উল্লিখিত আয়াত আহলে বাইতের একলোক সম্বন্ধে নাযিল হয়, যাকে আব্দুল ইলাহ এবং আব্দুল্লাহ বলা হয়। যে মাশরিকের নদীসমূহ থেকে একটি নদীর পার্শ্বে এসে অবস্থান গ্রহণ করে। যার উপর দুইটি শহর প্রতিষ্ঠা করা হয়, যদ্বারা এক নদী দুই খন্ড হয়ে যায়। যে শহরে প্রত্যেক জালেম শাসক একত্রিত হবে। বর্ণনাকারী আরতাত বলেন, যখন ফুরাত নদীর তীরে কোনো শহর প্রতিষ্ঠিত করা হবে, অতঃপর আমরা কাওয়াসিন ও কাওয়াসিলের সাথে কথা বলবো। এবং তোমরা তোমাদের দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, যেমন কোনো মহিলা তার লজ্জাস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমনকি লঞ্ছনা

থেকেও নিষেধ করতে পারবেনা। আর যখন ইরাক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া জমিনের পার্শ্বে দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করা হয় তখনই দুহ্ইামার ফেৎনা প্রকাশ পাবে।
(৫৭০) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,বনু আব্বাছের পক্ষে কালো ঝান্ডাবাহী সৈন্যের আত্মপ্রকাশ করে শাম দেশে ছাউনি ফেলবে এবং তাদের হাতে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক অত্যাচারী এবং শত্রুদেরকে হত্যা করাবেন। যাদেরকে পঁয়তাল্লিশ দিন পর্যন্ত আটকে রাখবে সেখানে সত্তর হাজারের বিশাল এক বাহিনী প্রবেশ করে। যাদের লক্ষণ হবে, আমিত, আমিত। এরপর ধীরে ধীরে যুদ্ধ বন্ধ হতে থাকে। তাদের রাজত্ব সাত কিংবা নয় বৎসর স্থায়ী থাকবে.এভাবে চলতে চলতে তিয়াত্তর বৎসর পর তাদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাবে।
(৫৬৯) বকর ইবনে আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম একদিন মরওয়ান ইবনে হাকামের ঘরের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, অতঃপর তিনি বললেন,উম্মতে মুহাম্মদিয়ার ধ্বংস মূলতঃ এই ঘর থেকে প্রকাশ পাবে। এভাবে চলতে থাকবে খোরাসানের পক্ষ থেকে কালো পতাকাবাহী সৈন্যবাহিনীর আত্ম প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত।
(৫৭১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আবুল আশআছ আল-লাইসী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু আব্বাছের সাহায্যে দুই ধরনের ঝান্ডা আত্মপ্রকাশ করবে,যার প্রথমটির শুরু সাহায্য সম্বলিত এবং দ্বিতীয় হলো, শাস্তি, তোমরা তাদেরকে কোনো অবস্থাতেই সাহায্য করবেনা, আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে সাহায্য করবেননা। দ্বিতীয়টির শুরু হবে শাস্তি এবং শেষ হচ্ছে, কুফরীর মাধ্যমে। সে হিসেবে তাদের কখনো সাহায্য করবেনা এবং আল্লাহ তাআলাও সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবেন।
(৫৭২) সাঈদ ইবনে যুরআ রহঃ বলেন, আমি নওফ বুকালীকে বলতে শুনেছি, তিনি তার ছাত্রদেরকে বলেন, এই বৎসর দিমাশ্কে প্রকাশ পাবে মুছে যাওয়া, একত্রিত হওয়া এবং জটলা পাকানো। তাদের খুন হওয়া লোকদেরকে দ্রুত গতিতে বের করে আনা হবে এবং তাদের নারীদের পেট ফেঁড়ে ফেলা হবে। এ মর্মে হযরত কা'ব রহঃ বলেন, অতিসত্ত্বর এধরনের মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পূর্বদিক থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। তাদের সাথে কালো পতাকা থাকবে, যাতে লেখা থাকবে তোমাদের অঙ্গীকার, তোমাদের বাইয়াত আমরা অবশ্যই পূর্ণ করবো, অতঃপর আমরা সেখানে অবস্থান গ্রহণ করব। এরপর তারা এসে হিম্স এবং উপকুলের পার্শ্বে একটি গীর্জার মধ্যবর্তী স্থানে ছাউনি ফেলবে। তাদের বিরুদ্ধে আরেক কাফেলা এগিয়ে যাবে এবং তাদেরকে সমূলে উৎখাত করবে। এরপর তারা দিমাশকের দিকে এগিয়ে যাবে এবং সেটাকেও পুরোপুরি জয় করবে। তাদের নিদর্শন হবে, 'আকবিল,আকবিল' অর্থাৎ বকশ বকশ। তাদের অন্তর থেকে দয়ামায়া উঠিয়ে নেয়া হবে। অবশ্যই এটা হবে দিনের তৃতীয় প্রহরে।
(৫৭৩) হযরত আলী ইবেন আবু তালের রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা কালো পতাকা বিশিষ্ট বাহিনী দেখতে পাবে তখন তোমরা মাটিকে আকড়ে ধরে থাকবে, হাত-পা নাড়া চড়া করা যাবেনা। একপর্যায়ে দুর্বল জাতিরা জয়লাভ করবে। লোহার ধাতব্য অংশের ন্যায় তাদের অন্তরে কোনো রেখাপাত হবেনা। তারাই হবে ক্ষমতাসীন। যারা কোনো ওয়াদা, অঙ্গীকার পূরন করবেনা। তারা মানুষকে হক্বের দিকে আহবান জানালেও তাদের মাঝে হক্বের লেশমাত্র থাকবেনা। তাদের নাম হবে উপনাম বিশিষ্ট, নিসবত হবে গ্রামের দিকে, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি

নারীদের জ্ঞান-বুদ্ধির ন্যায় দুর্বল হবে। এক সময় তারা পরস্পরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হবে। এরপর যাকে ইচ্ছা, আল্লাহ তাআলা তাকে বিজয়ী করবেন।
(৫৭৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, জাযিরার দিক থেকে জনৈক লোক আত্মপ্রকাশ করবে এবং মানুষদেরকে মারাত্মকভাবে পাড়াতে থাকবে ও রক্তপাত করবে। এরপর খোরাসান থেকে আরেকজন লোক বনু হাশেমের তার ভাইকে হত্যা করার পর আগমন করবে। যার নাম হবে আব্দুল্লাহ। সে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ক্ষমতাসীন থাকবে। সে মারা যাওয়ার পর তার পরিবারের দুই জনের মাঝে মারাত্মক মতবিরোধ দেখা দিবে। তাদের উভয়ের নাম হবে একধরনের। এদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলে খলীফার এক নিকটআত্মীয় জয়লাভ করবে। অতঃপর বনুল আসকাবের মাঝে আলামত দেখা দিবে এবং ফিঁতা বিশিষ্ট এক তারকা উদিত হবে। ফলে তাদের হাত থেকে রাজত্ব এমনভাবে চলে যাবে, কখনো তারা আর ক্ষমতাসীন হতে পারবেনা।
(৫৭৫) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহলে শামের সবচেয়ে নেককার লোক হচ্ছে, আহলে হিম্সের কালোঝান্ডা বিশিষ্ট বাহিনী, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে, দিমাশ্কবাসী।
(৫৭৬) হযরত হাফসা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা শুনতে পাবে,মাশরিকের দিকথেকে একটি কাফেলা এগিয়ে আসছে, যাদের অবস্থা দেখে লোকজন আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, তখনই কিয়ামতের সময় অনেক ঘনিয়ে আসবে।
(৫৭৭) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা তার অসুস্থতার কথা শুনে তাকে দেখতে এসেছি। তার সম্মুখে হযরত মুআবিয়া রাযিঃ এর কথা বললে, তিনি রাগান্বিত হয়ে কঠোর ভাষা ব্যবহার করলেন। অতঃপর আবু হুরায়রা রাযিঃ হোসাইন ইবনে আলী রাযিঃ কে বললেন, তিনি যেন তোমার উপর বড়ত্ব দেখাতে না পারে। কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ! যদি দুনিয়ার আয়ু মাত্র একদিন বাকি থাকে, আল্লাহ তাআলা সেই দিনকে দীর্ঘায়িত করে বনু হাশেমের জন্য খেলাফত কায়েম করাবেন।
(৫৭৮) হযরত রাশেদ ইবেন দাউদ সানআনী রহঃ তার সনদের সাথে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, বনু উমাইয়ার খেলাফত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর একজন রাখালের আত্মপ্রকাশ হবে। পৃথিবীর সকলে তার কাছে এসে জমায়েত হবে। তাদের কারণে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে আবার দিবেন।
(৫৭৯) সাঈদ ইবনে মুরছিদ আবুল আলিয়া রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আমি শুরাহবীল ইবনে যি হেমাযাহর সাথে ইবনুল আ'সালের বাড়ির পার্শ্বে বসা ছিলাম, হঠাৎ খুবই বয়স্ক এক শেখ লাঠির উপর ভর করে আগমন করেন, যার চোখের উপরের অংশ চোখের উপর এসে পড়েছে। উক্ত শেখকে আহবান জানালে তিনি এসে বসলেন। তাকে বলা হলো আপনার কতটুকু স্মরণ হয়? জবাবে তিনি বলেন, কতক অশ্বরোহীকে আমি বিক্ষিপ্তভাবে বসে থাকতে দেখছি। তারা পরস্পর বলছে যে, অতি সত্ত্বর এ ভূখন্ডে মুসলমানরা জয়লাভ করবে। তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা জলভাগ এবং স্থলভাগের ধনভান্ডার উম্মোচন করে দিবেন। তাদের লম্বা চুল, দীর্ঘ বল্লম এবং দামী পোশাক দ্বারা সকলের পরিচয় লাভ করা যাবে। তাদের সর্বশেষ বাদশাহকে স্বজনপ্রীতির কারণে হত্যা করা হবে। তাদের দস্তর খানায় টাকা পয়সা এবং বিভিন্ন

প্রকারের খাবার রাখা হলেও সেগুলো দ্বারা তারা তৃপ্ত হতে পারবেনা।
(৫৮০) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পূর্বদিক থেকে জনৈক লোক আত্মপ্রকাশ করে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর পরিবারের প্রতি আহবান জানাবে। অথচ সে আত্মীয়তার দিক দিয়ে অনেক দূরের হবে। ঐ সময় কালো ঝান্ডার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে। তারা প্রাথমিক অবস্থায় সাহায্যপ্রাপ্ত হলেও পরবর্তীতে কুফরীর দিকে ধাবিত হবে। আরবের নি¤œ শ্রেণীর লোকজন, অনারব, পলায়নকৃত গোলাম এবং বাহিরের আশ্রয় নেয়া লোকজন তার অনুসরন করবে। তাদের আলামত হচ্ছে কালো, দ্বীন হচ্ছে, শিরক করা এবং তাদের অধিকাংশ হবে খৎনা বিহীন। এরপর হুজায়ফা রাযিঃ ইবনে ওমর রাযিঃ কে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! উক্ত ফেৎনা কিন্তু তোমাকে গ্রাস করবেনা। জবাবে আব্দুল্লাহ বললেন, তবে আমি আমার পরবর্তীদের জন্য সেগুলো বর্ণনা করে যাব। তিনি বলেন, তারা সবকিছু ধ্বংস করে দিবে, দ্বীনকে হলক করবে অর্থাৎ, ধ্বংস করবে। যাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অর্জিনিয়াল আরব, নেককার অনারব, সম্পদশালী, কোকাহায়ে //কেরাম সকলে ধ্বংস হয়ে পড়বে। ধীরে ধীরে সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।
(৫৮১) হযরত হাসান ইব্নে মুহাম্মদ ইবনে আলী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু উমাইয়া উচ্চ শিখরে উন্নীত হতে থাকবে। এক পর্যায়ে পূর্ব দিকে থেকে কালো ঝান্ডার অধিকারী বাহিনী আত্মপ্রকাশ করবে। এবং তাদেরকে গনহারে হত্যা করে রাজত্ব ছিনিয়ে নিবে।
(৫৮২) হযরত হাসান এবং মুহাম্মদ ইবনে সীরিন রহঃ থেকে বর্ণিত, তারা উভয়জন বলেন, খোরাসানের দিক থেকে কালো ঝান্ডার অধিকারী বিশাল বাহিনী আগমন করবে। এবং বিজয়ী হতে থাকবে। এভাবে চলতে চলতে খোরাসানে গিয়ে আবারো তাদের রাজত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।
(৫৮৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে জারীন রহঃ হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তাদের ধ্বংস হবে মূলতঃ যেখান থেকে তাদের আবির্ভাব হয়েছিল।
(৫৮৪) হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, খোরাসান থেকে কালো ঝান্ডার অধিকারী বিশাল বাহিনীর আগমন ঘটবে। কেউ তাদের মোকাবেলা করতে পারবেনা। তাদের রাজত্ব বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত হবে।
(৫৮৫) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে দিন বেশী দূরে নয় ইরাকবাসীকে চামড়া ঘষার ন্যায় ঘষে ফেলা হবে, শাম দেশকে এমন কষ্টে ফেলা হবে যেমন চুল উপরানোর সময় কষ্ট হয়। মিশরবাসীদের এমনভাবে ফুলানো হবে যেমন, টোসা ইত্যাদি ফুলে যায়। আর তখনই খোদা প্রদত্ব সিদ্ধান্ত এসে পৌঁছবে।

১৩। আব্বাসীয় খেলাফত পতনের প্রথম আলামত

(৫৮৬) হযরত আরতাত রহঃ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্বাসী খেলাফত ধ্বংস তখনই হবে যখন তাদের পরস্পরের মধ্যে এখতেলাফ দেখা দিবে। সে হিসেবে তাদের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, পরস্পরের সাথে এখতেলাফে লিপ্ত হওয়া।

(৫৮৭) হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আব্বাসীয় খেলাফতের পতন না হওয়া পর্যন্ত লোকজন খুবই আনন্দময় জীবন-যাপন করবে। আর যখন তাদের রাজত্ব খতম হয়ে যাবে তখন থেকে বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা-ফাসাদ আসতে থাকবে এবং সেটা মাহদীর আগমন পর্যন্ত চলতে থাকবে।

(৫৮৮) আবু উমাইয়া আল-কালবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে এমন একজন শেখ হাদীস বয়ান করেছেন যিনি জাহেলী যুগও প্রাপ্ত হয়েছেন এবং বয়সের কারণে তার ভ্রুযুগল চোখের উপর এসে পড়েছে। তিনি এরশাদ করেন, কালো ঝান্ডাবাহী লোকজন প্রচন্ড রণশক্তির অধিকারী হবেন, এভাবে চলার এক পর্যায়ে তারা পরস্পরের সাথে এখতিলাফে লিপ্ত হয়ে যাবে।

(৫৮৯) আব্দুস সালাম ইব্নে মাসলাম রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু কুবাইলকে বলতে শুনেছি, তাদের ক্ষমতা খুব ভালোভাবে চলতে থাকবে। একসময় তাদের বংশের দুই জন ছোট্ট বালকের জন্য বাইয়াত করানো তাদের মধ্যে এখতেলাফ চলতে থাকবে এবং সেটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এক পর্যায়ে শাম দেশে তিন ধরনের ঝান্ডার আত্মপ্রকাশ হবে। এটা প্রকাশ হওয়ার পরপরই আব্বাছী খেলাফতের পতন হতে থাকবে।

(৫৯০) হযরত খালেদ ইব্নে আবু ইমরান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী রাযিঃ এরশাদ করেছেন, অতিসত্ত্বর এমন কতক ইমাম তোমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবে যারা খুবই ঘৃণীত হবে। যখন তারা তিনটি ঝান্ডার অধীনে বিভক্ত হয়ে পড়বে তখন জেনে রাখ, তাদের পতন অনিবার্য।

(৫৯১) হযরত আবু উমাইয়া আল-কলবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগ প্রাপ্ত হয়েছে এমন একজন শেখ আমাদেরকে বর্ণনা করেন, যার বয়সের ভারে চোখের উপরের অংশ দুই চোখের উপর এসে পড়েছে। তিনি বলেন, কালো ঝান্ডা বাহীরা প্রজাদের উপর কঠোরতা প্রদর্শন করবে। এক পর্যায়ে তারা পরস্পরের সাথে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়বে এবং একে অন্যের বিরোধীতা করতে থাকবে। যার কারণে তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল নিজেদেরকে বনু ফাতেমা দাবী করবে, আরেক দল বনু আব্বাছ দাবি করবে। তবে আরেকদল নিজেদের দাবি করবে। বর্ণনাকারী বলেন, নিজেদের বলতে কি বুঝায়? জবাবে তিনি বলেন, আমি জানিনা, আমি এমনই শুনেছি।

(৫৯২) হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খোরাসানের দিক থেকে যে কালো ঝান্ডাগুলো প্রকাশ পাবে, তারা রাজত্ব চালাতে থাকবে, যার শুরুতে থাকবে সাহায্য। এক পর্যায়ে তারা নিজেদের মধ্যে এখতেলাফে জড়িয়ে যাবে। তাদের মতবিরোধ দেখে শাম থেকে তিন প্রকার ঝান্ডাবাহীদের আবির্ভাব ঘটবে।

(৫৯৩) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আব্বাসী খলীফাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখাদিবে তখন সেটাই হবে তাদের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রথম ধাপ।

(৫৯৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বনু আব্বাছের সপ্তম পুরুষ লোকজনকে কুফরীর প্রতি আহবান জানাবে তবে তারা কেউ তার আহবানে সাড়া দিবেনা। অতঃপর তাকে তার পরিবারের পক্ষ থেকে একজন বলবে, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের ধর্ম থেকে বের করে নিয়ে আসতে চাও? সে জবাবে

বলবে, আমি তোমাদেরকে হযরত আবু বকর রাযিঃ ও হযরত ওমর রাযিঃ এর আদর্শে আদর্শবান করতে চাই। তার আহবানে সাড়া দিতে সকলে অস্বীকার করে। শুধু তাই নয় তার পরিবার বনুহাশেমের ইনসাফগার একজন লোক তাকে হত্যা করে ফেলে। যখন তার উপর হামলা করে তখন তাদের মাঝে মারাত্মক এখতেলাফ সৃষ্টি হবে। সে এখতেলাফ সুফিয়ানীর আর্বিভাব হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে।

(৫৯৫) হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিঃ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, কালো ঝান্ডাবাহী লোকজনের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে ইরম নামক এলাকায় একটি গ্রাম ধসে পড়বে, যে গ্রামকে মূলতঃ খোরাস্তা বলা হয়। আর তখনই শাম থেকে তিন প্রকার ঝান্ডার অধিকারী লোকজনের আগমন হবে।

(৫৯৬) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, বনু আব্বাছের দুইজন লোক যখন তাদের অধীনস্থতা ত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে এখতেলাফের সূত্রপাত করবে, তখন ধীরে ধীরে উক্ত এখতেলাফ ব্যাপক আকার ধারন করবে এবং তাদের পতনের কারণ হবে। দ্বিতীয় এখতেলাফের সময় সুফিয়ানীর আগমন ঘটবে।

(৫৯৭) হযরত আবুল জিলদ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, জনৈক বনু হাশেম এবং তার ছেলে দীর্ঘ বাহাত্তর বৎসর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করবে।

(৫৯৮) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, নয় মাস কম এক হাজার বৎসর পর্যন্ত বনু আব্বাছগন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকবে। এরপর তাদের জন্য ধ্বংস অপেক্ষা করছে, উক্ত ধ্বংসের পর আরো অনেক অনেক ধ্বংস উপস্থিত রয়েছে।

(৫৯৯) মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ রহঃ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, বনু আব্বাছগন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত খুব ভালোভাবে চলবে। এরপর তার নিজেদের মধ্যে এখতেলাফে জড়িত হয়ে যাবে। তখন তারা পলায়ন করার জন্য বিচ্ছুর গর্ত খোঁজে পাওয়া গেলে সেটার ভিতরেও ঢুকে পড়বে। কেননা মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিনের জন্য অনিষ্টতাÑঅকল্যাণ চলতে থাকবে। এক সময় রাজত্বও তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। এভাবে চলার পর মাহদীর আগমন ঘটবে।

(৬০০) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, যখন আমার আহলে বাইতের পঞ্চম পুরুষ মারা যাবে তখন মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, এভাবে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত চলবে, যা মাহদীর আগমন পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার কাছে শরীক থেকে সংবাদ পৌছে যে, তিনি বলেছেন, তিনি হচ্ছেন, ইবনুল আফার, অর্থাৎ হারুন। সেই ছিল পঞ্চম পুরুষ। আর আমরা বলব, সে হচ্ছে, সপ্তম পুরুষ।

(৬০১) হযরত আবু হাস্সান ইব্নে নওবা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু আব্বাছের তিন জন রাষ্ট্র ক্ষমতার মালিক হওয়া অতি আবশ্যক। যাদের প্রথমজনের নাম হচ্ছে, আইন।

(৬০২) আবু ওয়াহাব আল-কুলাঈ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আব্বাসী বংশের মধ্যে খেলাফতের দায়িত্ব ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে, যতক্ষণ না পশ্চিমারা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করবে।

(৬০৩) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খারাস্তা নামক কোনো এলাকা যখন ধসে

যাবে এবং আব্বাছের দুইজন খলীফাকে উৎখাত করা হবে আর আব্বাসীয় বংশের লোকজনের মাঝে ব্যাপকভাবে মতানৈক্য দেখা দিবে। একপর্যায়ে বারোটি বড় এবং বারোটি ছোট পতাকা উত্তোলন করা হবে তখন তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ফেৎনা জয়লাভ করতে থাকবে। ধীরে ধীরে রাজত্ব তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং শামের বিরুদ্ধে বর্বর জাতির আবির্ভাব ঘটবে।
(৬০৪) হযরত ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাদের রাজত্বের পতন হবে মূলতঃ তাদের নিজেদের এখতেলাফ এবং মতানৈক্যের কারণে।
(৬০৫) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, বনু আব্বাছের হাত থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে শেষ আলামত হচ্ছে, তিনজন বাদশাহ যারা ধারাবাহিক ভাবে ক্ষমতাসীন হবে, তাদের প্রত্যেকের নাম হবে একেক নবীর নামের মত। এদের পর আর আব্বাসীয় খেলাফত অবশিষ্ট থাকবেনা। এদের হাতে খেলাফতে আব্বাছিয়া চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বহাল থাকবে। যখন তুমি তাদের মাঝে এখতেলাফ দেখবে এবং বনু হাশেম একতাবদ্ধ হতে থাকবে। তারা উভয় নদীর কিনারায় জমায়েত হবে। বনু আব্বাছের এক লোকের হাতে পশ্চিমের কিছু এলাকা অবিশিষ্ট থাকবে। কালো ঝান্ডবাহীদের আগমন শামের পক্ষ থেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি, তাদেরকে দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা। এসব হচ্ছে, আব্বাছীয় খেলাফত পতনের বিভিন্ন নিদর্শন।
(৬০৬) হযরত শফি আল-আসবাহী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু আব্বাছ থেকে এমন পাঁচ জন খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহন করবে, যাদের প্রত্যেকে হবে ভীষণ অত্যাচারী। তাদের কারণে জমিনে অবস্থান করা দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। পঞ্চম খলীফা এভাবে মারা যাবে, জনৈক সিংহ তূল্য লোক তার উপর লাফিয়ে পড়বে, তাকে দাঁত দ্বারা চিবিয়ে মারবে। তার হাতে আসমান জমিন ধ্বংস হয়ে যাবে। যাদেরকে হত্যা করা হবে তাদের চিৎকারÑশোরগোল আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌছবে। এভাবে সে মাত্র দুই-তিন দিন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারবে। এরপর তার ভাইয়ের থেকে একজন দায়িত্বভার গ্রহন করবে। এরপর আরেকজন গ্রহন করবে আসমান থেকে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, ‘জমী আল্লাহর জন্য এবং সকলে আল্লাহর বান্দা। সে হিসেবে আল্লাহর মালকে সকলের মাঝে বরাবর বন্টন করতে হবে। সেই বাদশাহ দীর্ঘ দশ বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করবে।

১৪। আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংসের কারণ ও তুর্কীদের আত্মপ্রকাশ প্রসঙ্গে

(৬০৭) ওলীদ ইবনে মুসলিম বয়ান করতে গিয়ে বলেন, আমাদেরকে কুস্তনতুনিয়ার দিকে প্রেরিত ওলীদ ইবনে ইয়াযিদের প্রতিনিধির কাছ থেকে যে শুনেছেন সে বর্ণনা করেন, তিনি ওলীদ ইবনে ইয়াযিদকে বলতে শুনেছেন। তোমাদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ চলতে থাকবে এবং সেটা কালো পতাকাবাহীর আগমন পর্যন্ত স্থায়ী হবে। অতঃপর তোমাদের বিরুদ্ধে তুর্কিদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তোমাদের সাথে তাদের যুদ্ধ হলে তারা প্রতিপক্ষকে হত্যা করবে। এভাবে চলতে চলতে

তোমাদের বাহনের চাদর শুকানোর পূর্বে পশ্চিমাদের আগমন ঘটবে।
(৬০৮) ওলীদ ইবনে মুসলিম রহঃ বয়ান করেন, তিনি বলেন, আমাকে এমন এক গোত্র বর্ণনা করেছেন, যারা আরমীনিয়া // থেকে আগমন করে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। এক পর্যায়ে ইতাদের সাথে আবু মুসলিমের স্বাক্ষাৎ হয়। তারা বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে আলীকে অপছন্দ করে, ফলে আমরা বয়কট করতে চায়। জবাবে তিনি বলেন, তোমরা   ঠিককরেছো। কালো ঝান্ডাবাহীদের বিজয় হতেই থাকবে তাদের অধীনস্থদের উপর। তাদের এই অভিযান তুর্কি সম্প্রদায় আরমেনিয়ার দোরগোড়াই উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত থাকবে। ওলীদ ইবনে মুসলিম বলেন, তাদের পরস্পর মত বিরোধ ও এখতেলাফের মাধ্যমে রাজত্বের পতন হওয়ার প্রথম লক্ষণ।
(৬০৯) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেন আমি এখন তুর্কিদের তূণীরের আওয়াজ শুনছি। সেটা আল আগিল্লা ও বারিক এর মধ্যবর্তী স্থলে ।
(৬১০) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুআবিয়া ইবেন আবু সুফিয়ান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে, যারা পর্বতে শীর্ষে ঘোড়া হাঁকায় তারা অতিসত্ত্বর শাম এবং জমিরায় গিয়ে পৌঁছবে।
(৬১১) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন দামেশেক কোনো একটি গ্রাম ধসে পড়বে, এবং তার মসজিদের পূর্ব সাইডের একটি অংশ ভেঙ্গেঁ যাবে। তখনই তুর্কি এবং রোমানরা একত্রিত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং শাম দেশে তিনটি পতাকা উত্তোলন করা হবে, অতঃপর সুফিয়ানীর সাথে তাদের যুদ্ধ হবে। এক পর্যায়ে তারা কারকীসিয়্যাহ এসে পৌঁছবে। ইসমত বলেন, আমাকে আবু হুকাইমা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার এক বোন আত্মপ্রকাশ করেছে এবং আমি শাম দেশে অবস্থান করছিলাম, অতঃপর বলা হলো, যারা পর্বতের শীর্ষে ঘোড়া হাঁকায়, অতি সত্ত্বর তারা শাম এবং জামিরার টীলার উপর অবস্থান করবে। তাদের মহিলাদেরকে বন্দি করা হবে। এমনকি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর পায়ের নুপুর দেখতে পেলেও তার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবেনা।
(৬১২) হযরত কা'ব রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুর্কিবাহিনী জাযিরায় এসে ছাউনি ফেলবে। এক পর্যায়ে তাদের ঘোড়াকে ফুরাত নদী থেকে পানি পান করাবে, তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা মহামারী প্রেরণ করবে, যার কারণে অনেকে মারা যাবে। উক্ত মহামারী থেকে মাত্র একজন লোক মুক্তি পাবে। ইবনু আইয়াশ রহঃ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবেন দীনার সংবাদ দিয়েছেন, কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারা এসে আ'মাদ নামক এলাকায় অবস্থান করবে এবং দাজলা ও ফুরাত নদী থেকে পানি পান করবে। তারা জাযিরা দখল করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। তখন মুসলমানরা উক্ত জাযিরায় অবস্থান করবে। তারা তাদের সাথে কোনো অবস্থাতেই পেরে উঠবেনা। তাদের উপর আল্লাহ তাআলা বরফ বর্ষণ করবেন। বরফের সাথে ছিল, ঠান্ডা বাতাস, আওয়াজ ও তুষারাপাত। যার কারণে তারা ঠান্ডায় নির্বাক হয়ে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করবে। তারা সহসা বলে উঠবে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং তাদের সাস্তির জন্য শত্রুই যথেষ্ট হবে। তাদের একজনও জীবিত থাকবেনা, এমনকি সর্বশেষ লোকটিও মারা যাবে।
(৬১৩) হযরত মাকহুল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, তুর্কিরা মোট দুইবার আত্মপ্রকাশ করবে, একবার বিশাল বাহিনী সহকারে

আসবে, দ্বিতীয়বার ফুরাত নদীর তীরে তাদের ঘোড়াকে বেধেঁ রাখবে। এরপর তুর্কিদের আর আবির্ভাব ঘটবেনা।
(৬১৪) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী এবং তুর্কিদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে, এরপর খলীফা মাহদীর হাতে তাদের মূলৎপাটন হবে। তিনিই হবেন মুদা নামক স্থানে প্রথম পতাকা স্থাপনকারী, যাকে তুর্কিদের দিকে প্রেরণ করা হবে।
(৬১৫) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে একটি মাত্র যুদ্ধ বাকি রয়েছে, আর সেটা হচ্ছে, জাযিরার অধিবাসিদের সাথে তুর্কিদের যুদ্ধ।
(৬১৬) হযরত মাকহুল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, তুর্কিরা মোট দুইবার আক্রমণ করবে, একবার আযারবায়জান নামক এলাকা বিরান ভূমিতে পরিনত করবে, দ্বিতীয়বার ফুরাত নদীর দুইকুলে আক্রমণ করবে। হযরত আব্দুর রহমান ইবেন ইয়াযিদ তার হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা তাদের ঘোড়াসমূহের মধ্যে মৃত্যু চাপিয়ে দিবেন। যার কারনে তারা চলে যেতে বাধ্য হবে। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে এমন ব্যাপক গনহত্যা চলবে, কোনো তুর্কিই আর অবশিষ্ট থাকবেনা।
(৬১৭) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুন ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যদি তোমরা প্রথমে কোনো তুর্কিকে জাযিরাতুল আরবে দেখতে পাও তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের হাতে পরাজিত না হবে, কিংবা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে শাহাদাত নসীব করবেন কেননা, তারা হারাম শরীফকে অপবিত্র করবে, সেটাই হবে পশ্চিমাদের আত্মপ্রকাশ এবং তাদের রাজত্বের পতন হওয়ার লক্ষণ।
(৬১৮) হযরত মাকহুল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, তুর্কিরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, একদল প্রকাশ হবে জাযিরা এলাকায়, যারা সুন্দুরী নারীদেরকে বেঁধে রাখবে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বিজয়ী করবেন, ফলে তাদেরকে গন হারে হত্যা করা হবে।
(৬১৯) হযরত আম্মার ইবেন ইয়াযির রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের নবীর পরিবারের জন্য কিছু নিদর্শন রয়েছে, সুতরাং তোমরা তোমাদের ভূখন্ডকে আকড়ে ধরবে। এক পর্যায়ে জনৈক তুর্কির আত্মপ্রকাশ হবে এক দুর্বল ব্যক্তির শপথের কারণে। অতঃপর দুই বৎসর পর তার বাইয়াত রহিত করে দেয়া হবে এবং তুর্কিরা রোমানদের বিপক্ষে শপথ পাঠ করাবে। ইতোমধ্যে দামেশেকর মসজিদের পশ্চিম অংশ ধসে যাবে এবং শাম দেশে তিন ধরনের লোকের আবির্ভাব ঘটবে। যেখান থেকে তাদের রাজত্ব শুরু হয়েছে সেখানে গিয়ে ঠেকবে। তুর্কিদের আত্মপ্রকাশ জাযিরা থেকে হলেও রোমানরা কিন্তু ফিলিস্তিন থেকে ক্ষমতা লাভ করবে। জনৈক আব্দুল্লাহ আরেক আব্দুল্লাহকে ধাওয়া করবে এবং কারকীসিয়া নামক স্থানে তার সৈন্যবাহিনীর সাথে মোকাবেলা করবে।
(৬২০) প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন তুর্কি এবং খারয বাহিনী জাযিরা ও আজারবায়যান নামক এলাকায় আত্মপ্রকাশ করবে, আর রোমানরা আমাক এবং তার আশেপাশের এলাকায় ক্ষমতা প্রদর্শন করবে তখন আহলে

কানসারীনের কায়স বংশের এক লোককে জনৈক রোমী হত্যা করবে। ঐ সময় সুফিয়ানী ইরাকে অবস্থান করতঃ পূর্বদিক থেকে আগত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। প্রতিটি প্রান্ত তখন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত থাকবে। এভাবে যুদ্ধ যখন দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত চলবে এবং কোথাও থেকে সাহায্যও আসবেনা তখন রোমানরা এমর্মে সন্ধি করার প্রস্তাব পাঠাবে যে, উভয় দলের কেউ কাউকে কিছুই দিবেনা।
(৬২১) হযরত আবু জাফর রহঃ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, সুফিয়ানী যখন আবকা' ও মানসুর ইয়ামানীর উপর জয়লাভ করবে। অন্যদিকে তুর্কি ও রোমানবাহিনী এগিয়ে আসবে তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও সুফিয়ানী জয়ী হবে।

১৫। আব্বাসীয় শাসনামল পতনের ক্ষেত্রে আসমানী নিদর্শনের বর্ণনা

(৬২২) হযরক কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু আব্বাসের রাজত্ব পতন হওয়ার অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে, আসমানের বুকে এক প্রকার লাল বর্ণের আত্মপ্রকাশ করা এবং সেটা রমাযানের দশ তারিখ থেকে পনের তারিখ পর্যন্ত স্থায়ী হবে। আরেক ধরনের জীর্ণতা দেখা দিবে যা বিশ রমাযান প্রকাশিত হয়ে চব্বিশ রমাযান পর্যন্ত থাকবে। একটি তারকা উদিত হবে যেটা পূর্নিমার রাত্রির মত উজ্জ্বল হয়ে হঠাৎ বাঁকা হয়ে যাবে। হাদীস বর্ণনাকার ওলীদ বলেন, আমার নিকট হযরত কা'ব থেকে সংবাদ এসেছে, তিনি বলেন, পূর্বদিকের এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, পশ্চিমে জীর্ণতা প্রকাশ পাবে, আসমানে লালিমা দৃশ্যায়ন হবে এবং কেবলার দিকে ব্যাপকহারে মানুষ মারা যাবে।
(৬২৩) হযরত আবু জাফর রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন বনু আব্বাছে রাজত্বের বিস্তৃতি খোরাছান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে তখন পশ্চিমাকাশে আলোকিত একটি শিং জাতীয় বস্তু প্রকাশ পাবে। এভাবে আলামত পাওয়া যাওয়া নূহ আঃ এর কওমে পানিতে ডুবিয়ে মারার আগেও পাওয়া গিয়েছিল। তেমনিভাবে হযরত ইবরাহীম আঃ কে নমরূদ কর্তৃক আগুনে নিক্ষেপ করার আগেও প্রকাশ পেয়েছিল। যখন আল্লাহ তাআলা ফেরআউনকে তার দলবলসহ ধ্বংস করেছিলেন তখনও সেটা উদিত হয়েছিল, হুবহু সেটা দেখা গিয়েছিল যখন ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আঃ কে শহীদ করা হয়েছিল। সুতরাং তোমরা সেই তারাটি দেখতে পেলে যাবতীয় ফেৎনার অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ তাআলার দরবারে পানাহ চাও। সেই তারকাটি উদিত হয়েছিল, চন্দ্র-সূর্য গ্রহন নেয়ার পর। তারপর আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি,এক পর্যায়ে মিশরে আরকা'বাহিনীর আবির্ভাব হয়ে যায়।
(৬২৪) হযরত ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, সুফিয়ানীর আগমনের পরপর আসমানে বিভিন্ন ধরনের আলামত দেখতে পাবে।
(৬২৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ হতে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, সফর মাসে নির্দশন প্রকাশ পাওয়ার পর আসমানে একাধিক লেজ বিশিষ্ট তারকা উদিত হবে।
(৬২৬) হযরত মাকহুল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন,

আসমানে একটি লক্ষণ প্রকাশ পাবে, দুই রাত্র অতিবাহিত হওয়ার পর, শাওয়াল মাসে গুরুত্বপূর্ন বিষয় প্রকাশ পাবে, জিলক্বদ মাসে ব্যাপক আচরন দেখা দিবে। জিলহজ্ব মাসে আবির্ভাব ঘটবে বিভিন্ন বালা-মসিবতের। মুহাররমে কি হবে তা বলাই যায়না। বর্ণনাকারী আব্দুল ওয়াহাব ইবেন বুখত বলেন, আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, রমাযান মাসে আসমানে একটি আলামত প্রকাশ পাবে যা হবে উজ্জল একটি পিলারের ন্যায়। শাওয়াল মাসে বিভিন্ন বালা-মসিবত দেখা দিবে, জিলক্বদ মাসে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং জিলহজ্ব মাসে হারাম শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানাকারীদেরর ছিনতাই করা হবে। আর মুহাররম মাসের কথা তো কিই বা বলব।

(৬২৭) হযরত আব্দুল গাফফার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি সুফিয়ান আল-কালব্বী থেকে বর্ণনা করেন, এরশাদ হচ্ছে, সপ্তম মাসে বিভিন্ন বালা-মসীবত দেখা দিবে, অষ্টম মাসে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং নবম মাসে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ আসবে।

(৬২৮) হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, রমাযান মাসে একটি আলামত প্রকাশিত হবে। এরপর শাওয়াল মাসে এক দলের আত্মপ্রকাশ হবে। অতঃপর জিলক্বদ মাসে ব্যাপক বালা-মসিবত দেখা দিবে, জিলহজ্ব মাস আসলে হাজীদের রসদপত্র ছিনতাই করে নেয়া হবে। মুর্হারম মাসে সকলের সম্মানের উপর চরম আঘাত করা হবে, অতঃপর সফর মাসে বিকট এক আওয়াজ শুনা যাবে, এরপর রাবিউল আওয়াল ও রবিউস্সানী মাসদ্বয়ে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ হবে। রজব এবং জুমাদাল উলা ও জুমাদিউল উখ্রা মাসে অতি আশ্চর্য বিষয় আত্মপ্রকাশ করবে। এরপর তিনি বলেন, হাওদা বোঝাই উট বিনোদন সামগ্রী বোঝাই লক্ষ উটের চেয়ে উত্তম। আবু আব্দুল্লাহ নুআঈম রহঃ বলেন, আমি জানিনা, তবে শুনেছি মাসলামা ইবেন আলীর কাছ থেকে ইনশাআল্লাহ! তার এবং কাতাদাহ এর মাঝে মাত্র একজন লোক রয়েছে।

(৬২৯) হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানদের কাছে এমন এক যুগ আসবে যখন রমাযান মাসে বিকট আওয়াজ শুনা যাবে, শাওয়াল মাসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আবির্ভাব হবে, জিলকদ্ব মাসে এক গোত্রের লোকজন অন্য গোত্রের উপর হামলে পড়বে। জিলহজ্ব মাসে হাজী সাহেবদের যাবতীয় রসদপত্র ছিনিয়ে নেয়া হবে। মুহাররম মাস সম্বন্ধে কি বলব; মুহাররম মাস, যেটা সম্বন্ধে কিই বা বলার আছে।

(৬৩০) হযরত শহর ইবেন হাওশব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কাছে সংবাদ পৌছেছে, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, রমাযান মাসে বিকট আওয়াজ প্রকাশ পাবে, শাওয়াল মাসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখা যাবে। জিলকদ মাসে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে যুদ্ধ হবে। জিলহজ্ব মাসে হাজীদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হবে। মহররম মাসে আসমানে এক ঘোষক ঘোষণা করবে,শুনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার অকৃত্রিম বন্ধু হচ্ছে এমন লোক যার পিছনে অমুক ব্যক্তি রয়েছে। সুতরাং তোমরা তার কথা শুনো এবং অণগত কর।

(৬৩১) আমর ইবনে শুআইব, স্বীয় পিতা এবং দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, রমাযান মাসে বিকট আওয়াজ শুনা যাবে, শাওয়াল মাসে যোদ্ধাদের হুংকার চলবে, জিলক্বদ মাসে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে যুদ্ধ বাঁধবে। সেই বৎসরই হাজীদের রসদপত্র ছিনতাই

করা হবে, এবং মিনার ময়দানে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। যার মধ্যে ব্যাপক গন হত্যা ও রক্তপাত হবে। সে অবস্থায় তারা আকাবাতুল জামাবায় থাকবে।
(৬৩২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সকলে একসাথে হজ্ব করবে, অন্য এক ইমামের উপর সকলে পরিচিত হবে। তারা এমন অবস্থায় থাকাকালীন তারা যখন মিনায় পৌঁছবে হঠাৎ তাদেরকে কুকুরের ন্যায় আটক করা হবে। ফলে একগোত্র অন্য আরেক গোত্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে গিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে। যার কারণে গোটা আকাবা রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে।
(৬৩৩) হযরত খালেদ ইবেন মা'দান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর পূর্বদিক থেকে আগুনের তৈরি পিলারের ন্যায় এক নিদর্শন প্রকাশ পাবে। যেটা জমিনের সকলে দেখবে। তোমাদের কেউ এমন যুগ প্রাপ্ত হলে, সে যেন তার পরিবারের জন্য এক বৎসরের খোরাকী প্রস্তুত রাখে।
(৬৩৪) হযরত কাসির ইবেন মুররা আল হাজরনী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমাযান মাসে আসমানে বিভিন্ন আলামত প্রকাশ পেতে থাকলে মানুষের মাঝে ব্যাপক এখতেলাফ দেখা দিবে । তুমি এমন অবস্থা প্রাপ্ত হলে তোমার সাধ্যানুযায়ী খাবারের মজুদ করে রাখ।
(৬৩৫) হযরত ইবেন শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দ্বিতীয় সুফিয়ানীর রাজত্ব এবং তার আবির্ভাবের মধ্যে এমন কতক আলামত রয়েছে, যা তুমি আকাশে দেখতে পাবে।
(৬৩৬) হযরত কাসীর ইবেন র্মুরা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, সত্তর বৎসর থেকে আমি রমাযান মাসে আত্মপ্রকাশকারী নিদর্শনের অপেক্ষায় আছি।
(৬৩৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, যখন রমযান মাসের বিকট আওয়াজ প্রকাশিত হবে,শাওয়াল মাসে, যুদ্ধের ঝংকার শুনবে, জিলকদ মাসে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিবে, জিলহজ্ব মাসে রক্তপাত হবে। মুহাররম মাসে, মুহাররম কি? সে মাসে বিভিন্ন ধরনের মারামারি, হানাহানি, ঝগড়া-ফাসাদ চলতে থাকবে। একথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যায়হাহ্ কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, এটা অর্ধরমাযান মাসের জুমার রাত্রে প্রকাশ পাবে। যার কারণে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা জাগ্রত হয়ে যাবে, দাড়ানো অবস্থায় থাকা লোকজন বসে যাবে, কুমারী নারীগন ভয়-আতঙ্কে পর্দার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে। এটা হবে এক জুমার রাত্রিতে, এমন এক বৎসর যখন অধিকহারে ভুমিকম্প হবে। সুতরাং তোমরা জুমার দিন নামায আদায় করার সাথে সাথে ঘরে প্রবেশ করে দরজা-জানালা লাগিয়ে দিবে। নিজেদেরকে চাদরাবৃত করলেও কানকে সজাগ রাখবে। যখনই বিকট কোনো আওয়াজ শুনতে পাবে তখনই আল্লাহ্র দরবারে সেজদাবনত হয়ে যাবে এবং সুবহানাল কুদ্দুছ, সুবহানাল কুদ্দুছ বলতে থাকবে।

১৬। বনি আব্বাসের পতন কালে আসমান থেকে যে নিদর্শন আসবে

তার বর্ননা

(৬৩৯) ওয়ালিদ হতে বর্নিত, তিনি বলেন, রমযান মাসের কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা দিমাশ্কবাসীদের উপর এক ধরনের ভুমিকম্প হতে দেখলামাযদ্বারা ১৩৭ হিজরী সনের রমযান মাসে অনেক লোক মৃত্যু বরন করে।তবে খুরাস্তা নগরীতে যে ভূমিধসের কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে আমরা দেখিনি। কিন্তু এক ধরনের লেজ বিশিষ্ট তারকা, যেটা ১৪৫ হিজরী সনের মুহাররম মাসে পূর্ব দিকে ফজরের সময় উদিত হয়েছিল, সেটা আমি দেখেছি।মুহাররমের কয়েকদিন বাকি থাকতে ফজরের পূর্ব মুহুর্তে সেটাকে দেখা গিয়েছিল, এরপর দ্রুত আবার গায়েব হয়ে যায়।এরপর সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পশ্চিমাকাশে আবারো সেটাকে আমরা দেখতে পাই। অতঃপর ফুরাত নদী এবং তার পার্শ্বে খালি স্হানে প্রায় দীর্ঘ দুই-তিন মাস পর্যন্ত দেখা যায়। আর দুই-তিন বৎসর পর্যন্ত দেখা যায়নি।পরে আমরা আরো একটি আলোযুক্ত ছোট্র তারকা দেখতে পেলাম,যা প্রায় এক হাত পর্যন্ত আলো ছড়ায়।যার চতুর্পাশ্বে বিভিন্ন তারকা ঘুরতে থাকে। সেটা অবশ্যই জুমাদিউল উলা, জুমাদিউল উখরা এবং রজব মাসের কিছুদিন পর্যন্ত নিয়মিত উদিত হতে থাকে,এরপর আর দেখা যায়নি। কিছুদিন পর আমরা আরেকটি তারকা দেখতে পেলাম,যা তেমন উজ্জল ছিলনা।সেটা

মূলতঃউদিত হয়েছিল শাম দেশের ডান পার্শ্বে।ধীরে ধীরে তার আলো শাম থেকে জওফ এবং আরমেনিয়া পর্যন্ত ছড়াতে থাকে।উক্ত ঘটনাটি আমাদের মাঝে অলিগলি ও কক্ষপর্যন্ত সম্বনেধ অভিজ্ঞ লোককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,সে তারকাটি ঐ তারকার অন্তর্ভুক্ত নয়,যার জন্য আমরা অপেক্ষমান।বর্ননা কারী বলেন,আবু জাফরের হুকুমতের কয়েক বৎসর বাকি থাকতে আরেকটি তারকা দেখতে পায়।অতঃপর সেটা ধীরে ধীরে বাঁকা হতে থাকে, এক পর্যায়ে রাত্রের কিছু অংশে তার উভয় পার্শ্ব মিলিত হয়ে বেড়ির মত হয়ে যায়,

(৬৪০)ওলীদ বলেন,হযরত কা’ব রহঃ এরশাদ করেন সেটা ঐ তারকার অন্তর্ভুক্ত,যা পূর্বাকাশে প্রকাশ পাবে এবং পূর্নিমার রাত্রের চন্দ্রের ন্যায় গোটা বিশ্বকে আলোকিত করে দিবে।
(৬৪১)ওলীদ রহঃ বলেন,আমরা যে লালিমা এবং তারকা দেখতে পেয়েছি,সেটা কিন্তু কিয়ামতের নিদর্শন নয়,বরং তারকা সম্বলিত আলামত হচ্ছে,যা সফর রবিউল আওয়াল,রবিউসসানী এবং রজব মাসে পৃথিবীর বভিন্ন স্থানে দেখা যাবে।ঐ সময় খাকান বাদশাহ তুর্কিদের দিকে ভ্রমন করবে এবং রুমবাসীরা ঝান্ডা ও ক্রুস সহকারে তার অনুস্বরন করতে থাকবে।
(৬৪২)হযরত ওলীদ রহঃ কা’ব রহঃ হতে বর্ননা করেন,তিনি বলেন,হযরত মাহদি আঃ এর আগমনের পূর্বে পূর্বাকাশে জুলফি বিশিষ্ট একটি তাঁরকা উদিত হবে।
তিনি বলেন আমি শরীফ রহঃ থেকে বর্ননা করেছি,তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে,হযরত মাহদি আঃ এর আগমনের পূর্বে রমাযান মাসে মোট দুইবার সূর্য গ্রহন হবে।
(৬৪৩)হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্নিত,তিনি বলেন, বনু আব্বাছের ধ্বংস হবে, একটি এমন তারকার সময়,যা মধ্যবর্তি স্থানে প্রকাশ পাবে।অতঃপর বিভিন্ন ধরনের দূর্বলতা ও বিশৃঙ্খলা

দেখা দিবে।এসব কিছু হবে মূলতঃ রমযান মাসে। লালিমা প্রকাশ পাবে রমাযান মাসের পাঁচ তারিখ বিশ তারিখের মধ্যে।আর বিকট শব্দ প্রকাশ হবে রমাযানের পনের তারিখ থেকে বিশ তারিখের মধ্যে আর দুর্বল ও রুগ্নতার আবির্ভাব হবে বিশ রমাযান থেকে চব্বিশ রমাযানের মধ্যবর্তি সময়ের মধ্যে।অতঃপর এমন একটি তারকা উদিত হবে,যার আলো হবে চন্দ্রের আলোর ন্যায়।এরপর উক্ত তারকা সাপের ন্যায় কুন্ডুলি পাকাতে থাকবে।যার কারনে তার উভয় মাথা একটা আরেকটার সাথে মিলিত হওয়ার উপক্রম হবে।
দীর্ঘকার রাত্রে দুইবার ভুমিকম্প হওয়া এবং আসমান থেকে জমিনের দিকে যে তারকাটি নিক্ষিপ্ত হবে,তার সাথে থাকবে বিকট আওয়াজ।
এক পর্যায়ে সেটা পূর্বাকাশে গিয়ে পতিত হবে। যদ্বারা মানুষ বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবতের সম্মুখিন হবে।
(৬৪৪)বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আবুল হওসা রহঃ বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত তাউস রহঃ থেকে হাদীস বর্ননা করেন,তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর তিন ধরনের ভুমিকম্প সংঘটিত হাবে।ইয়ামানে মারাত্নক ভমিকম্প দেখা দিবে, শামদেশে এর চেয়েও কঠিন ভুমিকম্প সংঘটিত হবে।
আরেকটি কম্পন হবে মাশরিকের দিকে।সেটিই হবে মূলতঃ সমূলে নিপাতকারী।অন্য বর্ননা দ্বারা বুঝা যায়,ইয়ামান এবং শামে ভুমিকম্প হবে,মাশরিকে নয়।
(৬৪৫)বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ হতে বর্নিত,তিনি বলেন,রমাযান মাসে এমন বিকট আওয়জ প্রকাশ পাবে, যদ্বারা ঘুমন্ত লোকজন জাগ্রত হয়ে যাবে এবং কুমারী নারীগন পরদা ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে।শাওয়াল মাসে মহামারি দেখা দিবে।জিলক্বদ মাসে একগোত্র আরেক গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে।এবং জিলহজ্ব মাসে পরস্পরের মাঝে খুন-খারাপি দেখা দিবে। অতঃপর মুহার্রম মাসে,মুহার্রম কি!এভাবে তিনবার উচ্চারন করার পর বললেন মুহাররম মাস হচ্ছে,তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের রাজত্ব খতম হয়ে যাওয়ার মাস।
(৬৪৬)হযরত হোজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্নিত,তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন,নিঃসন্দেহে আমার উম্মত ধ্বংস হবে না,যতক্ষন পর্যন্ত তাদের মধ্যে তামাউয, তামাউল এবং মাআমু প্রকাশ পাবেনা।হোজায়ফা রাযিঃবলেন,আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইায়া রাসূলুল্লাহ তামাউয কি জিনিস? উাত্তরে তিনি বললেন,আমি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পার ইসলামের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে যে স্বজনপ্রীতি প্রকাশ পাবে সেটাই হচ্ছে, তামাউয। অতঃপর আমি “তামাউল” সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বললেন, এক গোত্র আরেক গোত্রের বিরুদ্ধে এমনভাবে লেলিয়ে পড়বে,যদ্বারা মনে করবে।এরপর আমি মাআমু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, মাআমু হচ্ছে, এক শহরের লোকজন অন্য শহরের প্রতি যুদ্ধ করার জন্য ধেয়ে আসবে।
(৬৪৭) হযরত কাসীর ইবনে মুররা রহঃ হতে বর্নিত,তিনি বলেন,ফেৎনার সূচনা লক্ষন সমূহ প্রকাশপাবে মূলতঃ রমযান মাসে, তীব্র আকার ধারন করবে শাওয়াল মাসে।জিলকদ মাসে এক এলাকার লোকজন আরেক এলাকর দিকে ধাবিত হবে এবং জিলহজ্ব মাসে এক শহরের বাসিন্দাগন অন্য শহরের বাসিন্দাদের প্রতি যুদ্ধের লক্ষে ধেয়ে আসবে।এসব কিছুর চুড়ান্ত নিদর্শন হচ্ছে, আকাশে আলোকিত-উজ্জল কোনো পিলার প্রকাশ পাওয়া

(৬৪৮) আরতাত রহঃ থেকে বর্নিত,তিনি বলেন,দ্বিতীয় সুফিয়ানীর যুগে নিকৃষ্ট চরিত্রের কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে এবং শামের দিকে বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা প্রকাশ পাবে।এক পর্যায়ে প্রত্যেকে মনে করবে, যে তার পার্শ্ববর্তি এলাকার লোকজন থেকে বেশি খারাপ অবস্থায় রয়েছে।
(৬৪৯)খালেদ ইবেন মা'দান রহঃ থেকে বর্নত,তিনি বলেন, যখন তোমরা আকাশে রমাযান মাসে মাশরেক থেকে আগুনের কিছু পিলার প্রকাশ পেতে দেখবে,তখন সাধ্যমত খাবার জোগাড় করে রাখবে।কেননা তার পরবর্তী বৎসর হচ্ছে দুর্ভিক্ষের বৎসর।
(৬৫০) হযরত কাসীর ইবনে মুররা হাজরামী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ সত্তর বৎসর যাবত রমযান মাসে ফিৎনা প্রকাশ পাওয়ার রাত্রের অপেক্ষায় প্রহর গুনছি।হযরত আব্দুর রহমান ইবেন যুবায়ের রহঃ বলেন, যখনই আকাশে এধরনের কোনো আলামত প্রকাশ পাবে সাথে সাথে মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে থাকবে।
যদি তুমি সে অবস্থার সম্মুখিন হও তাহলে সাধ্য অনুযায়ী খাবার জোগাড় করে রাখবে।
(৬৫১)হযরত মুহাজির নিবাল বলেন যখন রমযান মাস আসবে মানুষের অন্তু জ্বলে পুড়ে যাবে, শাওয়াল মাসে তারা একে অন্যকে আঘাত করতে থাকবে, জিলক্বদ মাস আসলে পরস্পর একে অন্যের এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করতে থাকবে। আর জিলহজ্ব মাস শুরু হলে মানুষ খুনো খুনিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।
(৬৫২) শাহার ইবনে হাওশব থেকে বর্নিত, রিনি বলেন, ফিৎনা-ফাসাদের সূচনা হবে রমযান মাস থেকে, বিভিন্ন শহরের লোকজন একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে শওয়াল মাসে, জ্বিলকদ মাসে অন্য এলাকার মধ্যে সামরিক স্থাপনা ফলবে এবং জিলহজ্ব মাস আসলে একে অপরের উপর হামলা করবে, অর্থাৎ চুড়ান্ত লড়াই শুরু হয়ে যাবে। সে বৎসরই হাজিদের উপর আক্রমন করা হবে।
(৬৫৩)হযরত কসীর ইবনে মুররা থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, ফিৎনার সূচনা হবে রমযান মাস থেকে, মারাত্নক গোলযোগ হবে শাওয়াল মাসে, অন্য শহরের উপর হামলে পড়বে জিলক্বদ মাস আসলে, চুড়ান্ত লড়াই শুরু হয়ে যাবে জিলহজ্ব মাসে এবং ফায়সালা হবে মুহাররম মাসে। অতঃপর তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ সত্তর বৎসর থেকে এমন ফিৎনার সূচনা দেখতে অপেক্ষায় আছি।
(৬৫৪)হযরত খালেদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মোয়াবিয়া রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যখন তুমি মানুষকে নিজের সিদ্ধান্তের উপর পুরোপরি সন্তুষ্ট হয়ে আশ্চর্য্য প্রকাশ করতে দেখবে, তখন মনে করবে তার লাঞ্চনা অবধারিত।

১৭। শামের ফিৎনার সূচনা

(৬৫৫)হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যুবায়ের ইবনে নুফাইর, রোমের সম্রাট থেকে বর্ননা করেন, তিনি বলেন, আমাদের এবং আরব বাসীদের উদাহরন হচ্ছে, সেই ব্যক্তির ন্যায়, যার একটি ঘর ছিল এবং সেই ঘরে একটি গোত্রকে থাকতে দিয়ে বলল, তোমরা শান্তি-শৃংঙ্খলা বজায় রেখে

এখানে অবস্থান করবে।

খবরদার! কোনো ধরনের ফিৎনা-ফাসাদ এবং বিশৃংঙ্খলা করবেনা। যদি এরকম কিছুর আভাস পাই তাহলে কিন্তু তোমাদেরকে বের করে দিব। তারা অনেক দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করল। অতঃপর কিছুদিন পর জানা গেল যে, তারা বিভিন্ন ধরনের বিশৃংঙ্খলায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। যার কারনে তাদেরকে বের করে দিয়ে অন্য আরেক গোত্রকে থকতে দিল এবং পূর্বের লোকদের থেকে যেমন শর্ত নিয়েছিল এদের উপর ও কোনো ধরনের বিশৃংঙ্খলা না করার শর্ত আরোপ করে। ঘর হচ্ছে, শাম দেশ, ঘরের মালিক হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা, আর ঘরে অবস্থাকারী হচ্ছে,বনী ইসরাঈল তারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত শামের বাসিন্দা ছিল, অতঃপর তারা বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা-ফাসাদ ও বিশৃংঙ্খলায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, যার কারনে মালিক জানতে পেরে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়। এরপর সেখানে আমরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অবস্থান করতে থাকি। পরবর্তিতে আমাদের খবর জানা গেল, আমরাও নানান ধরনের বিশৃংঙ্খলায় লিপ্ত হয়ে গিয়েছি। যার কারনে আমাদেরকে বের করে দিয়েছে হে আরববাসী তোমাদেরকে থাকতে দেয়া হয়। যদি তোমারা ভালো ভাবে জীবন যাপন করতে পারো তাহলে তোমরাই হবে এর স্থায়ী বাসিন্দা। আর যদি তোমরাও ফিৎনা-ফাসাদ এবং গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যাও তাহলে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত তোমাদেরকেও বের করে দেয়া হবে।
(৬৫৬)হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, শাম দেশে মোট তিন ধরনের ফিৎনা দেখা দিবে। একটি ফিৎনা হচ্ছে, অবাধ রক্তপাতের ফিৎনা, দ্বিতীয় ফিৎনা হচ্ছে, আত্নীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ও সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার ফিৎনা। উক্ত ফিৎনার সাথে সম্পৃক্ত হবে মারিবের ফিৎনা, যা মূলতঃ অন্ধ ফিৎনা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করবে।
(৬৫৭)মুয়াবিয়া ইবনে কুররা তার পিতা কুররা ইবনে হায়দা রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সঃ থেকে বর্ননা করেন, রাসূলুল্লাহ সঃ এরশাদ করেন, শামবাসী ধ্বংস হলে আমার উম্মতের জন্য তেমন কোনো কল্যান বয়ে আনবে না।
(৬৫৮)হযরত ইবনে ফাতেক আসাদী থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, শামবাসীরা জমীনে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে শাস্তি দেয়ার যন্ত্র বেত এর ন্যায়, যাদের সহায়তায় যার থেকে ইচ্ছা প্রতিশোধ নিতে পারে। মুনাফিকদের জন্য মুসলমানদের উপর বিজয়ী হওয়া হারাম, এবং তারা চিন্তিত ও পেরেশান অবস্থায় মারা যাবে।
(৬৫৯)বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, প্রত্যেক ফিতনা বড়ই কঠিন। এবং সেই ফিতনাই একদিন প্রকাশ পাবে শাম নামক দেশটিতে। আর যখন উক্ত শামদেশে ফিতনার উদ্ভব হবে তখনই চতুর্দিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে।
(৬৬০)হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, প্রতিটি ফিৎনা প্রাথমিক অবস্থায় থাকবে, যতক্ষন পর্যন্ত সেটা শাম দেশে প্রকাশ হবেনা। যখনই শাম দেশে উক্ত ফিৎনা দেখা দিবে তখন বুঝতে হবে, সেটা চুড়ান্ত রুপ নিয়েছে।
(৬৬১)হযরত আবুল আলিয়া রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বললেন, হে লোক সকল! যতক্ষন পর্যন্ত শামের দেশের দিক থেকে কোনো ফিৎনা আসবেনা, ততক্ষন তোমরা সেটাকে কোনো ফিৎনাই

মনে করোনা। যখনই শামের দিক থেকে ফিৎনা আসবে,সেটাই হবে অন্ধ ফিৎনা।
(৬৬২)হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, পশ্চিম দিকের দ্বারা বুঝা যায় যে, সেটা হবে অন্ধকার ফিৎনা।
(৬৬৩)হযরত সাফওয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, সিফিফন যুদ্ধের দিন জনৈক লোক শামবাসীদেরকে লা'নত করলে সাথে সাথে হযরত আলী রাযিঃ বললেন, থামো! শামবাসিদেরকে কক্ষনো লা'নত করোনা। তারা বিরাট এক বাহিনী, নিঃসন্দেহে আব্দাল তাদের থেকে প্রকাশ পাবে।
(৬৬৪)হযরত আলী ইবনে আবু তালহা, কা'ব রহ থেকে বর্ননা করেন, তিনি এরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীকে পাখির মত করে সৃষ্টি করেছেন এবং তার উভয় ডানা থেকে একটি রেখেছেন, পূর্বদিকে এবং অন্যটি রেখেছেন পশ্চিম দিকে। মাথাটি রেখেছেন শাম দেশে এবং মাথার সামনের অংশ যেটার সাথে পাখির ঠোট রয়েছে সেটা রাখা হলো হিম্স্ নামক স্থানে। অতঃপর যখনই তার ঠোট দ্বারা মানুষকে আঘাত করবে এবং তার আঘাত দিমাশক পর্যন্ত পৌছেঁ যাবে। মূলতঃ সেখানেই থাকবে তার অন্তর। যখন তার অন্তর নাড়াচড়া দিয়ে উঠবে তখনই তার শরীরে শিহরন দেখা দিবে। তার মাথার জন্য ও দুটি অংশ থাকবে, একটি অংশ হবে দিমাশকের পূর্বাকাশে, অন্যটি হবে পশ্চিমাকাশে যা হিমসের দিকে থাকবে, সেটা হবে মূলতঃ ভারী অংশ। অতঃপর ধীরে ধীরে মাথার অংশটি উভয় ডানার পালক গুলো উপড়ে ফেলতে থাকবে।
(৬৬৫)হযরত সুলায়মন ইবনে হাতেব হিময়ারী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে শাম দেশে নানান ধরনের ফিৎনা প্রকাশ পাবে। যেখানে ফিৎনা এমন ভাবে আসবে যেন কূপের ভিতর পানি পতিত হচ্ছে, যা তোমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এবং তোমরা ক্ষুধার কারনে অত্যন্ত লজ্জিত হবে। সে সময় রুটির ঘ্রান মেশকের ঘ্রান থেকেও বেশি পছন্দনীয় হয়ে উঠবে।
(৬৬৬)হযরত আবু আব্দুর রব তাবী রহঃ থেকে বর্ননা করেন, তিনি এরশাদ করেন, যখন তুমি শামে আকাশচুম্বি ভবন নির্মান হতে দেখবে এবং সেখানে এমন ধরনের গাছ লাগানো হবে, যা হযরত নূহ আঃ এর যুগেও লাগানো হয়নি তাহলে বুঝতে হবে তোমাদের প্রতি কোনো ফিৎনা ধেয়ে আসছে।
(৬৬৭)হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, পৃথিবীর মূল বা মাথা হচ্ছে, শাম দেশে, তার উভয় ডানা হচ্ছে, মিশর এবং ইরাকে এবং লেজ হচ্ছে, হেজাজ ভুমিতে। আর সেই লেজের উপর বাজ পাখিরা মলত্যাগ করবে।
(৬৬৮)হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত তিনি বলেন, দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানুষ মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হতে থাকবে।যখনই এভাবে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ, শাম দেশ আক্রান্ত হবে তখনই মানষ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হতে থাকবে। হযরত কা'ব রহঃ কে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, শাম দেশ বিরান হয়ে যাওয়া।
(৬৬৯)হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, শাম দেশের বিরান হওয়ার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বিরান ও ধ্বংসে পরিনত হয়ে যাবে।

(৬৭০)হযরত আবু হারুন আবদী রহঃ নউফ বুকালী থেকে বর্ননা করেন, তিনি এরশাদ করেন, বসরা এবং মিসর পৃথিবীর যেন দুইটি ডানা। যখনই উভয় দেশ আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে তখনই কিয়ামত সংঘটিত হবে।
(৬৭১)হযরত আবুল মুহাজ্জাম রহঃ বলেন, আমি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, এ পৃথিবীটি হচ্ছে একটি পাখির ন্যায় এবং মিসর এবং বসরা হচ্ছে তার দুটি ডানা। যখনই উভয় দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে তখনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। অর্থাৎ গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।
(৬৭২)হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ হতে বর্নিত তিনি বলেন শাম দেশে এমন ফিৎনা প্রকাশ পাবে যদ্বারা পৃথিবী থেকে ভালো ও নেককার লোকের সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং খারাপ ও বদকার লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।
(৫৭৩)হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, শাম দেশে ব্যাপক ফিৎনা দেখা দিবে। যখনই উক্ত দেশের কোনো প্রান্তের ফিৎনা একটু শান্ত হবে, তখনই অন্য প্রান্তে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। এভেবে চলতে থাকবে যা কখনো স্থিতিশীল হবেনা, এক পর্যায়ে একজন ঘোষক আসমান থেকে ঘোষনা করবে, হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে অমুক হচ্ছে, তোমাদের আমীর।
(৬৭৪)বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা’আলা এক হাজার উম্মত সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে ছয় শত জল ভাগে এবং চার শত হচ্ছে, স্থল ভাগে। এদের থেকে সর্বপ্রথম ফড়িং জাতীয় উম্মত বিলুপ্ত হবে। উক্ত ফড়িং বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে মুক্তা গাঁথা সূতা কেটে দিলে যেমন মুক্তাগুলো একেরপর এক ঝরে পড়তে থাকে, তেমনিভাবে এ উম্মতের উপরও ধ্বংস নেমে আসবে।
(৬৭৫)হযরত সুলাইমান ইবনে হাতেব হিময়ারী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, জনৈক লোক প্রায় চল্লিশ বৎসর হতে হযরত কা’ব থেকে শুনে আসছে যে, তিনি বলেন যখন ফিলিস্তিন দেশে ফিৎনা ব্যাপক আকার ধারন করবে, তখন কূপ বা কলসিতে পানি গড়িয়ে পড়ার ন্যায় শামের দিকে বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা ধেয়ে আসবে। অতঃপর তাদের সামনে সবকিছু উম্মোচন হয়ে যায়, অথচ তখন তোমরা খুবই লজ্জিত ও নগন্য জাতি হবে।
(৬৭৬)বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, চতূর্থ ফিৎনা হচ্ছে, অন্ধকার অন্ধত্বপূর্ন ফিৎনা, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় উত্তাল হয়ে আসবে, আরব অনারবের কোনো ঘর বাকি থাকবেনা, প্রত্যেক ঘরেই উক্ত ফিৎনা প্রবেশ করবে। যদ্বারা তারা লাঞ্ছিত অপদস্ত হয়ে যাবে। যে ফিৎনাটি শাম দেশে চক্কর দিতে থাকলেও রাত্রিযাপন করবে ইরাকে। তার হাত পা দ্বারা আরব ভুখন্ডের ভিতরে বিচরন করতে থাকবে। উক্ত ফিৎনা এ উম্মতের সাথে চামড়ার সাথে চামড়া মিশ্রিত হওয়ার ন্যায় মিশ্রিত হয়ে যাবে। তখন বালা মুসিবত এত ব্যাপক ও মারাত্নক আকার ধারন করবে যদ্বারা মানুষ ভালো খারাপ নির্নয় করতে সক্ষম হবেনা। ঐ মুহুর্তে কেউ উক্ত ফিৎনা থামানোর ও সাহস রাখবেনা। একদিকে একটু শান্তির সুবাতাস বইলেও অন্যাদিকে তীব্র আকার ধারন করবে। সকালে কেউ মুসলমান থাকলেও সন্ধা হতে হতে সে কাফের হয়ে যাবে। উক্ত ফিৎনা থেকে কেউ বাঁচতে পারবেন, কিন্তু শুধু ঐ লোক বাঁচতে পারে, যে সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়। করুন সুরে আকুতি জানাতে থাকে। সেটা প্রায় বারো বৎসর পর্যন্ত

স্থায়ী থাকবে। এক পর্যায়ে সকলের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে ফুরাত নদীতে স্বর্নের একটি ব্রিজ প্রকাশ পাবে। যা দখল করার জন্য সকলে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে এবং প্রতি নয় জনের সাতজন মারা পড়বে।
(৬৭৭) হযরত ইবনে আউন, বিশিষ্ট তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সীরিন রহঃ থেকে বর্ননা করেন, তিনি কোথাও বসলে, উপস্থিত লোকজনকে জিঙ্গাসা করতেন, খুরাসানের দিক থেকে কি কোনো সংবাদ এসেছে? শামের দিক থেকে কোনো সংবাদ এসেছে কি? হাদীস বর্ননা কারী বলেন জমরা ইবনে শাউযাব মুহাম্মদ ইবনে সীরিন থেকে বর্ননা করেছেন, আলা ইবনে যিয়াদের মেয়েদেরকে শাম থেকে ইতিপূর্বে বিতাড়িত করা হয়েছে। যা শুনে আমরা বলতে থাকলাম, নিঃসন্দেহে শাম দেশে মারাত্নক কোনো অঘটন ঘটেছে।

১৮। নিম্ন শ্রেনীর লোকজনের জয়লাভ করা প্রসঙ্গেঁ

(৬৭৮)হযরত বকর ইবনে সাওয়াদা রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, একদা খাসআম গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি কিছু স্বপ্নে দেখেছ? উত্তরে তাঁরা না করলে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, দেখলে অবশ্যই আমাকে জানাবে। এক পর্যায়ে তারা বলল, স্বপ্নে আমরা এমন একটি গাধা দেখতে পেয়েছি যার চার পা উপরের দিকে হয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ সাঃ তাদেরকে এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিঙ্গাসা করলে তারা বলল, আমরা চিন্তা করেছি এর ব্যাখ্যা এভাবে হতে পারে যে, নিম্ন ও নিকৃষ্টতম শ্রেনীর লোকজন জয়লাভ করবে এবং সম্মানিত লোকজন পরাজিত হবে। তাদের ব্যাখ্যার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, হ্যাঁ উক্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা তোমাদের ব্যাখ্যার ন্যায়।
(৬৭৯)হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, শাম দেশে ফিৎনা এত বেশি, তীব্র আকার ধারন করবে যদ্বারা সমাজের সম্মানী লোকজন প্রথমে বিজয়ী হবে। অবশ্যই সেটা খুবই অল্প সময়ের জন্য থাকবে। অতঃপর নিম্ন শ্রেনীর লোকজন জয়লাভ করতে থাকবে। যাদের ঞ্জান বুদ্ধি হবে খুবই কম। তারা সম্মানী লোকদেরকে ক্রৃতদাস বানিয়ে রাখবে যেমন পূর্ববর্তী যুগের লোকজন গোলাম বানিয়ে রাখতো।
(৬৮০)হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যদি প্রতিটি মুক্তা পানির ফোঁটা হয়ে ভেসে যেত কতই না ভালো হতো। অতঃপর তিনি বলেন, লোকজন বকরির বিরাট পাল লালন পালন করতে থাকবে এবং ঐ ছাগল পাল গর্ভবতীও হবে। যার ফলে তারা অনেক সম্পদশালী হয়ে উঠলে ধীরে ধীরে সমাজ, জামাআত এবং মসজিদ বিমুখ হতে থাকবে। প্রথমেই তারা এগুলো বর্জন করবে। এদিকে আল্লাহ তাআলা যখনই কোনো নবী রাসূল ও খলীফা প্রেরন করেন, প্রথমেই তাদেরকে গ্রামবাসীদের নিকট প্রেরন করতেন। অবশ্যই তারা সম্পদশালী কিংবা শহরবাসীদের প্রতি তেমন মনোযোগী ছিলেন না। যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সমাজ, জামা'আত এবং মসজিদ বিমূখ দেখলেন তখন তাদের কাছে এমন এক গোত্রকে প্রেরন করলেন যারা প্রথমে তাদেরকে অধীন করে নেয় এবং তাদের সাথে আরবী ভাষায় কথোপকথোন করে,

আর তাদেরকে সম্মানী বানাতে চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে তারা আবারো মসজিদ ও জামা'আতমূখী হয়ে যায়। যার কারনে অনারবের বেশি লোককে কয়েদী ও বন্দি করা সম্ভব হয়নি। যদি তারা তাদের অধীনস্থদের বন্দি করা শুরু করতেন, তাহলে প্রতি দশজনের নয়জনকে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু না তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো। উচ্চতা, সম্মান ও সম্ভ্রান্তের প্রতি। আল্লাহর কসম! তারপরও তারা পরিপূর্ন ভাবে সাচ্ছন্দতা পেয়ে মৃত্যুবরন করবেনা।
(৬৮১)হযরত আবুজ্ জাহিরিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, তোমাদের অবস্থা কেমন হবে,যখন তোমাদের গ্রামবাসীদের লোকজন তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করে তোমদের ধন সম্পদের মধ্যে শরীক হয়ে যাবে এবং তোমাদের কেউ তাদেরকে বাধা দিতে পারবেন। যার কারনে কেউ বলে থাকে "যত বেশি সময় তোমরা সম্পদশালী ছিলে, আমরা তত বেশি সময় পর্যন্ত দুর্ভাগ্যতে ছিলাম।
(৬৮২)ইয়াহ ইয়া ইবনে জাবের রহঃ বলেন, তোমাদের গ্রামবাসীরা তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের মাঝে কল্যান বাকি থাকবে। তাছাড়া কল্যান তোমাদের সাথে থাকবে, যতক্ষন পর্যন্ত বহন করার মত পিঠ তোমাদের সাথে থাকবে।
(৬৮৩)আবুজ জাহরিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, তোমাদের জিম্মিদের মাঝে এমন কোনো গোত্র জন্ম লাভ করবেনা যারা বালা মুসিবতের দিক দিয়ে মাশরিক বাসীদের থেকে কঠোর হবে। যারা লবন এবং পানি বিশিষ্ট হবে। নিঃসন্দেহে তাদের মহিলাদের থেকে কোনো মহিলা তার আঙ্গুল দ্বারা অন্য মুসলিম মহিলার পেটে আঘাত করে গালিসূলভ বলবে হ্যাঁ আমাদেরকে টেক্স বা কর দাও।
(৬৮৪)হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যদি আমি তোমার গোত্রের সাথে বের হই, অতঃপর বলেন, মাআযাল্লাহ! আমি একশত পঁচিশ নামাযকে যদি পাঁচ নামাযের উপর ছেড়ে দিই, অতঃপর সাঈদ বললেন, আমি কা'বে আহবারকে বলতে শুনেছি, যদি এ দুধগুলো পানির ফোটাতে পরিনত হয় কতই না ভালো হতো। তাকে বলা হলো, সেটা কীভাবে? তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে কুরাইশগন পর্বতের উঁচু স্থানে আরোহন করে উটের পিছনে ছুটতে থাকে এবং শয়তান একজনের সাথে এবং শয়তান দুইজন থেকে অনেক অনেক দুরে।
(৬৮৫)হযরত আব্দল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ থেকে বর্নিত,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, কল্যান তোমাদের সাথে থাকবে, যতক্ষন পর্যন্ত তোমাদেরর গ্রাম বাসিরা শহরবাসীদের থেকে অমুখাপেক্ষি থাকবে। যদিতারা তোমাদের কাছে আসে তাহলে তোমরা তাদেরকে নিষেধ করোনা। যেহেতু তোমাদের কাছে সম্পদের ছড়াছড়ি থাকবে। তারা বলবে, দীর্ঘদিন থেকে আমরা ক্ষুধার্ত, অথচ তোমরা তৃপ্ত সহকারে খেয়ে যাচ্ছ এবং দীর্ঘদিন হতে আমরা কষ্ট শিকার করে যাচ্ছি অথচ তোমরা সাচ্ছন্দবোধ করে যাচ্ছ। অতঃপর আজকে আমরা তোমাদের সহানুভূতি দেখাচ্ছি।
(৬৮৬)হযরত হাসান বসরী রহঃ থেকে বর্নিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের বিরুদ্ধে অনারব থেকে এমন এক দুশমন পাঠাবেন, যারা তোমাদের ঘাড়ের উপর আক্রমন করবে এবং তোমাদের যাবতীয় সম্পদ ভক্ষন করে নিয়ে যাবে।

অন্যথায় তোমরা দৃঢ় পদক্ষেপকারী সিংহের আকার ধারন করবে।
(৬৮৭)হযরত আমের রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে আশআছ কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পাবে, যদ্বারা বোকা ও নির্বোধ লোক ও গ্গানীকে পথপ্রদর্শন করতে চেষ্টা করবে।
(৬৮৮)মুহাম্মদ ইবনুল আসআছ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পাবে যদ্বারা বুঝা যাবে যে, নির্বোধ ও বোকা টাইপের লোকও বিচক্ষন লোকের জন্য পথপ্রদর্শনকারী হবে।
এবং বেকুব লোক ও গ্গানী লোককে পথ দেখাবে।
(৬৮৯)বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মাখলুকই দৌলতপ্রাপ্ত হবে। সম্পদশালীরা অভাবীর উপর বেশি প্রাধান্য পাবে। অতঃপর শেষ যামানায় মানুষের মধ্যে যারা বেকুব ও অভাবী তারা পথপ্রদর্শনকারী সাব্যস্ত হবে। এক পর্যায়ে জিগ্গাসা করতে হবে, সম্মানিত কারা?
সময় ও পরিবর্তন এভাবে চলতে থাকবে, হঠাৎ করে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে । হঠাৎ করে দাজ্জালের আবির্ভব ঘটবে। অতঃপর কিয়ামত অতি নিকটে ও দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হবে।
(৬৯০)বিধিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি কুরআনের বানী

এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, তার আশপাশ থেকে কল্যান চলে যাবে। অর্থাৎ, শাম দেশ কিংবা পৃথিবীর কোথাও কোনো ধরনের কল্যান থাকবেনা।
(৬৯১)হযরত আমর ইবনে কাইস রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ কে বলতে শুনেছেন, নিঃসন্দেহে কিয়ামতের আলামত হচ্ছে, দেশের প্রতাপশালীরাই একমাত্র পৃথিবীতে থাকবে, অন্য ভালো ও নেককারদেরকে উঠিয়ে নেয়া হবে। এবং মুনাফেকদেরকেই প্রত্যেক গোত্রের সরদার বানানো হবে।
(৬৯২)হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, কিয়ামত সংঘঠিত হবেনা, যতক্ষন পর্যন্ত সমাজের যাবতীয় দায়িত্ব এমন লোকের হাতে ন্যস্ত করা হবেনা, কিয়ামতে দিন একটি যব পরিমানও যার মূল্য থাকবেনা।
(৬৯৩)হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি থেকে বর্নিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ননা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন তোমাদের মাঝে এমন যুগ আসবে, যা মানুষকে চালনির ন্যায় চালতে থাকে, যদ্বারা মানুষ নানান ধরনের মুসিবতের সম্মুখিন হয়ে ধ্বংস হতে থাকবে এবং নিকৃষ্টতম মানুষই একমাত্র ভালো থাকবে। এমন অবস্থা দেখা দিতে থাকলে তোমরা সৎকাজকে আকড়িয়ে ধর এবং অসৎকাজ থেকে দুরে থাক। বিশেষ মানুষের প্রতি ধাবিত হও এবং সর্ব সাধরন থেকে দুরে সরে থাকো।
(৬৯৪)হযরত সাফওয়ান ইবনে আমর রহঃ আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস থেকে শুনে বর্ননা করেন, তিনি এরশাদ করেন, তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন এমন একযুগ আসবে, বিশজন কিংবা তার থেকে অধিক লোক দেখা গেলেও তাদের মধ্যে আল্লাহকে ভয় করে এমন কাউকে পাওয়া যাবেনা।

(৬৯৫)হযরত উকবা ইবনে আমের রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে আমি আমার উম্মতের ক্ষেত্রে দুধের ব্যাপারে মদ থেকেও বেশি আশংকা করছি। একথা শুনে সাহাবায়েকেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাঃ এটা কীভাবে হতে পারে? জবাবে রাসূকুল্লাহ সাঃ বলেন, তারা দুধকে এত বেশি পছন্দ করবে, যার কারনে জামাআত থেকে অনেক দুরে সরে যাবে এবং ধীরে ধীরে জামাআত ত্যাগ করতে থাকবে।
(৬৯৬)হযরত কাসীর ইবনে মুররা রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে, অযোগ্য লোক এ পৃথিবিতে আধিপত্য বিস্তার করবে এবং নিকৃষ্টতম লোকদেরকে সম্মানিত করবে ও সম্মানিদেরকে অপদস্ত করবে।
(৬৯৭)হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন যখন তুমি কুরাইশের আচরনে আরববাসীকে লজ্জিত হতে দেখবে, অতঃপর সমাজের বিত্তবানদেরকে লজ্জিত হতে দেখবে আরববাসীদের কারনে এবং পৃথিবীর মুসলমানদেরকে অপমান হতে দেখবে সমাজের বিত্তবানদের কারনে তাহলে বুঝতে হবে তোমাকে কিয়ামতের যাবতীয় আলামত গ্রাস করে নিয়েছে। উক্ত হাদীসে বর্ননাকারী কুরাইব রহঃ বলেন, আমি আবুইসহাককে বললাম হযরত হোজাইফ ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ তো আমাদেরকে আহমারাইন সম্বন্ধে বলেছেন, সেটা কি জিনিস। জবাবে তিনি বললেন, সেটা তখনই হবে যখন কলমের সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাবে এবং কেউ আর সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনাকারী থাকবেন।

১৯। ফিৎনার স্থান প্রসঙ্গে

(৬৯৮)হযরত আম্মার ইবনে ইয়সির রাযিঃ থেকে বর্নিত তিনি বলেন, যখন তুমি শামবাসীকে হযরত মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিঃ এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখবে তখন তোমরা মক্কার দিকে ধাবিত হতে থাকো।
(৬৯৯)চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যখন সুফিয়ানীরা বিজয়ী হতে থাকবে, তখন উক্ত বালা মুসিবত থেকে অবরুদ্ধ কালীন ধৈর্যশীলরা ছাড়া অন্য কেউ মুক্তি পাবেনা।
(৭০০)হযরত সাঈদ ইবনে মুহাজির আলওস্সাবী কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যখন মাগরিবের পক্ষ থেকে ফিৎনা আসতে থাকবে তখন তোমরা ইয়ামানের দিকে যাত্রা করতে থাকো, কেননা উক্ত ফিতনা থেকে তোমাদেরকে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ রক্ষা করতে পারবেনা।
(৭০১)হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ননা করেন, তিনি বলেন, যখন পশ্চিম দিক থেকে ফিৎনা প্রকাশ পাওয়ার পাশাপাশি পূর্বদিক থেকেও ফিৎনা আসতে থাকে তখন তোমরা শাম দেশে গিয়ে আত্নরক্ষা কর।
ঐ মূহুর্তে জমিনের নিচের অংশ উপরিভাগ থেকে অনেক উত্তম।
(৭০২)হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, জমিনের পেট তখন পিঠের চেয়ে অনেক উত্তম হবে উপরের অংশ থেকে।

(৭০৩)প্রখ্যাত সাহাবী হযরতয আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ হতে বর্ননা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন যখন পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিক থেকে ফিৎনা আসতে থাকবে তখন সে ফিৎনা থেকে কেউ বাঁচতে পারবেনা, তবে ঐ লোকের বাঁচার আশা করা যায়, যে খুবই গোপনীয়তার সাথে জীবন যাপন করে। জনসমক্ষে আসলেও কেউ চিনতে পারেনা, কোথাও বসার পর উঠে চলে গেলে তাকে খোঁজা হয়না।
আর ঐ ব্যক্তির মুক্তির আশা করা যায়, যে, পানিতে ডুবন্ত মানুষের ন্যায় শেষ আর্তনাদ হিসেবে ক্ষিনস্বরে সাহায্যের আকুতি জানাতে থাকে।
এ দুই দল ব্যতীত অন্য কেউ বাঁচতে পারবেনা।
(৭০৪)হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যখন চতুর্দিক থেকে ফিৎনা ধেঁয়ে আসবে তখন তুমি শীতকালীন পিঁপড়ার ন্যায় নিজের আত্নরক্ষার জন্য একটি স্থান খুঁজতে থাক। তবে সেটা হতে হবে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে। বিন্দু মাত্রও প্রকাশ পেতে পারবেনা। এধরনের ফিৎনা থেকে আত্নরক্ষার সর্বোত্তম স্থান হচ্ছে, মদীনা হেজাজএবং তার পার্শ্বের অন্যান্য এলাকা খুবই উত্তম অন্য এলাকা থেকে

(৭০৫)হযরত নজীব ইবনে সারী রহঃ বলেন, একদিন সায়্যিদুনা হযরত ঈসা আঃ খলীল পাহাড়ের নিকটে গিয়ে সেখানের বাসিন্দাদের জন্য তিন ধরনের দোয়া করতে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! এ এলাকায় ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে কেউ আসলে যেন এখানে নিরাপদ থাকে এবং উক্ত এলাকার বাসিন্দাদের উপর যেন কখনো চতুস্পদ জন্তকে চাপিয়ে দেয়া না হয়। আর পৃথিবীতে দূর্ভিক্ষ দেখা দিলেও যেন এ এলাকায় দূর্ভিক্ষ দেখা না যায়।
(৭০৬)হযরত ওজীন ইবনে আতা রহঃ থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, খলীল পাহাড়টি খুবই সম্মানিত পাহাড়। বনী ইসরাঈলের মধ্যে কোনো এক সময় মারাত্নক কোনো ফিৎনার আশংকা দেখা দিলে আল্লাহ তা’আলা তৎকালীন নবীদের প্রতি ওহি পাঠালেন যে, তোমরা তোমাদের দ্বীনের হেফাজত করতে হলে খলীল পাহাড়ের নিকট গিয়ে আত্নরক্ষা করতে থাকো।
(৭০৭)হযরত উমাইর ইবনে হানী আনাসী রহঃ থেকে বর্নিত, আমার কাছে সংবাদ এসেছে, আমার বন্ধুদের কেও খলীল পাহাড়ের মধ্যে নিজের জন্য বাসস্থান বানিয়ে নেয় এবং সকলের ঈর্শার পাত্রে পরিনত হয়। কেন তার এ সিদ্ধান্ত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, কারন হচ্ছে, অতি সত্বর এখানে মিশর বাসীরা আগমন করবে,হয়তো তাদের দেশের নীল নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে, না হয় নীল নদীর পানি এতবেশি উচ্চতায় প্রবাহিত হবে যার কারনে মিশর বাসীরা ডুবে যাবে, এমন কি উক্ত পানি খলীল পাহাড়ের পর্বতের চূড়াকেও স্পর্শ করার আসংকা রয়েছে।
(৭০৮)হযরত আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, উল্লেখিত ফিৎনাকালীন কোনো অবস্থাতেই কেউ মুক্তি পাবেনা তবে যারা অবরোধকালীন ধৈর্য ধারন করবে তাদের মুক্তির কিছুটা আশা করা যেতে পারে। সুফিয়ানীদের জন্য নির্ধারিত আশ্রয়স্থল, যেটা মূলতঃ আল্লাহ তাআলার রহমতের মাধ্যমে নির্ধারিত। অনারবের তিনটি শহর, প্রথমতঃ প্রশস্ত উপত্যকার পার্শ্বে অবস্থিত শহর, যার নাম হচ্ছে, এন্তাকিয়া।

দ্বিতীয় শহর হচ্ছে, যেটা ফুরস হিসেবে প্রসিদ্ধ।
তৃতীয় আরেকটি শহর যেটা। সামিসাত নামে পরিচিত। তাছাড়া অন্য আরেকটি এলাকা হচ্ছে, এমন এক পাহড়, যা রোম বাসীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে সমৃদ্ধ, যার নাম হচ্ছে, আল-মুতাক।
(৭০৯)হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, হিমস হচ্ছে, ঐসব সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের শহীদগন সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করবেন, দিমাশক বাসীরা হচ্ছেন, যাদেরকে জান্নাতে সবুজ কাপড় দ্বারা পরিচিত করা যাবে। অন্য দিকে জর্দানের সৈন্যরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবেন।
ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা হচ্ছেন, যাদের দিকে আল্লাহ তা'আলা দৈনিক দু'বার দৃষ্টি দিয়ে থাকেন।
(৭১০)হযরত আবু যর গিফারী রাযিঃ হতে বর্নিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ননা করেন, তিনি এরশাদ করেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মিশর এবং ইরাক ধ্বংস হয়ে যাবে।
হে আবু যর! যখন তুমি দেখতে পাবে, বাতি-ঘরের উচ্চতা সিলা পর্যন্ত পৌছে গিয়েছে তাহলে শাম দেশকে আকড়িয়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি তারা আমাকে যেখান থেকে বের করেও দেয় তাহলেও কি আমি সেখানে যাবো?
জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, তোমাকে তারা যেখানে তাড়িয়ে নিয়ে যায় সেখানে চলে যেতে সংকোচবোধ করোনা।
(৭১১)হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, হিমস এলাকার শহীদগন সত্তর হাজার মানুষের জন্য সুপারিশ করবেন, অন্যদিকে দিমাশক বাসীদেরকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সবুজ কাপড় পরিধান করাবেন। জর্ডানের অধিবাসীদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার আরশের নিচে ছায়া দান করবেন।
ফিলিস্তিন বাসীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকদিন তিনবার করে দৃষ্টি দেন।
(৭১২)হযরত কাসীর ইবনে মুররা থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশদ করেছেন,শাম দেশে ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের থেকে যারা উৎকৃষ্ট মানের তাদেরকে সেদিকে ধাবিত করবেন। একমাত্র বঞ্চিত লোকদেরকেই সেখান থেকে বিতাড়িত করবেন।
শামদেশের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দৃষ্টি নিবন্ধিত থাকে। যদ্বারা সেখানে ছায়া-বৃষ্টি সবকিছু যথাযথ ভাবে পাওয়া যায়। তারা সম্পদশালী না হলেও কখনো রুটি এবং পানির জন্য কষ্ট পাবেনা।
(৭১৩)হযরত শুরাইহ ইবনে উবাইদ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত মোয়াবিয়া রাযিঃ কা'বকে হিমস এবং দিমাশক সম্বন্ধে জিঞ্জাসা করলে তিনি জবাব দিলেন, দিমাশক হচ্ছে, রোম দেশের মুসলমানদের আশ্রয়স্থল সেখানের ষাঁড় রাখার স্থান হিমসের বড় এলাকার চেয়েও উত্তম।
কেউ যদি দাজ্জাল থেকে মুক্তির আশা করে সে যেন আবু ফাতরাছ নামক ঝর্নার পার্শ্বে গিয়ে আশ্রয় গ্রহন করে। যদি তুমি খুলাফাদের সমান মর্যাদা লাভ করতে চাও তাহলে দিমাশকে অবস্থান কর। আর যদি জিহাদ এবং কষ্ট শিকার করতে চাও তাহলে হিমস নামক এলাকাতে

অবস্থান করতে থাক। বর্ননাকারী সাফওয়ান বলেন, আমাদেরকে আবুজ জাহিরিয়্যাহ রহঃ হযরত কা'ব থেকে বর্ননা করেন, যুদ্ধবিগ্রহ কালীন মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হচ্ছে, দিমাশক। দাজ্জাল থেকে মুক্তির স্থান থেকে আবু ফাতরাছ ঝর্না আর তূর পাহাড় হচ্ছে, ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে আশ্রয় গ্রহনের একমাত্র জায়গা।
(৭১৪)হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির মত তোমাদেরকে নানান ধরনের ফিৎনা গ্রাস করে নিবে। মাশরিক মাগরিবের মুসলমানদের প্রতিটি ঘরে উক্ত ফিৎনা প্রবেশ করবে। কা'ব রহঃ এর কাছে উক্ত ফিৎনা থেকে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বলেন, একমাত্র তারাই মুক্তি পাবে যারা লেবানানের ছায়াতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। যেসব মুসলমান লেবানান এবং তার পার্শ্ববর্তী সমুদ্রের নিকটে গিয়ে অবস্থান করবে তারা উক্ত ফিৎনা থেকে নিরাপদে থাকবে। এভাবে চলতে চলতে যখন ১২২ হিজরী সন আসবে তখন আমার এবং অন্যান্য সকল ঘর ধ্বংস হয়ে যাবে।
(৭১৫)হযরত জমরা ইবনে হাবীব থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, ধ্বংসকারী ফিৎনা থেকে মুক্তি পাবে একমাত্র হেজাজ এবং নদীর পার্শ্বে অবস্থান কারী লোকজন।
(৭১৬)হযরত আবুজ জাহিয়্যাহ রহঃ কাসীর ইবনে মুররা থেকে বর্ননা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে শাম দেশ ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তিনি একথাটি তিনবার বলেন। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের থেকে যারা উৎকৃষ্ট মানের রয়েছেন তাদেরকে শাম দেশের দিকে নিয়ে যাবেন। বঞ্চিত লোকজনই শামদেশের সাথে দুরত্ব বজায় রাখবে আর ফিৎনা বাজরাই শাম দেশকে উপেক্ষা করবে। উক্ত দেশের প্রতি ছায়া দান এবং বৃষ্টি বর্ষনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার সুদৃষ্টি থাকবে। সেখানের বাসিন্দাদের কাছে টাকা-পয়সা না থাকলেও কখনো রুটি-পানির কষ্ট অনুভব করবেনা। এমর্মে ইবনুজ জাহিরিয়্যাহ বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে ঘোষনা দিয়েছেন, শাম দেশের চল্লিশ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর অন্যান্য জনপদ ধ্বংস হয়ে যাবে। সেখানে কোনো প্রকার বিজলি ও বিকট শব্দে বাজ পতিত হবেনা, যা অন্যান্য দেশে হরহামেশা দেখা যাবে। এক পর্যায়ে উক্ত শহরকে সেখানের বাসিন্দাদের জন্য প্রশস্থ করে দেয়া হবে, যেমন গর্ভের শিশুর জন্য মায়ের রেহেম বা বাচ্চা দানিকে প্রশস্থ করে দেয়া হয়।
(৭১৭)হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হচ্ছে নারলিছ পাহাড়। কিয়ামতের পূর্বে মানুষের কাছে এমন এক যুগ আসবে যখন তারা সকলের বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উক্ত পাহাড়কে স্পর্শ করবে।
(৭১৮)বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মেকদাদ ইবনে মাদি কারাব রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশদ করেছেন, কিয়ামতের পূর্বে মানুষের মাঝে এমন এক যুগ আসবে, যখন দিনার-দেরহাম এবং টাকা-পয়সাই একমাত্র মানুষের উপকার করতে পৌঁছাতে পারবে।
(৭১৯)রাসূলুল্লাহ সাঃ এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্নিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ননা করেন, তিনি এরশাদ করেন, যুদ্ধ বিগ্রহকালীন মানুষের আশ্রয়স্থলহবে দিমাশক নামক একটি শহর। গোতা নামক অন্য আরেকটি এলকায়ও লোকজন আশ্রয় গ্রহন করবে।
(৭২০)হযরত আবু হোরায়রা রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছন,

ফিৎনা কালীন সবচেয়ে উত্তম মানুষ হচ্ছে, পাক পবিত্রতা অবলম্বনকারী অপরিচিত লোক। যার অবস্থা হচ্ছে, প্রকাশ পেলেও কেউ তাকে চিনতে পারেনা, আর অনুপস্থিত থাকলে তার শুন্যতা অনুভব হয়না। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম মানুষ হচ্ছে, বহুরুপি বক্তা এবং সর্বজন পরিচিত লোক। উল্লিখিত ফিৎনা থেকে কেউ বাঁচতে পারবেনা, একমাত্র ঐ লোকের ব্যাপারে মুক্তির আশা করা যেতে পাতে, যিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে এখলাসের সাথে সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির ফরিয়াদের ন্যায় ফরিয়াদ করতে পারবে।
(৭২১)প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, যখন ফিৎনা তীব্র আকার ধারন করবে তখন তোমরা সৎকাজকে মজবুত ভাবে আকড়িয়ে ধরবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকবে। তোমাদের মাঝে যারা বিশেষ লোক রয়েছেন তাদের প্রতি মনোনিবেশ করবে এবং সর্বসাধারনকে এড়িয়ে চলবে।

(৭২২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
একবার তিনি দ্রুত গতিতে চলছিলেন অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর।
যার ফলে বিভিন্ন এলাকা অতিক্রম করছিলেন, অতঃপর তিনি বললেন 'ইরাম'
কোথায় অবস্থিত?

আমি বললাম, ইরাম হচ্ছে, মাগরিবের দিকে বার মাইলের দুরত্বে। তিনি বললেন,

সিরাহ এবং আমার মাঝে কতটুকু দুরত্ব।

উত্তরে আমি বললাম উভয়ের মাঝে এতটুকু দুরত্ব রয়েছে।

তিনি জানতে চাইলেন সূর এবং করীনের সাথে আমার জানাশুনা রয়েছে কিনা?

আমি জবাবে বললাম, হ্যাঁ উভয় এলাকা সম্বন্ধে জানাশুনা রয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন,

সেদিকে যাওয়ার কি কোনো সুযোগ রয়েছে? আমি 'না'

করলে তিনি কারণ জানতে চইলেন জবাবে আমি বললাম,

উভয়টা এমন এক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত যার নিজের শহরে কোনো ধরনের মুল্যায়ন নেই।

উভয়টা আক্রান্ত হয়েছে তার এক ঘনিষ্ট আত্নীয়ের মাধ্যমে এবং সেগুলো মূলতঃ তাদের সামনে

বিদ্যমান। যার কারনে তাদের জন্য কোনো অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়নি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কে? আমি জবাব দিলাম, সে হচ্ছে, রুহ ইবনে যি'না।

একথা শুনে তিনি কিছুক্ষন চুপ করে থাকলেন। এ অবস্থা দেখে আমি বললাম,

আপনার জিজ্ঞাসার ফলে আমি জবাব দিলাম, জানার বিষয় হচ্ছে, সেগুলো কি হতে পারে।

তিনি বললেন, যেন আমি আখেরী যামানার কাছাকাছি নক্ষত্রের ন্যায়।

নিঃসন্দেহে সেদিন মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম স্থান এবং ভদ্রস্থান হচ্ছে, সূর এবং করীন।
(৭২৩) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিঃ থেকে বর্নিত,
তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর থেকে বর্ননা করেন, তিনি বলেন, এমন এক সময় আসবে,
যখন মানুষের জন্য সর্বোত্তম সম্পদ হবে পর্বতের চুড়াতে অবস্থিত ছাগলের সাথে অবস্থান করবে
অথবা ঐ লোক হবে সর্বোত্তম লোকের অন্তর্ভূক্ত যারা মারাত্নক ফিৎনা কালীন নিজের দ্বীন নিয়ে
ফিৎনার স্থান ত্যাগ করে থাকে।
(৭২৪) হযরত আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বর্নিত তিনি বলেন,
এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের কাছে উত্তম সম্পদ হবে তার ঘোড়া এবং অস্ত্র।
যার উভয়টা সর্বদা ছায়ার মত তার সাথে থাকবে। সে যেদিকে যাবে উভয়টাও সেদিকে যাবে।
সে স্থীর থাকলে ঘোড়া ও অস্ত্রও স্থীর থাকবে।
(৭২৫) প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত উকবা ইবনে আমের রাযিঃ থেকে বর্নিত,
তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ননা করেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন,
নিঃসন্দেহে আমি আমার উম্মতের জন্য শরাবের চেয়ে দুধের ব্যাপারে বেশি আশংকা করছি।
সাহাবায়ে কেরাম তার কারন জানতে চাইলে তিনি বললেন,
তারা দুধকে এত বেশি পছন্দ করবে,
যার কারনে আমার উম্মত জামা'আত থেকে অনেক দুরে সরে যাবে এবং সেটাকে নষ্ট করতে থাক
বে।
(৭২৬) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ননা করেন,
তিনি এরশাদ করেন, অতিদ্রুত মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরি।
যে বকরি চড়াতে গিয়ে লোকজন পর্বতের চুড়ায় চলে যাবে।
এবং ফিৎনার স্থান থেকে নিজের দ্বীন নিয়ে পলায়নকারী হবে।
(৭২৭) হযরত আউন ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
জনৈক লোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযিঃ এর ফিৎনা কালীন মিশরে চিন্তাগ্রস্থ অবস্থা

য় অঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁটছিল, তার এ অবস্থা দেখে এক লোক তাকে জিজ্ঞাসা করল,
হে অবুদ্দুনিয়া! কেন তুমি এত বেশি চিন্তিত? জবাবে তিনি বললেন, না,
বরং মানুষের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করছি। তার কথা শুনে বলা হলো,
আপনাকে তো আল্লাহ তা'আলা স্বীয় চিন্তা-ফিকির দ্বারা মুক্তি দিয়েছেন।
আল্লাহর কাছে আপনি যা চেয়েছেন তা না দেয়ার মাধ্যমে।
অথবা আমি তার উপর নির্ভরশীল ছিলাম, কিন্তু সেটাকে যথেষ্ট মনে করা হলোনা।
(৭২৮) হযরত আব্দুল্লাহ রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
অখেরী যামানায় এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষের কাছে সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে,
ভালো একটি ঘোড়া এবং ধারালো হাতিয়ার উভয় সম্পদ মানুষ যেদিকে যাবে সেদিকেই যেতে থা
কবে।
(৭২৯) হযরত শুরাহবীল ইবনে মুসলিম খা্েলোনী তার পিতা থেকে বর্ননা করেন,
তিনি এরশাদ করেন বলা হয়ে থাকে তোমাদেরকে কখনো ফিৎনা গ্রাস করে নিলে,
যেন অপরিচিত, অখ্যাত কোনো সুরত অবলম্বন করো।
(৭৩০) হযরত ইবনে তাউস রহঃ স্বীয় পিতা থেকে বর্ননা করেন,
তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, ফিৎনা কালীন সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে,
ঐ ব্যক্তি যিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে এগিয়ে যায় এবং দুশমন সম্বন্ধে ভীত সন্ত্রস্থ থাকে।
অথবা গনবিচ্ছিন্ন কোনো লোক, যে, আল্লাহ তা'আলার হক্ব আদায় করে যায়।
(৭৩১) হযরত ইবনে খাসয়াম রহঃ বর্ননা করেন, নিশ্চই রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন,
ফিৎনাকালীন সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে, ঐ ব্যাক্তি যে,
আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় তার তলোয়ার দ্বারা অর্জিত সম্পদ দ্বারা ভক্ষন করে থাকেন এবং ঐ ব্যক্তি, যে পর্বতের চুড়ায় অবস্থান করতঃ তার বকরির পাল দ্বারা জীবন যাপন করে থাকে।
(৭৩২) হযরত আউন ইবনে আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
অতিসত্তর এমন কিছু জিনিস প্রকাশ পাবে যেখানে কেউ উপস্থিত না থেকেও যদি সন্তুষ্ট থাকে,
সেটা হবে যেন স্বশরীরে উপস্থিত ছিল,
পক্ষান্তরে কেউ উপস্থিত থেকেও অসন্তষ্ট থাকলে সে যেন সম্পুর্ন রুপে অনুপস্থিত ছিল।
(৭৩৩) হযরত আউন ইবনে আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন,
নিঃসন্দেহে অনেক লোক এমন রয়েছে,
যারা গুনাহের স্থলে উপস্থিত থেকে ও সেটা অপছন্দ করার কারনে যেন সেই লোক সেখানে উপস্থি
ত ছিল।
পক্ষান্তরে কেউ উক্ত গুনাহের স্থলে অনুপস্থিত থেকে যদি সেটার উপর রাযি থাকে তাহলে যেন

সে লোক উক্ত গুনাহের কাজে উপস্থিত ছিল।
(৭৩৪) রবি ইবনে আমীলা রহঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ কে বলতে শুনেছেন,
তিনি বলেন, যদি তুমি কাউকে অসৎ কাজ করতে দেখ আর বাঁধা দেয়া সম্ভব না হয়।
তাহলে তোমার জন্য এতটুকু যথেষ্ঠ যে, আল্লাহ তা'আলাকে জানিয়ে দাও,
নিশ্চই তুমি অন্তর দ্বারা এ অসৎ কাজকে ঘৃণা করে থাক।
(৭৩৫) হযরত আবু বকর ইবনে আইয়াশ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
হযরত আলী ইবনে আবি তালেব রাযিঃ কে 'চির নিন্দ্রা'
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দিলেন।
যে লোক যাবতীয় ফিৎনা থেকে এত অধিক পরিমাণ চুপ থাকে,
যার কারনে কোনো ফিৎনাই তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।
(৭৩৬) হযরত আউফ রহঃ মুসাফির নামক এক কুপার এলাকার বাসিন্দা থেকে বর্ননা করেন,
তিনি আলী রাযিঃ থেকে বর্ননা করেন,
ফিৎনা কালীন যুগে প্রত্যেক মুসলমানকে তার নিদ্রায় মুক্তি দিবে।

২০। বর্বরতার প্রথম লক্ষন প্রসঙ্গে

(৭৩৭) হযরত আলা ইবনে সুলাইমান থেকে বর্নিত,
তিনি বলেন আমি আবু কাবীলকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,
যখন তুমি শুনবে কিংবা মিশরের মিম্বরের নিকটে আসবে,
তখন আমীরুল মু'মিনীন আব্দুল্লাহর জন্য দোয়া করা হবে তাহলে বুঝতে হবে সেদিন বেশি দূরে নয় যে,
আবারো শুনতে পাবে আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আমীরুল মুমিনীনের জন্যও দোয়া করা হচ্ছে।
(৭৩৮)
আব্দুস সালাম ইবনে মাসলামা থেকে বর্নিত তিনি বলেন আমি আবু কাবিলকে বলতে শুনেছি,
যখনই মিশরের মিম্বরে আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পাঠ করা হবে,
তাহলে বেশিদিন আর অপেক্ষা করতে হবেনা সেই মিম্বরে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম বাদশাহ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে বক্তব্য পাঠ করা হবে।
(৭৩৯) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্নিত,
তিনি মিশর বাসীদেরকে বলেন,

যখন মাশরিক বাসীদের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো পয়গাম আসে,
যার মধ্যে আব্দুল্লাহ আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ হতে বক্তব্য থাকবে,
তখন তোমরা অন্য আরেকটি পয়গামের অপেক্ষা করতে থাকো।
সেটা আসবে মুলতঃ আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রেরিত হয়ে মাগরিব বাসীদের পক্ষ থেকে আসবে। শপথ সেই সত্ত্বার যার হাতে হোজাইফার জীবন রয়েছ,
তোমরা এবং তাদের মধ্যে ব্রিজের নিকটে তুমুল যুদ্ধ হবে।
তারা তোমাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করে মিশর এবং শাম দেশ থেকে বের করে দিবে।
এহেন পরিস্থিতিতে পঁচিশটি দেরহাম নিয়ে জনৈকা আরবী নারী দিমাশকের গেইটে তোমাদের অ নুস্বরণ করবে।
(৭৪০) হযরত আবু সা’বা উতবা ইবনে তামীম আততানুখী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
আব্বাসী বাদশাহদের একজন তোমাদের প্রতি একটি পয়গাম প্রেরন করবেন,
যার মধ্যে মিশর বাসীর উদ্দেশ্যে লেখা থাকবে আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহর’ পক্ষ থেকে এধরনের কোনো ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে মনে করতে হবে এটাই হচ্ছে তাদে র রাজত্ব চলে যাওয়া এবং আব্বাসীয়দের সময় ফুরিয়ে আসার প্রথম লক্ষণ।
(৭৪১) হযরত আলা ইবনে মুহাম্মদ কালবী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন,
যখন দিনের শুরুতে আব্বাসী খলীফাদের কোনো খলীফা আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ আব্দুল্লা হ এর পক্ষ থেকে কোনো পয়গাম পাঠ করা হবে,
তাহলে দিনের শেষ ভাগে তোমাদের প্রতি প্রেরিত অন্য আরেকটি পয়গাম যা আসবে আব্দুল্লাহ ই বনে আব্দুর রহমামান আমীরুল মুমিনপনের পক্ষ থেকে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাক।
(৭৪২) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
আব্দুল্লাহ নামক এক লোক আব্বাসীয় বাদশাহ হবে। তিনি খুবই বিচক্ষন হবেন,
তার মাধ্যমে তারা বিজয়ী হবে এবং তার হাতেই তাদের কল্যাণ নিহিত থাকবে। তিনিই হবেন,
বালা-মুসিবতের চাবি এবং ধ্বংসের তলোয়ার।
এক পর্যায়ে আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর পক্ষ থেকে শাম দেশ থেকে আগত একটা চিঠি পাঠ হবে।
এরপর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না বরং তোমাদের কাছে এসে পৌছবে আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানের পয়গাম। সেটাও মিশরের মিম্বরে পাঠ করা হবে।
উক্ত ঘটনা প্রকাশ পাওার কিছুদিনের মধ্যেই মাশরিক-
মাগরিব বাসীরা শাম দেশের দিকে ধেয়ে আসবে।
যেন সম পর্যায়ের দুটি বাজির ঘোড়া পরস্পরের দিকে ধেয়ে আসছে।

তারা দেখতে পাবে নিঃসন্দেহে রাজত্ব ও ক্ষমতা যারা শাম বাসীদের আনুগত থাকবে তাদের হাতে বাকি থাকবে। প্রত্যেকে একথা বলবে,
যারা বিজয়ী হবে একমাত্র তারাই রাষ্ট্র ক্ষমতার মসনদে আরোহন করবে।
(৭৪৩) হযরত যুবাইর ইবনে নুফাইর রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহর ধ্বংস হোক।
তেমনি ভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানেরও ধ্বংস হোক।
(৭৪৪) হযরত যুহরী রহঃ থেকে বর্নিত তিনি এরশাদ করেন,
যখন মিশরে হলুদ পতাকাবাহী বাদশাহ প্রবেশ করবে তখন তোমরা গিয়ে ব্রিজের পাদ দেশে একত্রিত হতে থাকো এবং মাশরিক-মাগরিব থেকে আগত সৈন্যের অপেক্ষা করতে থাকো।
সেখানে মোট সাতবার যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং সকলে আহত হয়ে রক্তে রন্জিত হয়ে যাবে।
মোট কথা সব ধরনের ফিৎনা সেখানে হতে থকবে।
এক পর্যায়ে মাশরিক বাসীরা পিছু হঠতে থাকবে এবং রামলা নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান নিবে।
(৭৪৫) হাবীব ইবনে সালেহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
পশ্চিমাদের মধ্যে আব্দুর রহমান নামক এক লোক প্রকাশ পাবে।
এক পর্যায়ে সে হিমস নামক স্থানে এসে তার মিম্বরে আরোহন করবে।
(৭৪৬) আবু হাসসান থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
আব্বাসীয়দের মধ্যে তিনজন বাদশাহ এমন হওয়া জরুরী, যাদের নামের প্রথম অংশ হবে, ‘আইন’।

২১। পশ্চিমা এবং বর্বরদের পক্ষ থেকে আগত ফিৎনার আলোচনা

(৭৪৭) ওলীদ ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
কালো পতাকাবাহী হয়ে যখন তুর্কী সম্প্রদায় বের হয়ে আসবে,
তখন তোমারা তাদের ঘোড়ার যৌবন নিঃশ্বেস হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষন না পশ্চিমারা বের হয়ে আসে।
(৭৪৮)
আসমা ইবনে কাইস সাহাবী রাযিঃ থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।
তাকে যখন বলা হলো, মাগরিবী ফিৎনা সম্বন্ধে আপনার ধারনা কি? তিনি জবাবে বললেন, মাগরিবী ফিৎনা এর থেকে আরো মারাত্নক ও ভয়াবহ।

(৭৪৯) আসমা ইবনে কাইস সুলামী রাযিঃ থেকে বর্নিত,
তিনি সর্বদা তার নামাযে মাগরিবী ফিৎনা থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন
।
(৭৫০) ওলীদ ইবনে মুসলিম থেকে বর্নিত, তিনি নাজীব থেকে শুনে বর্ননা করেন,
তিনি ইবনুল মুসাইয়্যাবকে বলতে শুনেছেন,
মাগরিব বাসীদের জন্য কাফের শাসকের অধীন থাকা অতীব জরুরী।
(৭৫১) মুহাম্মদ ইবনে কা’ব কুরাজি থেকে শুনে বর্ননা করেন, তিনি বলেন,
পশ্চিমারা একসময় পৃথিবী শাসন করবে। কতইনা জঘন্য হবে তাদের শাসন।
(৭৫২) আবু কাবীল রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
পশ্চিমাদের নেতৃত্ব দিবে আব্দুর রহমান নমক একজন লোক।
কতই না মারাত্নক হবে তার রাষ্ট্র পরিচালনা।
(৭৫৩) প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্নিত,
তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ননা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন,
আসমানের নিচে বর্বর জাতি থেকে নিকৃষ্টতম কোনো জাতি নেই।
আল্লাহ তাআলার রাস্তায় সামান্য পরিমান জায়গা সদকা করা আমার কাছে শত বর্বর জাতি আযাদ করা থেকে অনেক উত্তম।
(৭৫৪) উম্মুল মুনিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
একদা হযরত আয়েশা রাযিঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ কে কিছু সদকা করতে বলে বললেন,
এ সদকা থেকে যেন বর্বর জাতির কাউকে কোনো কিছু দান করা না হয়।
যদি ও সেগুলো কোনো কুকুরকে ভক্ষন করানো হলেও।
(৭৫৫) হযরত কা’ব রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, পশ্চিমারা হচ্ছে, অন্ধ ফিৎনা।
তার বাসিন্দারা হচ্ছে, উলঙ্গ এবং খালি পায়ে।
তারা আল্লাহ তাআলার দ্বীন সম্বন্ধে কিছুই জানেনা। তারা মাটিতে এমন ভাবে বিচরণ করে, যেমন ষাঁড় তার খাবারকে মাড়াতে থাকে।
সুতরাং তোমরা তাদের সাক্ষাত পাওয়া থেকে আল্লাহ তা’আলর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকো।
(৭৫৬) হযরত তাবী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন,
মাগরিব বাসিদের নেতৃত্ব দানকারী হবে আব্দুর রহমান ইবনে হিন্দ।
লোকটি অনেক লম্বা প্রকৃতির হবে এবং তার সামনে এমন একজন লোক থাকবে,
যার নাম হবে শয়তানের নাম। যারা তার অধীনে যুদ্ধ করবে,

তাদের ধ্বংস অনিবার্য এবং তাদের শেষ গন্তব্য হবে জাহান্নাম।
(৭৫৭) মাসলাম ইবনে আব্দুল মালিক রহঃ বলেন,
নিঃসন্দেহে ছয়মাস পর্যন্ত মাগরিব বাসীরা হিমস নামক শহরটি দখল করে রাখবে।
বর্ননাকারী মাসলামা বলেন, যেন আমি ছয় মাসের জন্য অবরুদ্ধ হিমসকে স্বচক্ষ্যে দেখেছি।
অতঃপর সাকার বলেন, আমি সাঈদ ইবনে মুহাজির আল ওয়াসসাবী রহঃ কে বলতে শুনেছি,
তিনি বলেন, যখন আরবদেশ ফিৎনায় আক্রান্ত হবে, তখন তুমি ইয়মানের দিকে চলে যাও।
কেননা, উক্ত ফিৎনা থেকে ইয়ামান ছাড়া অন্য কোনো দেশ তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবেনা।
(৭৫৮) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আসমা ইবনে কাইস রাযিঃ থেকে বর্নিত,
তিনি সর্বদা নামাযে আল্লাহ তাআলার কাছে মাশরিকী ফিৎনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।
এরপর যে ফিৎনা থেকে মুক্তি চাইতেন, সেটা হচ্ছে মাগরিবী ফিৎনা।
(৭৫৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্নিত,
তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ননা করেন, তিনি এরশাদ করেন,
তোমাদেরকে আমি মাশরিকের দিক থেকে আগত ফিৎনা থেকে ভয় প্রদর্শন করছি।
এর পর মাগরিবের দিক থেকে আগত ফিৎনা সম্বন্ধে আশংকা প্রকাশ করছি।
(৭৬০) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্নিত,
তিনি এরশাদ করেন, ফিৎনা ও খারাপিকে মোট সত্তর ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।
তার থেকে ঊনসত্তর ভাগ হচ্ছে বর্বর জাতির মধ্যে,
আর মাত্র এক অংশ হচ্ছে অন্য সকল মানুষের মধ্যে।
(৭৬১) কতিপয় মাশায়েখ থেকে শুনা গেছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ননা করেন,
বর্বর জাতির নারীরা তাদের পুরুষের তুলনায় অনেক ভালো।
বর্বর জাতির প্রতি একজন নবী প্রেরন করা হলে তারা তাঁকে হত্যা করে এবং তাদের নারীগন ঐ নবীর দাফনের ব্যবস্থা করে।
(৭৬২) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
আমি একদিন বর্বর গোত্রের এক কাজের ছেলে কে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর দরবারে উপস্থিত হ লে তিনি বললেন, আমার পূর্বে এ গোত্রে একজন নবী এসেছিলেন,
কিন্তু তাকে তারা যবেহ করে তার গোস্তকে পাক করার পর ভক্ষন করে এবং তার ঝোলকে পান ক রেছিল।
(৭৬৩) হযরত সাফওয়ান থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
হিমস বিজয়ে অংশ গ্রহনকারীদের কেউ কেউ বলেন,
হিমস শহর বসবাসকারী কতিপয় রোমের বাসিন্দা সর্বদা বর্বর জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ব্যা

পারে শঙ্কিত থাকতো এবং তারা বলতো সাফওয়ান হিমস শহরেকে তামরা করে নাম করন করার পর বলতেন হে তাম্রা বর্বর জাতি কর্তৃক তোমার ধ্বংস হোক।

২২।
বর্বর জাতি কর্তৃক ফাসাদ সৃষ্টি হওয়া এবং মিশর ও শামের ভূখন্ডে তাদের যুদ্ধ করা আর তাদের কিছু অনিষ্টতার বর্ননা

(৭৬৪) হযরত আবু কাবীল রহঃ বলেন,
নিঃসন্দেহে পশ্চিমারা এবং ফুজাআ ও মারওয়ানের সন্তানগণ শাম দেশের মূল ভুখন্ডে কালো পতাকার নিচে সমবেত হবে। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি একদা মিসর বাসীকে সম্বোধন করে বলেন, হে মিশরীগণ!
যখন পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের দিকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আসবে এবং তারা পুলের উপর থাকা অবস্থায় তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।
তোমাদের এবং তাদের মিলিয়ে প্রায় সত্তর হাজার যোদ্ধা হবে।
সে তোমাদেরকে মিশর এবং শাম দেশ থেকে লাঞ্চিত অবস্থায় কাফের আখ্যায়িত করে বের করে দিবে।
ঐপরিস্থিতিতে জনৈকা আরবী মহিলা পঁচিশ দেরহাম নিয়ে দিমাশকের গেইটে অবস্থান করবে।
অতঃপর পশ্চিমারা হিমস নগরীতে প্রবেশ করে দীর্ঘ আঠার মাস পর্যন্ত অবস্থান করবে।
এদিন গুলোতে তারা যাবতীয় সম্পদ বিলি করবে এবং নারী-
পুরুষদেরকে নির্বিচারে হত্যা করবে।
কিছুদিন পর আসমানের নিচে অবস্থানরত নিকৃষ্ট লোকদের অন্যতম একজন তাদের প্রতি ধেয়ে আসবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করবে।
এক পর্যায়ে তার হিমস নগরী ছেড়ে দিয়ে মিশরের ভুখন্ডে প্রবেশ করবে।
(৭৬৬) হযরত মাসলামা ইবনে আব্দুল মালিক থেকে বর্নিত তিনি এরশাদ করেন,
পশ্চিমার বাসিন্দাগণ হিমস নগরীকে দীর্ঘ ষোলমাস পর্যন্ত দখল করে রাখবে।
বর্ননাকারী সাকার বলেন, আমি সাঈদ ইবনে মোহাজিরকে বলতে শুনেছি,
যখন পশ্চিমা ফিৎনা ব্যাপক আকার ধারন করবে তখন তুমি ইয়ামানের দিকে চলে যাও।
কেননা, ঐ মুহূর্তে ইয়ামান ছাড়া অন্য কোনো দেশ তাদের হাত থেক রক্ষা পাবেনা।
(৭৬৭) প্রসিদ্ধ সাহাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্নিত,

তিনি এরশাদ করেন,
যখন মাগরিব বাসীরা মিশর ভুখন্ডে প্রবেশ করে এতক্ষন পর্যন্ত অবস্থান করবে।
মিশরের আদিবসিকে হত্যা করবে এবং বন্দি করবে।
সে সময় অনেক ক্রন্দনকারী মহিলা তাদের সম্ভ্রম লুন্ঠিত হওয়ার কারনে বিলাপ করতে থাকবে, অনেকে কান্নাকাটি করবে তাদের সম্মানহানী হওয়ার কারনে।
আবার অনেকে কাঁদবে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করার কারনে।
আবার কেউ কেউ বিলাপ করতে থাকবে মৃত্যু ও কবরকে আলিঙ্গন করার জন্য।
(৭৬৮) হযরত আবু ওয়াহাব আল কালাঈ থেকে বর্নিত তিনি বলেন,
যখন পশ্চিমারা দখল করার নিয়তে এগিয়ে আসবে,
তাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য আরবরাও ধেয়ে আসবে।
এক পর্যায়ে সকল আরবগন শাম দেশে এসে চারটি পতাকার অধীনে সমবেত হবে।
একটি পতাকা হবে কুরাইশ এবং তাদের অনুগতদের,
দ্বিতীয়টি হবে কাইস এবং তাদের অধিনস্থদের,
তৃতীয়টি হবে কাইয়ান এবং তাদের অনুসারীদের এবং চতুর্থটি হবে কুজাআ গোত্রের।
আরবরা কুরাইশদেরকে বলবে এগিয়ে যাও এবং তোমাদের রাজত্বের জন্য যুদ্ধ কর।
এক পর্যায়ে কুরাইশরা এগিয়ে যাবে এবং তীব্র ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হবে,
তবে এতে কোন লাভ হবেনা। অতঃপর কাইস গোত্র এগিয়ে আসবে,
তাতেও কোনো উপকার হবেনা।
এতটুকু পর্যন্ত বলে বর্ননাকারী আবু ওয়াহাব রহঃ হযরত খালেদ ইবনে জহীর আল-কালবী রহঃ এর কাধে হাত রেখে বললেন,
অতঃপর আমি তোমাকে এবং তোমার গোত্র আল বালাকুল বুকা কে দেখলাম তারা বিজয় বেশে ফিরে আসছে। ওলীদ বলেন,
সেদিন একমাত্র কুজায়া গোত্রই পশ্চিমাদেরকে পরাজিত করে জয়লাভ করবে।
তাদের সাথে অনেকে থাকবে যারা ইতোমধ্যে তাদের অনুস্বরণ করছিল এবং তারা বিভিন্ন গোত্রের দিকে যেতে থাকবে এবং মাশরিক বাসীদের সাথেও যুদ্ধ করতে থাকবে।
(৭৬৯) ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
ফিৎনা কালীন যুগে কালো এবং হলুদ ঝান্ডা বিশিষ্ট লোকজন পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করতে থাকবে। এক পর্যায়ে তারা ফিলিস্তিন নগরীতে আসবে।
অতঃপর মাশরিকদের থেকে সুফিয়ানী নামক জনৈক লোক বের হয়ে আসবে।
পশ্চিমারা জর্ডানে এসে পৌছলে তাদের নেতা হঠাৎ করে মারা যাবে এবং তারা তিন দলে বিভক্ত

হয়ে পড়বে। একদল যেদিক এসেছিল সেদিকে ফেরত যাবে,
অন্যদল হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে এবং আরেকদল সেখানেই থেকে যাবে।
এক পর্যায়ে তাদের সাথে সুফিয়ানীর যুদ্ধ হবে।
মাগরিব বাসীদের অবশিষ্টাংশ পরাজিত হয়ে তার অধীন হয়ে যাবে।
(৭৭০) হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্নিত,
তিনি বলেন মাগরিব বাসিদের প্রাথমিক দল দিমাশকের মসজিদে প্রবেশ করবে।
তারা সেখানে প্রবেশ করে মসজিদের সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য গুলো দেখে আশ্চর্য্য প্রকাশ করতে থাকবে। হঠাৎ করে ভুমকম্প আরম্ভ হবে,
যার ফলে দিমাশকের মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে গভীর গর্ত হয়ে যাবে এবং হারাস্তা নামক গ্রাম নিচের দিকে ধ্বসে পড়বে।
এহেন পরেস্থিতিতে সুফিয়ানীরা প্রকাশ পাবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে আর তাদেরকে মিশরের দিকে ধাওয়া করবে।
কিছুদিন পর আবারো সে আসবে এবং মাশরিক বাসিদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে ইরাকের দিকে পাঠিয়ে দিবে।
(৭৭১) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
যখন বর্বর জাতির আবির্ভাব ঘটবে তখন তারা মিশরে এসে ঘাটি ফেলবে।
তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল থাকবে মিশরে এবং আরেক দল অবস্থান নিবে ফিলিস্তিনে।
এভাবে চলতে চলতে এক পর্যায়ে তারা হিমস নামক এলাকায় এসে পৌছবে।
তখনই তাদের উপর মসিবতের পাহাড় নেমে আসবে।
লাগাতার চল্লিশ দিন তাদের উপর বরফ বর্ষণ হবে। তারপর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে।
এক পর্যায়ে তারা হিমস নগরী জয় করবে এবং সেখানে প্রবেশ করে আবারো বের হয়ে গিয়ে পক্শিচম গেইট এবং ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান গ্রহন করবে।
যে ব্রিজটি বাজারের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত।
এরপর সেখান থেকে ফিরে এসে বুহাইরায়ে ফামিয়া কিংবা তার কাছাকাছি স্থানে অবস্থান নিবে।
অতঃপর কিছুলোক তাদের গতিরোধ করবে এবং তাদের সাথে তীব্রভাবে যুদ্ধ করবে।
তাদের নেতা থাকবে ইসমাঈল আঃ এর সন্তানদের একজন।
উম্মুল আরব নামক এক গ্রামে মূলতঃ তারা যুদ্ধে লিপ্ত হবে।
অতঃপর হঠাৎ করে একলোক তীব্র গতিতে ধেয়ে আসবে এবং আযাদদেরকে হত্যা করবে এবং কিছু লোককে বন্দি করে ফেলবে আর মহিলাদের পেট চিরে বাচ্চা বের করে আনবে উক্ত দল মোট দুই বার পরাজিত হবে এবং সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

তাদেরকে কুরাইশের এক সাহসী নারী জবেহ করতে থাকবে এবং ইতোমধ্যে যারা বনু হাশেমের ম হিলাদের পেট চিরে বাচ্চা বের করেছিল তাদের পেট চিরে ফেলবে।
(৭৭২) হযরত যুহরী রহঃ থেকে বর্নিত। তিনি বলেন,
কালো ঝান্ডাবাহকরা যখন পরস্পর এখতেলাফ করতে থাকবে তখন হলুদ ঝান্ডাবাহীর আবির্ভা ব ঘটবে। এবং তারা মিশরবাসীর ব্রিজের কাছে এসে জমায়েত হবে।
যার কারনে মাশরিক বাসিরা মাগরিবদের সাথে মোট সাতবার যুদ্ধ করবে।
একপর্যায়ে মাশরিক বাসীরা পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।
এবং তারা রামাল্লা নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান করবে।
কোনো একটা বিষয় নিয়ে পশ্চিমা এবং শাম বাসিদদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিলে পশ্চিমারা খুবই রাগান্বিত হয়ে বলবে, আমরা তো তোমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছিলাম,
অথচ তোমরা আমাদের সাথে এমন আচরন করলে। আল্লাহর কসম!
এখনই আমরা তোমাদেরকে মাশরিক বাসিদের হাতে ছেড়ে দিব।
একথা শুনে শামের বাসিন্দাদের হুশ ফিরে এলো যে, আমরা সংখ্যায় অনেক কম।
এহেন মুহূর্তে সুফিয়ানীর আবির্ভাব ঘটবে এবং শাম বাসীকে তার আনুগত্য স্বীকার করবে, আর তারা সুফিয়ানীর নেতৃত্বে মাশরিক বাসিদের সাথে যুদ্ধ করবে।
(৭৭৩)হযরত সাফওয়ান রহঃ কতিপয় মাশায়েখ থেকে বর্ননা করেন তারা বলেন,
হিমস বাসিরা বর্বর জাতির জন্য শামের বাসিন্দাদের তুলনায় কঠোর হবে।
(৭৭৪) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
শাম দেশের বাসিন্দারা বড়ই নিরাপদ এবং ভাগ্যবান তাদের সৈন্যরা যারা হলুদ ঝান্ডার অধিকা রী। তেমনি ভাবে দিমাশকের অধিবাসিরাও।
শাম বাসিদের মধ্যে নিকৃষ্টতম বাসিন্দা এবং নিকৃষ্টতম সৈন্য হচ্ছে, হিমস বাসিরা।
অতিসত্ত্বর তারা শাম দেশে এমন ভাবে প্রবেশ করবে যেমন, পানি কলসিতে প্রবেশ করে থাকে।
(৭৭৫) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, কসম সে সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ!
অতি স্বত্তর হিমস নগরীতে বর্বর বাহিনী প্রবেশ করবে।
তাদের সর্বশেষ দল সেখানের বাসিন্দাদের ঘরের দরজার লক খুকে ফেলবে এবং তাদের একটা অংশ ফিলিস্তিনে অবস্থান নিবে।
অতঃপর তারা হিমস থেকে বের হয়ে বুহাইরায়ে ফামিয়া কিংবা তার থেকে এক মাইলের কাছাকা ছি এলাকায় চলে যাবে।
তখন তাদের দিকে বাহিরের একজন ধেয়ে আসবে এবং তাদেরকে হত্যা করবে।
(৭৭৬) কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,

যখন পশ্চিমারা মিশর বাসির উপর জয়লাভ করবে তখন শাম বাসিদের জন্য জমিনের নিচের অংশ উত্তম উপরের অংশ থেকে। বড়ই দূর্ভাগ্য ফিলিস্তিন এবং জর্দানের সৈন্যদের জন্য।
এদিকে হিমস শহর বর্বর জাতি দ্বারা মারাত্নক ভাবে আক্রান্ত হবে।
তাদের তলোয়ার দ্বারা আতর এবং কিন্দার এক লেংড়া লোকের ঘরের দরজায় আঘাত করা হবে।
(৭৭৭) হাসসান রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, কখনো বলা হয়ে থাকে সে,
যখন হলুদ ঝান্ডার অধিকারীগন মিশর পর্যন্ত পৌছে যাবে তখন তোমরা নিজেদের সর্বশক্তি দিয়ে সেখান থেকে পালায়ন কর। আর তোমার কাছে এসংবাদ পৌছে যে,
তারা শাম দেশে চলে এসেছে তখন তুমি তোমার সাধ্যমত আসমানের নিচে নিরাপদ কোনো স্থান তালাশ করে নাও আথবা তার জন্য নিজের সবকিছু ব্যয় করতে হলেও কর।
(৭৭৮) হযরত হাসসান ইবনে আতিয়াহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
যখন তোমরা হলুদ ঝান্ডাবাহি লোকজনকে দেখতে পাবে তখন জমিনের উপরের আংশের তুলনায় নিচের আংশ আনেক উত্তম ও নিরাপদ হবে।
(৭৭৯) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন,
বর্বরজাতি লুকানো জাহাজ থেকে অবতরন করে উম্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে হিমসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। এক পর্যায়ে হিমস নগরীতে প্রবেশ করবে। তখন বর্বর জাতির লক্ষন হবে,
তাদের মুখে থাকবে, ইয়া হিমস! ইয়া হিমস!!
(৭৮০) কা’ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন,
যখন বর্বর জাতি হিমস থেকে বের হয়ে ফামিয়ার দিকে যেতে থাকবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং তাদের সাওয়ারীকে একধরনের মহামারীতে আক্রান্ত করবেন,
যদ্বারা তাদের প্রতিটি সাওয়ারী সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে অতঃপর তাদেরকে মুতান এবং বাতানের প্রতি দেশান্তর করা হবে,
যার কারনে তার মাশরিকের কালো পাহাড়ের পাদদেশে পলায়ন করে লুকিয়ে থাকবে।
এ অবস্থা দেখে মুসলমানরা তাদের পিছু নিবে এবং উভয়ের মাঝে তীব্র লড়াই সংঘটিত হবে।
এমনকি মুসলমানদের একজন তাদের সত্তর জনকে পর্যন্ত হত্যা করবে।
প্রান নিয়ে তাদের সামান্যই ফেরত যেতে পারবে।
(৭৮১) হযরত তাবী রহঃ কা’ব থেকে বর্ননা করেন, তিনি বলেন,
যখন তুমি হলুদ ঝান্ডা বাহী দলকে ইস্কান্দারিয়া অবস্থান করতে দেখবে অতঃপর তারা সুররাতাশ শামে আসবে তখনই হারাস্তা নামক দিমাশকের একটি জনপদ ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে।
(৭৮২) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,

নিঃসন্দেহে মিশরবাসীরা রশির বিনিময়ে জুন নামক এলাকাকে তাকসীম করবে।
সেটা না হয় নীলনদের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারনে অথবা তীব্র ভাবে প্রবাহিত হয়ে ডুবে যাও য়ার কারনে।
(৭৮৩) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্নিত,
তিনি এরশাদ করেন,
হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কা'বা শরীফে আক্রমন করা কালীন আমি হযরত আব্দরল্লাহ ইবনে ওমরে র কাছে গেলে তিনি বললেন,
যখন মাশরিকের দিক থেকে কালো ঝান্ডাবাহী এবং মাগরিবের দিক থেকে হলুদ ঝান্ডাবাহী এসে দিমাশকে মিলিত হবে তখনই বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবত একেরপর এক প্রকাশ হতে থাকবে।
(৭৮৪) পূর্বের হাদীসের ন্যায়।
(৭৮৫) হযরত নাজীব ইবনুছছরি থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে দুটি দল বের হবে।
তার থেকে একটি কানতারাতুল ফুসতাতে পৌছে তাদের ঘোড়াগুলোকে বাঁধবে।
অন্যদলটি বের হবে শাম দেশের দিকে।
(৭৮৬) হযরত বকর ইবনে সুওয়াদা রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিঃ জনৈক মিশরীকে বললেন,
নিঃসন্দেহে তোমাদের উপর আন্দুলুসের অধিবাসিরা হামলা করবে এবং ওসীম নামক স্থানে তা দের সাথে তোমাদের তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হবে।
(৭৮৭) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহুনী রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
যখন পশ্চিমারা বের হবে তখন রোমবাসিরা তাদের পিছু নিবে এবং ইস্কান্দারিয়া,
মিশর ও শামের পার্শ্বে উভয়ের মাঝে তীব্র যুদ্ধ হবে।
(৭৮৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিং থেকে বর্নিত,
তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ননা করেন, তিনি বলেন,
যখন মাশরিক ও মাগরিব থেকে ফিৎনা প্রকাশ পেয়ে শাম দেশের মূল ভুখন্ডে জমায়েত হবে তখ ন জমিনের নিচের অনেক উত্তম হবে উপরের অংশ থেকে।
(৭৮৯) হযরত আব্দুল্লাহ রহঃ থেকে বর্নিত,
তিনি একদিন তার ঘরের ছাদে উঠে কূফা নগরীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বললেন,
অতি সত্ত্বর মাগরিবের দিক থেকে আগত এক জাতি উক্ত শহরকে মারাত্নক বিরান ভূমিতে পরিণ ত করবে।
(৭৯০) নাজীব ইবনুসসারী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,

পশ্চিমাদেরকে সাথে নিয়ে আব্দুর রহমানের আবির্ভাব হবে।
অথচ ইতোমধ্যে রোম বাসিরা ইস্কান্দারিয়ার উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তারা সেখানের দখল বজায় রাখবে।
অতঃপর তাদের সাথে যুদ্ধ হবে এবং তারা মারাত্নক ভাবে পরাজিত হয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হবে।
(৭৯১) হযরত সাফওয়ান তারা কতিপয় শেখ থেকে বর্ননা করেন, তিনি বলেন,
রোমবাসিদের যারা হিমস নগরীতে বসবাস করবে তারা সর্বদা বর্বর জাতির আক্রমনের ব্যাপারে ভীত বর্বর জাতির আক্রমন থেকে মুক্তির চেষ্টা কর।
(৭৯২)
হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত তিনি বলেন শাম দেশের ভূখন্ডে যখন কালো ও হলুদ ঝান্ডা বহন কারীরা একত্রিত তখন মাটির ভিতরের অংশ উপরের অংশ থেকে অনেক উত্তম হবে।
হাদীস বর্ননাকারী সাফওয়ান বলেন,
হিমসের গেইট থেকে বর্বর জাতিরা তারা ব্যতীত অন্য সবাইকে বের করে দিবে।
(৭৯৩) ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্নিত তিনি বলেন,
যখন মাশরিক এবং মাগরিবের বাসিন্দাগন হলুদ ঝান্ডার অধীনে মিশরে একত্রিত হবে যখন কান তারার নিকটে তাদের মধ্যে সাতবার যুদ্ধ হবে। অতঃপর তারা রামাল্লায় চলে যাবে।
(৭৯৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
ফেহর গোত্র থেকে জনৈক লোক বের হয়ে বর্বর জাতির সাথে মিলিত হবে।
অতঃপর আবু সুফিয়ানের সন্তানদের থেকে জনৈক লোক প্রকাশ পাবে।
যখন ফেহরের লোকটি তার আগমনের সংবাদ পাবে তখন তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।
একদল ফিরে যাবে। দ্বিতীয়দল তার সাথে অটল থাকবে এবং শাম দেশের দিকে চলে যাবে।
অন্য আরেকদল হেজাজের দিকে যেতে থাকবে।
এক পর্যায়ে আনসান নামক ভুখন্ডে শামবাসিদের সাথে তাদের স্বাক্ষাত হবে এবং বর্বর জাতি পরাজিত হবে। অতঃপর শাম বাসীরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।
(৭৯৫) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
যখন কালো এবং হলুদ ঝান্ডার অধিকারীরা শাম দেশের পাদদেশে মিলিত হবে,
তখন যেন সেখানে অবস্থান কারীদের জন্য পরাজিত সৈন্যদের পক্ষ থেকে কঠিন বিপদ এসে পড়বে এটা সামাল দিতে না দিতেই পূনরায় তারা বিজয়ীদের দ্বারা আক্রান্ত হবে।
অভিশপ্ত জাতি হিসেবে তাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে।
(৭৯৬) হযরত আরতাত ইবনুল মুনজির থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
বর্বর জাতি এসে ফিলিস্তিন এবং জর্দানের মাঝামাঝি জায়গায় ঘাঁটি করবে।

অতঃপর তাদের মাশরিক এবং শামের সম্মিলিত বাহিনী তাদের দিকে এগিয়ে ধাবিত হয়ে জাবি য়া নামক স্থানে অবস্থান গ্রহন করবে।
এক পর্যায়ে সাখার এর সন্তানদের থেকে একজন দুর্বলচিত্তে প্রকাশ পাবে এবং বায়ছানের পাহা ড়ে পশ্চিমাদের সাথে তার সাক্ষাত হবে। অতঃপর তাদেরকে বায়ছান থেকে বিতাড়িত করবে।
তারা আবারো পরেরদিন পরস্পরের সাথে দেখা হবে এবং সেখান থেকে তাদেরকে বিতাড়িত কর বে। এক পর্যায়ে তারা পিছন থেকে মারাত্নক ভাবে আক্রান্ত হবে।
তৃতীয়দিন তারা আবারো মিলিত হবে এবং তাদেরকে আইনুর রীহ পর্যন্ত ধাওয়া করবে।
এ ধরনের পরিস্থিতিতে হঠাৎ তাদের নেতার মৃত্যু হবে এবং তারা তিনদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে।
একদল নিজেদের এলাকায় ফিরে যাবে,
আরেকদল হিজায ভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নিবে এবং অন্যদলটি চলে যাবে সাখরা নামক স্থানে।
তারা অন্য দলের খোজে চলতে থাকবে এক পর্যয়ে ফাতাক নামক এলাকার পর্বতের চুড়ায় উপ নীত হবে এবং যেখানে তাদের দেখা মিলবে।
সেখান থেকে তাদেরকে সাখরা নামক ভুখন্ডের দিকে ইঙ্গিত করা হবে।
অতঃপর শাম এবং মাশরিক বাহিনী একে অপরের প্রতি আন্তরিক হয়ে উঠবে,
এবং উভয়ে একস্থানে মিলিত হবে।
তখন তাদেরকে জাবিয়া এবং খারিবার মাঝামাঝি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে।
তখনই তাদের মাঝে ভয়ানক এক যুদ্ধ হবে,
যার কারনে তাদের ঘোড়া রক্ত সাগরে হাবুডুবু খেতে এবং শাম বাসিরা তাদের সর্দারকে হত্যা কর বে। আর তাদেরকে সাখরা পর্যন্ত ধাওয়া করে নিয়ে যাবে। তাদের দিমাশকে নিয়ে গিয়ে হাত-পা কর্তন করা হবে।
এক পর্যায়ে মাশরিকের দিক থেকে কালো ঝান্ডাবিশিষ্ট একটি বাহিনী প্রকাশ পাবে,
যারা কুফা নগরীতে এসে অবস্থআন করবে এবং তাদের সর্দার সেখানে আত্নগোপন করবে।
যার কারনে তার অবস্থান চিহ্নিত করা মুশকিল হয়ে যাবে।
ফলে উক্ত বাহিনী শংকিত অবস্থায় দিনাতি পাত করতে থাকবে।
অতঃপর বতনুল ওয়াদী নামক স্থানে আত্নগোপন করা একলোক হঠাৎ করে আত্নপ্রকাশ করে উ ক্ত বাহিনীর হাল ধরবে। তার আত্নপ্রকাশের মূল কারন হচ্ছে,
সাখার বাসিরা তার পরিবারের সাথে কৃত কর্মের প্রতিশোধ নেয়া।
ফলে সে মাশরিক বাহিনীকে নিয়ে শামের দিকে যেতে যেতে সাখরা ভূখন্ডে এসে উপনীত হবে।
তার উদ্দেশ্য কিন্তু এ শহরই ছিল।
এহেন পরিস্থিতিতে তার দিকে পশ্চিমা বাহিনীও ধেয়ে আসবে।

তারা উভয় দল হিমস নগরীর একটি পাহাড়ে মিলিত হবে।
তাদের এ যুদ্ধে অনেক জ্ঞানী লোক মারা যাবে।
এক পর্যায়ে মাশরিক বাহিনী পলায়ন করতে থাকলে সাখরা বাহিনী তাদের পিছু নিবে।
এবং দুই নদীর সংযোগস্থলের পার্শ্বে কার কিসিয়া নামক স্থানে তাকে পেয়ে যাবে এবং উভয়ে মিলিত হবে। তাদের উপর কঠিন বিপদ নেমে আসলে,
যার কারনে মাশরিকীদের থেকে প্রায় দশ জনের সাত জনকে হত্যা করা হয়।
এবং সাখারী বাহিনী কূফা নগরীতে প্রবেশ করবে,
যার কারনে তাদের উপর ভুমি কম্পের আঘাত নেমে আসবে এবং পশ্চিমাদের থেকে এক লোক মাশরিক বাহিনী যেদিকে রয়েছে সেদিকে যেতে থাকবে,
তার সামনে তাদের বন্দিদেরকে উপস্থিত করতে বলবে। এভাবে কথাবার্তা চলতে থাকবে।
হঠাৎ মক্কা নগরীতে মাহদী আঃ এর আগমনের সংবাদ আসবে।
তার বিরুদ্ধে কূফা নগরী থেকে একটি বাহিনী আত্ন প্রকাশ করলে তাদের গোটা দলকে মাটিতে ধসে দেয়া হবে। বর্ননাকারী হযরত আরতাত রহঃ বলেন,
মাসরিক এবং মাগরিব বাহিনী ব্রীজের পাদদেশে সাতদিন পর্যন্ত অবস্থান করবে,
অতঃপর তারা আরীশা নামক স্থানে আবারো স্বাক্ষাত করবে।
এক পর্যায়ে মাশরিক বাহিনী পৃষ্ট প্রদর্শন করে জর্দান এসে পৌঁছবে।
সেখানে পৌছার সাথে সাথে সুফিয়ানী আত্ন প্রকাশ করবে।
ইতোমধ্যে হিমসে অবস্থান কারী রোম বসিরা বর্বর জাতির আক্রমনের ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্থ থাকবে এবং তারা বলবে, হে তামরা! বর্বর দ্বারা তোমাদের ধ্বংস হোক।
এখানে তামরা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, হিমস এলাকা।
(৭৯৭) হযরত নাজীব রহঃ বর্নিত, তিনি বলেন,
পশ্চিমাদের থেকে আব্দুর রহমান নামক একলোক আত্নপ্রকাশ করবে।
ইতোমধ্যে রোম বাসিরা ইস্কান্দারিয়ার উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে স্বক্ষম হয়েছে।
তারা সেখানে থাকা কালীন তাদের সাথে ভয়ানক যুদ্ধ হবে এবং তারা পরাজিত হয়ে উক্ত এলাকা থেকে বিতাড়িত হবে।
(৭৯৮) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্নিত,
তিনি বলেন, খারাপি ও অকল্যানকে সত্তর ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে,
তার থেকে উনসত্তর ভাগ থাকবে বর্বর জাতির মধ্যে এবং মাত্র এক ভাগ হচ্ছে গোটা জাতির মধ্যে।
(৭৯৯) হযরত বিসর ইবনে আব্দুল্লাহ কতিপয় শেখ থেকে বর্ননা করেন, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, বর্বর জাতির নারীগন তাদের পুরুষদের থেকে অনেক ভালো। তাদের প্রতি একজন নবী পাঠানো হলে তারা তাকে হত্যা করলে ও বর্বর জাতির নরীগন তার আনুগত্য শিকার করে এবং তাকে সুন্দর ভাবে দাফন করে।
(৮০০) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস বিন মালেক রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, একদা আমি বর্বর বংশীয় আমার এক কর্মচারীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে গেলে তিনি ব ললেন, নিঃসন্দেহে এদের বংশে আমার পূর্বে একজন নবী এসেছিলেন,
কিন্তু তারা তাকে হত্যা করে তার গোশতকে আগুন দ্বারা পাক করে ভক্ষন করেছিল এবং তার শোরবাগুলো পান করেছিল।
(৮০১) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন,
যখন কালো এবং হলুদ ঝান্ডাবাহী বাহিনী শামদেশের পার্শ্বে পরস্পর মিলিত হবে তখন মাটির নিচের অংশ তার উপরের অংশ থেকে অনেক উত্তম হবে। হদীস বর্ননাকারী সাফওয়ান বলেন, অতিসত্ত্বর বর্বরজাতি হিমস নগরীর গেইটকে ভেঙ্গে ফেলবে।
এ অবস্থাটা পূর্বের অবস্থার চেয়ে আরো মারাত্নক হবে।

২৩। সুফিয়ানীর নাম, বংশ এবং বৈশিষ্ট প্রসঙ্গে

(৮০২) আবু উমাইয়া আল-
কালবী রহঃ তার এমন এক শেখ থেকে বর্ননা করেন যিনি জাহেলী যুগকে পেয়েছিলেন,
তিনি এরশাদ করেন,
সুফিয়ানী মূলতঃ শামদেশের পশ্চিম দিকের আন্দারা নামক একটি গ্রাম থেকে সাতজন লোক স হকারে প্রকাশ পাবে।
(৮০৩) আবু জাফর রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
সুফিয়ানী নামক লোকটি জনৈকা মহিলার গর্ভের সন্তানের সতমূল্য পরিমান সময়ে রাজত্ব করবে
।
(৮০৪) হযরত ইবনুল হানাফিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
খোরাসান থেকে কালো ঝান্ডাবাহী দল এবং সুআঈব ইবনে সালেহ ও মাহদী আঃ এর আত্নপ্রকা শ আর মাহদী আঃ এর হাতে ক্ষমতা আসা বাহাত্তর মাসের মধ্যেই সংঘটিত হবে।
(৮০৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
একটি তারকা প্রকাশ পাবে এবং কানা চোখের অধিকারী জনৈক লোকের নিতম্ব নিয়ে নড়াচড়া

করতে থাকবে। এরপরই চন্দ্রগ্রহন নিবে।
(৮০৬) হযরত আবু জাফর রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
সে লোকটি হবে কোটরাগত চোখ বিশিষ্ট।
(৮০৭) সুলাইমান ইবনে ঈসা রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি,
নিঃসন্দেহে সুফিয়ানী সাড়ে তিন বৎসর পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকতে পারবে।
(৮০৮) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন,
জনৈকা মহিলার একটি সন্তান ভুমিষ্ট হবে, তার নাম হবে আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ,
তিনিই মূলতঃ আযহার কিংবা যুহরী ইবনুল কালবিয়া।
সেই নাকি সুফিয়ানী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।
(৮০৯) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
আজহার ইবনুল কালবিয়্যাহ কুফা নগরীতে প্রবেশ করলে তার শরীরে এক ধরনের ঘা দেখা দিবে
। যার কারনে রাস্তাতেই মারা যাবে। অতঃপর আরেক লোক প্রকাশ পাবে তায়েফ-
মক্কা কিংবা মক্কা-
মদীনার মাঝামাঝি জায়গায় বেতবাক এবং সাজার গোত্রের হিজাজে অবস্থানকারী বৃদ্ধদের ন্যায়
। যার চরিত্র হবে নিম্নমানের, উপরের দিকে চওড়া মাথা বিশিষ্ট,
শীর্ন গোছার অধিকারী এবং তার চক্ষুদ্বয় হবে কোটরাগত।
তার যুগে মূলতঃ বিভিন্ন ঝামেলা দেখা দিবে।
(৮১০) আরতাত রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী হচ্ছে,
প্রাথমিক অবস্থায় কালো এবং হলুদ ঝান্ডার অধিকারীদের মধ্যে যে যুদ্ধ হবে সেখানে সে মৃত্যু বর
ন করবে।
পশ্চিম বাইছানের মুনুদিরুন নামক স্থানে লাল উটের উপর আরোহন করা অবস্থআয় আত্নপ্রকা
শ করবে। তার মাথায় একটি মুকুট থাকবে। বড় বড় দলকে একাধিকবার পরাজিত করবে।
অতঃপর নিজেও মারা যাবে।
তিনি টেক্স গ্রহন করবে এবং সৈন্যদেরকে বন্দি করবে এবং গর্ভবতী নারীদের পেট চিড়ে বাচ্চা বে
র করে আনবে।
(৮১১) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানীর ক্ষমতা থাকবে সাত/নয় মাস।
বর্ননাকারী আবু বকর বলেন, জামরা এবং দীনার ইবনে দ্বীনার বলেছেন,
তার রাজত্বের বয়স হবে মহিলার গর্ভের সময়ের সমপরিমান।
(৮১২) হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী হবে,
খালেদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানের বংশধর।

তিনি মাথার উপরিভাগে উচ্চতার অধিকারী হবেন,
চেহারায় বষন্তের দাগ থাকবে এবং চোখে সাদা একটা দাগ হবে।
দিমাশকের কাছে ওয়াদিউল ইয়াবিছ নামক এলাকা থেকে প্রকাশ পাবে।
বের হওয়া কালীন তার সাথে সাতজন লোক থকবে,
তাদের একজনের কাছে চিহ্নিত ঝান্ডা থাকবে।
সেটা দেখে লোকজন চিনতে পারবে এবং দীর্ঘ ত্রিশ মাইল পাড়ি দিয়ে তার প্রতি আসতে থাকবে । যে লোকই উক্ত ঝান্ডার অধিকারীদের মোকাবেলা করবে সেই পরাজিত হবে।
(৮১৩) হযরত আবু বকর থেকে বর্ননা করা হয়েছে, তিনি বলেন, সুফিয়ানী নামক লোকটি,
ওয়াদিউল ইয়াবেছ থেকে বের হয়ে আসবে।
তাকে দেখে দিমাশকের গভর্নর মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসলে তার ঝান্ডা দেখেই পরাজিত হ বে। বর্ননা কারীদের একজন আব্দুল কুদ্দুস বলেন,
তৎকালীন যুগো দিমাশকের গভর্নর ছিলেন বনুল আব্বাছের দায়িত্ব শীলদের একজন।
(৮১৪) হযরত জামরা রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানী হচ্ছে,
একজন ফর্সা রংয়ের অধিকারী, কোকড়ানো চুল বিশিষ্ট একজন লোক।
এ জগতে কেউ তার সম্পদ গ্রহন করলে কিয়ামতের দিন সেটা গ্রহনকারীর পেটে আগুনে সেক দেয়ার মাধ্যম হবে।
(৮১৫) হযরত হারেছ ইবনে আব্দল্লাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন,
ইয়াবেছ জনপদে আবু সুফিয়ানির বংশধর থেকে এক লোক প্রকাশ পাবে।
তার হাতে থাকবে লাল ঝান্ডা। তার উভয় পায়ের গোছা হবে শীর্ণ আকৃতির।
চোখ হবে লম্বা প্রকৃতির, হলুদ বর্নের, যার মধ্যে এবাদতের চিহ্ন থাকবে।
(৮১৬) হযরত যুবায়ের ইবনে নুফায়ের রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
ধ্বংস হোক আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানের জন্য।
(৮১৭) বিশিষ্ট সাহাবী আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিঃ থেকে বর্নিত,
তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন,
উক্ত দ্বীন সর্বদা ইনসাফের উপর অটল ও স্থীর থাকবে।
এক পর্যায়ে উমইয়া বংশের একজন লোক তার উপর কঠিন ভাবে আঘাত করবে।
(৮১৮) হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী রহঃ বলেন আমার কাছে পৌছেছে,
রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন,
আবু সুফিয়ানের বংশের এক লোক ইসলামের উপর এমন ভাবে আঘাত করবে,
যার ক্ষতি পূরন করা কখনো আর সম্ভব হবেনা।

(৮১৯) হযরত আমরা ইবনে কায়স রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
বিশিষ্ট সাহাবী হযরত খালেদ ইবনুল ওলীদ রাযিঃ শাম দেশে খুতবা দেয়া কালীন জনৈক লোক দাড়িয়ে বললেন, নিঃসন্দেহে ফেৎনা প্রকাশিত হয়েছে। উত্তরে খালেদ ইবনে ওলীদ রাযি বললেন, অসম্ভব এটা কোনো দিনই হতে পারেনা,
যেহেতু হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিঃ জীবিত আছেন।
ফিৎনা তার সমূলে প্রকাশ পাওয়া তখনই সম্ভব যখন লোকজন আমার মত লোকের পিছনে ছুটবে এবং জনৈক লোক এমন থাকবে গোটা পৃথিবীতে তার এমন আলোচনা ছড়িয়ে পড়বে যার সাথে তার কোনো সম্পর্কই থাকবেনা। লোকজন তার দিকে ধাবিত হবে,
কিন্তু তাকে আর পাওয়া যাবেনা। আর তখনই ফিৎনা প্রকাশ হবে।
(৮২০) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানীর নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ।

২৪। সুফিয়ানীর প্রকাশ পাওয়ার সূচনা

(৮২১)হযরত আবু কাবীল রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
বনু হাশেমের একজন লোক রাজত্বের মালিক হওয়ার সাথেসাথে বনু উমাইয়ার এক লোককে হত্যা করবে। এভাবে চলতে চলতে সামান্য সংখ্যক লোক বাকি থাকবে।
কযাদেরকে হত্যা করা হবেনা।
ঠিতখনই বনু উমাইয়ার এক লোকের আবির্ভাব ঘটবে এবং সে প্রতি জনের বিপরীত দুইজন করে হত্যা করবে। ফলে নারী ব্যতীত কোনো পুরুষই আর বাকি থাকবেনা।
অতঃপর মাহদী আঃ এর আগমন হবে।
(৮২২) খালেদ ইবনে মা'দান থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
সুফিয়ানীর আবির্ভাব ঘটলে তার হাতে তিনটি বাশের কঞ্চি থাকবে।
এগুলো দ্বারা কাউকে আঘাত করার সাথে সাথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।
(৮২৩) আবু বকর ইবনে আবু মারিয়ম রহঃ থেকে বর্নিত,
তিনি তার কতিপয় শেখ থেকে বর্ননা করেন, তিনি বলেন, সুফিয়ানীকে স্বপ্নে দেখানো হবে যে, অমুক স্থানের দিকে তুমি বের হও। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সে কাউকে দেখতে পাবে।
দ্বিতীয় দিনও এভাবে দেখানো হবে, তৃতীয়বার তাকে বলা হবে,
দাড়াও এবং বের হয়ে দেখ তোমার দরজায় কে দাড়িয়ে,
তৃতীয় বার স্বপ্নে দেখার পর সে দৌড়দিয়ে ঘরের দরজায় গিয়ে দেখতে পাবে সাত/

নয়জন লোক একটি পতাকা নিয়ে অপক্ষা করছে। তারা তাকে দেখে বলবে,
আমরা আপনার সাথী হতে চাই। অতঃপর তিনি তাদেরকে নিয়ে বের হয়ে গেলেন,
অন্যদিকে ওয়াদিউল ইয়াবিছ নামক গ্রামের অনেক লোক তার অনুস্বরণ করতে লাগল।
এক পর্যায়ে দিমাশকের রাজা তার মোকাবেলার জন্য বের হয়ে আসবে এবং তাদের মধ্যে ভয়ান
ক যুদ্ধ সংগঠিত হয়। যখন তিনি তার ঝন্ডার দিকে দৃষ্টি দেয়ার সাথে সাথে পরাজিত হয়ে যায়।
সেদিন দিমাশকের রাজা হবেন বনুল আব্বাছের জিম্মাদার।

(৮২৪) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু উবাদা ইবনুল জাররাহ রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, দুনিয়া ন্যায়পরায়নতার সহিত চলতে থাকবে।
এক পর্যায়ে সর্বপ্রথম বনু উমাইয়ার এক লোক তার মধ্যে মারাত্নক ভাবে আঘাত করবে।
(৮২৫) আবু কাবীল রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
সুফিয়ানী হচ্ছে নিকৃষ্ঠতম বাদশাহদের অন্যতম।
যে অনেক ওলামায়ে কেরাম এবং বুদ্ধি জীবিদের হত্যা করবে।
অথচ তাদের মাধ্যমে সে সাহায্য প্রার্থনা করতো।
যে লোকই তার বিরোধীতা করতো তাকেই হত্যা করতো।
(৮২৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
কিছু দিনের মধ্যে জনৈক লোক তার নিতম্ব হেলিয়ে নাচতে থাকবে।
যে লোক কানা চোখের অধিকারী। তার যুগে যুদ্ধ,
হত্যা বন্দি ইত্যাদি ব্যাপক আকার ধারন করবে। তিনি হচ্ছে,
সেই লোক যে মদীনাতে আক্রমন করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করবে।
(৮২৭) মুহাম্মদ ইবনে জাফর রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিঃ এরশাদ করেন,
খালেক ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের সন্তানদের থেকে একজন লোক
তার সাতজন সাথী সহ প্রকাশ পাবে। তাদের একজনের হাতে থাকবে চিহ্নিত একটি ঝান্ডা,
যেটা দেখে সকলে বুঝতে পারবে যে, সাহায্য চাওয়া হচ্ছে।
তার সাথে লোকজন প্রায় ত্রিশ মাইল পর্যন্ত ভ্রমন করবে।
যারাই উক্ত ঝান্ডা দেখবে তারাই পরাজয় বরন করবে।
(৮২৮) হযরত আবু ইসহাক রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
হিশামের যুগে তোমরা সুফিয়ানীকে দেখতে পাবেনা।
এক পর্যায়ে পশ্চিমারা তোমাদের প্রতি ধেয়ে আসবে।

যখনই তুমি সেটা দেখবে তখন দিমাশকের মিম্বরে গিয়ে ঠাই দাড়িয়ে থাক।
ঐ মুহূর্তে পশ্চিমারা হামলা করা সময়ের ব্যাপার মাত্র।
(৮২৯) হযরত তাবী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
যখনই শাম দেশে বায়দা নামক স্থানের পূর্বে কোনো বিদ্রোহ প্রকাশ পাবে প্রথম সেটা সুফিয়ানীকে গ্রাস করবে। এক পর্যায়ে হাদীস বর্ননাকারী লাইছ বলেন,
উক্ত বিদ্রোহ তাবরিয়া নামক স্থানেও দেখা দিবে ফলে আমি দ্রুত গতিতে জাগ্রত হয়ে যাই এবং তার জন্য পাখার ব্যবস্থা করি হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে, মারাত্নক ও ভয়ানক একটা রাত্র ছিল।
(৮৩০) হযরত ইয়যূদ ইবনে আবযু হবীব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, সুফিয়ানীর আগমন হবে, সাইত্রিশ হিজরীর মধ্যে।
তার রাজত্বের স্থায়ীত্ব হবে আঠারো মাস।
আর যদি তার আগমন উনচল্লিশ হিজরীতে হয় তাহলে তার রাজত্বের স্থায়ীত্ব হবে মাত্র নয় মাস
।
(৮৩২) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, দ্বিতীয় সুফিয়ানীর যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ এত ব্যাপক আকার ধারন করবে,
যদ্বারা প্রত্যেক জাতি মনে করবে তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

২৫। তিন ঝান্ডা প্রসঙ্গে

(৮৩৩) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন তুর্কী,
রোম এবং খাসাফ জাতি দিমাশকের এক প্রান্তরে জমায়েত হবে এবং দিমাশকের মসজিদের পশ্চিম প্রান্তে আরেকদল ভুপাতিত হবে তখনই শাম দেশে আরকা,
আসহাফ এবং সুফিয়ানীদের তিনটি ঝান্ডা প্রকাশ পাবে।
দিমাশক এলাকাকে জনৈক লোক অবরুদ্ধ করে রাখবে।
এক পর্যায়ে সেই লোক এবং তার সাথীদেরকে হত্যা করা হলে বনু সুফিয়ান থেকে আরো দুইজন লোকের আত্ন প্রকাশ হবে। তখন যেন দ্বিতীয় বিজয় পাওয়া গেল।
অতঃপর যখন আরকা গোত্রের লোকজন মিশর থেকে এগিয়ে আসবে তখনই সুফিয়ানী তার সৈন্যদের সাহায্যে তাদের সামনে আত্নপ্রকাশ করবে।
রোম এবং তুর্কীরা মিলে কারকায়সিয়া নামক স্থানে তাদেরকে হত্যা করবে এবং তাদের গোশত দ্বারা জঙ্গলে বাঘ-ভল্লুকরা তৃপ্ত হবে।

২৬। মিশর-
শাম এলাকায় মতপার্থক্য সৃষ্টিকারী ঝান্ডার বর্ননা ও তাদের বিজয়

(৮৩৪) হযরত আবু উমাইয়া আল কালবী রহঃ একজন প্রবীন শেখ থেকে বর্ননা করেন,
যিনি জাহেলি পেয়েছিল এবং তার উভয় চোখের উপর থেকে ভ্রু খসে পড়েছে তিনি বলেন,
যখন কালো ঝান্ডার অধিকারীদের মাঝে মতপার্থ্য সৃষ্টি হবে তখন তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল বনু ফাতেমার দিকে আহবান করবে,
দ্বিতীয়দল বনুল আব্বাছের দিকে ডাকবে অন্যদল ডাকবে নিজেদেরর দিকে।
(৮৩৫) হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
যখন তাদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিবে তখন শাম দেশে তিন ধরনের ঝান্ডা প্রকাশ পাবে।
তার একটি হচ্ছে, আবকা জাতির ঝান্ডা।
(৮৩৬) হযরত আবু জাফর রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
যখন তাদের বক্তব্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হবে এবং যুসশিফার আত্নপ্রকাশ হবে,
তখন তোমাদের আর বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে হবেনা এক পর্যায়ে মিশরে আবকাজাতির আবির্ভাব ঘটবে। তারা লোকজনকে হত্যা করতে করতে আরম পর্যন্ত পৌছিয়ে দিবে।
অতঃপর মাশু গোত্র তাদের উপর হামলা করে বসবে এবং উভয়ের মধ্যে মারাত্নক একটা যুদ্ধ সংঘঠিত হবে। এরপর সুফিয়ানী মালউন প্রকাশ পাবে এবং উভয়ে জয়লাভ করবে।
এর পূর্বে অবশ্যই কুফা নগরীতে প্রসিদ্ধ বারোটি ঝান্ডার প্রদর্শনী হবে।
ইতোমধ্যে হোসাইন রাযিঃ এর বংশ ধরদের একদল কুফাতে আগমন করে মানুষকে তার পিতার দিকে আহবান করবে। এরপর সুফিয়ানী তার সৈন্যদেরকে সংবাদ সরবরাহ করবে।
(৮৩৭) হযরত সাঈদ ইবনে আসওয়াদ, যু করনাত থেকে হাদীস বর্ননা করেন, তিনি বলেন,
লোকজন চারদলে বিভক্ত হয়ে যাবে। দুইজন হবে শাম দেশে।
অন্য জন হবে হাকাম বংশ থেকে শুভ্র রংয়ের অধিকারী আসহাব নামক এক লোকল অন্য আরেক জন হচ্ছে, মুজার গোত্রের একটু খাটো প্রকৃতির, যে কঠিন স্বভাবের। তৃতীয় জন হচ্ছে, সুফিয়ানী আর চতুর্থজন হলো, মক্কা নগরীতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহন কারী।
মোট এ চারজন লোক চার দলের নেতৃত্ব দিবে।
(৮৩৮) হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
শাম দেশে মোট চারজন লোককে হত্যা করা হবে। তাদের প্রত্যেকে খলীফার সন্তানদের অন্তর্ভূক্ত।

একজন বনু মারওয়ান থেকে, আরেকজন আবু সুফিয়ানের বংশধর,
এদিকে সুফিয়ানী মরওয়ানের উপর বিজয়ী হবে। এবং তাদেরকে হত্যা করবে।
অতঃপর মরওয়ানের সন্তানরা তার পিছু নিয়ে তাকেও হত্যা করে ফেলবে।
এরপর তারা বনু আব্বাছ মাশরিকের দিকে যেতে থাকবে এবং কূফা নগরীতে প্রবেশ করবে।
বর্ননাকারী আবু জাফর রহঃ বলেন,
মারওয়ানের বংশের একজন সুফিয়ানীর সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়বে এবং তাকে সুফিয়ানী মার ওয়ানীদের উপর জয়লাভ করবে এবং তাকে হত্যা করবে।
এর প্রতিশোধ হিসেবে মারওয়ানের সন্তানরা তিনমাস পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহ চালিয়ে যাবে এবং মাশরি ক বাসিদের সাথে কূফায় প্রবেশ করবে।
(৮৩৯) ওলীদ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
আমাকে খালেদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মোয়াবিয়ার জনৈক মওলা সংবাদ দিয়েছে যে,
তিনি মারাত্নক এক রোগে আক্রান্ত হয়ে কূফা থেকে বের হবে এবং আরিক নামক স্থানের মাঝামা ঝি জায়গায় মৃত্যু বরন করবে। মূলতঃ হঠাৎ কোনো সমস্যায় জড়িত হয়ে মারা যাবে।
(৮৪০) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
তৎকালীন যুগের অন্ধকারাচ্ছন্নতায় নিমজ্জিত লোকজন খুনোখুনির জন্য একত্রিত হবে।
এক পর্যায়ে তারা তাদের দুশমনদেরকে নিজের এবং দেশের বন্ধু মনে করবে।
তাদের সবচেয়ে অনিষ্টতার মূল লোকটি এগিয়ে আসলে তারা তাকে চিনতে পারবেনা।
সে একজন মধ্যবর্তী লোক এবং কোকড়ানো চুল ও কুটরাগত চোখ বিশিষ্ট।
তার উভয় চোখ হবে ভ্রু শুন্য।
যে যুগের শেষের দিকে তারা বিশৃঙ্খলা ও খুনোখুনি করার জন্য জমা হবে তখন সে মনসূরের দি কে দৃষ্টিপাত করলে, তৎক্ষনাৎ মনসূর মৃত্যু কোলে ঢলে পড়বে।
তারা ঐ সময় বিভিন্ন শহরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।
তাদের কাছে সংবাদটি পৌছার সাথে সাথে সকলে দৌড় দিয়ে এসে আব্দুল্লাহর হাতে বাইয়াত গ্র হন করবে। এবং সুফিয়ানী ফেরৎ যাবে এক পর্যায়ে পশ্চিমারা জমায়েত বে,
এমন জমায়েত যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি।
অতঃপর কূফা থেকে একদল সৈন্য বের হয়ে আসবে। অন্যদিকে বসরা থেকেও সৈন্য বের হবে।
তখনই জ্বলে-পুড়ে এবং ডুবে গিয়ে সর্বসাধারন ধ্বংস হয়ে যাবে।
এসময় কূফা নগরীতে বিভিন্ন ধরনের আঘাত আসতে থাকবে পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে আরেকদ ল প্রকাশ পাবে, আর তখনই ঘটে যাবে ছোট খাট একটা বিপ্লব।
ঐ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর ধ্বংস হবে।

অতঃপর সকলে হিমস নগরীতে হামলা করে বসবে এবং দিমাশকে আগুন দেয়া হবে।
ফিলিস্তিন থেকে এক লোক বের হয়ে আসবে এবং যারা তার কাছে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে বি
জয়ী হবে। তার হাতেই মূলতঃ মাশরিক বাহিনী ধ্বংস হবে,
তার রাজত্ব স্থায়ী থাকবে মহিলাদের পেটে গর্ভের সন্তান থাকার সময় পর্যন্ত।
তার জন্য কুফার সৈন্য বাহিনী থেকে তিনটি দল এগিয়ে আসবে।
এসময় কুরাইশ বংশের বিভিন্ন ঘর আক্রান্ত হবে এবং তাদের দিন যাপন করা কঠিন হয়ে পড়বে
।
(৮৪১) হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
যখন কালো ঝান্ডা বাহীরা পরস্পর মতানৈক্যে লিপ্ত হবে তখন আরম জনপদের একাংশ ধ্বসে প
ড়বে এবং তার পশ্চিম পার্শ্বের মসজিদের এক সাইড ধ্বংস হয়ে যাবে।
অতঃপর শাম দেশ থেকে তিন প্রকারের ঝান্ডা আত্নপ্রকাশ করবে। আসহাব,
আরকা এবং সুফিয়ানীর ঝান্ডা। সুফিয়ানী বের হবে শাম দেশ থেকে,
এক পর্যায়ে সুফিয়ানী সবদলের উপর জয়লাভ করবে।
(৮৪২) হযরত যি করনাত থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
লোকজন সফর মাসে বিভিন্ন ধরনের মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে যাবে এবং চার জন লোকের উপর
ভিত্তি করে বিক্ষিপ্তও হয়ে যাবে। একজন হবে মক্কাতে আশ্রয় গ্রহণকারী,
অন্য দুইজন শাম দেশের বাসিন্দা। তার মধ্যে একজন সুফিয়ানী, অন্যজন হাকামের বংশধর,
শুভ্র রংয়ের অধিকারী আসহার নামের। চতুর্থ হচ্ছেন, মিশরের বাসিন্দা প্রতাপশালী।
এরা মোট চারজন।
(৮৪৩) হযরত ইবনে যুরাইর রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
লোকজন চারজন জালেমের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হয়ে যাবে। একজন হবে প্রতাপশালী,
যে নিজের জন্য খেলাফতের বাইয়াত করাবে।
লোকজনকে একশত একশত করে দান করতে থাকবে।
অন্য দুইজন শাম দেশের বাসিন্দা তারাও মানুষকে এত বেশি দান করবে,
যা ইতোমধ্যে কেউ করেনি। তাদের দুই জন থেকে সেই দিমাশকে বিজয়ী হবে,
সে লোকই হবে শাম দেশের নেতৃত্ব দানকারী।
(৮৪৪)বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
তিনজন লোক প্রকাশ পাবে, প্রত্যেকে রাজত্বের দাবি করবে।
একজন আবকা দ্বিতীয়জন আসহাব, অন্য আরেকজন হচ্ছে আবু সুফিয়ানের পরিবার থেকে।
যে সাথে কুকুর নিয়ে বের হবে এবং লোক জনকে বন্দি করে রাখবে।

(৮৪৫) হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন,
শাম দেশে তিন ঝান্ডা বিশিষ্ট তিনজন লোক আত্নপ্রকাশ করবে, একজন আসহাব,
দ্বিতীয়জন আবকা এবং তৃতীয়জন হবে, সুফিয়ানী। সুফিয়ানী বের হবে শাম দেশ থেকে,
আবকা বের হবে মিশর থেকে। তবে সুফিয়ানী তাদের উপর জয়লাভ করবে।
(৮৪৬) হযরত যি করনাত রহঃ থেকে বর্নিত,
তিনি এরশাদ করেন লোকজন সফর মাসে বিভিন্ন মত বিরোধে জড়িয়ে যাবে এবং চারজন লো
কের অনুসরন করার মাধ্যমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। একজন হচ্ছে,
মক্কাতে আশ্রয় গ্রহনকারী, দুইজন শামের অধিবাসী, তাদের একজন হচ্ছে সুফিয়ানী,
অন্য জন আসহাব নামের শুভ্র রংয়ের অধিকারী হাকামের বংশ ধরদের থেকে চতুর্থজন হচ্ছে,
মিশরের এক প্রতাপশালী লোক। কিন্দার একলোক রাগান্বীত হয়ে শামের দিকে ছুটবে।
অতঃপর মিশরের একটি বিশাল বাহিনী ধেয়ে আসবে এবং ঐ প্রতাপশালী লোককে হত্যা কর
বে আর মিশরকে শুকনো লাদির ন্যায় চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলবে।
অতঃপর মক্কায় আশ্রয় নেয়া লোকটির প্রতি বাহিনী প্রেরন করবে।
(৮৪৭) হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
যখন সুফিয়ানী মিশরে প্রবেশ করে সেখানে দীর্ঘ চারমাস পর্যন্ত অবস্থান করে লোকজনকে হত্যা
করবে এবং সেখানের বাসিন্দাদেরকে বন্দি করবে,
সেদিন অনেক ক্রদন্দনকারী মহিলারা তাদের সম্ভ্রমহানী হওয়ার কারনে কান্নাকাটি করবে,
অনেকে তাদের সন্তান হারানোর বেদনায় রোনাজারী করতে থাকবে,
অনেকে সম্মানিত হওয়ার পর সম্মানহানী হওয়ার কারনে ক্রন্দন করবে।
আবার কেউ কেউ বিলাপ করতে থাকবে কবরে চলে যাওয়ার আগ্রহ নিয়ে।
(৮৪৮) আবু ওয়াহাব কালাঈ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন,
বর্বর জাতির ব্যাপারে আরব এবং লোকজনের মাঝে বিভিন্ন ধরনের মত পার্থক্য সৃষ্টি হবে ঐ সম
য় লোকজন চার ঝান্ডার আত্নপ্রকাশ হওয়া দেখবে। তখন বিজয় হবে কুজা বাসিদের জন্য।
তাদের নেতৃত্বে থাকবে আবু সুফিয়ানের বংশধরদের একজন। বর্ননাকারী ওলীদ বলেন,
অতঃপর সুফিয়ানী এগিয়ে আসবে এবং বনু হাসেম ও বাকি তিন ঝান্ডা বিশিষ্ট তাকে প্রতিরোধ
কারীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।
সে একক ভাবে তাদের সকলের উপর জয়ী হবে এবং কূফার দিকে যেতে থাকবে আর বনু হাশেম
কে ইরাকের দিকে বিতাড়িত করবে।
অতঃপর কূফা থেকে ফিরে এসে শামের নিম্ন ভূমিতে মারা যাবে।
আবু সুফিয়ানের সন্তানদের থেকে অন্য আরেকজন লোক খলিফা হওয়ার দাবি করবে এবং সক

লের উপর তারই জয় হবে। সেলোক হচ্ছে সুফিয়ানী।
(৮৪৯) হযরত আবু জাফর রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
যখন আবকা নামক লোকটি বিশালদেহী কিছু লোককে সাথে নিয়ে জয়লাভ করবে তখন তাদের মধ্যে মারাত্নক এবং ভয়াবহ এক যুদ্ধ সংঘঠিত হবে।
অতঃপর সুফিয়ানী মালউন আত্নপ্রকাশ করে তাদের উভয়ের সাথে যুদ্ধ করে উভয়ের উপর জয় লাভ করবে। অতঃপর মনসূর আল-ইয়ামানী সানা থেকে
স্বসস্ত্র অবস্থায় তাদের উপর হামলা করবে। তার কঠোরতা অনেক বেশি হবে,
যার কারনে মানুষকে জাহেলী যুগের ন্যায় নির্মমভাবে হত্যা করবে।
সে এবং আখওস আর তার অধীনস্থরা পরস্পরের সাথে স্বাক্ষাৎ করবে কাপড়-
চোপড় রক্তে রঞ্জিত অবস্থায়। তাদের মাঝে আবারো ভয়াবহ যুদ্ধ হবে।
আখওসে সুফিয়ানী জয়লাভ করবে।
এরপর রোম বাসিরাও জয়লাভ করে শাম দেশে যেতে থাকবে।
এরপর সুফিয়ানী ও কিন্দার সুন্দর একটা স্থানে আত্নপ্রকাশ করবে।
সে যখন সামা পাহাড়ে আরোহন করবে তখন এগিয়ে আসবে এবং ইরাকের দিকে যেতে থাকবে।
অবশ্যই এর পূর্বে কূফা নগরীতে বারো প্রকারের প্রসিদ্ধ ঝান্ডা উত্তোলন করা হবে এবং কূফায় হযরত হাসান কিংবা হোসাইন রাযিঃ এর সন্তানদের একজনকে হত্যা করা হবে।
যে লোকজনকে তার পিতার প্রতি দাওয়াত দিচ্ছিল। মাওয়ালীদের একজন প্রকাশ পাবে।
যখন তার সার্বিক অবস্থা স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং ব্যাপকহারে লোকজনকে হত্যা করা হবে তখন তাকে হত্যা করার জন্য সুফিয়ানী এগিয়ে আসবে এবং সে সফল হবে।
(৮৫০) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
যখন রমাযান মাসে দুইবার ভূমিকম্প হবে তখন আহলে বায়তের তিনজন লোক আর্তচিৎকার করে উঠবে।
তাদের একজন বড়ই দাপট প্রদর্শন করবে এবং অন্যজন সহনশীলতা ও ধৈর্য ধারর চেষ্টা করবে। তৃতীয়জন হত্যা করার জন্য এগিয়ে যাবে।
তার নাম হবে আব্দুল্লাহ ফুরাত নদীর তীরে বিশাল এক জমায়েত অনুষ্ঠিত হবে প্রত্যেকে সম্পদ অর্জনের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং যুদ্ধ করতে করতে প্রত্যেক নয়জনের সাতজনই মারা যাবে।
(৮৫১) ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন,
যখন ফুরাত নদীর ব্রীজের পাদদেশে হলুদ এবং কালো পতাকাবাহী বাহিনী জমায়েত হবে তখন মাশরিক বাহিনী পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পরাজিত হবে।
এক পর্যায়ে তারা ফিলিস্তিনে এসে পৌছবে ঐ সময় সুফিয়ানি মাশরিক বাসিদের উপর হামলা ক

রবে। পশ্চিমারা জর্দনে এসে পৌছলে তাদের নেতা মারা যাবে এবং
তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক দল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিক চলে যাবে,
দ্বিতিয় দল হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবে,
অন্যদল নিজেদের অবস্থানে অটল থাকবে এবং সুফিয়ানী তাদের উপরআক্রমন করবে ও তাদের পরাজিত করবে। তারা পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে সুফিয়ানীর অনুগত হয়ে যাবে।
(৮৫২) ইবনুল হানাফিয়া রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
সুফিয়ানী আবকাদের উপর জয়লাভ করে মিশরে প্রবেশ করলে মিশর বিরান ভূমিতে পরিনত হয়ে যাবে।
(৮৫৩) আমর ইবনুল হারেস থেকে বর্নিত, বকর ইবনে সুওয়াদা তাকে সংবাদ দিয়েছেন,
তিনি আবু যামআ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এবং আবু যর গিফারী রাযিঃ থেকে বর্ননা করেন,
তারা সকলে এরশাদ করেন, মিশর দেশ থেকে নিরাপত্তা অনেক আগে উঠে যাবে।
বর্ননা কারী খারেজা বলেন, আমি আবু যর গিফারী রাযিঃ কে জিজ্ঞাসা করলাম,
তখন কি মিশরে উপদেশ দানকারী কোনো ইমাম থাকবেনা? জবাবে তিনি বলেন, না,
তখন সব ইমামের হত্যা আখেরী পর্যায়ে পৌছে যাবে।
(৮৫৪) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত,
নিঃসন্দেহে মিশর ভূখন্ডকে টুকরো করা হবে যেমন পশুর শুকনো লাদি একটা থেকে আরেকটা বিচ্ছিন্ন থাকে।
(৮৫৫) হযরত যি করনাত রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
যকন তুমি বনু উমাইয়ার জনৈক ল্যাংড়া লোককে মিশরে দেখতে পাবে তখন দ্রুত তুমি নিজের তাবু থেকে বের হয়ে যাও কেননা, তাকে তার ঘরের এক লোক হত্যা করবে।
অতঃপর তাদের প্রতি শাম দেশ থেকে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরন করা হবে।
তখন কিন্দার এক লোক তার প্রতি তাবুর খূটি নিক্ষেপ করবে।
তাদের অনুসরন করে প্রথম এবং দ্বিতীয় দল মারা যাবে এবং বলবে আমিই তোমাদের জন্য এক্ষেত্রে যথেষ্ট।
তারা তখন বাহিনী সহকারে এগিয়ে আসবে এবং ঐ লোককে এবং তার অনুসারীকে হত্যা করবে।
এক পর্যায়ে মিশর বাসিকে অবরুদ্ধ করে রাখবে এবং তাদের মাজন বাজারের দিকে নিয়ে যাবে।

২৭। বনু আব্বাছ,

আহলে মাশরিক এবং সুফিয়ানীর মাঝে শামদের সংঘঠিত ঘটনা প্র সঙ্গে

(৮৫৬) হযরত সওবান রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ননা করেন,
রাসূলুল্লাহ সাঃ উম্মে হাবীবার সাথে আলোচনা করছিলেন,
একপর্যায়ে বনুল আব্বাছ এবং তাদের নেতৃত্বের আলোচনা আসলে রাসূলুল্লাহ সাঃ উম্মে হাবীবা রাযিঃ এর দিকে দৃষ্টি পাত করে বললেন,
তাদের বংশের এক লোকের হাতেই বনু আব্বাসের ধ্বংস হবে।
(৮৫৭) হযরত ওলীদ ইবনে মুসলিম রহঃ বলেন,
কুজাআ বংশের লোকজন পশ্চিমাদের উপর বিজয়ী হলে তাদের কাছে তাদের বংশের একলোক আসবে। এবং তার সাথীদের সাথে বাগিনার ঘরে প্রবেশ করবে।
সেখানে পৌছে সকলকে দেওলিয়া করে ছাড়বে।
এরপর তাদেরর শরীরে এক ধরনের ফোড়া দেখা দিলে সেখান থেকে শামের উদ্দেশ্যে বের হলে ইরাক শামের মধ্যবর্তী জায়গায় পৌছে মারা যাবে।
এবং তাদের বংশেরই একজন নেতৃত্ব হাতে নিবে। সেই হচ্ছে, সুফিয়ানী নামক লোক,
যার অনেক কান্ড কারখানা রয়েছে। যে লোক সর্ব স্থানে বিজয়ী হবে।
অতঃপর আরব বাসিরা তার বিরুদ্ধে শাম দেশে সৈন্য জমায়েত করবে এবং তাদের মধ্যে ভয়ান ক এক যুদ্ধ হবে। এক পর্যায়ে যুদ্ধ মদীনার দিকে ধাবিত হবে,
অতঃপর বাকিউল গারকাদ নামক স্থানে তাদের মাঝে এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘঠিত হবে।
(৮৫৮) ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন,
জনৈক লোক একটি ফোড়ায় আক্রান্ত হয়ে কূফা থেকে পলায়ন করতে গিয়ে মারা যাবে।
পরবর্তীতে তার পিতার নামের একজন লোক তাদের জিম্মাদারী গ্রহন করবে।
তার নাম হবে আলী আট হরফ বিশিষ্ট। নেতিক তাহীন লোক, পায়ের গোছা গোশতহীন বিশিষ্ট, মাথার উপরী ভাগ ন্যাড়া কোটরা গত বিশিষ্ট চক্ষুদ্বয় তারপর লোকজন ধ্বংস হয়ে যাবে।
(৮৫৯) হযরত কা'ব রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন,
তার রাজত্ব হিমস নগরীতে ব্যাপক আকার ধারণ করবে এবং দিমাশকে আগুন জ্বালাতে থাকবে।
তার শক্তি হবে বনুল আব্বাছের পতন হওয়া।
(৮৬০) হযরত ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
সুফিয়ানী শাম বাসীদের থেকে বাইয়াত নিবে এবং মাশরিক বাসীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে।
ফলে তাদেরকে ফিলিস্তিন থেকে বের করে দিলে তারা মারাজুস সফর নামক এলাকায় অবস্থান

গ্রহণ করবে।
তাদের সাথে শাম বাসীদের স্বাক্ষাত হলে মাশরিক বাসিরা পলায়ন করবে এবং সানিয়া পাহাড়ের উপর গিয়ে ঘাটি ফেলবে। এরপর তাদের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ হবে,
সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়ে হিমসে এসে পৌছবে।
সেখানেও হামলার সম্মুখিন হবে এবং পিছু হঠে কারকীসিয়া নামক এক বিরান শহরে এসে পৌছবে।
সেখানেও তীব্র যুদ্ধ হবে এবং মাশরিক বাসিরা পরাজিত হয়ে সে এলাকা ত্যাগপূর্বক আকের কূফা নামক এলাকার দিকে এসে পৌছবে।
আবারো তারা যুদ্ধের সম্মুখিন হবে এবং পরাজিত হয়ে সুফইয়ানী সুল আমওয়াল অতিক্রম করে যাবে। এহেন অবস্থায় সুফিয়ানীর গলায় একটি ফোড়া হবে।
এবং সকাল বেলা কূফায় প্রবেশ করে বিকাল বেলা তার সৈন্য নিয়ে বের হয়ে যাবে।
শাম দেশের বর্ডারে পৌছলে সে মারা যাবে।
এক পর্যায়ে শাম বাসিরা আতঙ্কিত হয়ে উঠবে এবং তারা আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে কালবিয়্যাহ নামক এক লোকের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। যার চোখ কোটরাগত হবে,
চেহারা হবে উজ্জ্বল। এদিকে মাশরিক বাহিনীর কাছে সুফিয়ানীর মৃত্যু সংবাদ পৌছলে,
তারা বলবে শাম বাসীদের রাজত্ব হাত ছাড়া হয়ে যাবে।
অতঃপর তারা হামলা করার জন্য এগিয়ে যাবে।
ঐ দিকে ইবনুল কালবিয়্যাহ নিকটও এসংবাদ পৌছলে সেও সর্ব শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসবে এবং উলূবিয়্যাহ নামক স্থানে উভয় দল যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং মাশরিক বাসিরা আবারো পারাজিত হয়ে পলায়ন করবে। এক পর্যায়ে কূফা নগরীতে এসে প্রবেশ করবে।
ইবনুল কালবিয়্যাহ সেখানেও আক্রমন করবে এবং নারী-পুরুষ, শিশুসহ সবাইকে বন্দি করবে।
এবং কূফা নগরী বিরান ভূমিতে পরিণত হবে।
অতঃপর সেখান থেকে হিজাজ অভিমূখে একটা বিশাল বাহিনী রওয়ানা দিবে।
(৮৬১) হযরত আরতাত ইবনুল মুনজির রহঃ থেকে বর্নিত তিনি বলেন,
অভিশপ্ত উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোকটি মুন্দিরুন এলাকা থেকে বের হবে।
যেটা হবে বায়ছানের পশ্চিম দিকে। প্রকাশ পাবে লাল একটি উটির উপর আরোহন করে।
তার মাথায় মুকুট থাকবে উক্ত দল পর পর দুইবার পরাজিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।
সে টেক্স গ্রহন করবে এবং সকলকে বন্দি করবে,
আর গর্ভবতী মহিলাদের পেট চিড়ে বাচ্চা বের করে আনবে।
(৮৬২) হযরত কা'ব রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,

সুফিয়ানী আত্নপ্রকাশ করার পর পশ্চিমাদের এক দলকে নিজের দিকে আহ্বান করবে।
তার আহবানে সাড়া দিয়ে এতবেশি লোকের জমায়েত হবে, যা ইতিপূর্বে কারো জন্য হয়নি।
অতঃপর কূফাতুল আম্বার থেকে একটা দল প্রেরন করবে।
উভয় দল কারকীসিয়্যা নামক স্থানে পরস্পরের সাথে মিলিত হলে তাদের থেকে ধৈর্য্যকে দূর ক রে দেয়া হবে এবং সাহায্য তুলে নেয়া হবে।
যদি তার বাহিনী পশ্চিমদিক থেকে আত্ন প্রকাশ করে তাহলে প্রথমে ছোট্র একটি যুদ্ধ হবে তখনই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর ধ্বংস হবে।
যিনি হিমস নগরীর দিকে হামলার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাবে।
সে হবে নিকৃষ্টতম ধূর্ত ব্যক্তি সে দিমাশকে আগুন জালাবে এবং তার হাতে হবে মাশরিক বাসীদে র পতন।
(৮৬৩) হযরত মুহাম্মদ ইবনে হিমইয়ার, তার কতিপয় শেখ থেকে বর্ননা করেন,
রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন,
শাম এবং ইরাক বাসীরা হিমস নগরীতে একে অপরের উপর আক্রমন করবে,
তখন ইরাক বাসীরা পরাজিত হবে এবং তাদেরকে হত্যা করতে করতে নিজেদের দেশে পাঠিয়ে দে য়া হবে।
(৮৬৪) হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
দুই আব্দুল্লাহ একে অপরের পিছু নিতে থাকবে এক পর্যায়ে উভয় বাহিনী কারকীসিয়া নামক স্থা নের নদীর পার্শ্বে সমবেত হবে।
(৮৬৫) হযরত খালেদ ইবনে মা'দান রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
সুফিয়ানী বিরাট এক বাহিনীকে মোট দুই বার পরাজিত করবে,
পরবর্তীতে সে নিজেও ধ্বংস হয়ে যাবে।
(৮৬৬) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন,
বিশাল একটি জামাআতকে সুফিয়ানী দুই দুইবার পরাজিত করে তাদের উপর কর আরোপ কর বে এবং তাদের জনগণকে বন্দি করবে।
কুরাইশের জনৈকা নারীকে যবেহ করার মাধ্যমে হত্যা করে তার পেট চিড়ে বাচ্চা বের করে আন বে। সিই হবে বনু হাশেমের পেট চিড়ে যাদের বাচ্চা বের করা হয়েছে তাদের অন্যতম।
এরপর সুফিয়ানী মারা গেলে তার পরিবারের সদস্যদের থেকে কতিপয় লোক ব্যাপক ভাবে হাম লে পড়বে। কয়েক বৎসর পর নিকৃষ্টতম এক লোক,
অভিশপ্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকজনকে তার প্রতি আহবান জানাবে। তার নাম হবে আব্দুল্লাহ।
সে নিজে যেমন অভিশপ্ত হবে, তার অনুসারীরাও অভিশপ্ত হবে। তাদের প্রতি আসমান-

জমিনের অধিবাসি সকলে অভিশাপ দিবে। সে হবে মানুষের কলিজা ভক্ষনকারী।
সে দিমাশকে এসে তার মিম্বরে আরোহন করবে।
তার যাবতীয় নির্দেশ হিমস নগরী পর্যন্ত পৌছে যাবে। এবং সে দিমাশকে আগুন জ্বালিয়ে দিবে।
এবং সেটা হবে,
বনুল আব্বাছ থেকে দুইজন লোক যারা একই বংশের হবে যখন সিংহাসনের দাবীদার হবে।
প্রথমজন দ্বিতীয় জনের সাথে মতবিরোধে লিপ্ত হলে সুফিয়ানীর আত্নপ্রকাশ ঘটবে।
সে হবে অল্প বয়স্ক, কোকড়ানো চুল বিশিষ্ট। সাদা রংয়ের অধিকারী এবং লম্বা প্রকৃতির।
তাদের মাঝে শাম দেশে অনেক গুলো যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং বনুল আব্বাছের অনেক নারীকে বন্দি করে দিমাশকে ফেরৎ পাঠানো হবে।
(৮৬৭) হযরত আরতাত ইবনে মুনযির থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
সুফিয়ানী তার নিজের বিরোধীতা কারীদেরকে হত্যা করে তাদেরকে পেরেক দ্বারা আটকিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হবে। তাদের গোশত বড় এক পাতিলে পাকানো হবে।
এভাবে দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত চলতে থাকবে।
এক পর্যায়ে মাশরিক মাগরিব বাহিনী পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

২৮।
শাম এবং বনুল আব্বাছের মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও সুফিয়ানীর আলোচনা

(৮৬৮) হযরত ওর্জীন ইবনে আতা রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
চতুর্থ ফিৎনা মূলতঃ রিককাহ থেকে সূচনা হবে।
(৮৬৯) ওলীদ রহঃ জনৈক মুহাদ্দিস থেকে বর্ননা করেন,
বনুল আব্বাছের মাঝে এখতেলাফের সূচনা হচ্ছে,
খোরাসান থেকে একটি ঝান্ডার আত্নপ্রকাশ হওয়া।
তখন তাদের মাঝে মানবিতুয জাফরানে তীব্র যুদ্ধ সংঘঠিত হবে।
সেখানে অংশ গ্রহণকারী সকলে মারা যাবে।
মানাবিতুয জাফরানের ঘটনা মানুষের কাছে পৌছলে,
যখন তিনি পবিত্র মদীনাতে ঝর্নার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করছিলেন।
এক পর্যায়ে তাদের কাছে ধন সম্পদ, টাকা-

পয়সা যার কাছে যা কিছু আছে সব নিয়ে বেড়িয়ে পড়বে।
ফলে হাররান নামক এলাকায় এসে যাত্রা বিরতী করবে।
এহেন পরিস্থিতিতে তাদের কাছে সংবাদ আসবে, পশ্চিমাদের জনৈক বাদশাহ হামলা করেছে।
তার মোকাবেলা করার জন্য সৈন্য প্রেরন করলে তারা পরাজিত হবে এবং সে এবং তার সাথী ব
র্গ শাম দেশে গিয়ে আশ্রয় গ্রহন করবে। এ সময় আমমান জনৈক ঘোষক ঘোষনা করবে,
“ধ্বংস হোক হিমস বাসীদের জন্য, যারা স্পষ্ট চোখ বিশিষ্ট হবে”।
তখনই প্রত্যেক বিবাহিত এবং সন্তান ওয়ালী নারীগন গর্ভবতী হয়ে যাবে।
এভাবে চলতে চলতে নাহার সম্বলিত এলাকায় এসে অবস্থান নিবে।
সেখানে এক জালেম বাদশাহকে হত্যা করা হবে।
এবং তার যাবতীয় সম্পদ তাকসীম করে দেয়া হবে।
এরপর তারা হাররান নামক মদীনাতুল আসনামে এসে পৌছবে সেখানে বাসিন্দাদের পেট ফেড়ে
ফেলা হবে এবং তাদের একতা বদ্ধতা নষ্ট করা হবে।
আরেকটি বাহিনী মাশরিকের দিকে প্রেরন করা হবে এবং সেখানের বাসিন্দাদের কাছ থেকে বাধ্য
তা মূলক ভাবে বাইয়াত নেয়া হবে। সেখানে দীর্ঘ আঠারো মাস পর্যন্ত অবস্থান করবে।
এরপর খাবুরের দিকে যেতে থাকবে এবং সেখানেও দীর্ঘদিন থাকবে।
এরপর মারবাজুস সূরের দিকে যাবে এবং সে এলাকাকে প্রচন্ড উত্ত্বপ্ত অবস্থায় রেখে আসবে।
অতঃপর মাশরিক বাসিরা তাকে বর্জন করে পাহাড়ের ভিতরে চলে যাবে এবং সেখানে তার পরি
বারের একজন তার সাথে গাদ্দারী করে তাকে হত্যা করবে তারপর মাশরিক বাহিনী এসে হাররান
এবং রুনা নামক স্থানের মাঝামাঝি এলাকায় অবস্থান নিবে।
এবং ঘরের মাঝখান থেকে জনৈক আমরাদের আত্ন প্রকাশ হবে।
(৮৭০) হযরত আবু উমাইয়া কালবী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
কালো ঝান্ডা বাহীরা যুদ্ধে লিপ্ত হবেন,
তাদের ভিতর থেকে সাত জনের একটা কাফেলার আত্নপ্রকাশ হবে।
এবং গ্রাম বাসিদের কাছে তার সাহায্যের আবেদন করে লোক প্রেরন করবে।
তারা সরাসরি অস্বীকার করবে।
এদিকে বনুল আব্বাছের অভিভাবকত্ব গ্রহন কারীর কাছে তাবরিয়া নামক স্থানে তার আগমনের
সংবাদ পৌছে যায়। তখন তার উদ্দেশ্যে বিশাল বাহিনী প্রেরন করে।
তারা পরস্পরের মুখোমুখি হলে প্রত্যেক সৈন্য তার প্রতিপক্ষের উপর ঝাপিয়ে পড়বে দুই দলের প্র
ধানদ্বয়ও একে অপরের উপর আক্রমন করবে। এবং তাকে সবকিছু জানাবে।
তখন খারেজী এবং তার সাথের লোকজন টীলার দিকে অবস্থিত বড়ই গাছের দিকে ধাবিত হবে

এবং তার ছায়ায় আশ্রয় নিবে।
এসময় গ্রাম বাসিরা এসে তার হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহন করবে এবং তার সাথে ভ্রমন কর তে থাকবে।
আফহাওয়ানা নামক স্থানে পৌছলে বুহাইরায়ে তাবরিয়্যাহ কাছাকাছি স্থানে তাদেরর মধ্যে তীব্র লড়াই হবে। তাদের রক্তে সমুদ্রের পানি পর্যন্ত লাল হয়ে যাবে। অতঃপর তারা পরাজিত হবে।
জাবিয়া নামক স্থানে আবারো যুদ্ধ সংঘটিত হবে,
যার কারনে জাবিয়া নামক স্থানের আশে পর্শের প্রায় পাঁচ মাইল পর্যন্ত এলাকা ধ্বংসস্তুপে পরিনত হবে। ঐ সময় দূরবর্তী এলাকার লোকজনের জন্য যেন আশীর্বাদ হবে।
সেখানেও তারা পরাজিত হবে আবারো তারা দিমাশকে এসে মিলিত হবে।
সেখানে উভয় দলের মাঝে ভয়াবহ লড়াই হবে।
এক পর্যায়ে ঘোড়ার শরীরের অর্ধেক পর্যন্ত রক্তের মধ্যে ডুবে যাবে এবং তারা পরাজিত হবে।
(৮৭১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন,
মাশরিক বাহিনী থেকে এক লোকের আত্নপ্রকাশ হলে সে এলাকার বাদশাহ নিজের এলাকা ছেড়ে পলায়ন করবে এবং রিককাহ ও হাররান নামক এলাকায় তাদের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ হবে।
তখন কুরাইশের এক লোক তাকে হত্যা করবে এবং সে এলাকায় আবু সুফিয়ানের বংশধর থে কে এক লোক আত্নপ্রকাশ হবে। তাকে কুফর শাষক হাররান নামক এলাকায় হত্যা করবে।
(৮৭২) বিশিষ্ট সাহাবী হযতত সুবান রাযি থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,
কিছু দিনের মধ্যে এমন এক খলীফা আত্নপ্রকাশ করবে,
লোকজন যার হাতে বাইয়াত গ্রহনে অস্বীকৃতি জানাবে। এবং তার নায়েব তার দুশমন হয়ে যাবে।
যার কারনে একাকী সফর করা বিহীন তার আর কোনো উপায় থাকবেনা এভাবে চলতে চলতে এক সময় তার দুশমনের উপর বিজয়ী হবে।
ইরাক বাসিরা তাকে ইবায় ফিরিয়ে নিতে চাইলে সে অস্বীকতি জানাবে এবং বলবে এটা হচ্ছে, যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত স্থান, যার কারনে তারা তাকে ছেড়ে চলে যাবে।
তাদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নিযুক্ত করবে,
সকলে তার কাছে যাবে এবং হিমস নগরীর হানাসিরা পাহাড়ে তার স্বাক্ষাৎ পাবে।
শাম বাসিদের কাছে এসংবাদ পাঠানো হলে তারা একজনের সান্নিধ্যে জমায়েত হবে,
তাদের সাথে ভয়াবহ একটি লড়াই হবে।
এমন কি একলোক তার বাহনের উপর দাড়াতে চাইলে সে

(৮৭৩) ওয়ালিদ ইবনে হিশাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সেখানে প্রচন্ড যুদ্ধ হবে। তাদের মাঝে অনুরুপ অবস্থা চলতেই থাকবে। হঠাৎ করে সুফইয়ানী বাহিনী তাদের উপর আক্রমন করবে।

অতঃপর তারা উভয় বাহিনীকে পরাজিত করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কুফায় প্রবেশ করাবেন। তবে তাদের দিনের প্রথম ভাগ অনুকূলে হলেও দিনের পরবর্তী ভাগ হবে তাদের প্রতিকূলে।

(৮৭৪) হযরত আবূ নযর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ রাসূল সাঃ এর জনৈক সাহাবী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ইরাকে এমন একজন শাসকের আবির্ভাব ঘটবে। যার নিকট শামবাসীরা বাইয়াত গ্রহন করতে অপছন্দ করবে। ফলে যা হওয়ার তাই হবে। অতঃপর তার (বাদশার) নিকট এই মর্মে সংবাদ পৌঁছাবে যে, বাদশার শত্রুরা তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে।

অতঃপর বাদশার ও তাদের (শত্রুদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা ব্যতীত কোনো উপায় থাকবেনা। অতঃপর সেও সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা দিবে। অতঃপর তাদের সাথে মুকাবেলা হবে এবং তাদেরকে পরাজিত করবে।

লোকদের হত্যা করবে। অতঃপর যে সব ইরাকিরা তাঁকে (বাদশাকে) সাহায্য করেছিল, সে (বাদশা) তাদেরকে (সাহায্যকারীদেরকে) বলবে Ñ এটা আমার দেশ, আমার রাজ্য, এবং আমার মাতৃভূমি। তোমরা তোমাদের দেশে ফিরে যাও। তোমাদের দিয়ে এখন আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই। অতঃপর তারা তাদের দেশে ফিরে যাবে।

অতঃপর তারা (সাহায্যকারীর) বলবে Ñ আমরাইতো এই দেশের প্রকৃত মালিক। আমরাইতো তাকে (বাদশাকে) সাহায্য করেছি, আমরাইতো মানুষকে হত্যা করেছি, বাদশা তো করে নাই। অথচ সে (বাদশা) আমাদের দেশ ব্যতীত অন্য দেশকে পছন্দ করল। সুতরাং তোমরা আসো। আমরা তাঁর (বাদশার) বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। আমরা তাঁর (বাদশার) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। অতঃপর তারা যুদ্ধ পরিচালনা করল এবং আক্রমনের উদ্দেশ্যে প্রায় তিন লক্ষাধিক সৈন্য একত্রিত করল। অবশেষে তাদের "হিস" নামক ময়দানে মুকাবেলা হবে এবং যুদ্ধ লেগে যাবে। অতঃপর সেখানে এমন প্রচন্ড যুদ্ধ হবে; যেমনটি আরব বিশ্বে ইতিপূর্বে কখনো হয়নি।

(৮৭৫) হযরত কায়া'ব রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ পরিশেষে বনী আব্বাস সম্পর্কে মতানৈক্য তৈরি হবে এবং এই পরিস্থিতির মধ্যো দিয়ে "সুফইয়ানী সম্পদ্রায়ের আবির্ভাব ঘটবে। এমনকি তাদেরও মতানৈক্যের পরিসমাপ্তি ঘটবে। অতঃপর তারা (বলবে) Ñ তোমরা দ্বিতীয় ঘটনাটির দিকে লক্ষ কর, আর সে ঘটনাটি হচ্ছে Ñ প্রাচ্যের নিরাপদ জনপদকে ধ্বংস করে দিবে। আর সে ঘটনাটি ঘটবে "হিচ" নামক বিশাল ময়দানে। অতঃপর বনী আব্বাস এবং পাশ্চাত্যবাসিরা বিজয় লাভ করবে। অতঃপর প্রাচ্যবাসিদের নারীদেরকে দাসিতে পরিনত করবে এবং তারা কুফায় প্রবেশ করবে।

(৮৭৬) হযরত ইয়াকুব ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত (আর তিনি ফিৎনা প্রকাশের আলামত সম্পর্কিত একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি)। তিনি বলেনÑ আব্বাসের সন্তানদের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। অতঃপর সে সেখানে দুই বছর অবস্থান করবে। অতঃপর পারস্যবাসীদের সাথে যুদ্ধ হবে। অতঃপর পারস্যবাসীদের চেয়ে মুসলমানরা সবচেয়ে বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। অতঃপর মুসলমানরা যুদ্ধভিযান পরিচালনা থেকে ফিরে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হবে। অতঃপর সে ব্যক্তি প্রাশ্চাত্য থেকে আগমন করবে কিন্তু সে ব্যক্তি পূনরায় প্রাচ্যে ফিরে যেতে

পছন্দ করবেনা। সুতরাং সেখানে আর ফিরে যাবেনা। অতঃপর আব্বাসের এক সন্তান সিংহাসনে আরোহন করবেন। অতঃপর (পাশাপাশি) “সুফইয়ানী” গোত্রের এক ব্যক্তি নেতৃত্ব প্রদানে সিংহাসনে আরোহন করবেন এবং তাদের (আব্বাসীয় বংশের লোকদের)কে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব থেকে অপসারন করবেন।

(৮৭৭) হযররত নাযিব ইবনে সারি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ প্রাচ্য থেকে একজন খলিফা হবেন, যিনি আরব উপ-দ্বীপে পলাতক হয়ে চলে যাবেন। তারপর তিনি শামবাসীদের নিকট সাহায্য চাইবেন। অতঃপর তারা শামে একত্রিত হবে আর প্রাচ্যবাসীদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন। অতঃপর তারা একটি পাহাড়ের পাদদেশে মিলিত হবেন। সেই পাহাড়টিকে “হিচ” পাহাড় বলা হয়। অতঃপর তারা সেখানকার বহু সংখ্যক আলেমকে হত্যা করবে।

(৮৭৮) মুহাম্মদ ইবনে জুফার রহঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ হযরত আলি রাঃ বর্ণনা করেন যে, সুফইয়ানীগন ইরাকে সৈন্যবাহিনী পাঠাবেন। যাদের একজন বনি হারেসা গোত্রের হবেন। যার সাথে দুই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন। ঐ দুই ব্যক্তির প্রথম ব্যক্তির নাম হল Ñ নমোর অথবা কমর ইবনে ইবাদ। অন্য ব্যক্তির শারীরিক গঠন হবে বিশালাকৃতির স্থুলকায়, যিনি সেনাবাহিনীর একেবারে সামনে থাকবেন । আরেক ব্যক্তি তার নিজ সম্প্রদায়ের, যিনি মাথায় টাক পড়া খাটো বিশিষ্টের, যার হবে চওড়া ও প্রশস্ত। অতঃপর প্রাচ্যবাসীদের যারা শামে (সিরিয়ায়) ছিল, তাদের হত্যা করবেন। যে স্থানে যুদ্ধ হয়েছিল, ঐ স্থানটিকে অন্য জায়গায় “হিমচ বাসিরা” বলেছে প্রাচ্যের যুদ্ধটি “বিনইয়া” নামক স্থানে হবে সেদিন তাদের (সুফইয়ানীদের) সৈন্যবাহিনী দ্বারা তাদেরকে (হিমচ বাসিদেরকে) সাহায্য করবে। পরবর্তীতে তাদেরকে “দামেশকে” পরাজিত করে প্রত্যেককে হত্যা করবে। অতঃপর হিমচ ও দামেশক অতিক্রম করে সুফইয়ানীদের সাথে প্রাচ্যবাসিরা “ইয়াদাইন” নামক স্থানে মিলিত হবে, যা হিমচের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। অতঃপর সেখানে সত্তর হাজারের বেশি প্রাচ্যবাসিকে হত্যা করা হবে, যা তাদের সৈন্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। ......

এবং যে সব সৈন্যবাহিনী প্রাচ্যে পাঠানো হয়েছিল, তারা ফিরে আসবেন। অবশেষে তারা কুফায় আবির্ভূত হবেন তথা চলে আসবেন। অতঃপর কত যে রক্তপাত ঘটবে অর্থাৎ নির্বিচারে বেহিসাবী হত্যাকান্ড চালাবেন এবং গনকবর দিবেন এবং নবজাতক সন্তানদেরকে নিহত করবেন, এবং ধন সম্পদ লুণ্ঠন করবেন, এবং রক্তপাতকে বৈধ মনে করবেন। তারপর সুফইয়ানীর নিকট চিঠি লিখবেন এই বলে যে, কুফায় ব্যাপক রক্তপাত, হত্যাযজ্ঞ তথা যুদ্ধ সমাপ্তির পর যেন হেজাযে চলে আসে।

(৮৭৯) হারিস ইবনে উসমান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ আমি সালমান ইবনে সামির ইলহানীর নিকট শুনেছি। তিনি বলেন Ñ অবশ্যই কুফার খলিফা শামবাসিদেরকে (সিরিয়া) পরাজিত করবেন। তারপর (কুফার) খলিফা তাদের ও শাম বাসিদের মধ্যে ফিরে আসবেন। এবং শামবাসিদের প্রতি (উৎসাহ প্রদান করে) বক্তব্যে বলবেন Ñ নিশ্চয় এই ভূমিটি পবিত্র, আর এটি নবি আঃ গনের পবিত্র ভূমি এবং খুলাফাদের অবস্থান স্থল। আর এখানেই সমস্ত ধন সম্পদ যা নিয়ে এসে জমা করা হত। আর এ পবিত্র ভূমিটিই ছিল বিভিন্ন দলের মিলনস্থল। এবং এখান থেকেই বিভিন্ন প্রতিনিধিদলকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হত। অতঃপর শামবাসিরা

খলিফার (উৎসাহপূর্ণ বক্তব্যে) সাড়া দিবেন। অতঃপর শামবাসিরা যখন খলিফার বক্তব্যে সাড়া বা সম্মতি জ্ঞাপন করবেন, তখন প্রাশ্চাত্যবাসিরা খলিফাকে বিদ্রুর করবেন। অতঃপর প্রাশ্চত্যবাসিরা বলবে Ñ আমরা তার (খলিফার) সাথে তাদেরকে (শামবাসিদেরকে) হত্যা করব। এবং আমাদের সম্পদ, আমাদের ব্যক্তি দ্বারা নিকৃষ্টভাবে আমরা ঝুঁকিপূর্ণ করব। অতঃপর আমরা আমাদের সৈন্যবাহিনী উজ্জীবিত করে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিব। বর্ণনাকারী বলেন Ñ অতঃপর শামবাসিরা ভ্রমণ করে কুফায় চলে যাবেন। অতঃপর (সেখানে) প্রচন্ড রকমের যুদ্ধ চলতে থাকবে।

(৮৮০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ আব্বাসীয় বংশের সপ্তম ব্যক্তি মানুষদেরকে যুদ্ধের দিকে আহবান করবেন। অতঃপর লোকেরা তার এই আহবানে সাড়া দেবেননা। অতঃপর সে বলবে Ñ নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে আবু বকর ও উমার রাঃ এর জীবনি সম্পর্কে বেশি জানি। কেননা, তারা "ফাই" (বিনা যুদ্ধে লব্ধ মাল) সমানভাবে বন্টন করতেন। অতঃপর তিনি আহ্লে বায়েতকে বলবেন Ñ তারা কী চায় যে, আমাদের মধ্যে যারা আছেন, আমরা তাদেরকে বের করে দেই? অতঃপর আহ্লে বায়েতগন খলিফাকে অস্বীকার করবেন। তখন সে আহ্লে বায়েতকে হত্যার প্রতিজ্ঞা করবে। অতঃপর তাদের মধ্যোকার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে ফেলবে। তখন "ফেহের" বংশের এক ব্যক্তি বের হবেন, যিনি "বারবারা" জাতির লোকদের একত্রিত করবেন। অবশেষে তিনি মিশরে আরহন করবেন। তারপর আবু সুফিয়ান বংশীয় এব ব্যক্তি বের হবেন। অতঃপর যখন তিনি (সুফীয়ান বংশের ঐ ব্যক্তি) "ফাহ্রি" নামক স্থানে পৌঁছবে, তখন তারা (বারবারা জাতীর লোক) তিনটি দলে বিভক্ত হবেন।

(৮৮১) আবূ রুম্মান হযরত আলি রাঃ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন Ñ "সুফইয়ানী বাহিনী বা সুফ ইয়ানী সম্প্রদায় শামবাসিদের (সিরিয়া) উপর চড়াও হবেন। তারপর তাদের (সুফইয়ানী বাহিনী ও শামবাসিদের) মধ্যে রণসংগিত বাজিয়ে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে। তখন প্রচন্ড যুদ্ধ সংঘঠিত হবে। এমনকি মাংশাষী পশু-পাখি তাদের মৃতদেহ খেয়ে উদরপূর্তি করবে। অতঃপর তাদের বিপরিত সৈন্যবাহিনীদের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দিবেন। অতঃপর তাদের একটি দলকে অভ্যর্থনা জানাবেন, যারা "খুরাসানে" প্রবেশ করবেন। এবং খুরাসানবাসিদের অনুসন্ধানে "সুফইয়ানীদের অশ্ববাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করা হবে। অতঃপর "কুফার মুহাম্মাদ বংশের শিয়াদেরকে তারা (সুফইয়ানী বাহিনী) হত্যা করবে। তারপর "খুরাসানবাসীরা ইমাম মাহদীর অন্বেষনে বের হবেন।

(৮৮২) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার রাঃ হতে বরি্র্ণত, তিনি বলেন Ñ সে আব্দুল্লাহকে অনুসরন করবে। অতঃপর দুই সৈন্য বাহিনী দিনের কোন এক অংশে রণ হুংকারে মুখোমুখী হবেন। অতঃপর প্রচন্ড যুদ্ধ হবে। এবং যুদ্ধ শেষে পাশ্চাত্যের অধিবাসিদের নিকট ভ্রমণ করবেন। অতঃপর সেখানকার লোকদের হত্যা করবে এবং স্ত্রীলোকদের দাসী বানাবেন। তারপর সে "কায়স" নামক স্থানে ফিরে আসবেন। অবশেষে তিনি আরব উপ-দ্বীপে "সুফইয়ানীদের নিকট আবির্ভূত হবেন। (তথা আত্মরক্ষার্থে আশ্রয় নিবেন)। অতঃপর তিনি ইয়ামানবাসিদের অনুসরন করবেন। (তথা দৃষ্টি দিবেন)। এরপর (ইয়ামানের) "কায়সবাসিদের" হত্যা করবেন।

এবং সুফইয়ানীগন যা একত্রিত করেছিল, তা বৈধ করে নিবে। এরপর তিনি কুফায় ভ্রমণ করে চলে আসবেন। অতঃপর (সেখানকার) মুহাম্মাদ বংশের সাহায্যকারীদের হত্যা করবেন। অতঃপর সুফইয়ানী বাহিনী তিনটি ঝান্ডার (সেনাবাহিনীর) অধীনে আওতাভূক্ত হয়ে শামবাসিদের উপর অভিযান পরিচালনা করবেন। তারপর যুদ্ধের দামামা বা রণসংগীত বাজানোর প্রচন্ড যুদ্ধ সংঘটিত হবে। অতঃপর তাদের (সুফইয়ানী বাহিনীর) বিরোধী সেনাবাহিনীদের (শাম বাসিদের) মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দিবেন। অতঃপর তাদের মধ্যেকার একটি সম্প্রদায় বা দলকে (সাহায্যের) আহবান করবেন। অবশেষে তারা খুরাসাবে প্রবেশ করবেন। এবং সুফইয়ানীদের সাহায্যে সম্মতি জানালে, তখন তারা ঘন অন্ধকার ও নদীর শ্রোতের মত সাহায্যে এগিয়ে আসবে। সুতরাং সেখানে (যুদ্ধের পর) ধ্বংসযজ্ঞ ছাড়া একটি খেজুর জাতীয় কিছুই পাওয়া যাবেনা। অবশেষে তারা কুফায় প্রবেশ করবেব। অতঃপর তারা মুহাম্মাদ বংশীয় শিয়াদেরকে হত্যা করবে। অতঃপর খুরাসানবাসির প্রত্যেককে (সুফইয়ানী বাহিনী) জোটবদ্ধ হওয়ার আহবান করবে। তখন খুরাসানবাসিগন (ইমাম) মাহদির অন্বেষণে বের হবেন। তাঁর (মাহদির) জন্য দোয়া করবে এবং তারা তাঁকে সর্বাত্মক সাহায্য করবে।
(৮৮৩) হযরত সালমান ইবনে সামির ইলহানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ অচিরেই শামবাসিদের পদানত করার লক্ষে তিনি কুফায় এসে অবস্থান নেবেন এবং তাদেরকে (কুফাবাসিকে) আকৃষ্ট করবেন এবং শামবাসিদেরকে পরাজিত করার পরিকল্পনায় মত্ত থাকবেন। তারপর খলিফাকে বলা হবে আপনি সিরিয়াই চলে যান। কেননা, ইহা পবিত্র ভূমি,ু্এবং নবী আঃ গনেরও পবিত্র ভূমি, এবং খুলাফাদের অবস্থান স্থল। আর এখানেই সমস্ত ধন-সম্পদ জমা করা হত। আর এ পবিত্র ভূমিটিই ছিল বিভিন্ন দলের মিলনস্থল এবং এখান থেকেই বিভিন্ন প্রতিনিধিদলকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হত। অতঃপর শামবাসিরা খলিফার (উৎসাহপূর্ণ বক্তব্যে) সাড়া দিবেন। অতঃপর শামবাসিরা যখন খলিফার বক্তব্যে সাড়া বা সম্মতি দিবেন, তখন প্রাচ্যবাসিরা খলিফাকে বিদ্রুপ করবেন। অতঃপর প্রাচ্যবাসিরা বলবেÑ আমরা তার (খলিফার) সাথে তাদেরকে (শামবাসিদেরকে) হত্যা করব এবং আমাদের সম্পদ, আমাদের ব্যক্তি দ্বারা নিকৃষ্টভাবে আমরা ঝুঁকিপূর্ণ করব। কারণ, আমরাই অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলাম।
অতঃপর শামবাসিরা কুফায় চলে আসবেন। অতঃপর সেইদিন প্রচন্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে। যখন খলিফার প্রতিনিধিদল ইরাকে পৌঁছবে

২৯। বাগদাদ এবং “যাওয়া” শহরে সুফইয়ানীর ধ্বংশের বর্ননা

(৮৮৪) হযরত আবূ যা’ফর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ সুফইয়ানীগন নির্দিষ্ট ভূমির উপর, মানসূরী (বিজয়ীদের) দের উপর, কানাডীয়দেরÑতুর্কীদের উপর এবং রোম বা পারস্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে এবং ইরাকে এসে উপনিত হবে। অতঃপর সকল বিষয়ের ত্রানকর্তা হিসেবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। এমন সময় আব্দুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটবে এবং তখন (সকল ষড়যন্ত্রের) মুখোশ খুলে যাবে। (ষড়যন্ত্রটি হল) এবং ....

ফলে বৃহৎ হত্যাকান্ড সংঘটিত হবে। এবং আব্বাসীয় বংশের ছয় নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করবে। অতঃপর কুফার উদ্দেশ্যে বের হয়ে চলে যাবে।
(৮৮৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ নবী সাঃ হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ইবনে মাসউ রাঃ) বলেন Ñ যখন সুফইয়ানী বাহিনী ফুরাত নদী অতিক্রম করবে এবং “আকির কুফা” নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছবে, তখন আল্লাহ তাআলা তার (সুফইয়ানীর) অন্তর থেকে ঈমানকে উঠিয়ে নিবেন। তখন দিনে-দুপুরে প্রকাশে এই মরুময় স্থানে হত্যা সংঘটিত হবে। ঐস্থানটিকে সত্তর হাজার তরবারী বিশিষ্ট সৈনিকদের কেন্দ্রস্থল বলা হবে। তাদের (সুফইয়ানীদের) অধিকাংশই ঐ (সৈনিকদের) সমান হবেনা। অতঃপর তারা (সৈনিকেরা) “বায়তুস যাহাবে” অভিযান চালিয়ে যোদ্ধাদের সাথে ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এমনকি মহিলাদের পেট ফেরে ফেলে (বাচ্চাদের বের করে) বলবে Ñ সম্ভবত এরা বড় হয়ে দাস বা পরাধীন হবে। এবং দজলা নদীর তীরে (অবস্থিত) কুরাইশ বংশীয় মহিলাদের নিকট সিফিফনবাসিদের অতিক্রমকারী ব্যক্তি পানি সাহায্য চাইবে। তাদের নিকট এই আবেদন করবে যে, যেন মহিলাগন পানি বহন করে নিয়ে আসে। অবশেষে মহিলাগন পানি নিয়ে মানুষের নিকট সাক্ষাৎ করবে। অতঃপর মহিলাগন শত্রুতাবশতঃ বনি হাশেমদের নিকট পানি বহন করে নিয়ে আসবেনা। এমনকি বনি হাশেমগনের (কোথায় আছে) খোঁজও নেবেনা। কেননা,(তাদের ধারনা) তাদের মধ্যে নিশ্চয় রহমতের নবি এবং জান্নাতের তোয়্যার বা পাখি হযরত আবূ যা’ফর বিন তালিব রয়েছেন।
অতঃপর হে মহিলাগন! জেনে রাখো, যখন জাহান্নামের অন্ধকারাচ্ছন্ন তলদেশ স্থানে তোমাদেরকে নিক্ষিপ্ত করা হবে,তখন ফাসেক বা পাপিষ্ঠগন ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। তারপর সাহায্যকারীদের পক্ষ থেকে তাদের নিকট সহায়তা এসে পৌঁছাবে। অবশেষে কুফা এবং বাগদাদের মহিলা এবং সন্তান-সন্তুতিদের যারা সুফইয়ানীদের সাথে (জোড় পূর্বক) ছিল, তাদেরকে পরাধীনতা থেকে উদ্ধার করবেন।
(৮৮৬) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, নিশ্চয় হুযায়ফা রাঃ বলেন Ñ আহলে এক ব্যক্তি দিনের কোনো এক অংশে অবশ্যই আবির্ভূত হবেন, যার নাম হবে আব্দুল ইলাহ্ অথবা আব্দুল্লাহ। তিনি প্রাচ্যে দু’টি শহর নির্মান করবেন। ঐ দু’টি শহরের মাঝে একটি নদী বা খাল খনন করবেন। অতঃপর যখন আল্লাহত তাআলা এদের রাষ্ট্রের আকৃতি এবং রাষ্ট্রীয় প্রসারতা বিচ্ছিন্ন করার ইচ্ছা করবেন, তখন আল্লাহ তাআলা ঐ দু’টি শহরের একটিতে কোন এক রাতে আগুনের বিষ্ফরন ঘটাবেন। তখন সকালটা হবে ভয়ানক অন্ধকার। সেখানে এমন এক (ভয়ানক) অগ্নিকান্ড সংঘটিত হবে,যেন সেখানে আর কোনও স্থানই ছিলনা। ঐ স্থানের অধিবাসিরা আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলবে Ñ কীভাবে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে? অথচ ইহা একদিন সাদা উজ্জলতা বিশিষ্ট নির্মলÑ পরিচ্ছন্ন প্রানবন্ত পরিবেশ ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। অতঃপর আল্লাহ তাআলা সেখানকার প্রত্যেক শক্তিশালী অহংকারী এবং একগুঁয়ী অবাধ্য লোকদেরকে (কোন বিশেষ মুহূর্তে) একত্রিত করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ঐ স্থান এবং তাদের অধিবাসিদের সকলকে (মাটির নিচে) দাবিয়ে দিবেন। অতঃপর মহিমান্বিত, শক্তিশালী আল্লাহর বক্তব্য হচ্ছে Ñ যার অর্থ ঃ (হা-মীম, আইন, সীন, ক্বোফ) এগুলো হরফে মুক্বাত্বয়াত বা বিচ্ছিন্ন হরফ,যার অর্থ আললহাই ভালো জানেন) শরীয়া’তে আবশিক বিধান, যা তিনি সম্পাদন

করেন (সুযোগদানের পর)। ঐ বিচ্ছিন্ন হরফ "আইন"-দ্বারা শাস্তি উদ্দেশ্য। আর "সীন"এ বলবে Ñ অচিরেই বোমা বর্ষন করবে বা নিক্ষেপ করবে। উল্লেখ্য যে, এখানে "ক্বযফুন (.... আরবী হবে) এর বহুবচন ক্বযাইফ। এর অর্থ হল Ñ ক্ষেপনাস্ত্র, গোলা, বোমা। আর "সীন" এর অর্থ বলবে Ñ অচিরেই এই দু'জায়গাতে অর্থাৎ দুই শহরে বোমা বর্ষনের ঘটনা সংঘঠিত হবে।
(৮৮৭) আব্দুর রহমান ইবনে গানাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ দু'টি জাতি চুক্তি সম্পাদন করে খুব দ্রুত প্রশারতা লাভ করবে। ঐ দুটি জাতির পারিপার্শি¦ক সকল নির্যাতনের যাতাকলে (সাধারন লোক) নিষ্পেশিত হবে। দু'টি জাতির একটিকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে এবং অপর জাতিকে অবকাশ দেয়া হবে। আর অচিরেই দু'টি গোত্র বা গোষ্ঠি প্রতিবেশি ভাবাপন্ন (মতাদর্শ) পাশা-পাশি অবস্থান করবে। তাদের মাঝে একটি নদি বা খাল খনন করা হবে। তাথেকে সমস্ত লোক পানির পিপাসা বা তৃষ্ণা মেটাবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের প্রত্যেকে পানি সংগ্রহ করবেন। অতঃপর দিনসমূহের কোন একদিন সকাল এমন ভাবে আগমন করবে, যে দিনের ঐ অংশে অবশ্যই তাদের এক গোত্রকে (মাটিতে) ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে এবং অপর গোত্রকে অবকাশ দেয়া হবে।
(৮৮৮) হযরত হুযায়ফা রাঃ হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি একদিন আসাক (....আরবী হবে) সম্পর্কে ঐ সকল লোকদের থেকে জিজ্ঞসিত হলেন। তারা হলেন ঃ হযরত উমার রাঃ, হযরত আলি রাঃ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ, হযরত উবাই ইবনে কায়াব রাঃ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ এবং রাসূল সাঃ এর উপস্থিত সঙ্গী-সাথীদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে বললেন Ñ "আইন" দ্বারা শাস্তি উদ্দেশ্য। এবং "সীন" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে Ñ মুহাম্মদ সাঃ এর সুন্নাত এবং উপবাস। আর 'ক্বাফ দ্বারা উদ্দেশ্য হলোÑ এমন সম্প্রদায়, যারা শেষ যামানায় (মুসলমানদের উপর) বোমা বর্ষন করবে, ক্ষেপনাস্ত্র উৎক্ষেপন করবে। অতঃপর হযরত উমার রাঃ হযরত হুযায়ফাকে বললেনÑ তারা কারা? (যারা বোমা বর্ষন করবে?), তখন হুযায়ফা বললেন Ñ মদিনার আব্বাস বংশের সন্তানেরা। মদিনার সেই স্থান বা অঞ্চলটিকে বলা হয় "যাওরা"। সেখানে প্রচন্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে এবং মনে হবে যেন তাদের (অধিবাসিদের) প্রতি কিয়ামত পতিত হয়েছে। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ প্রতিবাদী কণ্ঠে বললেন Ñ সেখানে (মদিনার যাওরা অঞ্চলে) আমাদের কেউ নেই। পক্ষান্তরে "ক্বাফ" দ্বারা উদ্দেশ্য বোমা বর্ষন করবে, যার ফলে যমীনটা তলিয়ে যাবে। হযরত উমার রাঃ হুযায়ফাকে বললেন Ñ হুযায়ফা আপনি জেনে রাখুন, এই ব্যাখ্যায় আপনি ও ইবনে আব্বাস বিপদে পতিত হল। ইবনে আব্বাসের বিপদে পতিত হওয়া অর্থ হলোÑ ক্রুদ্ধ হওয়া, অবশেষে হযরত উমার রাঃ এবং রাসূল সাঃ এর সঙ্গী-সাথীগন হুযায়ফা থেকে যা শুনলেন তা থেকে ফিরে আসলেন। এমনকি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন (এমন না বলা থেকে)।
(৮৮৯) উকবা ইবনে আবূ মুয়ীত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট শুনেছেন, বর্ণনা করেন যে, সুফইয়ানী বাহিনী বের হয়ে ধ্বংসাত্বক কার্যক্রম চালাবেন। এমনকি মহিলাদের পেট ফেঁড়ে ফেলবে এবং নবজাতক শিশুদেরকে উত্তপ্ত, গরম, ফুটোন্ত বা ডেকচিতে নিক্ষেপ করবে।
(৮৯০) হযরত কাযা'র রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ আব্বাসীয় বংশের মহিলাদেরকে যুদ্ধ বন্ধি করবে। অবশেষে যুদ্ধ বন্ধি মহিলাদেরকে দামেশক অঞ্চলে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

(৮৯১) হযরত আরত্বাত হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ ফুরাত নদীর তীরে একটি শহর যখন তৈরি করা হবে। আর সে শহরটি “দামেশক” থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। ....।

৩০। সুফিয়ানি আর তালর দলের কুফায় প্রবেশ

(৮৯২) হযরত কায়াব রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ কুফা নগরী সকল ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম থেকে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু মিশর ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বর্ণনাকারী হাকিম সফওয়ান থেকে হাদিস বর্ণনা করে বলেন Ñ কায়া'র থেকে যিনি শুনেছেন, তিনি আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন Ñ কুফা নগরে যুদ্ধ হবে এবং প্রচন্ড হত্যাযজ্ঞ চালাবে। তারপর কুফা নগরীর পর বৃহত্তর ইরাকের দিকে দৃষ্টিপাত করবে।
(৮৯৩) হযরত আরত্বা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ সুফইয়ানীগন কুফায় প্রবেশ করে সেখানকার অধিবাসীদের তিনদিন অবরুদ্ধ করে রাখবেন এবং সেখানকার ষাট হাজার অধিবাসীদেরকে হত্যা করবে। তৎপর সেখানে আঠারো রাত অবস্থান করে “কুফা নগরীর” সম্পদসমূহ বন্টন করে নেবে। এবং তুরকী ও রোমবাসীদের হত্যাকারীদের যুদ্ধের ডাক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে। তারপর তাদের বিপরীত সৈন্যবাহিনীদের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দিবেন। তখন তাদের একটি দল খুরাসানে ফিরে আসবে। অতঃপর সুফইয়ানীদের অশ্ব বাহিনীকে হত্যা করা হবে এবং তাদের নিরাপত্তার প্রাচীর বা বিধ্বস্ত করে দিবেন। অব শেষে কুফায় প্রবেশ করে খুরাসানবাসিদের নিকট (সামরিক) সাহায্যের আবেদন করবে। তখন খুরাসানবাসীরা মাহদির উদ্দেশ্যে লোকদের জোড়ো করবে।
তারপর সুফইয়ানী বাহিনীকে মদিনায় পাঠাবেন। অতঃপর মুহাম্মদ বংশের সম্প্রদায়কে পাকড়াও করবে। অবশেষে তাদেরকে কুফায় স্থানান্তরিত করবে। তারপর মাহদী ও মানসূর কুফা থেকে পালিয়ে যাবে। অতঃপর পলাতক মাহদী ও মানসূরের অনুসন্ধানে সুফইয়ানী বাহিনীকে পাঠাবেন। অতঃপর যখন মাহদী ও মানসূর মক্কায় পৌঁছাবেন, তখন সুফইয়ানী বাহিনী নির্জন মরু প্রান্তরে অভ্যর্থনা জানাবেন। তখন তাদেরকে (সুফইয়ানী বাহিনীকে) (মাহদীও মানসূর) লাঞ্ছিত ও অসম্মানি করবে। তারপর মাহদী (মক্কা থেকে বের হয়ে মদিনায় ফিরে আসবে। অতঃপর মাহদী বনি হাশেমের ঐ লোকদেরকে উদ্ধার করবেন, যারা সেখানে (মদিনায়) ছিল। আর আমরা (উদ্ধারকৃত) লোকদেরকে কালো পতাকা নিয়ে অভ্যর্থনা জানাবো। এমনকি পানির শরবৎ দিয়ে আতিথীয়তা করাবেন। তারপর সুফইয়ানীদের সঙ্গী-সাথীগন যারা কুফায় ছিল,তাদেরকে তিনি সেখানে পৌঁছিয়ে দিবেন। ফলে সবাই (বন্দিদশা) থেকে নিস্কৃতি পাবে। এরপর তিনি (মাহদী) কুফায় চলে আসবে। অবশেষে বনি হাশেমদের যারা কুফায় ছিল, তাদের তিনি উদ্ধার করবেন। এবং কুফার বিপুল সংখ্যক গোত্রকে বহিস্কার করবেন, যাদেরকে বলা হয় “আসাব” বা সমগোত্রীয় জোট। ঐ বহিস্কৃত সমগোত্রীয় জোটের লোকদের অল্প সংখ্যক ছাড়া কারো সাথে কোনো অস্ত্র ছিলনা। এবং তাদের (বহিস্কৃত গোত্রদের) মধ্যে “বসরা” বাসিদের একটি দলও ছিল। অতঃপর তিনি (মাহদী) স্ফুইয়ানীদের সঙ্গি-সাথীদেরকে কঠোর হস্তে পাকড়াও করবেন। অতঃপর কুফার

যুদ্ধ বন্ধি যারা তাদের অধীনে ছিল, তাদেরকে তারা উদ্ধার করবেন। এবং (উদ্ধারকৃত) লোকদেরকে কালো ঝান্ডাসহ "বাইয়াতের (শপথ) জন্য মাহদীর নিকট পাঠাবেন।

৩১। বনি আব্বাসের ঝান্ডার মাহদীর কালো ঝান্ডা এবং তাদের মাঝে ও সুফইয়ানীদের মাঝে কোনো ঐক্যমত হবেনা

(৮৯৪) মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া হতে বর্ণিত, তিনি বলেনÑ বনি আব্বাস কালো ঝান্ডাসহ বের হবেন। এরপর খুরাসান থেকেও অপর একটি দল বের হবেন কালো ঝান্ডাসহ। তাদের টুপি হবে কালো রংঙের এবং পোশাক হবে সাদা। তারা (দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তি হলেন Ñ তামীম গোত্রের শুয়াইব ইবনে সালিহ অথবা সালিহ ইবনে শুয়াইব। তারা সুফইয়ানী বাহিনীকে পরাজিত করে বায়তুল মুকাদ্দাসে এসে উপনীত হয়ে মাহদীকে সিংহাসনে আরোহন করাবেন এবং মাহদির রাষ্ট্র শাম থেকে তিনশত মাইল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করবেন। তার মাহদির শাসনকার্য যা আদেশ হিসেবে ধার্য হবে তা বাহাত্তর মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
(৮৯৫) হযরত আবদুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ আমরা রাসূল সাঃ নিকট কোন এক সময় বসা ছিলাম। এমন সময় বনি হাশেম গোত্রের এক বালিকা মেয়ে আসল। তখন রাসূল সাঃ চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাঃ ! আপনার অপছন্দনীয় এমন কোনো কিছুই অবতীর্ণ হয়না, যা আমরা দেখতে পায়।
অতঃপর তিনি বললেন Ñ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতের জন্য পছন্দ করেছেন। আর নিশ্চয় আমার পরে আমার আহলে বায়তের ঐসব সদস্যদেরকে অচিরেই তারা হত্যা করবে চরম বিপদে ফেলে। এবং ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করে গৃহহীন করবে। অবশেষে প্রাচ্যের দিক থেকে সেখানে একটি সম্প্রদায় কালো রঙের ঝান্ডাবাহি একটি দল সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তারা (প্রকৃত) সত্য জানতে চাইবে কিন্তু দুই বা তিনজন ছাড়া কেউ (তথ্য) দেবেনা। তৎপর যারা তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিল তাদেরকে হত্যা করবে। অতঃপর তারা যা জিজ্ঞাসা করেছিল,তার উত্তর দেবে। কিন্তু তারা তা গ্রহন করবেনা। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আহলেবায়তের লোককে ফিরিয়ে দেবে। সুতরাং তারা যতটুকু অত্যাচার করেছিল ততটুকো ন্যায়সঙ্গতভাবে (ক্ষতি) পূরন করে দিবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বা যারা ঐ ব্যক্তিকে পাবে, তাদের উচিৎ তাকে নিয়ে আসা। যদিও তারা ঠান্ডা হিমায়িত বরফে বাঁধাগ্রস্ত হয়। কেননা তিনিই হচ্ছেন মাহদি আঃ।
(৮৯৬) হযরত সাওবান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ খুরাসানের দিক থেকে কালো রঙের ঝান্ডাবাহি দলকে তোমরা বের হতে দেখবে যখন, তখন তোমরা তাদেরকে নিয়ে আসবে। যদিও তোমরা হিমায়িত ঠান্ডা বরফে বাঁধাগ্রস্ত হওনা কেন। কেননা, তাদের মধ্যে আল্লাহর খলিফা ইমাম মাহদি আঃ আছেন।
(৮৯৭) হযরত হাসান রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ আর্যদের পিতল বর্ণের চার ব্যক্তি বনি তামীম গোত্র অভিমুখে বের হবেন। তাদের মধ্যে একজন হবেন হিংস্র হাঙ্গর মাছের মত, যার

নাম হবে শুয়াইব ইবনে সালেহ। তাদের সাথে চার হাজার সৈন্য থাকবে। তাদের পোশাক হবে সাদা এবং তাদের ঝান্ডা বা পতাকা হবে কালো। তারা ইমাম মাহদির অগ্রগামী অনুগত সৈন্য হবে। এমনকি তারা তাদের (শক্রদের) পরাজিত না করে মাহদির সাথে সাক্ষাৎ করবেনা।
(৮৯৮) হযরত আলি রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেছেন Ñ আহলে বায়েত থেকে এক ব্যক্তি নয়টি ঝান্ডার অধিনে লোক সমাগম করে মক্কায় বের হবেন।
(৮৯৯) আম্মার ইবনে ইয়াসার রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ মাহদি আঃ শুয়াইব ইবনে সালেহ আঃ এর জেলা বা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবেন।
(৯০০) হযরত তুবা-য়ি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ খুরাসান থেকে ঝান্ডাবাহি একটি দল বের হবে। যারা তুলোনামূলক দূর্বল সম্প্রদায়গুলোকে একত্রিত (জোটবদ্ধ) করে তাদের সাথে রাখবে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সাহায্য দ্বারা তাদেরকে শক্তিশালী করবেন। এরপর তারা প্রাশ্চাত্যবাসীদের অভিমুখে অভিযানে বের হবে।
(৯০১) হযরত আবূ যা'ফর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ খুরাসান থেকে বনি হাশেম গোত্রের এক যুবক কালো রঙের ঝান্ডসহ বের হবে। তার হাতের ডান পার্শ্বে (বড়) তিলক থাকবে। ঐ যুবকের সামনে শুয়াইব ইবনে সালে নামক ব্যক্তি (সহযোদ্ধা হিসেবে) থাকবে। তখন সুফইয়ানী বাহিনীর সাথে যুদ্ধ হবে। অতঃপর তাদেরকে (সুফইয়ানী বাহিনী) পরাজিত করবেন।
(৯০২) হযরত সুফইয়ান কালবি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ ইমাম মাহদির পক্ষে অনুগত ঝান্ডাবাহি একদল সৈনিক বের হবে, যিনি বয়সে প্রবিন, হলুদ বর্ণের হালকা দাঁড়ি বিশিষ্ট। কিন্তু ওয়ালিদ হলুদ বর্ণ শব্দটি উল্লেখ করেননি।
(৯০৩) হযরত কায়া'ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ যখন কোনো এক ব্যক্তি শামের (সিরিয়ার) এবং মিশরের শেষ প্রান্তের একটি অংশের শাসন কর্তা হবেন, তখন মিশরীয় ও শামবাসিদের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হবে এবং মিশরের কয়েকটি গোত্রের লোকদের শামবাসিরা বন্দি করবে। এবং প্রাচ্যের এক লোক কালো ঝান্ডবাহী ক্ষুদ্র একটি সৈন্যদল নিয়ে শামের প্রধানের সমীপে আগমন করবে। অতঃপর তিনি আনুগত্য প্রদর্শনে মাহিদর নিকট প্রেরণ করবেন। বর্ণনাকারী আবু কুবাইল বলেন Ñ (প্রাচ্য থেকে আগত লোকটি) আফ্রিকায় আমির নিযুক্ত হয়ে বার (১২) বছর শাসন কার্য পরিচালনা করবেন। অতঃপর তার পরে ফিৎনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। তারপর পিতল বর্ণ বিশিষ্ট এক ব্যক্তি ক্ষমতা লাভ করবেন, যিনি ন্যায় বিচার পরিপূর্ণভাবে রূপদান করবেন। অতঃপর মাহদির নিকট চলে এসে আনুগত্যের পরাকাষ্টা প্রদর্শন করবে এবং (ন্যায়ের) যুদ্ধের অনুমতি নিবেন।
(৯০৪) হযরত হাসান রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল সাঃ আহ্লে বায়তের সাথে সমপৃক্ত বিপদের কথা উল্লেখ করে বর্ণনা দিলেন। অবশেষে প্রাচ্য থেকে কালো রঙের ঝান্ডাবাহী একটি দলকে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে (আহ্লে বায়তকে) সাহায্যের জন্য পাঠাবেন। আর যারা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে আল্লাহ্ তাআলাও তাদেরকে পরিত্যাগ করবেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তির আগমন ঘটবে। তার নাম আমার নামের মত হবে। অর্থাৎ Ñ হাসান। অতঃপর তিনি তাদের শাসন-কার্য চালাবার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। একাজের জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমতা দিবেন এবং সাহায্য করবেন।

(৯০৬) বিখ্যাত মুহাদ্দিস সাঈদ ইবনিল মুসায়্যিব রহঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেন Ñ প্রাচ্য থেকে বনি আব্বাসের জন্য কালো রঙের ঝান্ডাবাহি একটি দল বের হবে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছা মাফিক তারা সেখানে অবস্থান করবে। অতঃপর আরেকটি ক্ষুদ্র কালো রঙের ঝান্ডাবাহিদল বের হবে। তখন আবু সুফিয়ান বংশের লোক এবং তার সঙ্গি সাথীদের সাথে প্রাচ্য থেকে আগত বাহিনীর সাথে প্রচন্ড যুদ্ধ হবে। অতঃপর মাহদির আনুগত্যের জন্য তারা ফিরে যাবে।

(৯০৭) হযরত আলি রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ (অচিরেই) কালো রংয়ের ঝান্ডাবাহি একটি দল বের হবে, যারা সুফইয়ানী বাহিনীর সাথে তুমুল লড়াই করবে। তাদের মধ্যে (ঝান্ডাবাহি দলের) বনি হাশেম গোত্রে এক যুবক থাকবে, যার কাঁধের পার্শ্বে বাম পার্শ্বে (বড়) তিলক থাকবে। ঐ যুবকটির সামনে বনি তামিম গোত্রের এক ব্যক্তি(সহযোদ্ধা হিসেবে) থাকবেন, যাকে শুয়াইব ইবনে সালেহ নামে ডাকা হয়ে থাকবে। অতঃপর তিনি সুফইয়ানী বাহিনী ও তার সাথীদের চরমভাবে পরাজিত করবেন।

(৯০৮) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ যখন সুফইয়ানি বাহিনী কুফায় পৌঁছাবে, তখন মুহাম্মদ বংশের সাহায্যকারীদেরকে হত্যা করবে। (ঠিঁ এমনি সময়) ইমাম মাহদি আঃ শুয়াইব ইবনে সালেহের পতাকাতলে আত্মপ্রকাশ করবেন।

(৯০৯) হযরত আবূ জা’ফর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ ইমাম মাহদির সমর্থনে কালো বর্ণের পতাকাবাহি সৈন্যদল খুরাসান থেকে কুফার উদ্দেশ্যে বের হবে। অতঃপর যখন মাহদি মক্কায় আত্মপ্রকাশ করবে,তখন খুরাসান থেকে আগত সৈন্যবাহিনীকে তাঁর নিকট বাইয়াতের জন্য পাঠানো হবে।

(৯১০) হযরত কায়া’ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ যখন আব্বাসীয়দের উদারতা দেখতে পাবে এবং কালো ঝান্ডাবাহি দলের অশ্ববাহিনীকে শামের “যয়তুন” বৃক্ষের সাথে বেঁধে রাখতে দেখবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস করে দিবেন। আর আহলে বাইতের সাধারন লোকদেরকে তারা হস্তগত করবে। এমনকি তাদের মধ্যে উমাইয়াগনের পলাতক অথবা আত্মগোপন ছাড়া কেউ অবশিষ্ট থাকবেনা। এবং “সাফাতান” অঞ্চলে বনি আব্বাস ও জা’ফরদেরকে নির্মূল করে দিবেন। এবং ইবনে আকিল্লাতুল আকবাদ দামেশকের মিম্বারে (সিংহাসনে) বসবেন। তখন “বারবার” জাতি শামের প্রধান নেতার উদ্দেশ্যে বের হবেন। আর তিনিই মাহদির আত্মপ্রকাশের আলামত হবেন।

(৯১১) হযরত শুযাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ আমি একদিন হাসান রাঃ এর নিকট ছিলাম। অতঃপর আমরা “হিমবাসিদের” সম্পর্কে আলোচনা করলাম। অতঃপর তিনি “হিমবাসিদের” ভাগ্য সুপ্রসন্ন এবং হতভাগ্য জীবন সম্পর্কে বললেন। বর্ণনাকারী বলেন Ñ হে আবূ সায়ীদ! “মাসওয়াদ্দাতিস সানিয়া” (ভাগ্যবিড়াম্বনা) কী? আবূ ত্বহাবী বলেন যে, প্রাচ্যের দিক থেকে আটশত (মুসলিম মুজাহিদ) বের হবে, যাদের অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর তাদের ঈমানের পদস্থলন ঘটবে “ওয়ার” নামক স্থানে। আর এটাই “(মাসওয়াদ্দাতিস সানিয়্যা)। যখন হাশেমী বাহিনী এবং তার সঙ্গি-সাথীগন কালো রঙের ঝান্ডা নিয়ে খুরাসান থেকে বের

হবে, তখন সুফইয়ানী বাহিনীর কর্তৃত্ব, ক্ষমতা প্রথমবারের মতে কেঁপে উঠবে। এবং হাসেমী ও সুফইয়ানী বাহিনীদের মাঝে চুক্তি বা সন্ধি বিষয় কোনো কিছুই সম্পাদিত হবেনা, যতক্ষণ না সুফইয়ানীর অশ্ববাহিনী প্রাচ্যে না পৌঁছাবে।

৩২। أول انتفاض أمر السفياني وخروج الهاشمي من خراسان برايات سود وعلى أصحابه

(৯১২) হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ যখন সুফইয়ানীর অশ্ববাহিনী কুফার উদ্দেশ্যে বের হবে,তখন খুরাসানবাসিদের নিকট সাহায্য চেয়ে দূত পাঠাবেন আর এদিকে খুরসানবাসিরা "মাহদির" খোঁজে বের হবে। অতঃপর তাদের সাথে হাশেমীগন কালো রঙের ঝান্ডা নিয়ে সাক্ষাৎ করবেন । তার (হাশেমীর) সামনে থাকবে শুয়াইব ইবনে সালেহ নামক ব্যক্তি। অতঃপর তিনি এবং সুফইয়ানী বাহিনী পরষ্পর মিলিত হবে "বাবে ইচতিখার" নামক স্থানে। অতঃপর তাদের মাঝে (ঐ স্থানে) তীব্র লড়াই হবে। অতঃপর কালো রঙের ঝান্ডাবাহি দলের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তখন তারা সুফইয়ানীর অশ্ববাহিনীকে পরাজিত করে দিবে। তখন মানুষেরা ইমাম মাহদিকে পাওয়ার কামনা করবে এবং তাঁকে অনুসন্ধান করবে।
(৯১৩) হযরত আবূ যা'ফর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ সুফইয়ানি (ইরাকের) বাগদাদ ও কুফায় প্রবেশের পর তার সৈন্যবাহিনী দূরবর্তী অঞ্চলে (ভাগ ভাগ করে) পাঠিয়ে দিবেন। অতঃপর (প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর) একটি অংশ খুরাসানবাসির নদীর তীরে পৌঁছে দিবেন। তখন প্রাচ্যবাসিরা তাদেরকে যুদ্ধের সাদর আমন্ত্রন জানাবেন। কিন্তু তারা তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে (প্রাণ ভয়ে) চলে যাবে। যখন তারা (কুফায় ফিরে) পৌঁছাবে, তখন (সুফইয়ানী) বিশাল বড় সৈন্যবাহিনী বনি উমাইয়া গোত্রের এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বিস্তির্ণ প্রস্তরময় ময়দানে পাঠাবে। এরপর "কুমুছ, রি অঞ্চলে এবং তা খুমের যারিহ ় নামক স্থানে যুদ্ধ হবে।
তখন সুফইয়ানি "কুফা এব মদিনাবাসিদের হত্যা করার নির্দেশ দিবেন। এমনি সময় খুরাসানের কালো রঙের ঝান্ডাবাহিদলকে (সাহায্যের জন্য) গ্রহন করবেন। এবং বনি হাসেম গোত্রের এক যুবক সমস্ত মানুষকে একত্রিত করার অনুমোদন দিবেন। তার ডান হাতের তালুর উপর বড় তিলক থাকবে। আল্লাহ তাআলা "যুবকটিকে তার সমস্ত কাজ ও পথকে সহজ করে দিবেন। তারপর খুরাসান সীমান্তে যুবকটিকে (প্রতিপক্ষ) আক্রমন করবে। তখন হাশেমীগন "রি" নামক রাস্তা দিয়ে চলে যাবে। তারপর বনি তামীম গোত্রের এক ব্যক্তি, যাকে আঞ্চলিক ভাষায় শুয়াইব ইবনে সালেহ বলা হয়, তিনি "ইচতিখার" ময়দান দিয়ে উমাইয়াদের নিকট বেড়িয়ে পড়বেন। এবং দু'টি অংশের (তথা রাষ্ট্রের) একটি একটি ভূখন্ডে যুদ্ধ হবে। অতঃপর তাদের দু'দলের মধ্যে তীব্র লড়াই বেঁধে যাবে। এমনকি অশ্বারোহীর রক্ত তাদের গোড়ালির গিঁট পর্যন্ত জমে যাবে। তারপর "সাজিস্তান" থেকে বৃহৎ একটি সৈন্যদল আসবে। অতঃপর "বনি আদি" গোত্রের এক ব্যক্তি তাদের নিকট "সাজিস্তান" থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হবে। আল্লাহ

তাআলা কীভাবে তাকে ও তার সৈন্যদেরকে সাহায্য করবেন, তা তিনি প্রকাশ করবেন। তারপর “রি” নামক জায়গায় আক্রমনের পর “মাদায়েন” শহরে আক্রমন করবে। এবং “আকির কুফা” নামক স্থানেও আক্রমন করে প্রত্যেককে নিষ্কৃতির সংবাদ প্রদান করবে। এরপর এ ঘোষণার পর বৃহৎ হত্যাকান্ড সংঘটিত হবে “বাকিল” নামক স্থানে।
অতঃপর বিপুল সংখ্যক সম্প্রদায়কে বাছায় করতে তারা বের হবে এবং তার “কুফা ও বচরার” সাধারন লোকদেরকে সংঘোবদ্ধ করবেন। এমনকি তাদের সামনে যারা কুফায় যুদ্ধবন্দি ছিল,তারা তাদেরকে উদ্ধার করবে।

৩৩। يلتقي السفياني والرايات السودفتكون بينهم ملحمة عظيمة ويتمنى الناس المهدي ويطلبونه

(৯১৪) হযরত আলি রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ সুফইয়ানী বাহিনী এবং (মাহদির সমর্থনে) কালো বর্ণের পতাকাবাহী সৈন্যদল পরস্পর মিলিত হবে। কালো বর্ণের পতাকাবাহী সৈন্যদলের মধ্যে এমন একজন যুবক (বনি হাশেম গোত্রের) যুবক থাকবেন যার বাম হাতের তালুতে একটি তিলক থাকবে। এবং ঐ যুবকটির একেবারে সামনের দিকে (সহযোদ্ধা হিসেবে) বনি তামীম গোত্রের এক ব্যক্তি থাকবেন, যার (আঞ্চলিক) নাম হলো শুয়াইব ইবনে সারেহ। তারা বিস্তীর্ণ প্রস্তরময় ময়দান (ইচতিখার-এ) সম্মিলিত হবে। অতঃপর তাদের উভয় দলের মাঝে মহা যুদ্ধ সংঘটিত হবে। (ইমাম মাহদির সমর্থনে) কালো রঙের পতাকাবাহি সৈন্যদল মারমুখী যুদ্ধ চালাবে এবং (এর ফলে) সুফইয়ানীর অশ্ববাহিনী পরাজিত হবে, তখন মানুষ ইমাম মাহদিকে পাওয়ার কামনা করবে এবং তাঁর অনুসন্ধান করবে।
(৯১৫) শারীহ্ ইবনে উবাইদ, রশিদ ইবনে সায়াদ, যুমুরাহ ইবনে হাবীব এবং তাদের মাশায়েখগন হতে বরি্র্ণত,তারা বলেন Ñ সুফইয়ানী তার সৈন্যদল ও অশ্ববাহিনী পারস্য ও খুরাসান থেকে প্রাচ্যের সাধারন লোকদের নিকট প্রেরন পূর্বক পৌঁছাবেন। প্রাচ্যবাসিরা তাদের সৈন্য সমাবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। অতঃপর সুফইয়ানবাহিনী ও প্রাচ্যবাসিদের মধ্যে অন্যত্র একটি যুদ্ধ হবে। অতঃপর যখন তাদের যুদ্ধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে, তখন বনি হাশেম বংশের ঐ ব্যক্তিই শপথ করবেন,যিনি সেদিন প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে থাকবেন।
অতঃপর তিনি খুরাসানবাসিদের সাথে নিয়ে অভিযানে বের হবেন। আর এ অভিযান বাহিনীর একেবারে সামনে থাকবে বনি তামীম গোত্রের সাহায্যকারী এক ব্যক্তি। তাদের হলুদ বর্ণ বিশিষ্ট অল্প দাঁড়ি থাকবে। অতঃপর তিনি পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে (সুফইয়ানী বাহিনীর) উদ্দেশ্যে বের হয়ে যখন তারা পৌঁছাবে। অতঃপর যুবকটি “বায়াত” গ্রহন পূর্বক বের হয়ে অনড় পর্বত ও পাহাড়ের একেবারে সামনা-সামনি অবস্থান নিবেন। অতঃপর (তামীম গোত্রের) যুবকটি এবং সুফইয়ানীর অশ্ববাহিনী (রণসাজে সজ্জিত হয়ে) পরস্পর একত্রিত হবে। অতঃপর বৃহৎ

হত্যাযজ্ঞের মধ্যো দিয়ে তাদেরকে (স্ফুইয়ানীর অশ্ববাহিনীকে) পরাজিত করবেন। তাদের পরাজিত করে দেশান্তরিত করবেন না। বরং ইরাকেই তাদেরকে স্বাধীনভাবে বসবাসের সুযোগ দেয়া হবে। (এর কিছুদিন পর) পুনরায় তাদের ও সুফইয়ানীর অশ্ববাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হবে। তারপর সুফইয়ানীগন বিজয় লাভ করবে তখন হাশেমীয়গন আত্ম রক্ষার্থে পালিয়ে যাবে এবং শয়ুাইব ইবনে সালেহ অতি গোপনে বের হয়ে "বায়তুল মুকাদ্দাস" চলে যাবেন। যখন তিনি শামের উদ্দেশ্যে বের হয়ে তার নিকট পৌঁছবে। তখন মাহদির জন্য একটি সুন্দর অবস্থান আসবে।
(৯১৬) হযরত ওয়ালিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁনো হবে যে, এই হাশেমী ব্যক্তি মাহদির বৈমাত্রীয় ভাই। কেউ কেউ বলেন Ñ তিনি মাহদির চাচাতো ভাই।
(৯১৭) ওয়ালিদ বলেন Ñ কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, বনি তামীম গোত্রের যুবকটি নিশ্চয় মৃত্যু বরণ করবেনা। পক্ষান্তরে তিনি পরাজয়ের পর মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়ে চলে যাবেন। অনন্ত ইমাম মাহদি যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন তিনি (যুবকটি) তাঁর সাথে (অভিযানে) বের হবে।
(৯১৮) হযরত তাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ সুফইয়ানী বাহিনী তার সৈন্যবাহিনী "মারবি রাওযী" নগরী অবরোধ করার জন্য প্রেরণ করবে, যা পেছনে থাকবে।
(৯১৯) বিখ্যাত হাদিস বিশারদ ইমাম যুহরী রহঃ হতে বর্ণি, তিনি বলেন Ñ সুফইয়ানী তার সৈন্যবাহিনী পাঠাবেন কুফায়, কিছু সৈন্য পাঠাবেন "মারবীতে এবং কিছু পাঠাবেন হেযাযের উদ্দেশ্যে।
(৯২০) হযরত আলি রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ ইমাম মাহদির পূর্বে আহলে বায়েত থেকে প্রাচ্যের জন্যে এক ব্যক্তি বের হবে। যিনি আট মাস তার কাঁধে তরবারি বহন করে বেড়াবেন। তিনি মানুষকে হত্যা করে লাশ বিকৃতি করবে, অবশেষে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে তিনি ফিরবেন কিন্তু পৌঁছাতে পারবেনা। অবশেষে তিনি (পথিমধ্যে) মারা যাবেন।
(৯২১) হযরত আবূ যা'ফর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ (ইমাম মাহদিরর সমর্থনে) কৃষ্ণবর্ণের পতাকাবাহী সৈন্যদল কুফার সম্মুখের খুরাসান থেকে আবির্ভূত হবে। অতঃপর যখন মক্কায় ইমাম মাহদি আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন (ঐ) কৃষ্ণবর্ণের পতাকাবাহী সৈন্যদলকে ইমাম মাহদির নিকট বায়আতের (শপথ) জন্য প্রেরণ করবেন।

৩৪। সুফইয়ানী মদিনায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করবেন। কিন্তু সেখানে তিনি সৈন্য প্রস্তুত করতে পারবেনা।

(৯২২) হযরত আলি রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ প্রচন্ড হত্যাযজ্ঞের পর সুফইয়ানীর অশ্ববাহিনীসহ যিনি কুফায় প্রবেশ করবেন,তার নিকট সুফইয়ানী চিঠি লিখে তাকে এই মর্মে নির্দেশ দিবেন যে, কুফা থেকে হেজাযে চলে আসবেন। অতঃপর হেজায থেকে মদিনায় সফর করে চলে আসবেন। অতঃপর কুরাইশদের প্রতি তরবারি ধরে তাদের হত্যা করবে এবং কুরাইশদেরকে যারা সাহায্য করেছিল,তাদের একশত চারজন লোককে হত্যা করবে এবং গন কবর দিবে, বালক

সন্তানদের হত্যা করবে, কুরাইশদের লোক এমন দুই ভাই বোনকে হত্যা করবে,তাদের দ' জনের নাম মুহাম্মদ ও ফাতিমা এবং তাদের দু'জনকে মদিনার মসজিদের দরজায় ফাঁসি দিবেন।
(৯২৩) হযরত আলি রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ (সুফইয়ানী মদিনায় সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে মুহাম্মদ সাঃ এর বংশের লোকদের পাকড়াও করতে সক্ষম হবে এবং বনি হাশেম গোত্রের পুরুষ ও নারীদেরকে হত্যা করবে। তখন (আত্ম রক্ষার্থে) মাহদি ও তার সহকারী মাবিজ মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে যাবেন। অতঃপর সুফইয়ানী তাদের খোঁজে মক্কায় লোক পাঠাবেন। অথচ ঐ দু'জন আল্লাহর ঘর হারাম শরীফে নিরাপদে অবস্থান করবে।
(৯২৪) হযরত আলি রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ যখন সুফইয়ানীর সৈন্যবাহিনী মদিনাবাসিদের নিকট পৌঁছাবে তখন (সেখানকার) মানুষেরা মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে যাবে। তখন "কুরাইশদের" তিনটি দল সুফইয়ানী বাহিনীর দিকে (সার্বক্ষণিক) নযর বা দৃষ্টি রাখবে।
(৯২৫) হযরত কায়া'ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ কোনো একসময় মদিনার সম্মান নষ্ট করা হবে এবং ভালো লোকদের হত্যা করা হবে।
(৯২৬) হযরত হানাশ ইবনে আবদুল্লাহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন Ñ অচিরেই বনি হাশিম থেকে মদিনায় খলিফা নিযুক্ত করা হবে। অতঃপর তাদের কিছু অধিবাসী মক্কায় চলে আসবে। যখন তারা মক্কায় আগমন করবে, তখন মক্কার শাসনকর্তা তাদের নিকট দূত পাঠিয়ে এই মর্মে বলবেন যে, আপনারা যদি আমাদের নিকট আশ্রয় নিয়ে আনন্দ পান তবে এখানেই অবস্থান করুন। তখন তারা আশ্রিত হয়ে থাকবে। (কিছ ুদিন পর) মক্কার শাসন কর্তা তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে কঠোরভাবে বল প্রয়োগ করবেন চলে যেতে, এমনকি হত্যার নির্দেশও দিবেন। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আগামীতে আসবে, তার পোশাকের সাথে তরবারী থাকবে। অতঃপর বলা হবে কে আমাদের সঙ্গিসাথীদের হত্যা করতে আক্রমণ করতে হুকুম দিল? অতঃপর সে বলবে Ñ আমাকে রাগান্বিত করা হয়েছিল। সে রাগই আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।
অতঃপর সে বলবে, হে মুসলিম সমাজ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় তিনি তাকে হত্যা করেছে, কেননা, নিশ্চয় তিনি তাকে রাগান্বিত করে দিয়েছে। সুতরাং তিনি তার তরবারি কোষমক্ত করবেন অতঃপর তিনি এর দ্বারা তাকে বেদম প্রহার করবেন। এরপর তারা মক্কাবাসিদের সাথে জোটবদ্ধ হবেন। এরপর মক্কাবাসিদের তিনি বলবেন Ñ আমরা অবশ্যই তাদেরকে বর্জন করব। অবশেষে তাদের এ সংবাদটি খলিফার নিকট পৌঁছিবে। খলিফা তখন ক্রোধান্বিত হয়ে বলবে, অবশ্যই আমরা (তাদেরকে) ধ্বংস করব। বর্ণনাকারী বলেন Ñ তারা তাদের নিকট চলে এসে হাশেমীদেরকে অবরোধ করবে। আল্লাহী আল্লাহী বলে তারা শপথ করে বলবে যে, আমাদের রক্ত ও তোমাদের রক্ত এক ও অভিন্ন। একথা তোমরা অবশ্যই জেনে রেখ যে, নিশ্চয় তিনি আমাদের সাথীদেরকে প্রচন্ড যুলুম করে হত্যা করবে। তাদের কেউ আর অক্ষত ফিরে আসবেনা। অবশেষে তাদের সাথে যুদ্ধ হবে। অতঃপর তারা তাদেরকে পরাজিত করবেন। এবং তারা সবাই মক্কায় ফিরে আসবে এবং মদিনার শাসকের নিকট তাদের নির্দেশ পৌঁছে দিবে। অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমরা যদি তাদেরকে ছেড়ে দেই, তবে অবশ্যই আমরা খলিফার থেকে বুঝিয়ে দিব। অতঃপর মদিনার শাসক তাদের নিকট সৈন্যবাহিনী পাঠাবেন।

তারপর তাদেরকে পরাজিত করবেন। অতঃপর যখন খলিফা তাদের লোক পাঠাবেন, তখন তাদের দ্বারাই সিদ্ধান্তটি প্রকাশ করবেন।
(৯২৭) হযরত ইউসূফ ইবনে যি কুরইয়াত হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ শামে (সিরিয়ায়) একজন খলিফা হবেন; যিনি মদিনায় অভিযান পরিচালনা করবেন। যখন মদিনার সন্নিকটে পৌঁছাবে, তখন মক্কার দিকে সাতটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী তাদের থেকে বের হবে আক্রমণের জন্য। তথাকার লোকদেরকে তারা অবজ্ঞা করবে। তখন মদিনার গর্ভনর মক্কার গভর্ণরকে একটি চিঠি লিখবে এই মর্মে যে, যখন আপনার নিকট অমক এবং অমক আগমন করবে, তখন তাদের নামের সাথে মিলবে, তাকে তাকে হত্যা করবে। অতঃপর তাদের হত্যা করা হবে এবং মক্কার শাসনকর্তার উদ্দেশ্যে ....।
অতঃপর তারা তাদের সামনেই আদেশ দেয়া হবে। এরপর তাকে কোনো এক রাতে তারা নিয়ে আসবে। এবং তারা তার নিকট আশ্রয় চেয়ে বলবেÑ নিরাপত্তার সাথে তোমরা বের হবে। তখন তারা বের হবে। অতঃপর তিনি তাদের দু' জনের সাথে পাঠাবেন। অতঃপর তাদের দু' জনের একজনকে হত্যা করা হবে এবং অপর জনকে অবকাশ বা ছেড়ে দেয়া হবে। অতঃপর সে তার সঙ্গিÑসাথীদের নিকট ফিরে যেতে বের হয়ে পড়বে। অতঃপর তারা "ত্বায়েফের" পাহাড়সমূহের কোনো এক পাহাড়ে অবস্থান করবে। অতঃপর সেখানেই তারা অবস্থান করার পর আশেপাশের লোকদের নিকট তারা নিজেদের লোক পাঠিয়ে তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করবে। অতঃপর যখন ঐ সন্ধি বা চুক্তি শেষ হবে, তখন মক্কাবাসিদের সাথে তাদের যুদ্ধ হবে। অতঃপর তারা মক্কাবাসিদের পরাজিত করে মক্কায় প্রবেশ করতঃ সেখানকার "আমির" বা শাসককে হত্যা করবে। এবং তারা সেখানে (জোড়পূর্বক) শাসক নিযুক্ত হবে। অবশেষে যখন সৈন্যসহ (তারা) দেবে যাবে, তখন তাদের নেতা বা শাসক তাদের পূনরুদ্ধার করতে বের হবে।
(৯২৮) বিখ্যাত তাবেয়ী হাদিস বিশারদ হযরত ইবনে শিহাব যুহরি রহঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ যখন (সুফইয়ানী বাহিনী) মদিনায় আগমন পূর্বক অভিযান চালাবে,তখন তারা মদিনার লোকদেরকে তিন দিনে হত্যা করে ফেলবে।
(৯২৯) হযরত আবূ যা'ফর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ অতঃপর যখন (সুফইয়ানী বাহিনী) মদিনাবাসিদের নিকট পৌঁছানোর তাদের নিকট সৈন্যবাহিনী অভিযানে পাঠাবেন। অতঃপর মদিনাবাসিদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ সাঃ বংশের লোক ছিল, তাদেরকে মক্কায় স্থানান্তর করবে। এরপর সবলরা দূর্বলদের উপর এবং শাসকগণ শাসিতের উপর অমানবিক কার্যাবলী চাপিয়ে দিবে। অতঃপর মুহাম্মদ সাঃ এর বংশের (মক্কায়) লোকদেরকে তাদের পুলিশবাহিনী দ্বারা ধরবে। এরপর "আহ্যারিল যাইত" নামক স্থানে হত্যা করবে।
(৯৩১) হযরত আবদুস সালাম ইবনে মুসাল্লামা হতে বর্ণিত, তিনি আবূ কুবাইল থেকে শুনে বলেন Ñ সুফইয়ানী বাহিনী মদিনায় আক্রমণপূর্বক সেখানে অবস্থানরত সকল বনি হাশেমদের লোকদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিবেন। এমনকি মহিলাদেরকে গর্ভবতী করারও নির্দেশ দেয়া হবে। এই কারণে যে, হাশেমীয়রা প্রাচ্য থেকে তাদের (সাহায্যে) সঙ্গি-সাথী আনোয়ন করে বলেছিল Ñ তাদের প্রত্যেকের বীরত্ব কত সুন্দর। এবং তারা আমার সঙ্গিদের হত্যা করেছিল; অতঃপর তাদেরকে হত্যা করতে নির্দেশ প্রদান করবে। তখন তারা হত্যা করবে। এমনকি

মদিনায় বনি হাশেমদের কারো উপস্থিতি জানা যাবেনা। কেননা, তারা সেখানে (মদিনা) থেকে কিছু লোক নদী পথে, কিছু লোক পাহাড়ে এবং কিছু লোক মক্কায় পলাতক হয়ে পৃথক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এমনকি হাশেমী বংশের লোকদের স্ত্রীদেরকে সুফইয়ানী সৈন্যগন বাচ্চা প্রসব করবে। অতঃপর তাদের কাউকেই ভীতি প্রদর্শন করানো ছাড়া কখনই প্রকাশ না করে বিরত রাখবেনা। অবশেষে মক্কায় মাহদির আত্মপ্রকাশ ঘটবে। অতঃপর যখন তিনি আত্মপ্রকাশ করবে, তখন তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি মক্কায় তাঁর নিকট একত্রিত হবে।
(৯৩২) হযরত আবূ হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ কোনো এক সময় মদিনায় "আহ্যারুল যাইত" নামক স্থানে লোকেরা যুদ্ধে নিমজ্জিত হবে। তাদের নির্মম নির্যাতনের কষাঘাত ছাড়া কোনো স্বাধীনতা থাকবেনা। অতঃপর ডাকপিয়ন সংবাদ নিয়ে মদিনা থেকে আগমন করবে। অতঃপর তারা মাহদির নিকট বায়াত করবে। সুফইয়ানী বাহিনী মাটিতে নিমজ্জিত হওয়া, আর এই সংবাদটি মাহদির নিকট পৌঁছাবেঃ

৩৫। الخسف بجيش السفيانيالذي يبعثه إلى المهدي

(৯৩৩) ইবনে ওয়াহাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আবু কাব্বাস থেকে শুনেছি। তিনি বলেন Ñ আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের নিকট শুনেছি, তিনি বলেন Ñ ইমাম মাহদির আবির্ভাবের আলামত হচ্ছে Ñ মরুভূমিতে সৈন্যবাহিনী দেবে যাবে। এটাই মাহদির আত্মপ্রকাশের প্রধানতম আলামত বা বৈশিষ্ট।
(৯৩৪) হযরত হানাশ ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন Ñ মদিনার শাসক মক্কার হাশেমীয়দের নিকট সৈন্যবাহিনী পাঠাবেন। অতঃপর হাশেমীয়রা তাদের পরাজিত করবেন। এই ঘটনা শুনে শামের (সিরিয়ার) খলিফা (মদিনার শাসকের সৈন্যবাহিনীকে) সাহায্যার্থে ছয়শত দক্ষ সৈন্যদল পাঠাবেন। অতঃপর যখন তারা জ্যোসনাময় চাঁদনি রাতে নির্জন প্রান্তর "বায়দা" নামক মরুভূমিতে পৌঁছবে, তখন একজন তত্বাবধায়ক নজর রেখে তাদের নিকট আগমন করবে। এবং মক্কাবাসিদের প্রতি আফসোস করে আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলবে Ñ হ্যায়! তারা কোনোই বিপদে আপতিত হয়নি। এরপর সে (তত্বাবধায়ক) তার পেছনের লোকদের নিকট ফিরে আসবে কিন্তু কাউকেই সে দেখতে পাবেনা। অতঃপর যখন তারা মাটিতে দেবে যাবে তখন সে বলবে Ñ সুবহানাল্লাহ্ (আল্লাহ অতী পবিত্র)। তারা এক ঘন্টা সময়ের মধ্যে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে চলে আসবে। অতঃপর তাদের কতককে ভূ-পৃষ্ঠের উপর অক্ষত অবস্থায় পাবে। অতঃপর তিনি বিকট জোড়ে চিৎকার করতে চাইবেন কিন্তু আওয়াজ হবেনা। কেননা, সে নিশ্চয় জানে যে, অবশ্যই মাটিতে দাবিয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর সে মক্কার শাসকের নিকট সহাস্যবদনে ফিরে যেয়ে সংবাদ প্রদান করে বলবে "আল হাম্দুলিল্লাহ্" সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এটা ঐ আলামত, যা সংবাদ তোমরা প্রাপ্ত হয়েছিলে । অতঃপর তারা শামে (সিরিয়ায়) ফিরে যাবে।
(৯৩৬) নবি সাঃ এর স্ত্রী হযরত হাফসা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন Ñ আমি রাসূল সাঃ

এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন Ñ প্রাশ্চাত্যের দিক থেকে সেনাবাহিনী আসবে, যারা এই ঘর (কা'বা শরীফ) ধ্বংস করার ইচ্ছা করবে। অবশেষে যখন তারা নির্জিব প্রান্তর মরুভূমির "বায়দা" নামক স্থানে এসে পৌঁছবে, তখন তাদেরকে মাটিতে দাবিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং যারা তাদের সামনে ছিল তারা ফিরে যাবে। আর অবশ্যই যা করেছিল তা অবশ্যই দেখতে পাবে। তাদের প্রতি পতিত বিপদটি কতইনা নিকৃষ্ট হবে! এবং যারা তাদের পেছনে ছিল, তারা তাদের সাথে মিলিত হবে। তারাও তাদের উপর পতিত নিকৃষ্ট বিপদ দেখতে পাবে। এরপর অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের প্রত্যেকের জন্যে নিয়্যাত অনুযায়ী ফলাফল পাঠাবেন।
(৯৩৭) হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ অচিরেই মক্কায় একজন লোক আশ্রয় প্রার্থী হবেন, যার নিকট "কায়েস" গোত্রের এক ব্যক্তি সত্তুর হাজার সৈন্য পাঠাবেন, এমনকি যখন তারা (প্রেরিত সৈন্যবাহিনী) "সানিয়া" নামক স্থানে এসে পৌঁছবে, তখন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি (মাটির মধ্যে) ঢুকে যাবে কিন্তু তাদের প্রথম ব্যক্তি সেখান থেকে বের হতে পারবেনা। হযরত জিব্রাঈল আঃ ইয়া বায়দা য়ু বলে তিন বার আহ্বান করবে। (ঐ আহ্বানের আওয়াজ) মক্কার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের সমস্ত লোক শুনতে পাবে। তারা অনুমান ভিত্তিক ধরে নিবে যে, তাদের এ আহ্বানের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। সুতরাং তারা তাদের ধ্বংসকে প্রকাশ করবেনা। তবে, একজন তত্ত্বাবধায়ক পাহাড়ে আত্মগোপন করে তাদের দিকে দৃষ্টি রাখবে। যখন তারা মাটিতে দেবে যাবে, তখন তাদেরকে সংবাদ দেয়া হবে। অনন্তর যখন আশ্রয়প্রার্থী তাদের মাধ্যমে সংবাদটি শুনবেন, তখন তিনি বের হবেন।
(৯৩৮) হযরত যিল কুরবাত হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ অতঃপর যখন সুফইয়ানী বাহিনী মিশর পৌঁছিয়ে মদিনা ধ্বংসের জন্য মক্কায় সেনাদল পাঠাবে। এমন কি যখন তারা "বায়দা" নামক স্থানে এসে পৌঁছবে, তখন তাদেরকে মাটির মধ্যে দাবিয়ে দেওয়া হবে।
(৯৩৯) হযরত কাতাদাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ রাসূল সাঃ বলেন Ñ শাম (সিরিয়া) থেকে মক্কায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হবে। অবশেষে যখন তারা "বায়দা" নামক স্থানে এসে পৌঁছবে, তখন তাদেরকে মাটির মধ্যে দাবিয়ে দেওয়া হবে।
(৯৪০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ (সুফইয়ানী বাহিনী) মদিনায় সেনা অভিযান পরিচালনা করবেন। অতঃপর তাদেরকে "জামাবীন" নামক স্থানের মাঝামাঝিতে মাটিতে দাবিয়ে দেয়া হবে এবং "যাকিয়া" গোত্রের লোকদেরকে হত্যা করা হবে।
(৯৪১) হযরত আবু জা'ফর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ তাদেরকে মাটিতে দাবিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু "বনি কালব" গোত্রের দুই ব্যক্তি ছাড়া তাদের কেউ মুক্তি পাবেনা। তাদের দু'জনের নাম যথাক্রমে ওয়াবার এবং ওয়াবির। তাদের দু'জনের মুখ বা চেহারা পেছন দিকে ঘুরিয়ে পরিবর্তন করে দেয়া হবে।
(৯৪২) হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ যারা মক্কায় চলে আসছে তাদের উদ্ধারে সেনাভিযান পাঠানো হবে। এরপর যখন তারা "বায়দা" নামক স্থানে এসে পৌঁছবে তখন তাদেরকে মাটিতে দাবিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হবে। আর এপ্রসঙ্গে মহাপরাক্রমশালী ও পবিত্র আল্লাহ তাআলার বাণী হচ্ছে Ñ .... আয়াত সংখ্যা ৫১. "যদি আপনি দেখতেন, যখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, অতঃপর পালিয়েও বাঁচতে পারবেনা এবং নিকটবর্তী স্থান

থেকে ধরা পড়বে।” তাদের অধিনস্তদের এবং সেনাদল থেকে এক ব্যক্তি তার উষ্ট্রী অনুসন্ধানে বের হবে। অনুসন্ধানের পর লোকটি পূনরায় তাদের লোকদের নিকট ফিরে আসবে। কিন্তু তিনি তাদের কাউকেই সেখানে পাবেনা আর তিনি ঐ ব্যক্তি যিনি লোকদেরকে তাদের এ সংবাদ বর্ণনা করবে।

(৯৪৫) হযরত আবূ জা’ফর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন Ñ যখন সুফইয়ানী বাহিনী “যাকিয়্যা” সম্প্রদায়ের নিকট এসে পৌঁছাবে, তখন ঐ সম্প্রদায়ের লোকদের হত্যা করবে। আর তিনি নিজের প্রতি এটা আবশ্যক করে নেবে যেন সে মক্কার সাধারণ মুসলমানদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত বিষয় থেকে নিঃকৃতি দেবে। এই কারনে, তিনি মদিনায় একটি ক্ষুদ্র সেনাদল পাঠাবে। তাদের মধ্যে “বনি কাল্ব” গোত্রের এক ব্যক্তি থাকবেন। অবশেষে যখন তারা নির্জিব মরুভূমি   “বায়দা” নামক স্থানে পৌঁছবে, তখন তাদেরকে মাটিতে দাবিয়ে দেয়া হবে। এবং তাদের আমীরকে।

===

(১০৮৫) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে হবে হেদায়াতকারী এবং হেদায়াত গ্রহনকারী অন্যদিকে পথভ্রষ্টতাকারীও হবে আমাদের মধ্য থেকে।ভ

(১০৮৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, মাহদি আহলে বায়তের একজন যুবক হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হয়তো তোমাদের বৃদ্ধরা দূর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে যুবকদের উপর ভরসা করতে হয়। জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

(১০৮৭) হযরত আবান ইবনে ওয়ালিদ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে শুনেছি এমতাবস্থায় তিনি হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর নিকট ছিলেন, তিনি বলেনঃ আল্লাহ তায়ালা হযরত মাহদীকে আমাদের আহলে বাইতে মধ্য থেকে প্রেরণ করবেন।

(১০৮৮) হযরত ইব্্নে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি আমাদের বংশ থেকে হবে, পরবর্তীতে তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হযরত ঈসা আঃ এর হাতে সমর্পন করবেন।

(১০৮৯) হযরত আলী ইবনে আবি তালেব রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বললাম, ইমামুল হুদা মাহদি আমাদের বংশধর থেকে হবে, নাকি অন্য কোনো বংশ থেকে।

জবাবে তিবি বললেন, হ্যাঁ তিনি আমাদের বংশধর থেকে হবে। আমাদের মাধ্যমে যেমনিভাবে দ্বীনের সমাপ্তি হয়েছে তেমনিভাবে আমাদের মাধ্যমে বিজয় অর্জনও হবে। আমাদের সহায়তায় ফিতনা পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে যেমনিভাবে শিরকের পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি পাওয়া

গিয়েছিল। আমাদের মাধ্যমে ফেৎনা শত্রুতার পর দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে দ্বীনের ব্যাপারে শিরকের দুশমনীর পর আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

(১০৯০) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবুত্্ তোফায়েল রাযিঃ থেকে বর্র্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, অন্য বর্ণনায় হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, আমাদের মাধ্যমে যেমনিভাবে বিজয় অর্জন হয়েছে তেমনিভাবে দ্বীনের সমাপ্তিও হবে। আমাদের মাধ্যমে গুমরাহী কিংবা শিরক থেকে মুক্তি পেয়েছে, আমাদের সহায়তায় গুমরাহী কিংবা শিরকের দুশমনীতে লিপ্ত থাকার পর পূনরায় তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা ইসলামের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন।

(১০৯১) হযরত আলী রাঃ রাসূল সাঃ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত মাহদী হলেন আমার আহলে বাইত তথা আমার বংশের একজন ব্যক্তি।

(১০৯২) হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত নবী করীম সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হযরত মাহদী হলো আমার পরিবারের একজন ব্যক্তি, সে আমার সুন্নতের উপর ভিত্তি করে জিহাদ করবে, যেমনি ভাবে আমি জিহাদ করেছি ওয়াহির উপর ভিত্তি করে।

(১০৯৩) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ রাসূল সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মাহদী হলো আমার উম্মতের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি।

(১০৯৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাহদী হলো আমার পরিবারের একজন ব্যক্তি।

(১০৯৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পশ্চিম দিক থেকে হুসাইনের বংশধর থেকে জৈনক লোক বের হবে। কোনো পাহাড় তার সামনে এগিয়ে আসলে তিনি সেটাকে উড়িয়ে দিয়ে রাস্তা বানিয়ে ফেলবেন।

(১০৯৬) আফলাত ইবনে ছলেহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহকে মাহদী সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন যে, যদি মাহদী আগমন করেন, তাহলে তিনি আবদে শাম্স-এর বংশের থেকে হবেন।

(১০৯৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্্নে ওমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন ইবনুল হানাফিয়াকে বললেন, তোমরা যে ভাবে মাহদি বলে থাক সেটা কেমন? জবাবে তিনি বলেন, কোনো মানুষ ভালো হলে এবং তার স্বভাব-চরিত্র উন্নত মানের হলে তাকে ‘মাহদি’ বলা হয়। একথা শুনে হযরত ইবনে ওমর রাযিঃ খুবই নারাজ ও অসন্তুষ্ট হলেন।

(১০৯৮) আশআল ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি আবু ক্বিলাবাকে বলতে শুনেছেন যে, ওমর ইবনে আব্দুল আযীযই রহঃ হলেন সত্যিকারের মাহদী।

(১০৯৯) হযরত হাসান থেকে বর্ণিত, তাকে মাহদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, অতঃপর তিনি বল্লেন, মাহদী সম্পর্কে আমার কোন মতামত নেই, যদি মাহদী হয়ে থাকে তাহলে ওমর ইবনে

আব্দুল আযীযই হলেন সেই মাহদী।
(১১০০) হযরত তাউয রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইব্‌্নে আব্দুল আবীয রহঃ যুগের মাহদি ছিলেন, তিনি ্আসল মাহদী না হলেও মূলতঃ সে যুগে যারা অধিকহারে ভালো কাজ করে এবং খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকে তাদেরকে মাহদি বলা হয়।
(১১০১) হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হোসাইন এর সন্তানদের থেকে জনৈক লোক আত্মপ্রকাশ করবে তার প্রতি কোনো উচ্চ পাহাড় ধেয়ে আসলেও তিনি সেটাকে ধূলিস্যাৎ করে রাস্তা বের করে নিবেন।

(১১০২) আবু জা'ফর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী বনী হাশেম গোত্রের হযরত ফাতেমা রাঃ এর বংশের থেকে হবেন।
(১১০৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী হলেন ঐ ব্যক্তি যার নিকট হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আঃ অবতরণ করবেন এবং তাঁর পিছনে হযরত ঈসা আঃ নামায আদায় করবেন।
(১১০৪) ইবনে যারির আল-গাফেকী থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী রাঃ -কে বলতে শুনেছেন যে, মাহদী হলেন নবী করীম সাঃ -এর পরিবারের একজন।
(১১০৫) হযরত কা'ব রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী হলেন হযরত আব্বাস রাঃ এর বংশের একজন ব্যক্তি।
(১১০৬) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাঃ বলেছেন, মাহদী হলো আমার মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি।
(১১০৭) মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী হলো এই উম্মতের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি আর তিনি হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি হযরত ঈসা আঃ এর ইমামতি করবেন।
(১১০৮) হযরত হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী হলেন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আঃ।
(১১০৯) (্এই হাদীসটি ১০০৮ নং হাদীসের অনুরুপ)।
(১১১০) হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী হলেন যিনি হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর বংশের থেকে হবেন।
(১১১১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ নবী সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাহদী হলো আমার আহলে বাইত তথা আমার পরিবারের একজন ব্যক্তি।
(১১১২) হযরত কা'ব রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী হলেন যিনি হযরত ফাতেমা রাঃ এর বংশের থেকে হবেন।
(১১১৩) হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম সাঃ হাসানের নাম রেখেছেন সায়্যেদ। আর অচিরেই তাঁর বংশের থেকে একজন ব্যক্তি জন্মলাভ করবে, যার নাম হবে তোমাদের নবীর নামে। তিনি গোটা পৃথিবীতে ন্যায় বিচারে ভরপুর করে দিবেন যেমন পৃথিবী জুলুমে ভরে গেছে।
(১১১৪) হযরত জুহরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদী হবেন হযরত ফাতেমা রাঃ বংশের

থেকে।
(১১১৫) হযরতে কা'বে আহবাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি কুরাইশ বংশ থেকে হবে এবং খেলাফতও তাদের মধ্যে বাকি থাকবে। তবে কতক ইয়ামানীও খলীফা হবেন, যাদের সাথে কুরাইশের বৈবাহিক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে।
(১১১৬) হযরত সালেম রহঃ বলেন, একদা নাজদায়ে হারুরী বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ এর কাছে মাহদী সম্বন্ধে জানতে চেয়ে লিখে পাঠায়। তিনি জবাব দেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, আহলে বাইতের প্রথম মানুষের মাধ্যমে এ উম্মতকে হেদায়েত দান করেছেন এবং উক্ত আহলে বাইতের সর্বশেষ খলীফা দ্বারাও এ উম্মতকে মুক্তি দান করবেন। তার মধ্যে শিং বিশিষ্ট দ্ইুটি বস্তু এক সাথে আঘাত করবেনা। তিনি আরো বলেন, বনু আব্্দে শাম্্স থেকে দুইজন মাহদির আত্ম প্রকাশ হবে, তাদের একজন হচ্ছে, ওমর আল আসাজ্জ।

মাহদির মৃত্যুর পরের ঘটনা

(১১১৭) হযরত যার ইবনে হুবাইশ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী রাঃ কে বলতে শুনেছেন যে মাহদী হলেন যিনি আমাদের মধ্য হতে হযরত ফাতেমা রাঃ এর বংশের থেকে হবেন।
(১১১৮) হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাঃ বলেছেন, মাহদী হবে আমাদের আহলে বাইতের মধ্য হতে।
(১১১৯) মানসূর হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মাহদী হলেন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আঃ।
(১১২০) হযরত আরত্বাত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মাহদী চল্লিশ বছর জিবিত থাকবে।

মাহদীর শাসনক্ষমতার সময়সীমা

(১১২১) হযরাত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ রাসূল সাঃ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাহদী এর মধ্যে তথা শাসন ক্ষমতা লাভ করার পর সাত বছর অথবা আট বছর অথবা নয় বছর জীবিত থাকবেন।
(১১২২) হযরত আবু সাঈদ রাঃ রাসূল সাঃ হতে অনুরূপ হাদীস তথা (১১২১) নং হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেন।
(১১২৩) হযরত ক্বাতাদাহ বলেনÑ আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূল সাঃ বলেছেন মাহদীÑএর মধ্যে সাত বছর জীবিত থাকবেন।
(১১২৪) আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাহদী শাসন ক্ষমতা পাওয়ার পর সাত বছর অথবা নয় বছর জীবিত থাকবেন।
(১১২৫) আবু সিদ্দীক রাসূল সাঃ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন মাহদী এর মধ্যে সাত বছর বেচে থাকবেন অতঃপর মৃত্যু বরণ করবেন।
(১১২৬) আবু সাঈদ রাঃ রাসূল সাঃ হতে বর্ণনা করেন মাহদী এর মধ্যে সাত, আট অথবা নয় বছর বেচে থাকবেন।
* হযরত আবু সাঈদ রাঃ রাসূল সাঃ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,মাহদী সাত বছর শাসন

করবেন।
(১১২৭) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেন, এই উম্মতের মধ্যে মাহদী বেচে থাকবেন যদি কম হয় তাহলে সাত বছর অন্যথায় আট বছর, তাও যদি নয় তাহলে নয় বছর।
(১১২৮) হযরত ছবাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন তোমাদের মাঝে মাহদী উনচল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। তখন ছোট শিশুরা বলবে হায় আফসোস! যদি আমি ছোট হতাম।
(১১২৯) জমরাহ ইবনে হাবীব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদীর হায়াত হলো ত্রিশ বছর।
(১১৩০) ছক্বর ইবনে রুস্তম, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মাহদী শাসন কার্য পরিচালনা করবেন, সাত বছর দুই মাস এবং আরো কিছু দিন।
(১১৩১) ইয়াযীদ ইবনে সালমান দীনার ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, মাহদি চল্লিশ বছর জীবিত থাকবেন। (বর্ণনা কারী বলেন) দুজনের কোন একজন আবার বলেছেন চল্লিশ এবং আরেকবার বলেছেন চব্বিশ বছর।
(১১৩২) যুহরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মাহদী চব্বিশ বছর জীবিত থাকবেন অতঃপর একেবারে মৃত্যুবরন করবেন।
(১১৩৩) হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মাহদী মানুষের শাসন কার্য পরিচালনা করবেন ত্রিশ বছর অথবা চল্লিশ বছর।
(১১৩৪) হযরত দীনার ইবনে দীনার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, নিঃসন্দেহে মাহদি মৃত্যুবরণ করলে মানুষের মাঝে ব্যাপক গনহত্যা দেখা দিবে এবং একে অন্যকে হত্যা করবে। অনারবদের জয়জয়কার হবে এবং ভয়াবহ যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রকাশ পাবে। মানুষের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা এবং একতাবদ্ধতা থাকবেনা, এক পর্যায়ে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।
(১১৩৫) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদির ইন্তেকাল হলে আহলে বাইতের জনৈক লোক মানুষের যিম্মাদারী গ্রহণ করবে। তার মাঝে ভালো-খারাপ সবকিছু থাকলেও তার ভালো কাজ থেকে খারাপ কাজ অনেক বেশি হবে। তিনি মানুষের উপর খুবই রাগান্বিত হবে এবং মানুষের একতাবদ্ধতার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করতে থাকবে। তবে তার হুকুমতের স্থায়িত্ব থাকবে খুবই কম সময়ের জন্য। তার অবস্থা দেখে আহলে বাইতের অন্য আরেকজন লোক তার উপর হামলা করার মাধ্যমে তাকে হত্যা করবে। এরপর লোকজনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। এভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলার পর খুবই কম সংখ্যক মানুষ জীবিত থাকবে। এরপর আরো অনেক লোক মারা যাবে। অতঃপর পশ্চিমাদের মুজার গোত্রের আরেকজন লোক ক্ষমতা গ্রহণ করবে। সে মানুষকে কুফরীর প্রতি দাওয়াত দিবে এবং তাদের দ্বীন থেকে বের করে নিয়ে আসবে। দুই নাহ্্বের মাঝামাঝি যায়গায় তার সাথে ইয়ামান বাসিদের যুদ্ধ সংগঠিত হবে এবং আল্লাহ তাআলা ঐ লোক এবং তার সাথে থাকা সবাইকে পরাজিত করবেন।
(১১৩৬) হযরত ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি আঃ এর মৃত্যুর পর লোকজনের মাঝে ফেৎনা, বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ঐ সময় বনু মাখজুমের জনৈক লোক এগিয়ে এসে নিজের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করতে থাকবে। কিছুদিন তার রাজত্ব চলার পর সে

মানুষকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করবে। তার এসব কাজের কেউ বিরুদ্ধাচরণ করবেনা। এরপর মানুষের জন্য দান করা বন্দ করে দিবে, কিন্তু তারপরও তার কাজের প্রতিবাদ করার মত কাউকে পাওয়া যাবেনা। একদিন বায়তুল মোকাদ্দাস পৌছলে সে এবং তার সাথিরা টালমাটাল হয়ে যাওয়া চাকার মত হয়ে যাবে। তার ঘরের মহিলারা উলঙ্গ প্রায় হয়ে স্বর্ণরূপা পরিধান করতঃ বাজারে ভ্রমণ করতে থাকবে। কিন্তু তাদেরকে সংশোধন করে দেয়ার মত কাউকে পাওয়া যাবেনা। ইয়ামান থেকে বনুকুজাআহ, মুয়হাজ্ব, হামদান, হিমইয়ার, আযদি, গাছদান এবং যারা তার কথা শুনেনা তাদের সকলকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিবে। এক পর্যায়ে তাদেরকে বের করা দেয়া হলে তারা এসে ফিলিস্তিনের এক পাহাড়ের চুড়ায় আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে জাদীয়, লাখাম ও জুযাম এবং আরো অনেকে শাসকের এহেন আচরনে ক্ষুব্ধ হয়ে খাবার-পানি নিয়ে এগিয়ে আসবে। ইউসুফ আঃ যেমন তার ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন এরাও এসব লোকের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এমন মুহূর্তে হঠাৎ আসমান একটি গায়েবী আওয়াজ আসবে, যা কোনো মানুষ কিংবা জ্বিনের কণ্ঠ থাকবেনা। সে বলবে ‘তোমরা অমুকের হাতে বায়আত গ্রহণ করো, তোমরা হিজরতের পর পূনরায় পিছনে ফিরে যেয়োনা। তারা সকলে এদিক ওদিক দৃষ্টি দিয়ে কাউকে দেখতে পাবে না। এভাবে তিনবার গায়েবী আওয়াজ আসলে, তারা সকলে মানসূরের হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। অতঃপর দশজনের একটি প্রতিনিধিদল মাখযূযির কাছে পাঠানো হলে তাদের নয়জনকে সে হত্যা করবে, কেবল একজনকে জীবিত রাখবে। এরপর পাঁচজনের আরেকটি দল প্রেরণ করলে তাদের চারজনকে হত্যা করে একজনকে জীবিত রাখা হবে। অতঃপর তিনজনের আরেকটি প্রতিনিধি পাঠানো হলে দুইজনকে হত্যা করে একজনকে জীবিত রাখা হবে। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করবে এবং তার সাথীবর্গসহ তাকে হত্যা করা হবে। গোপনে পলায়নকারী ব্যতীত কেউ বাঁচতে পারবেনা। প্রত্যেক কুরাশীকে হত্যা করা হবে। তখন হাজারো তালাশ করেও একজন কুরাশী পাওয়া যাবেনা, যেমন বর্তমানে কেউ জুরহুম গোত্রের কাউকে তালাশ করে পাওয়া যাবেনা। ঠিক তেমনিভাবে কুরাইশ গোত্রের লোকজনকেও ব্যাপকভাবে হত্যা করা হলে, পরবর্তীতে আর তাদের কাউকে পাওয়া যাবে না।

(১১৩৭) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, দুই নদীর মাঝামাঝি এলকায় ইয়ামানবাসীদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। এক পর্যায়ে যে এবং তার সাথে থাকা লোকজনকে আল্লাহ তাআলা পরাজিত করবেন। পশ্চিমাদের মাঝে এক প্রকার হত্যা আতঙ্ক বিরাজ করবে। তারা নদীর কিনারায় চলতে থাকলে পরাজিত হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হবে। তাদের অশ্বরোহীর ইয়ামানের দিকে গিয়ে দুই নদীর মাঝামাঝি স্থানে ছাউনি ফেলবে। আল্লাহ তাআলা তাকে এবং তার সাথে থাকা লোকজনের প্রসিদ্ধি করাবেন। সকলে এক কালিমার উপর চুক্তি সম্পাদন করতঃ তারা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শাম নগরীতে গিয়ে উপনীত হবে। সেখানে এক নেককার লোকের নেতৃত্বে কিছুদিন অবস্থান করবে। এরপর কায়স গোত্রের লোকজন তাদের উপর হামলা করলে তাদেরকে ইয়ামানবাসীরা হত্যা করবে। সকলে মনে করবে কায়স গোত্রের আর কেউ যেন বেঁচে নেই। অতঃপর ইয়ামানীদের জনৈক লোক দাড়িয়ে বলবে, আল্লাহ-আল্লাহ তোমাদের ভাই। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর কায়সগোত্রের অবশিষ্ট লোকজন সফর

করতে করতে দুই নদীর মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছে যাবে। সেখানে তাদের স্বগোত্রীয় অনেকে এসে জমায়েত হবে এবং বনু মাখযুসের একজনকে তাদের আমীর নিযুক্ত করা হবে। অন্যদিকে ইয়ামানের সেই আমীর মৃত্যুবরণ করলে কায়স বংশের লোকজন খুব খুশি হবে। কায়স গোত্রের সরদার মাখযুমী তার দলবল নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে ফুরাত নদী পাড়ি দেয়া শেষ হলে সেই মাখযুমী মারা যাবে। যার কারণে ইয়ামানীরা এক এলাকায় অবস্থান করবে এবং কায়স গোত্রের লোকজন অন্যদিকে অবস্থান করবে। এ অবস্থা দেখে মাওয়ালীরা খুবই ক্ষুব্ধ হবে। অবশ্যই এরা হবে সংখ্যায় অনেক বেশি। তারা বলবে চলুন দ্বীনদার একজনকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করি। অতঃপর ইয়ামান, মুজার এবং মাওয়ালীদের একেকটি দল বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে প্রেরণ করবে। অতঃপর তারা কিতাবুল্লাহর তিলাওয়াত করে কল্যান কামনা করতে থাকবে। তারা মাওয়ালীদের একজন তাদের আমীর নিযুক্ত করতঃ ফিরে আসবে। শাম নগরী এবং তাদের লোকজনের জন্য ঐ লোকের রাজত্ব ধ্বংস ডেকে আনবে। অতঃপর তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মুজার এলাকার দিকে যেতে থাকবে। তবে পূর্বদিকের জনৈক লোক এগিয়ে আসবে, সে লোক হবে খুবই লম্বা এবং মোটাসোঁটা তার সাথে যার দেখা হবে তাকে হত্যা করবে এক পর্যায়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করবে। হঠাৎ তার উপর একটি জানোয়ার চড়াও হলে মারা যাবে। যার কারণে পৃথিবী আবারো অনাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর মুজার গোত্রের আরো একজন লোক আমীর নিযুক্ত হবে, যাকে কতিপয় ভালো লোকজন হত্যা করতে সামর্থ্য হবে। এরপর মুজারী, আম্মানী, কাহতানী গোত্রের জনৈক লোক আমীর হবে। যে মূলতঃ মাহদি চরিত্রে চরিত্রবান হবে এবং তার হাতে রোমানদের শহর জয় হবে। লেখক আবু আব্দুল্লাহ নুআঈম রহঃ বলেন, তিনি এক্্লা নামক এক গ্রাম থেকে বের হয়ে আসবেন, যে গ্রামটি সানা নামক শহর থেকে এক মারহালা পিছনে অবস্থিত, তার পিতা কুরাশি হলেও মাতা হবেন ইয়ামানী।

(১১৩৮) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কায়স ইবনে জারের আস-সাদাফি রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, মাহদি ব্যতীত আর কেউ কাহতানী হবেনা।

(১১৩৯) হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত সংগঠিত হবেনা যতক্ষণ না কাহতান এলাকার এক লোক মানুষকে তার অধীন করবেন না।

(১১৪০) হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের পূর্বে কাহতান এলাকার জনৈক লোক তার শাসনের লাঠি দ্বারা মানুষকে তার অধীন করে নিবেন।

(১১৪১) মুত্তালিব ইব্্নে হানতাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রাযিঃ প্রায় সময় বলতেন যারা মাখযুমীর খেলাফতের যুগ প্রাপ্ত হবে, যেন তাদের ধ্বংস হয়।

(১১৪২) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী রাযিঃ এরশাদ করেছেন, উক্ত ইয়ামানীর হাতে আ'কা যুগরার যুদ্ধ সংগঠিত হবে। এটা অবশ্যই তখনই হবে যখন হিরাকলের বংশধরদের পঞ্চমজন রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করবে।

(১১৪৩) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ইয়ামানী বিজরী হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে কুরাইশকে হত্যা করবে এবং তার হাতেই ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে।

(১১৪৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌্নে হাজ্জাজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ হিসাব করে বলতেন প্রথমে জালেম শাসক হবে জাবের, অতঃপর মাহদি, এরপর মানসুর, অতঃপর সালাম, এরপর আমীরুল গজব আমীর নিযুক্ত হবে। এরপর যাদের সাধ্য রয়েছে, তারা যেন মৃত্যু বরণ করে।
(১১৪৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌্নে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে ইয়ামান জাতিরা! তোমরা বলে থাক যে, নিঃ সন্দেহে মানসুর তোমাদের দলভুক্ত। কসম সে সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ! মানসূরের পিতা কুরাশী। ইচ্ছা করলে আমি তার ও তার বংশের লোকজনের নাম বলে দিতে পারব।
(১১৪৬) হযরত আব্দুর রহমান ইব্‌্নে কায়স ইবেন জাবের আস্‌্ সাদাফি রহঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশদ করেন, অতিসত্ত্বর আহলে বায়তের একজন লোক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তিনি গোটা পৃথিবী ইনসাফে পরিপূর্ণ করে দেন, যেমন ইতিপূর্বে জুলুম-নির্যাতনে পরিপূর্ণ ছিল। এরপর জনৈক কাহতানী আমীর নিযুক্ত হবেন। কসম সে সত্ত্বার যিনি আমাকে হক্ব নিয়ে পাঠিয়েছেন, উক্ত কাহতানী পূর্বের শাসক থেকে খুবই নিম্œ মানের হয়ে থাকে।
(১১৪৭) হযরত আরতাত্‌ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত ইয়ামানী খলিফার হাতে এবং তার খেলাফতকালীন সময়ে রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন হবে।
(১১৪৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, পৃথিবীতে দুইজন লোক জীবিত থাকলেও খেলাফতের দায়িত্ব কুরাইশের হাতে থাকবে। অন্য কারো হাতে যাবেনা।
(১১৪৯) হযরত আওয়াম ইব্‌্নে হাওশাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌছেঁছে, হযরত আলী রাযিঃ বলেন কুরাইশের বিলুপ্তির পর অজ্ঞতা বিহীন পৃথিবীতে আর কিছুই থাকবেনা।
(১১৫০) হযরত আম্মার রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃ সন্দেহে মানুষের কাছে এমন এক যুগ আসবে, যখন পৃথিবীতে কোনো কুরাইশীকে পাওয়া যাবে তখন তার সাথে শিকার করতে গিয়ে সফল হওয়া গাধার মত আচরণ করা হবে এবং তার মাথায় পাগড়ি রাখা হবে। অতঃপর তার মাথা থেকে পাগড়ি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করা হবে।
(১১৫১) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোনো কুরাইশকে হত্যাকালীন লাঞ্ছিত এবং অপদস্ত করবেন, আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তাদেরকে হত্যা করা।
(১১৫২) হযরত কা'বে আহবার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মানুষের মাঝে হত্যা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে তখন লোকজন বলবে এ যুদ্ধ মূলতঃ কুরাইশদের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং কুরাইশদেরকে হত্যা করলে তোমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। একথা শুনার পর সকলে মিলে কুরাইশদেরকে এমন ভাবে হত্যা করবে, তাদের একজনও বাকি থাকবেনা। কিন্তু এরপর গিয়ে মানুষ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে, যেমন জাহেলী যুগে লিপ্ত ছিল এবং গোলামদের একজন মানুষের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে।
(১১৫৩) হযরত কা'বে আহবার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন ইয়ামানী শাসন

ক্ষমতায় বসবে, তখন বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকা অসংখ্যা কুরাইশীকে হত্যা করা হবে।
(১১৫৪) যু মিখবার রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে এরশাদ করেন, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বটি মূলতঃ হিমইয়ার গোত্রের কাছে ছিল, পরবর্তীতে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেটা কুরাইশদের হাতে অর্পণ করা হয়। তবে কিছুদিনের মধ্যে আবার সেটা তাদের কাছে ফিরে যাবে।
(১১৫৫) হযরত আবু উমাইয়া আযিয়ামারী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাকে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে, কারণ কি? জবাবে তিনি বলেন, জিফারের কবরে একটি পাথর পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্যে লেখা রয়েছে যে, তোমাদেরকে ক্ষমতা গ্রহনের এখতিয়ার দেয়া হলো, এরপর ক্ষমতা খুব ভালোভাবে পরিচালনা কর। তবে একদিন সেটা দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। যদি ভালো হয় তাহলে প্রশংসিত হবে এবং অনেক মর্যাদাবান হতে পারবে। এক সময় আযাদ হওয়া লোকজন ক্ষমতা ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে উঠবে, কিন্তু ক্ষমতার মালিক হবে হিমইয়ার এলাকার সম্মানীত লোকজন, এরপর সমাজের নিকৃষ্টত লোকজন ক্ষমতা হাতে নিবে, অতঃপর পারস্যবাসিরা, অতঃপর কুরাইশ বংশের লোকজন, এরপর তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে। প্রত্যেকবার প্রায় অর্ধেক অর্ধেক লোকজন মারা যাবে।
(১১৫৬) হযররত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন ইয়ামানী ও বায়তুল মোকাদ্দাসের জিম্মাদারদের মাঝে তীব্র যুদ্ধ হবে তখন তোমরা কুরাইশের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে হত্যা করবে। প্রত্যেক কুরাইশীকে এমনভাবে হত্যা করা হবে তাদের কেউ জীবিত থাকবেনা। এমন কি কখনো কোনো এলাকার মাটি খুঁড়তে গিয়ে জুতা পাওয়া গেলে বলা হবে এটা কুরাইশের জুতা।
(১১৫৭) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু জুরহুমের মধ্যে জনৈক লোকের হাতে শাসন ক্ষমতা ছিল, কিছুদিন পর তাদের মাঝে গৌরব এসে যায় এবং হিংসাপ্রবন হয়ে বাদশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে সকলে এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিছুদিনের মধ্যে কুরাইশরাও হিংসাত্মকভাবে তাদের বাদশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে সকলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এমনকি মক্কা-মদীনাসহ পৃথিবীর কোথাও কোনো কুরাইশী তালাশ করে পাওয়া যাবেনা। যেমন, বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও বনু জুরহুমের কাউকে পাওয়া যায়না। অর্থাৎ , জুরহুম গোত্রের মত কুরাইশরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।
(১১৫৮) হযরত আবু বকর আল-আব্‌দী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকায় জনৈক বাদশাহ ছাউনি ফেলে গোটা বায়তুল মোকাদ্দাসকে মাড়তে থাকবে। এক পর্যায়ে সে তাজ পরিধান করবে। এ লোক মূলতঃ সেই রাজা যিনি ইয়ামানবাসীদেরকে তাদের এলাকা থেকে বের করে দিবে। আমি যেন স্বচক্ষে দেখছি, যে, একটি পাথরের উপর সে বসে থাকবে আর ইয়ামানীরা তাদের একজনকে প্রতিনিধি হিসেবে তার কাছে পাঠালে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। দ্বিতীয়জন পাঠানো হলে তাকেও সেভাবে হত্যা করবে। তারা এ পরিস্থিতি দেখে সকলে একসাথে তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলবে।
(১১৫৯) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি বায়তুল মোকাদ্দাস এসে পৌঁছবে এবং কিছুদিন পর তার এন্তেকাল হলে আহলে বায়তের জনৈক লোক খেলাফতের দায়িত্ব

গ্রহণ করবে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সে এই দায়িত্বে বহাল থাকবে, মানুষের উপর জুলুম নির্যাতন চালাতে থাকবে। এক পর্যায়ে লোকজন বনু আব্বাছ এবং বনু ওমাইয়ার লোকজনের উপর বদ দোয়া দিতে থাকবে। হাদীস বর্ণনাকারী জিরাহ রহঃ বলেন, সে লোক প্রায় দুইশত বৎসর পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় থাকবে।
(১১৬০) হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদির পর আহলে বায়তের কোনো ইনসাফগার লোক শাসনক্ষমতার মালিক হবেনা। তাদের জুলুম নির্যাতনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এক পর্যায়ে মানুষ বনু আব্বাছকে গালি-গালাজ করতে থাকবে। তারা বলবে এরা যদি এখানে না এসে তাদের এলাকায় অবস্থান করত, কতইনা ভালো হত। মানুষের মাঝে এমন অবস্থা বিরাজ করতে থাকলে কুস্তনতুনিয়ার গভর্নরের সাথে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে। তিনি একজন নেককার ও সৎ লোক থাকবে, মানুষকে ঈসা আঃ এর ধর্মের দাওয়াত দিবে। মোট কথা, আব্বাছি খেলাফতের সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত মানুষের এমন খারাপ অবস্থা বাকি থাকবে। বনু আব্বা াছের রাজত্ব শেষ হয়ে আসলে হযরত মাহদির আগমন পর্যন্ত লোকজন বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা-ফাসাদের মাঝে ডুবে থাকবে।
(১১৬১) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত সংগঠিত হবেনা, যতক্ষণ জনৈক কুরাইশ খলিফা বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে কুরাইশ বংশের সবাইকে সেখানে জমায়েত হতে নির্দেশ দিবেন। তাদের ঘরবাড়ি, অবস্থান সবই যেন সেখানে হবে। তারা তাদের নির্দেশে জয়লাভ করবে এবং ন¤্রতা প্রদর্শন করবে। এমনকি তারা তাদের ঘরবাড়ি স্বর্ণ-রূপা দ্বারা তৈরি করবে। ধীরে ধীরে অনেক শহর তাদের হাতে আসবে এবং মানুষ দ্বীনদার হয়ে যাবে। খেরাজ রহিত করা হবে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহও হ্রাস পাবে।
(১১৬২) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, বনু হাশেমের জনৈক লোক বায়তুল মোকাদ্দাস এসে ছাউনি ফেলবে। তার নিরাপত্ত্বার দায়িত্বে বার হাজার সৈন্য মোতায়েন থাকবে।
(১১৬৩) হযরত কা'ব রহঃ আরো বলেন, তার নিরাপত্ত্বার দায়িত্ব পালন করবে ছত্রিশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী। বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রতিটি রাস্তায় বার হাজার করে সৈন্য থাকবে।
(১১৬৪) হযরত রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঐ শাসক অনেক হায়াত পাবেন এবং জুলুমÑনির্যাতন করতে থাকবেন, শেষ সময়ে এসে তা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করে নিবেন তার এবং তার সাথে থাকা লোকজন অঢেল সম্পদের মালিক হবে। তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ হবে সকল মুসলমানের সম্পদ সমতূল্য। সে প্রসিদ্ধ সুন্নাতগুলোকে রহিত করতঃ নতুন এমন কিছু বেদআতের আহবান জানাবে যা ইতিপূর্বে ছিলনা। যিনা ব্যাপকতা লাভ করবে এবং প্রকাশ্যভাবে শরাব পান করা হবে। ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। এমনকি একলোক ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে বিভিন্ন শহর ঘুরে এমন কোন লোক পাবেনা যে একটি হাদীস বর্ণনা করতে পারে। ইসলাম তার প্রাথমিক অবস্থার ন্যায় দূর্বল আকার ধারণ করবে। সেদিন দ্বীনের উপর অটল থাকা আগুনের উত্তপ্ত কয়লা হাতে নেয়ার মত কঠিন হবে। তার নির্দেশ মত জনৈকা মহিলাকে স্বাজসজ্জা করানোর পর স্বর্ণের নুপুর পরিধান করানো হবে এবং পেট-পিট খোলা এমন পোশাক পরিধান করিয়ে পুলিশের বেষ্টনিতে শহরে ঘুরানো হবে। এ সম্বন্ধে কেউ মুখ খুললে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে।

(১১৬৫) আবু আব্দুর রহমান কাশেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের এই মসজিদের আশ্বেপার্শ্বে এমন এক নারীকে ঘুরানো হবে যার কাপড়ের ভিতর থেকে লজ্জাস্থানে পশম দেখা যাবে। এসম্বন্ধে কেউ যদি বলে যে, আল্লাহর কসম এটা ইসলাম সর্মথন করে না, তখন মারা যাওয়া পর্যন্ত ঐ লোককে মাটিতে পাড়ানো হবে। আমি যদি সে লোক হতাম কতই ভালো হতো।
(১১৬৬) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঐ শাসকের যুগে ভুমিকম্প, বিকৃতি, ধসে যাওয়া সহ সবধরনের গজব আসবে। হে ইয়ামানবাসিরা! ইসলামের প্রথম যুগ তোমাদের অনুকুলে থাকলেও আখেরী যামানা কিন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। এমনকি শাম এবং হামরা থেকে ইয়ামানীদেরকে বের হতে নির্দেশ দেয়া হলে তারা বের হয়ে যাবে এবং রীফ নগরীর সর্বশেষ সীমানায় গিয়ে আশ্রয় নিবে, যেখান থেকে আর বিতাড়িত করা সম্ভব হবেনা।
(১১৬৭) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, ইলিয়া নামক প্রান্তরে লোকজন জমায়েত হয়ে যখন নাজার গোত্রের লোকজন বলবে হে নাজার! অন্যদিকে কাহতান গোত্রের লোকজন বলবে হে কাহতান! তখন ধৈর্য্য ফিরে আসবে, সাহায্য উঠে যাবে এবং একে অপরের উপর হাতিয়ার প্রয়োগ করবে।
(১১৬৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তুমি উল্লিখিত পরিস্থিতির সম্মুখিন হও তাহলে ইয়ামানবাসিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, কেননা তারা বিজয়ী হবে।
(১১৬৯) হযরত হুজায়ফা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃ সন্দেহে কায়স গোত্র গোপনে আল্লাহর দ্বীন তালাশ করতে থাকবে, এমনকি তারা অশ্বারোহী হয়ে চলতে থাকবে এবং কোনো পাহাড়-পর্বত তাদের জন্য বাধা হয়ে দাড়াবেনা, এরপর আমর ইবনুয্ সালীকে বলা হলো, হে আবু মাহারিব! তুমি কায়স গোত্রের লোকজনকে শাম নগরীতে প্রবেশ করতে দেখলে তোমার মুক্তির উপায় খুজঁতে থাক।
(১১৭০) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করবে তখন মুজার বাসিরা কুরাশীকে বলবে যা বায়তুল মোকাদ্দেসে ছিল, আল্লাহ তাআলা তোমাকে এমন কতক নিয়ামত দান করেছেন, যা ইতিপূর্বে কাউকে দান করা হয়নি যেগুলো শুধু তোমার পিতার সন্তানদের মাঝে ব্যয় করবে। সেখানে অবস্থানরত ইয়ামানী বলবে তোমরা ইয়ামান চলে যাও। আর যারা পারাসিক থাকবে তারা যেন এন্তাকিয়ায় চলে যায়। আমরা তাদের জন্য তিনটি বিষয় নির্ধারণ করেছি। কেউ সেটা না মানলে তাকে হত্যা করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, ইয়ামানীরা যাব্রা চলে যাবে এবং পারসিকরা এন্তাকিয়া চলে যাবে। এহেন পরিস্থিতিতে যাব্রা নামক এলাকায় অবস্থানরত ইয়ামানীরা শুনতে পাবে রাত্রে কেউ ডাক দিচ্ছে যে, হে মানসূর! হে মানসূর! উক্ত আওয়াজের দিকে কতক লোক দৌড়ে গেলে কাউকে দেখতে পায়না। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাত্রেও আওয়াজ শুনতে পায়। বর্ণনাকারী বলেন, তারা জমায়েত হয়ে বলবে,হে লোক সকল! তোমরা কি হিজরতের পর আবারো আরবে ফিরে যাবে, তাহলে তো তোমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। তোমরা তোমাদের লোকজন ও মুজাহিদকে আহবান জানাবে এবং তোমাদের হিজরতের স্থান এবং কবরাস্থানের দিকে ফিরে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তারা এক লোককে তাদের আমীর নিযুক্ত্ করবে।

(১১৭১) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারা জমায়েত হয়ে দেখবে কার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা যায়। এমন চিন্তা-ফিকির চলা অবস্থায় হঠাৎ তারা একটি আওয়াজ শুনতে পাবে, যে আওয়াজ কোনো মানুষেরও নয় ্আবার কোনো জ্বিনেরও নয়। যেখান থেকে বলা হবে, তোমরা অমুকের হাতে বাইয়াত হও। কিন্তু সে লোক হবে ইয়ামানী খলীফা।
(১১৭২) হযরত কাবে আহবার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঐ খলীফা হবেন ইয়ামানী কুরাশী এক সময় তিনি সমাজের গোত্রপতি ছিলেন। তারা ঐসব লোক যারা একসময় বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। এটা যেন ইয়ামানের বাদশাহ্ তুব্বার বক্তব্যের প্রতিধ্বনি।
(১১৭৩) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানীরা প্রায় প্রাথমিক অবস্থায় বের হয়ে লাখাম এবং জুযাম এলাকায় ছাউনি ফেলবে। উভয় গোত্রের লোকজন ইয়ামানীদের জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা করবে। এক পর্যায়ে তারা সকলে এলাকার হয়ে যাবে।
(১১৭৪) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লাখাম, জুযাম, জাদাছ এবং আমেলা গোত্রের লোকজন ইয়ামানীদেরকে এমনভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকবে যেমন সায়্যিদুনা হযরত ইউছুফ আঃ ইয়াকুব আঃ এর পরিবারের জন্য সাহায্যকারী হয়ে গিয়েছিলেন। যার ফলে ইয়ামানী এবং হামরা গোত্রের লোকজন একসাথে চলতে থাকবে তারা বিক্ষিপ্ত মেঘমালার জমায়েত হওয়ার ন্যায় পরস্পরে সাথে মিশে যাবে।
(১১৭৫) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ধীরে ধীরে দ্বীনের মধ্যে ঘাটতি দেখা দিতে থাকবে। এমনকি! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার মত লোক পাওয়া যাবেনা। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ! আল্লাহ!! বলার মতও লোক পাওয়া যাবেনা। অতঃপর সামান্য অপরাধের কারণে তাকে হত্যা করা হবে। এরপর আল্লাহ তাআলা আরেকটি দল বিক্ষিপ্ত ভাবে সেখানে জমা হবে, যেমন বিক্ষিপ্ত মেঘমালা এক সময় জমায়েত হয়ে যায়। নিঃ সন্দেহে আমি তাদের আমীরের নাম এবং তাদের ঘোড়া বাঁধার স্থান সম্বন্ধে জানি।
(১১৭৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গোত্র নেতার পর তোমাদের কারো যদি মৃত্যুবরণ করা সাধ্য থাকে তাহলে সে যেন মারা যায়।
(১১৭৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনজন আমীর ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আস্বীন হবেন, তাদের হাতে অনেক এলাকা জয় হবে। উক্ত খলীফাদের প্রত্যেকজন হবেন খুবই সৎ। তাদের একজন আল-জাবের, অন্যজন আল-মুকরাহ আর তৃতীয়জন হচ্ছেন, যুল আসাব। তারা তিনজন মোট চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবেন। এরা তিনজনের মৃত্যুর পর পৃথিবীতে আর কোনো কল্যান থাকবেনা। বরং সব ধরনের কল্যান যেন এদের সাথে দূর হয়ে যাবে।
(১১৭৮) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানীদের একজন জিম্মাদার থাকবে, লোকটি হবে বনু হাশেম গোত্রের। তার অবস্থানহবে বায়তুল মোকাদ্দেসে। ঐ শাসকের নিরাপত্ত্বার দায়িত্বে থাকবে বার হাজার সৈন্য। এদিকে ইয়ামানীরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। এক পর্যায়ে জমীনের সামনের প্রান্তে পৌঁছে যাবে। অতঃপর তারা লাখাম, জুযাম এলাকায় ছাউনি ফেলবে। ঐ গোত্রের লোকজন ইয়ামানীদেরকে জীবিকানির্বাহে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকবে। এক পর্যায়ে তারা সকলে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। এরপর ইয়ামানীর পরস্পরের

দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ এবং কোনদিকে ফিরে যাওয়া হয়। তাদের একজন উচ্চ স্বরে বলবে, আমি তোমাদের আমীরের প্রতি তোমাদের রাসূল হয়ে তোমাদের চিঠি নিয়ে এসেছি। উক্ত চিঠি নিয়ে চলতে চলতে এক পর্যায়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পৌছে সেটাকে পেশ করবে, যেখানে লেখা থাকবে তাদেরকে যেন মাফ করে দেয়া হয় এবং তাদের বাড়িতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তার বক্তব্যের উপর আমল করার পরিবর্তে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিবে। উক্ত নির্দেশ পালনে দেরি করলে আরেকজনকে পাঠানো হবে। সে এগিয়ে আসলে তার গর্দান উড়িয়ে দিতে বলবে। তারা দেরি করলে অন্য আরেকজন পাঠানো হবে। তবে আল্লাহ তাআলা তাকে মুক্তি দান করবেন। এমনকি তার কাছে গিয়ে বলা হবে যে, তার দুই সাথীকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাকেও হত্যা করার ইচ্ছা প্রসঙ্গে বলা হবে। এরপর সকলে জমায়েত হয়ে তাদের একজনকে আমীর নিযুক্ত করবেন। এরপর সবাই তার কাছে যেতে থাকবে এবং তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তাআলাও তার বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করবেন এবং মুসলমানরা তাকে হত্যা করতে সামর্থ্যবান হবে। এরপর তারা কুরাইশ বংশের লোকজনকে হত্যা করার প্রতি মনোযোগি হবে এবং যেখানে কোনো কুরাইশীকে পাবে তাকে হত্যা করবে। এমনকি পৃথিবীতে আরকোনো কুরাইশী থাকবেনা। যার কারণে কখনও কেউ মাটি খুড়তে গিয়ে কোনো জুতাজোড়া বের হয়ে আসলে বলবে হয়তো এটা কোনো কুরাইশীর জুতা।

(১১৮০) হযরত সানাবেহী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সেদিন কায়সের লোকজন এগিয়ে আসবে, যার কারণে তাদের কাউকে পৃথিবীর কোথাও কিংবা কোনো পর্বতের চুড়ায় পাওয়া যাবেনা।

(১১৮১) হযরত সুলাইমান ইব্‌্নে ঈসা রহঃ থেকে বর্ণিত, তার কাছে যাবতীয় ফেৎনা সংক্রান্ত আরো অনেক বক্তব্য রয়েছে। তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, মাহদি দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দেসের নেতৃত্ব দান করে মারা যাবে। তার মৃত্যুর পর মানযুর নামক আরেকজন সম্মানী লোক আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং তিনি হবেন তুব্বা বাদশাহর বংশধরদের একজন। তিনি দীর্ঘ একুশ বৎসর পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকার নেতৃত্ব দিলেও পনের বৎসর পর্যন্ত খুব ভালোভাবে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবেন। তবে এরপরবর্তী তিন বৎসর মানুষের উপর মারাত্মক জুলুম-নির্যাতন করবে। আর পরের তিন বৎসর দূর্নীতি করতে থাকবে। কাউকে একটি দেরহাম দিবেনা। জিম্মিদের তার সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দিবেন। তিনিই আমাক এলাকায় মাওয়ালীদেরকে বাকি রাখবেন। তিনি বনু ইসমাঈলকে গরুর মাড়ানোর মত মাড়াতে থাকবে। তার বিরুদ্ধে মাওয়ালীদেরকে অবস্থান নিতে যিনি উৎসাহিত করবেন, তার নাম হবে কোন নবীর নামের মত এবং তার উপনাম হবে হুবহু নবীর উপনাম। আমাক এলাকা থেকে কিছু লোক তারকাছে যাওয়ার পথে মানসূরের সাথে স্বাক্ষাত হলে উভয় পক্ষ তীব্র যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে। এক পর্যায়ে তাকে হত্যা করা হবে। অতঃপর সে মাওয়ালীদের মালিক হয়ে যাবে এবং বনু ফাহতান এবং বনু ইসমাঈলকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে। তারা অবশ্যই আরবের দুই বড় শহরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে দুই শহরের একটি হচ্ছে, মদীনা এবং অন্যটি হচ্ছে সানা নগরী, যার হাতে তুর্কী ও রোমানরা বিতাড়িত হতে বাধ্য হবে। এক পর্যায়ে তারা উভয় দল

এন্তাকিয়্যা নগরীর আমাক থেকে শুরু করে ফিলিস্তিনের আকা পর্যন্ত বিশাল ভূন্ডের মালিক হয়ে যাবে। তিন বৎসর পর্যন্ত মাওয়ালীদের রাজত্ব করার পর তাকে হত্যা করা হবে। এরপর দ্বিতীয় মাহদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতঃ জয়লাভ অর্জন করে ইস্তাম্বুল শহরও জয় করে নিবে। সেখানেও তিন বৎসর চার মাস দশ দিন অবস্থান করবে। এরপর হযরত ঈসা আঃ আগমন করবেন। এবং উক্ত বাদশাহ হযরত ঈসা আঃ এর কাছে রাজত্ব হস্তান্তর করবেন।
(১১৮২) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর কুরাইশের কিছু কিশোর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। যারা কম খাবারের ক্ষেত্রে ভক্ষণকারী অধিক সংখ্যকের ন্যায় অবস্থা করবে। রেখে দেয়া হলে অন্য কেউ খেয়ে ফেলবে আর সুযোগ দেয়া হলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া হবে।
(১১৮৩) শা'বান গোত্রের এক লোক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্্নে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ দিমাশ্্কের মসজিদে বসা ছিলেন। সেখানে কেবলমাত্র ইয়ামানীরাই উপস্থিত ছিল। তাদেরকে সম্মোধন করে তিনি বলবেন, হে ইয়ামানীরা! তোমাদেরকে শাম নগরী থেকে বের করে দেয়ার সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে, আর আমরাও আমাদের গোত্রের লোকদেরকে তোমাদের উপর প্রাধান্য দিব।
তারা বললেন, এমন অবস্থাওকি হবে? জবাবে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ বললেন কা'বার প্রভূর কসম! নিঃসন্দেহে সেটা হবে। ইয়ামানীদের বলবে, তখন আপনাদের কি অবস্থা হবে আপনারা কি কথা বলবেননা। এরপর মজলিসের এক লোক বলে উঠল, যেদিন আমরা অত্যাচারিত বেশি হব, নাকি আপনারা বেশি হবেন। জবাবে তিনি বললেন, না বরং আমরা অত্যাচারিত বেশি হব।
জবাবে ইয়ামানী বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! অতিসত্ত্বর জালেমরা জানতে পারবে তাদের জন্য কি শাস্তি অপেক্ষা করছে।

(১২৬৬) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে জাহাজগুলো এমনভাবে জ্বলতে থাকবে, যদ্বারা জুদাম এলাকায় অবস্থিত উটের উপরিভাগ আলোকিত হয়ে যাবে।
(১২৬৭) হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি একদা শাম দেশে অবস্থানরত তার গোত্রের লোকজনকে বলেন, হে আশআরী সম্প্রদায়! তোমরা কৃষি ক্ষেত, ঘর-বাড়ি বানানো থেকে দূরে থাক, কেননা সেগুলো তোমাদের কোনো উপকারে আসবেনা, বরং তোমরা উন্নতমানের তলোয়ার বানাও, ঘোড়া লালন-পালন কর এবং লম্বা লম্বা তীর প্রস্তুত করতে থাক।
(১২৬৮) ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, হয়তো রোমানরা তাদের এলাকা থেকে মুহাম্মদ সাঃ এর উম্মতকে বের করে দেয়ার পর একমাত্র গমই তাদের রিযিক হবে।
(১২৬৯) হযরত তরীক ইবেন ইয়াযিদ আল-কালবী তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমাকে ওরওয়াহ ইব্্নুযযুবায়ের রাযিঃ বলেছেন, ঐ সময় তার চুল-দাড়ি একেবারে সাদা রূপ ধারন করেছে। তিনি বলেন, হে আহলুশশামের ভ্রাতা ! নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে রোমানবাহিনী তোমাদের শাম দেশ থেকে বের করে দিবে এবং অবশ্যই রোমানদের অশ্বারোহীরা এই পাহাড়ের

উপর অবস্থান করবে। যে দিন সেই পাহাড়টি সিলা নামক পাহাড়ের উপর থাকবে, অতঃপর তারা শহরবাসিকে বন্দি করে নিবে। এরপর আল্লাহ তাআলা রোমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য অবতরন করবেন।
(১২৭০) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বড় ও ভয়াবহ যুদ্ধে কাফের সম্প্রদায়ের স ¤্রাটদের থেকে বারজন শরীক হবে। তাদের সবচেয়ে ছোট রাজ্য এবং কম সৈন্যের অধিকারী হচ্ছেন রোমানদের স¤্রাট। আল্লাহর কসম! ইয়ামেনে দ্ইু প্রকার গচ্ছিত সম্পদ ছিল। ইয়ারযুক যুদ্ধে তার একটি নিয়ে আসা হয়েছিল। সে সময় বনু আস্্দের লোক সংখ্যা পৃথিবীর লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ছিল। দ্বিতীয় খাজিনাকে নিয়ে আসা হবে ভয়াবহ যুদ্ধের দিন। তার সৈন্যবাহিনী হবে, সত্তর হাজার, তাদের তলোয়ার হবে 'আল-মাসাদ'।
(১২৭১) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বিশেষ এক প্রকার ভূতের পূঁজা করা হবে এবং রোমানবাহিনী শামের উপর জয়লাভ করবে, সেদিন তারা কুরাজবাসির কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠাবে এবং তাদের উটের উপর সওয়ার হয়ে উপস্থিত হবে। তাহলে কুরাজ বলতে, কেউ, আহলে হেজাজ বলেছেন, আবার কেউ বলেছেন আহলে ইয়ামান।
(১২৭২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অবশ্যই সামরিক সাহায্য আসবে এবং তাদের ও তোমাদের মাঝে একটা ফায়শালা হবে।
(১২৭৩) আল্লাহ তাআলার বক্তব্য "নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে বিপুল সামরিক শক্তির অধিকারী শক্তিশালী এক দুশমনের সাথে মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান করা হবে।" এই আয়াতের মর্ম বয়ান করতে গিয়ে রোমানরা বলে, সেটা হচ্ছে, ভয়াবহ যুদ্দের দিন। তবে কা'বে আহবার রহঃ বলেন, আরবদের সামনে ইসলাম পেশ করা হলে তারা বলে উঠল, আমাদের ধ্বন-সম্পদ এবং পরিবার পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত নাযেল করার মাধ্যমে বলেন, অতিসত্ত্বর তোমাদেরকে কঠিন ও প্রচন্ড রণশক্তির অধিকারী এক গোত্রের প্রতি আহবান করা হবে। সেটা ভয়াবহ যুদ্ধের দিন। ঐসময় তারা একথা বলবে যা ইসলামের শুরু অবস্থায় বলেছিল যে, আমাদেরকে ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা ও পরিবার-পরিজন ব্যস্ত করে রেখেছে। আর তখনই আয়াতের বিধান তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ, তাদের উপর কঠিন শাস্তি এসে পড়বে। আমি উক্ত হাদীস আব্দুর রহমান ইবনে ইযীদের সামনে পেশ করলে তিনি সেটাকে সত্যায়ন করেছেন। হাদীস বর্ণনাকারী বাকিয়্যাহ বলেন, যদি কাফেরদের শহর জয় করাকে স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ আমার মধ্যে না থাকত তাহলে আমি জীবিত থাকা পছন্দ করতামনা। কেননা সেদিন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক যুবকের জন্য কাপুরুষতা অবলম্বন করাকে হারাম করে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী সাফওয়ান রহঃ বলেন, আমাদের শেখ হাদীস বর্ণনা করেছেন, আরবদের মাঝে সেদিন অনেকে মুরতাদ হয়ে কাফের হয়ে যাবে, আবার অনেকে ইসলামের সাহায্যের ক্ষেত্রে সন্দেহপোষণকারী হয়ে যাবে এবং তাদের সৈন্যরাও যথেষ্ট সন্দেহকারী হবে। আর যখন সেদিন মুসলমানরা জয় লাভ করব্ েতখনই মুসলমানদের থেকে মুরতাদ হয়ে যাওয়া এবং সন্দেহপোষণকারীদের উপর আক্রমণ করার জন্য লোক পাঠানো হবে। অতঃপর যারা গণীমতের ক্ষেত্রে আত্মসাৎ করার আশ্রয় নিয়েছে তারা সেদিন মারাত্মকভাবে

লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার স্বীকার হয়েছে।

===
(১২৬৬) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে জাহাজগুলো এমনভাবে জ্বলতে থাকবে, যদ্বারা জুদাম এলাকায় অবস্থিত উটের উপরিভাগ আলোকিত হয়ে যাবে।
(১২৬৭) হযরত আবু মুসা আশআরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি একদা শাম দেশে অবস্থানরত তার গোত্রের লোকজনকে বলেন, হে আশআরী সম্প্রদায়! তোমরা কৃষি ক্ষেত, ঘর-বাড়ি বানানো থেকে দূরে থাক, কেননা সেগুলো তোমাদের কোনো উপকারে আসবেনা, বরং তোমরা উন্নতমানের তলোয়ার বানাও, ঘোড়া লালন-পালন কর এবং লম্বা লম্বা তীর প্রস্তুত করতে থাক।
(১২৬৮) ইবেন শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, হয়তো রোমানরা তাদের এলাকা থেকে মুহাম্মদ সাঃ এর উম্মতকে বের করে দেয়ার পর একমাত্র গমই তাদের রিযিক হবে।
(১২৬৯) হযরত তরীক ইবেন ইয়াযিদ আল-কালবী তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমাকে ওরওয়াহ ইব্্নুযযুবায়ের রাযিঃ বলেছেন, ঐ সময় তার চুল-দাড়ি একেবারে সাদা রূপ ধারন করেছে। তিনি বলেন, হে আহলুশশামের ভ্রাতা ! নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে রোমানবাহিনী তোমাদের শাম দেশ থেকে বের করে দিবে এবং অবশ্যই রোমানদের অশ্বারোহীরা এই পাহাড়ের উপর অবস্থান করবে। যে দিন সেই পাহাড়টি সিলা নামক পাহাড়ের উপর থাকবে, অতঃপর তারা শহরবাসিকে বন্দি করে নিবে। এরপর আল্লাহ তাআলা রোমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য অবতরন করবেন।
(১২৭০) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বড় ও ভয়াবহ যুদ্ধে কাফের সম্প্রদায়ের স ¤্রাটদের থেকে বারজন শরীক হবে। তাদের সবচেয়ে ছোট রাজ্য এবং কম সৈন্যের অধিকারী হচ্ছেন রোমানদের স¤্রাট। আল্লাহর কসম! ইয়ামেনে দ্ইু প্রকার গচ্ছিত সম্পদ ছিল। ইয়ারযুক যুদ্ধে তার একটি নিয়ে আসা হয়েছিল। সে সময় বনু আস্্দের লোক সংখ্যা পৃথিবীর লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ছিল। দ্বিতীয় খাজিনাকে নিয়ে আসা হবে ভয়াবহ যুদ্ধের দিন। তার সৈন্যবাহিনী হবে, সত্তর হাজার, তাদের তলোয়ার হবে ‘আল-মাসাদ’।
(১২৭১) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বিশেষ এক প্রকার ভূতের পূঁজা করা হবে এবং রোমানবাহিনী শামের উপর জয়লাভ করবে, সেদিন তারা কুরাজবাসির কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠাবে এবং তাদের উটের উপর সওয়ার হয়ে উপস্থিত হবে। তাহলে কুরাজ বলতে, কেউ, আহলে হেজাজ বলেছেন, আবার কেউ বলেছেন আহলে ইয়ামান।
(১২৭২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অবশ্যই সামরিক সাহায্য আসবে এবং তাদের ও তোমাদের মাঝে একটা ফায়শালা হবে।
(১২৭৩) আল্লাহ তাআলার বক্তব্য “নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে বিপুল সামরিক শক্তির অধিকারী শক্তিশালী এক দুশমনের সাথে মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান করা হবে।” এই আয়াতের মর্ম

বয়ান করতে গিয়ে রোমানরা বলে, সেটা হচ্ছে, ভয়াবহ যুদ্দের দিন। তবে কা'বে আহবার রহঃ বলেন, আরবদের সামনে ইসলাম পেশ করা হলে তারা বলে উঠল, আমাদের ধ্বন-সম্পদ এবং পরিবার পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত নাযেল করার মাধ্যমে বলেন, অতিসত্ত্বর তোমাদেরকে কঠিন ও প্রচন্ড রণশক্তির অধিকারী এক গোত্রের প্রতি আহবান করা হবে। সেটা ভয়াবহ যুদ্ধের দিন। ঐসময় তারা একথা বলবে যা ইসলামের শুরু অবস্থায় বলেছিল যে, আমাদেরকে ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা ও পরিবার-পরিজন ব্যস্ত করে রেখেছে। আর তখনই আয়াতের বিধান তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ, তাদের উপর কঠিন শাস্তি এসে পড়বে। আমি উক্ত হাদীস আব্দুর রহমান ইবনে ইযীদের সামনে পেশ করলে তিনি সেটাকে সত্যায়ন করেছেন। হাদীস বর্ণনাকারী বাকিয়্যাহ বলেন, যদি কাফেরদের শহর জয় করাকে স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ আমার মধ্যে না থাকত তাহলে আমি জীবিত থাকা পছন্দ করতামনা। কেননা সেদিন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক যুবকের জন্য কাপুরুষতা অবলম্বন করাকে হারাম করে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী সাফওয়ান রহঃ বলেন, আমাদের শেখ হাদীস বর্ণনা করেছেন, আরবদের মাঝে সেদিন অনেকে মুরতাদ হয়ে কাফের হয়ে যাবে, আবার অনেকে ইসলামের সাহায্যের ক্ষেত্রে সন্দেহপোষণকারী হয়ে যাবে এবং তাদের সৈন্যরাও যথেষ্ট সন্দেহকারী হবে। আর যখন সেদিন মুসলমানরা জয় লাভ করব্ েতখনই মুসলমানদের থেকে মুরতাদ হয়ে যাওয়া এবং সন্দেহপোষণকারীদের উপর আক্রমণ করার জন্য লোক পাঠানো হবে। অতঃপর যারা গণীমতের ক্ষেত্রে আত্মসাৎ করার আশ্রয় নিয়েছে তারা সেদিন মারাত্মকভাবে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার স্বীকার হয়েছে।

(১০৮৫) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে হবে হেদায়াতকারী এবং হেদায়াত গ্রহনকারী অন্যদিকে পথভ্রষ্টতাকারীও হবে আমাদের মধ্য থেকে।ভ

(১০৮৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, মাহদি আহলে বায়তের একজন যুবক হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হয়তো তোমাদের বৃদ্ধরা দূর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে যুবকদের উপর ভরসা করতে হয়। জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

(১০৮৮) হযরত ইব্্নে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি আমাদের বংশ থেকে হবে, পরবর্তীতে তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হযরত ঈসা আঃ এর হাতে সমর্পন করবেন।

(১০৮৯) হযরত আলী ইবনে আবি তালেব রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বললাম, ইমামুল হুদা মাহদি আমাদের বংশধর থেকে হবে, নাকি অন্য কোনো বংশ থেকে।

জবাবে তিবি বললেন, হ্যাঁ তিনি আমাদের বংশধর থেকে হবে। আমাদের মাধ্যমে যেমনিভাবে দ্বীনের সমাপ্তি হয়েছে তেমনিভাবে আমাদের মাধ্যমে বিজয় অর্জনও হবে। আমাদের সহায়তায় ফিতনা পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে যেমনিভাবে শিরকের পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি পাওয়া গিয়েছিল। আমাদের মাধ্যমে ফেৎনা শত্রুতার পর দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে দ্বীনের

ব্যাপারে শিরকের দুশমনীর পর আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।
(১০৯০) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবুত্‌্ তোফায়েল রাযিঃ থেকে বর্ি্ণত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, অন্য বর্ণনায় হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, আমাদের মাধ্যমে যেমনিভাবে বিজয় অর্জন হয়েছে তেমনিভাবে দ্বীনের সমাপ্তিও হবে। আমাদের মাধ্যমে গুমরাহী কিংবা শিরক থেকে মুক্তি পেয়েছে, আমাদের সহায়তায় গুমরাহী কিংবা শিরকের দুশমনীতে লিপ্ত থাকার পর পূনরায় তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা ইসলামের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন।
(১০৯৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পশ্চিম দিক থেকে হুসাইনের বংশধর থেকে জনৈক লোক বের হবে। কোনো পাহাড় তার সামনে এগিয়ে আসলে তিনি সেটাকে উড়িয়ে দিয়ে রাস্তা বানিয়ে ফেলবেন।
(১০৯৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌্নে ওমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন ইবনুল হানাফিয়াকে বললেন, তোমরা যে ভাবে মাহদি বলে থাক সেটা কেমন? জবাবে তিনি বলেন, কোনো মানুষ ভালো হলে এবং তার স্বভাব-চরিত্র উন্নত মানের হলে তাকে 'মাহদি' বলা হয়। একথা শুনে হযরত ইবনে ওমর রাযিঃ খুবই নারাজ ও অসন্তুষ্ট হলেন।
(১১০০) হযরত তাউয রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইব্‌্নে আব্দুল আবীয রহঃ যুগের মাহদি ছিলেন, তিনি ্আসল মাহদী না হলেও মূলতঃ সে যুগে যারা অধিকহারে ভালো কাজ করে এবং খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকে তাদেরকে মাহদি বলা হয়।
(১১০১) হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হোসাইন এর সন্তানদের থেকে জনৈক লোক আত্মপ্রকাশ করবে তার প্রতি কোনো উচ্চ পাহাড় ধেয়ে আসলেও তিনি সেটাকে ধূলিস্যাৎ করে রাস্তা বের করে নিবেন।
(১১১৫) হযরতে কা'বে আহবাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি কুরাইশ বংশ থেকে হবে এবং খেলাফতও তাদের মধ্যে বাকি থাকবে। তবে কতক ইয়ামানীও খলীফা হবেন, যাদের সাথে কুরাইশের বৈবাহিক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে।
(১১১৬) হযরত সালেম রহঃ বলেন, একদা নাজদায়ে হারুরী বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ এর কাছে মাহদী সম্বন্ধে জানতে চেয়ে লিখে পাঠায়। তিনি জবাব দেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, আহলে বাইতের প্রথম মানুষের মাধ্যমে এ উম্মতকে হেদায়েত দান করেছেন এবং উক্ত আহলে বাইতের সর্বশেষ খলীফা দ্বারাও এ উম্মতকে মুক্তি দান করবেন। তার মধ্যে শিং বিশিষ্ট দ্ই্‌ুটি বস্তু এক সাথে আঘাত করবেনা। তিনি আরো বলেন, বনু আব্‌্দে শাম্‌্স থেকে দুইজন মাহদির আত্ম প্রকাশ হবে, তাদের একজন হচ্ছে, ওমর আল আসাজ্জ।

মাহদির মৃত্যুর পরের ঘটনা

(১১৩৪) হযরত দীনার ইবনে দীনার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, নিঃসন্দেহে মাহদি মৃত্যুবরণ করলে মানুষের মাঝে ব্যাপক গনহত্যা দেখা দিবে এবং একে অন্যকে হত্যা করবে। অনারবদের জয়জয়কার হবে এবং ভয়াবহ যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রকাশ পাবে। মানুষের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা এবং একতাবদ্ধতা থাকবেনা, এক পর্যায়ে দাজ্জালের

আবির্ভাব হবে।
(১১৩৫) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদির ইন্তেকাল হলে আহলে বাইতের জনৈক লোক মানুষের যিম্মাদারী গ্রহণ করবে। তার মাঝে ভালো-খারাপ সবকিছু থাকলেও তার ভালো কাজ থেকে খারাপ কাজ অনেক বেশি হবে। তিনি মানুষের উপর খুবই রাগান্বিত হবে এবং মানুষের একতাবদ্ধতার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করতে থাকবে। তবে তার হুকুমতের স্থায়িত্ব থাকবে খুবই কম সময়ের জন্য। তার অবস্থা দেখে আহলে বাইতের অন্য আরেকজন লোক তার উপর হামলা করার মাধ্যমে তাকে হত্যা করবে। এরপর লোকজনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। এভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলার পর খুবই কম সংখ্যক মানুষ জীবিত থাকবে। এরপর আরো অনেক লোক মারা যাবে। অতঃপর পশ্চিমাদের মুজার গোত্রের আরেকজন লোক ক্ষমতা গ্রহণ করবে। সে মানুষকে কুফরীর প্রতি দাওয়াত দিবে এবং তাদের দ্বীন থেকে বের করে নিয়ে আসবে। দুই নাহ্‌্রের মাঝামাঝি যায়গায় তার সাথে ইয়ামান বাসিদের যুদ্ধ সংগঠিত হবে এবং আল্লাহ তাআলা ঐ লোক এবং তার সাথে থাকা সবাইকে পরাজিত করবেন।
(১১৩৬) হযরত ইবনে শিহাব যুহরী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি আঃ এর মৃত্যুর পর লোকজনের মাঝে ফেৎনা, বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ঐ সময় বনু মাখজুমের জনৈক লোক এগিয়ে এসে নিজের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করতে থাকবে। কিছুদিন তার রাজত্ব চলার পর সে মানুষকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করবে। তার এসব কাজের কেউ বিরুদ্ধাচরণ করবেনা। এরপর মানুষের জন্য দান করা বন্দ করে দিবে, কিন্তু তারপরও তার কাজের প্রতিবাদ করার মত কাউকে পাওয়া যাবেনা। একদিন বায়তুল মোকাদ্দাস পৌছলে সে এবং তার সাথিরা টালমাটাল হয়ে যাওয়া চাকার মত হয়ে যাবে। তার ঘরের মহিলারা উলঙ্গ প্রায় হয়ে স্বর্ণরূপা পরিধান করতঃ বাজারে ভ্রমণ করতে থাকবে। কিন্তু তাদেরকে সংশোধন করে দেয়ার মত কাউকে পাওয়া যাবেনা। ইয়ামান থেকে বনুকুজাআহ, মুযহাজ্ব, হামদান, হিমইয়ার, আযদি, গাছদান এবং যারা তার কথা শুনেনা তাদের সকলকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিবে। এক পর্যায়ে তাদেরকে বের করা দেয়া হলে তারা এসে ফিলিস্তিনের এক পাহাড়ের চুড়ায় আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে জাদীয়, লাখাম ও জুযাম এবং আরো অনেকে শাসকের এহেন আচরনে ক্ষুব্ধ হয়ে খাবার-পানি নিয়ে এগিয়ে আসবে। ইউসুফ আঃ যেমন তার ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন এরাও এসব লোকের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এমন মুহূর্তে হঠাৎ আসমান একটি গায়েবী আওয়াজ আসবে, যা কোনো মানুষ কিংবা জ্বিনের কণ্ঠ থাকবেনা। সে বলবে 'তোমরা অমুকের হাতে বায়আত গ্রহণ করো, তোমরা হিজরতের পর পূনরায় পিছনে ফিরে যেয়োনা। তারা সকলে এদিক ওদিক দৃষ্টি দিয়ে কাউকে দেখতে পাবে না। এভাবে তিনবার গায়েবী আওয়াজ আসলে, তারা সকলে মানসূরের হাতে বায়আত গ্রহণ করবে। অতঃপর দশজনের একটি প্রতিনিধিদল মাখযূযির কাছে পাঠানো হলে তাদের নয়জনকে সে হত্যা করবে, কেবল একজনকে জীবিত রাখবে। এরপর পাঁচজনের আরেকটি দল প্রেরণ করলে তাদের চারজনকে হত্যা করে একজনকে জীবিত রাখা হবে। অতঃপর তিনজনের আরেকটি প্রতিনিধি পাঠানো হলে দুইজনকে হত্যা করে একজনকে জীবিত রাখা হবে। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করবে এবং তার সাথীবর্গসহ তাকে হত্যা করা হবে। গোপনে পলায়নকারী ব্যতীত কেউ বাঁচতে পারবেনা। প্রত্যেক

কুরাশীকে হত্যা করা হবে। তখন হাজারো তালাশ করেও একজন কুরাশী পাওয়া যাবেনা, যেমন বর্তমানে কেউ জুরহুম গোত্রের কাউকে তালাশ করে পাওয়া যাবেনা। ঠিক তেমনিভাবে কুরাইশ গোত্রের লোকজনকেও ব্যাপকভাবে হত্যা করা হলে, পরবর্তীতে আর তাদের কাউকে পাওয়া যাবে না।

(১১৩৭) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, দুই নদীর মাঝামাঝি এলকায় ইয়ামানবাসীদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। এক পর্যায়ে যে এবং তার সাথে থাকা লোকজনকে আল্লাহ তাআলা পরাজিত করবেন। পশ্চিমাদের মাঝে এক প্রকার হত্যা আতঙ্ক বিরাজ করবে। তারা নদীর কিনারায় চলতে থাকলে পরাজিত হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হবে। তাদের অশ্বরোহীর ইয়ামানের দিকে গিয়ে দুই নদীর মাঝামাঝি স্থানে ছাউনি ফেলবে। আল্লাহ তাআলা তাকে এবং তার সাথে থাকা লোকজনের প্রসিদ্ধি করাবেন। সকলে এক কালিমার উপর চুক্তি সম্পাদন করতঃ তারা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শাম নগরীতে গিয়ে উপনীত হবে। সেখানে এক নেককার লোকের নেতৃত্বে কিছুদিন অবস্থান করবে। এরপর কায়স গোত্রের লোকজন তাদের উপর হামলা করলে তাদেরকে ইয়ামানবাসীরা হত্যা করবে। সকলে মনে করবে কায়স গোত্রের আর কেউ যেন বেঁচে নেই। অতঃপর ইয়ামানীদের জনৈক লোক দাড়িয়ে বলবে, আল্লাহ-আল্লাহ তোমাদের ভাই। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর কায়সগোত্রের অবশিষ্ট লোকজন সফর করতে করতে দুই নদীর মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছে যাবে। সেখানে তাদের স্বগোত্রীয় অনেকে এসে জমায়েত হবে এবং বনু মাখযুসের একজনকে তাদের আমীর নিযুক্ত করা হবে। অন্যদিকে ইয়ামানের সেই আমীর মৃত্যুবরণ করলে কায়স বংশের লোকজন খুব খুশি হবে। কায়স গোত্রের সরদার মাখযুমী তার দলবল নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে ফুরাত নদী পাড়ি দেয়া শেষ হলে সেই মাখযুমী মারা যাবে। যার কারণে ইয়ামানীরা এক এলাকায় অবস্থান করবে এবং কায়স গোত্রের লোকজন অন্যদিকে অবস্থান করবে। এ অবস্থা দেখে মাওয়ালীরা খুবই ক্ষুদ্ধ হবে। অবশ্যই এরা হবে সংখ্যায় অনেক বেশি। তারা বলবে চলুন দ্বীনদার একজনকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করি। অতঃপর ইয়ামান, মুজার এবং মাওয়ালীদের একেকটি দল বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে প্রেরণ করবে। অতঃপর তারা কিতাবুল্লাহর তিলাওয়াত করে কল্যান কামনা করতে থাকবে। তারা মাওয়ালীদের একজন তাদের আমীর নিযুক্ত করতঃ ফিরে আসবে। শাম নগরী এবং তাদের লোকজনের জন্য ঐ লোকের রাজত্ব ধ্বংস ডেকে আনবে। অতঃপর তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মুজার এলাকার দিকে যেতে থাকবে। তবে পূর্বদিকের জনৈক লোক এগিয়ে আসবে, সে লোক হবে খুবই লম্বা এবং মোটাসোঁটা তার সাথে যার দেখা হবে তাকে হত্যা করবে এক পর্যায়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করবে। হঠাৎ তার উপর একটি জানোয়ার চড়াও হলে মারা যাবে। যার কারণে পৃথিবী আবারো অনাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর মুজার গোত্রের আরো একজন লোক আমীর নিযুক্ত হবে, যাকে কতিপয় ভালো লোকজন হত্যা করতে সামর্থ্য হবে। এরপর মুজারী, আম্মানী, কাহতানী গোত্রের জনৈক লোক আমীর হবে। যে মূলতঃ মাহদি চরিত্রে চরিত্রবান হবে এবং তার হাতে রোমানদের শহর জয় হবে। লেখক আবু আব্দুল্লাহ নুআঈম রহঃ বলেন, তিনি এক্্লা নামক এক গ্রাম থেকে বের হয়ে আসবেন, যে গ্রামটি সানা নামক শহর থেকে এক মারহালা পিছনে অবস্থিত, তার পিতা কুরাশি হলেও মাতা হবেন

ইয়ামানী।
(১১৩৮) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কায়স ইবনে জারের আস-সাদাফি রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, মাহদি ব্যতীত আর কেউ কাহতানী হবেনা।
(১১৩৯) হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত সংগঠিত হবেনা যতক্ষণ না কাহতান এলাকার এক লোক মানুষকে তার অধীন করবেন না।
(১১৪০) হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের পূর্বে কাহতান এলাকার জনৈক লোক তার শাসনের লাঠি দ্বারা মানুষকে তার অধীন করে নিবেন।
(১১৪১) মুত্তালিব ইব্্নে হানতাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রাযিঃ প্রায় সময় বলতেন যারা মাখযুমীর খেলাফতের যুগ প্রাপ্ত হবে, যেন তাদের ধ্বংস হয়।
(১১৪২) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী রাযিঃ এরশাদ করেছেন, উক্ত ইয়ামানীর হাতে আ'কা যুগরার যুদ্ধ সংগঠিত হবে। এটা অবশ্যই তখনই হবে যখন হিরাকলের বংশধরদের পঞ্চমজন রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করবে।
(১১৪৩) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ইয়ামানী বিজরী হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে কুরাইশকে হত্যা করবে এবং তার হাতেই ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে।
(১১৪৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্্নে হাজ্জাজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ হিসাব করে বলতেন প্রথমে জালেম শাসক হবে জাবের, অতঃপর মাহদি, এরপর মানসুর, অতঃপর সালাম, এরপর আমীরুল গজব আমীর নিযুক্ত হবে। এরপর যাদের সাধ্য রয়েছে, তারা যেন মৃত্যু বরণ করে।
(১১৪৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্্নে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে ইয়ামান জাতিরা! তোমরা বলে থাক যে, নিঃ সন্দেহে মানসুর তোমাদের দলভুক্ত। কসম সে সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ! মানসূরের পিতা কুরাশী। ইচ্ছা করলে আমি তার ও তার বংশের লোকজনের নাম বলে দিতে পারব।
(১১৪৬) হযরত আব্দুর রহমান ইব্্নে কায়স ইবেন জাবের আস্্ সাদাফি রহঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশদ করেন, অতিসত্ত্বর আহলে বায়তের একজন লোক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তিনি গোটা পৃথিবী ইনসাফে পরিপূর্ণ করে দেন, যেমন ইতিপূর্বে জুলুম-নির্যাতনে পরিপূর্ণ ছিল। এরপর জনৈক কাহতানী আমীর নিযুক্ত হবেন। কসম সে সত্ত্বার যিনি আমাকে হক্ব নিয়ে পাঠিয়েছেন, উক্ত কাহতানী পূর্বের শাসক থেকে খুবই নি¤œ মানের হয়ে থাকে।
(১১৪৭) হযরত আরতাত্ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত ইয়ামানী খলিফার হাতে এবং তার খেলাফতকালীন সময়ে রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন হবে।
(১১৪৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, পৃথিবীতে দুইজন লোক জীবিত থাকলেও খেলাফতের দায়িত্ব কুরাইশের হাতে থাকবে। অন্য কারো হাতে যাবেনা।
(১১৪৯) হযরত আওয়াম ইব্্নে হাওশাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌছেঁছে, হযরত আলী রাযিঃ বলেন কুরাইশের বিলুপ্তির পর অজ্ঞতা বিহীন পৃথিবীতে আর

কিছুই থাকবেনা।
(১১৫০) হযরত আম্মার রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃ সন্দেহে মানুষের কাছে এমন এক যুগ আসবে, যখন পৃথিবীতে কোনো কুরাইশীকে পাওয়া যাবে তখন তার সাথে শিকার করতে গিয়ে সফল হওয়া গাধার মত আচরণ করা হবে এবং তার মাথায় পাগড়ি রাখা হবে। অতঃপর তার মাথা থেকে পাগড়ি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করা হবে।
(১১৫১) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোনো কুরাইশকে হত্যাকালীন লাঞ্ছিত এবং অপদস্ত করবেন, আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তাদেরকে হত্যা করা।
(১১৫২) হযরত কা'বে আহবার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মানুষের মাঝে হত্যা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে তখন লোকজন বলবে এ যুদ্ধ মূলতঃ কুরাইশদের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং কুরাইশদেরকে হত্যা করলে তোমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। একথা শুনার পর সকলে মিলে কুরাইশদেরকে এমন ভাবে হত্যা করবে, তাদের একজনও বাকি থাকবেনা। কিন্তু এরপর গিয়ে মানুষ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে, যেমন জাহেলী যুগে লিপ্ত ছিল এবং গোলামদের একজন মানুষের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে।
(১১৫৩) হযরত কা'বে আহবার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন ইয়ামানী শাসন ক্ষমতায় বসবে, তখন বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকা অসংখ্যা কুরাইশীকে হত্যা করা হবে।
(১১৫৪) যু মিখবার রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে এরশাদ করেন, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বটি মূলতঃ হিমইয়ার গোত্রের কাছে ছিল, পরবর্তীতে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেটা কুরাইশদের হাতে অর্পণ করা হয়। তবে কিছুদিনের মধ্যে আবার সেটা তাদের কাছে ফিরে যাবে।
(১১৫৫) হযরত আবু উমাইয়া আযিয়্যামারী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাকে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে, কারণ কি? জবাবে তিনি বলেন, জিফারের কবরে একটি পাথর পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্যে লেখা রয়েছে যে, তোমাদেরকে ক্ষমতা গ্রহনের এখতিয়ার দেয়া হলো, এরপর ক্ষমতা খুব ভালোভাবে পরিচালনা কর। তবে একদিন সেটা দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। যদি ভালো হয় তাহলে প্রশংসিত হবে এবং অনেক মর্যাদাবান হতে পারবে। এক সময় আযাদ হওয়া লোকজন ক্ষমতা ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে উঠবে, কিন্তু ক্ষমতার মালিক হবে হিমইয়ার এলাকার সম্মানীত লোকজন, এরপর সমাজের নিকৃষ্টত লোকজন ক্ষমতা হাতে নিবে, অতঃপর পারস্যবাসিরা, অতঃপর কুরাইশ বংশের লোকজন, এরপর তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে। প্রত্যেকবার প্রায় অর্ধেক অর্ধেক লোকজন মারা যাবে।
(১১৫৬) হযররত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন ইয়ামানী ও বায়তুল মোকাদ্দাসের জিম্মাদারদের মাঝে তীব্র যুদ্ধ হবে তখন তোমরা কুরাইশের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে হত্যা করবে। প্রত্যেক কুরাইশীকে এমনভাবে হত্যা করা হবে তাদের কেউ জীবিত থাকবেনা। এমন কি কখনো কোনো এলাকার মাটি খুঁড়তে গিয়ে জুতা পাওয়া গেলে বলা হবে এটা কুরাইশের জুতা।
(১১৫৭) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু জুরহুমের মধ্যে জনৈক লোকের হাতে

শাসন ক্ষমতা ছিল, কিছুদিন পর তাদের মাঝে গৌরব এসে যায় এবং হিংসাপ্রবন হয়ে বাদশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে সকলে এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিছুদিনের মধ্যে কুরাইশরাও হিংসাত্মকভাবে তাদের বাদশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে সকলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এমনকি মক্কা-মদীনাসহ পৃথিবীর কোথাও কোনো কুরাইশী তালাশ করে পাওয়া যাবেনা। যেমন, বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও বনু জুরহুমের কাউকে পাওয়া যায়না। অর্থাৎ , জুরহুম গোত্রের মত কুরাইশরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

(১১৫৮) হযরত আবু বকর আল-আব্‌দী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকায় জনৈক বাদশাহ ছাউনি ফেলে গোটা বায়তুল মোকাদ্দাসকে মাড়তে থাকবে। এক পর্যায়ে সে তাজ পরিধান করবে। এ লোক মূলতঃ সেই রাজা যিনি ইয়ামানবাসীদেরকে তাদের এলাকা থেকে বের করে দিবে। আমি যেন স্বচক্ষে দেখছি, যে, একটি পাথরের উপর সে বসে থাকবে আর ইয়ামানীরা তাদের একজনকে প্রতিনিধি হিসেবে তার কাছে পাঠালে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। দ্বিতীয়জন পাঠানো হলে তাকেও সেভাবে হত্যা করবে। তারা এ পরিস্থিতি দেখে সকলে একসাথে তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলবে।

(১১৫৯) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি বায়তুল মোকাদ্দাস এসে পৌঁছবে এবং কিছুদিন পর তার এন্তেকাল হলে আহলে বায়তের জনৈক লোক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সে এই দায়িত্বে বহাল থাকবে, মানুষের উপর জুলুম নির্যাতন চালাতে থাকবে। এক পর্যায়ে লোকজন বনু আব্বাছ এবং বনু ওমাইয়ার লোকজনের উপর বদ দোয়া দিতে থাকবে। হাদীস বর্ণনাকারী জিরাহ রহঃ বলেন, সে লোক প্রায় দুইশত বৎসর পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় থাকবে।

(১১৬০) হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদির পর আহলে বায়তের কোনো ইনসাফগার লোক শাসনক্ষমতার মালিক হবেনা। তাদের জুলুম নির্যাতনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এক পর্যায়ে মানুষ বনু আব্বাছকে গালি-গালাজ করতে থাকবে। তারা বলবে এরা যদি এখানে না এসে তাদের এলাকায় অবস্থান করত, কতইনা ভালো হত। মানুষের মাঝে এমন অবস্থা বিরাজ করতে থাকলে কুস্তনতুনিয়ার গভর্নরের সাথে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে। তিনি একজন নেককার ও সৎ লোক থাকবে, মানুষকে ঈসা আঃ এর ধর্মের দাওয়াত দিবে। মোট কথা, আব্বাছি খেলাফতের সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত মানুষের এমন খারাপ অবস্থা বাকি থাকবে। বনু আব্বাাছের রাজত্ব শেষ হয়ে আসলে হযরত মাহদির আগমন পর্যন্ত লোকজন বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা-ফাসাদের মাঝে ডুবে থাকবে।

(১১৬১) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত সংগঠিত হবেনা, যতক্ষণ জনৈক কুরাইশ খলিফা বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে কুরাইশ বংশের সবাইকে সেখানে জমায়েত হতে নির্দেশ দিবেন। তাদের ঘরবাড়ি, অবস্থান সবই যেন সেখানে হবে। তারা তাদের নির্দেশে জয়লাভ করবে এবং নম্রতা প্রদর্শন করবে। এমনকি তারা তাদের ঘরবাড়ি স্বর্ণ-রূপা দ্বারা তৈরি করবে। ধীরে ধীরে অনেক শহর তাদের হাতে আসবে এবং মানুষ দ্বীনদার হয়ে যাবে। খেরাজ রহিত করা হবে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহও হ্রাস পাবে।

(১১৬২) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, বনু হাশেমের জনৈক লোক বায়তুল মোকাদ্দাস এসে

ছাউনি ফেলবে। তার নিরাপত্তার দায়িত্বে বার হাজার সৈন্য মোতায়েন থাকবে।
(১১৬৩) হযরত কা'ব রহঃ আরো বলেন, তার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে ছত্রিশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী। বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রতিটি রাস্তায় বার হাজার করে সৈন্য থাকবে।
(১১৬৪) হযরত রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঐ শাসক অনেক হায়াত পাবেন এবং জুলুমÑনির্যাতন করতে থাকবেন, শেষ সময়ে এসে তা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করে নিবেন তার এবং তার সাথে থাকা লোকজন অঢেল সম্পদের মালিক হবে। তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ হবে সকল মুসলমানের সম্পদ সমতূল্য। সে প্রসিদ্ধ সুন্নাতগুলোকে রহিত করতঃ নতুন এমন কিছু বেদআতের আহবান জানাবে যা ইতিপূর্বে ছিলনা। যিনা ব্যাপকতা লাভ করবে এবং প্রকাশ্যভাবে শরাব পান করা হবে। ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। এমনকি একলোক ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে বিভিন্ন শহর ঘুরে এমন কোন লোক পাবেনা যে একটি হাদীস বর্ণনা করতে পারে। ইসলাম তার প্রাথমিক অবস্থার ন্যায় দূর্বল আকার ধারণ করবে। সেদিন দ্বীনের উপর অটল থাকা আগুনের উত্তপ্ত কয়লা হাতে নেয়ার মত কঠিন হবে। তার নির্দেশ মত জনৈকা মহিলাকে স্বাজসজ্জা করানোর পর স্বর্ণের নুপুর পরিধান করানো হবে এবং পেট-পিট খোলা এমন পোশাক পরিধান করিয়ে পুলিশের বেষ্টনিতে শহরে ঘুরানো হবে। এ সম্বন্ধে কেউ মুখ খুললে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে।
(১১৬৫) আবু আব্দুর রহমান কাশেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের এই মসজিদের আশ্বেপার্শ্বে এমন এক নারীকে ঘুরানো হবে যার কাপড়ের ভিতর থেকে লজ্জাস্থানে পশম দেখা যাবে। এসম্বন্ধে কেউ যদি বলে যে, আল্লাহর কসম এটা ইসলাম সর্মথন করে না, তখন মারা যাওয়া পর্যন্ত ঐ লোককে মাটিতে পাড়ানো হবে। আমি যদি সে লোক হতাম কতই ভালো হতো।
(১১৬৬) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঐ শাসকের যুগে ভুমিকম্প, বিকৃতি, ধসে যাওয়া সহ সবধরনের গজব আসবে। হে ইয়ামানবাসিরা! ইসলামের প্রথম যুগ তোমাদের অনুকুলে থাকলেও আখেরী যামানা কিন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। এমনকি শাম এবং হামরা থেকে ইয়ামানীদেরকে বের হতে নির্দেশ দেয়া হলে তারা বের হয়ে যাবে এবং রীফ নগরীর সর্বশেষ সীমানায় গিয়ে আশ্রয় নিবে, যেখান থেকে আর বিতাড়িত করা সম্ভব হবেনা।
(১১৬৭) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, ইলিয়া নামক প্রান্তরে লোকজন জমায়েত হয়ে যখন নাজার গোত্রের লোকজন বলবে হে নাজার! অন্যদিকে কাহতান গোত্রের লোকজন বলবে হে কাহতান! তখন ধৈর্য্য ফিরে আসবে, সাহায্য উঠে যাবে এবং একে অপরের উপর হাতিয়ার প্রয়োগ করবে।
(১১৬৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তুমি উল্লিখিত পরিস্থিতির সম্মুখিন হও তাহলে ইয়ামানবাসিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, কেননা তারা বিজয়ী হবে।
(১১৬৯) হযরত হুজায়ফা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিঃ সন্দেহে কায়স গোত্র গোপনে আল্লাহর দ্বীন তালাশ করতে থাকবে, এমনকি তারা অশ্বারোহী হয়ে চলতে থাকবে এবং কোনো পাহাড়-পর্বত তাদের জন্য বাধা হয়ে দাড়াবেনা, এরপর আমর ইবনুয্ সালীকে বলা হলো, হে আবু মাহারিব! তুমি কায়স গোত্রের লোকজনকে শাম নগরীতে প্রবেশ করতে দেখলে তোমার

মুক্তির উপায় খুজঁতে থাক।
(১১৭০) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করবে তখন মুজার বাসিরা কুরাশীকে বলবে যা বায়তুল মোকাদ্দেসে ছিল, আল্লাহ তাআলা তোমাকে এমন কতক নিয়ামত দান করেছেন, যা ইতিপূর্বে কাউকে দান করা হয়নি যেগুলো শুধু তোমার পিতার সন্তানদের মাঝে ব্যয় করবে। সেখানে অবস্থানরত ইয়ামানী বলবে তোমরা ইয়ামান চলে যাও। আর যারা পারাসিক থাকবে তারা যেন এন্তাকিয়ায় চলে যায়। আমরা তাদের জন্য তিনটি বিষয় নির্ধারণ করেছি। কেউ সেটা না মানলে তাকে হত্যা করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, ইয়ামানীরা যাব্্রা চলে যাবে এবং পারসিকরা এন্তাকিয়া চলে যাবে। এহেন পরিস্থিতিতে যাব্্রা নামক এলাকায় অবস্থানরত ইয়ামানীরা শুনতে পাবে রাত্রে কেউ ডাক দিচ্ছে যে, হে মানসূর! হে মানসূর! উক্ত আওয়াজের দিকে কতক লোক দৌড়ে গেলে কাউকে দেখতে পায়না। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাত্রেও আওয়াজ শুনতে পায়। বর্ণনাকারী বলেন, তারা জমায়েত হয়ে বলবে,হে লোক সকল! তোমরা কি হিজরতের পর আবারো আরবে ফিরে যাবে, তাহলে তো তোমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। তোমরা তোমাদের লোকজন ও মুজাহিদকে আহবান জানাবে এবং তোমাদের হিজরতের স্থান এবং কবরাস্থানের দিকে ফিরে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তারা এক লোককে তাদের আমীর নিযুক্ত্ করবে।
(১১৭১) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারা জমায়েত হয়ে দেখবে কার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা যায়। এমন চিন্তা-ফিকির চলা অবস্থায় হঠাৎ তারা একটি আওয়াজ শুনতে পাবে, যে আওয়াজ কোনো মানুষেরও নয় ্আবার কোনো জ্বিনেরও নয়। যেখান থেকে বলা হবে, তোমরা অমুকের হাতে বাইয়াত হও। কিন্তু সে লোক হবে ইয়ামানী খলীফা।
(১১৭২) হযরত কাবে আহবার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঐ খলীফা হবেন ইয়ামানী কুরাশী এক সময় তিনি সমাজের গোত্রপতি ছিলেন। তারা ঐসব লোক যারা একসময় বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। এটা যেন ইয়ামানের বাদশাহ্্ তুব্বার বক্তব্যের প্রতিধ্বনি।
(১১৭৩) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানীরা প্রায় প্রাথমিক অবস্থায় বের হয়ে লাখাম এবং জুযাম এলাকায় ছাউনি ফেলবে। উভয় গোত্রের লোকজন ইয়ামানীদের জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা করবে। এক পর্যায়ে তারা সকলে এলাকার হয়ে যাবে।
(১১৭৪) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লাখাম, জুযাম, জাদাছ এবং আমেলা গোত্রের লোকজন ইয়ামানীদেরকে এমনভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকবে যেমন সায়্যিদুনা হযরত ইউছুফ আঃ ইয়াকুব আঃ এর পরিবারের জন্য সাহায্যকারী হয়ে গিয়েছিলেন। যার ফলে ইয়ামানী এবং হামরা গোত্রের লোকজন একসাথে চলতে থাকবে তারা বিক্ষিপ্ত মেঘমালার জমায়েত হওয়ার ন্যায় পরস্পরে সাথে মিশে যাবে।
(১১৭৫) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ধীরে ধীরে দ্বীনের মধ্যে ঘাটতি দেখা দিতে থাকবে। এমনকি! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার মত লোক পাওয়া যাবেনা। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ! আল্লাহ!! বলার মতও লোক পাওয়া যাবেনা। অতঃপর সামান্য অপরাধের কারণে তাকে হত্যা করা হবে। এরপর আল্লাহ তাআলা আরেকটি দল বিক্ষিপ্ত ভাবে সেখানে জমা হবে, যেমন বিক্ষিপ্ত মেঘমালা এক সময় জমায়েত হয়ে যায়। নিঃ সন্দেহে আমি

তাদের আমীরের নাম এবং তাদের ঘোড়া বাঁধার স্থান সম্বন্ধে জানি।
(১১৭৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গোত্র নেতার পর তোমাদের কারো যদি মৃত্যুবরণ করা সাধ্য থাকে তাহলে সে যেন মারা যায়।
(১১৭৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনজন আমীর ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আস্বীন হবেন, তাদের হাতে অনেক এলাকা জয় হবে। উক্ত খলীফাদের প্রত্যেকজন হবেন খুবই সৎ। তাদের একজন আল-জাবের, অন্যজন আল-মুকরাহ আর তৃতীয়জন হচ্ছেন, যুল আসাব। তারা তিনজন মোট চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবেন। এরা তিনজনের মৃত্যুর পর পৃথিবীতে আর কোনো কল্যান থাকবেনা। বরং সব ধরনের কল্যান যেন এদের সাথে দূর হয়ে যাবে।
(১১৭৮) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানীদের একজন জিম্মাদার থাকবে, লোকটি হবে বনু হাশেম গোত্রের। তার অবস্থানহবে বায়তুল মোকাদ্দেসে। ঐ শাসকের নিরাপত্ত্বার দায়িত্বে থাকবে বার হাজার সৈন্য। এদিকে ইয়ামানীরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। এক পর্যায়ে জমীনের সামনের প্রান্তে পৌঁছে যাবে। অতঃপর তারা লাখাম, জুযাম এলাকায় ছাউনি ফেলবে। ঐ গোত্রের লোকজন ইয়ামানীদেরকে জীবিকানির্বাহে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকবে। এক পর্যায়ে তারা সকলে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। এরপর ইয়ামানীর পরস্পরের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ এবং কোনদিকে ফিরে যাওয়া হয়। তাদের একজন উচ্চ স্বরে বলবে, আমি তোমাদের আমীরের প্রতি তোমাদের রাসূল হয়ে তোমাদের চিঠি নিয়ে এসেছি। উক্ত চিঠি নিয়ে চলতে চলতে এক পর্যায়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পৌছে সেটাকে পেশ করবে, যেখানে লেখা থাকবে তাদেরকে যেন মাফ করে দেয়া হয় এবং তাদের বাড়িতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তার বক্তব্যের উপর আমল করার পরিবর্তে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিবে। উক্ত নির্দেশ পালনে দেরি করলে আরেকজনকে পাঠানো হবে। সে এগিয়ে আসলে তার গর্দান উড়িয়ে দিতে বলবে। তারা দেরি করলে অন্য আরেকজন পাঠানো হবে। তবে আল্লাহ তাআলা তাকে মুক্তি দান করবেন। এমনকি তার কাছে গিয়ে বলা হবে যে, তার দুই সাথীকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাকেও হত্যা করার ইচ্ছা প্রসঙ্গে বলা হবে। এরপর সকলে জমায়েত হয়ে তাদের একজনকে আমীর নিযুক্ত করবেন। এরপর সবাই তার কাছে যেতে থাকবে এবং তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তাআলাও তার বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করবেন এবং মুসলমানরা তাকে হত্যা করতে সামর্থ্যবান হবে। এরপর তারা কুরাইশ বংশের লোকজনকে হত্যা করার প্রতি মনোযোগি হবে এবং যেখানে কোনো কুরাইশীকে পাবে তাকে হত্যা করবে। এমনকি পৃথিবীতে আরকোনো কুরাইশী থাকবেনা। যার কারণে কখনও কেউ মাটি খুড়তে গিয়ে কোনো জুতাজোড়া বের হয়ে আসলে বলবে হয়তো এটা কোনো কুরাইশীর জুতা।
(১১৮০) হযরত সানাবেহী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সেদিন কায়সের লোকজন এগিয়ে আসবে, যার কারণে তাদের কাউকে পৃথিবীর কোথাও কিংবা কোনো পর্বতের চুড়ায় পাওয়া যাবেনা।
(১১৮১) হযরত সুলাইমান ইব্‌্নে ঈসা রহঃ থেকে বর্ণিত, তার কাছে যাবতীয় ফেৎনা সংক্রান্ত

আরো অনেক বক্তব্য রয়েছে। তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, মাহদি দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দেসের নেতৃত্ব দান করে মারা যাবে। তার মৃত্যুর পর মানযুর নামক আরেকজন সম্মানী লোক আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং তিনি হবেন তুব্বা বাদশাহর বংশধরদের একজন। তিনি দীর্ঘ একুশ বৎসর পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকার নেতৃত্ব দিলেও পনের বৎসর পর্যন্ত খুব ভালোভাবে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবেন। তবে এরপরবর্তী তিন বৎসর মানুষের উপর মারাত্মক জুলুম-নির্যাতন করবে। আর পরের তিন বৎসর দূর্নীতি করতে থাকবে। কাউকে একটি দেরহাম দিবেনা। জিম্মিদের তার সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দিবেন। তিনিই আমাক এলাকায় মাওয়ালীদেরকে বাকি রাখবেন। তিনি বনু ইসমাঈলকে গরুর মাড়ানোর মত মাড়াতে থাকবে। তার বিরুদ্ধে মাওয়ালীদেরকে অবস্থান নিতে যিনি উৎসাহিত করবেন, তার নাম হবে কোন নবীর নামের মত এবং তার উপনাম হবে হুবহু নবীর উপনাম। আমাক এলাকা থেকে কিছু লোক তারকাছে যাওয়ার পথে মানসূরের সাথে স্বাক্ষাত হলে উভয় পক্ষ তীব্র যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে। এক পর্যায়ে তাকে হত্যা করা হবে। অতঃপর সে মাওয়ালীদের মালিক হয়ে যাবে এবং বনু ফাহতান এবং বনু ইসমাঈলকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে। তারা অবশ্যই আরবের দুই বড় শহরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে দুই শহরের একটি হচ্ছে, মদীনা এবং অন্যটি হচ্ছে সানা নগরী, যার হাতে তুর্কী ও রোমানরা বিতাড়িত হতে বাধ্য হবে। এক পর্যায়ে তারা উভয় দল এন্তাকিয়্যা নগরীর আমাক থেকে শুরু করে ফিলিস্তিনের আকা পর্যন্ত বিশাল ভূন্ডের মালিক হয়ে যাবে। তিন বৎসর পর্যন্ত মাওয়ালীদের রাজত্ব করার পর তাকে হত্যা করা হবে। এরপর দ্বিতীয় মাহদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতঃ জয়লাভ অর্জন করে ইস্তাম্বুল শহরও জয় করে নিবে। সেখানেও তিন বৎসর চার মাস দশ দিন অবস্থান করবে। এরপর হযরত ঈসা আঃ আগমন করবেন। এবং উক্ত বাদশাহ হযরত ঈসা আঃ এর কাছে রাজত্ব হস্তান্তর করবেন।

(১১৮২) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর কুরাইশের কিছু কিশোর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। যারা কম খাবারের ক্ষেত্রে ভক্ষণকারী অধিক সংখ্যকের ন্যায় অবস্থা করবে। রেখে দেয়া হলে অন্য কেউ খেয়ে ফেলবে আর সুযোগ দেয়া হলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া হবে।

(১১৮৩) শা’বান গোত্রের এক লোক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌্নে আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ দিমাশ্‌্কের মসজিদে বসা ছিলেন। সেখানে কেবলমাত্র ইয়ামানীরাই উপস্থিত ছিল। তাদেরকে সম্মোধন করে তিনি বলবেন, হে ইয়ামানীরা! তোমাদেরকে শাম নগরী থেকে বের করে দেয়ার সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে, আর আমরাও আমাদের গোত্রের লোকদেরকে তোমাদের উপর প্রাধান্য দিব।

তারা বললেন, এমন অবস্থাওকি হবে? জবাবে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ বললেন কা’বার প্রভূর কসম! নিঃসন্দেহে সেটা হবে। ইয়ামানীদের বলবে, তখন আপনাদের কি অবস্থা হবে আপনারা কি কথা বলবেননা। এরপর মজলিসের এক লোক বলে উঠল, যেদিন আমরা অত্যাচারিত বেশি হব, নাকি আপনারা বেশি হবেন। জবাবে তিনি বললেন, না বরং আমরা অত্যাচারিত বেশি হব।

জবাবে ইয়ামানী বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! অতিসত্ত্বর জালেমরা জানতে পারবে তাদের জন্য

কি শাস্তি অপেক্ষা করছে।
(১১৮৪) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক খলীফা বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে ছাউনি ফেলার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা খুব ভালোভাবে জীবন-যাপন করতে থাকবে।
(১১৮৫) ওয়ালিদ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আখেরী যামানায় মাহদি আঃ পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবেন, তার যুগে পৃথিবীতে ইনসাফ প্রকাশ পাবে, অতঃপর তিনি মারা গেলে আহলে বায়তের আরেকজন ইনসাফগার লোক শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। তার মৃত্যুর পর এমন একজনের হাতে ক্ষমতা যাবে, যে সবসময় জুলুম ও অত্যাচার করতে থাকবে। এক পর্যায়ে তাদেরই বংশের এক লোক ক্ষমতাসিন হবে এবং ইয়ামান দখল করবে। এরপর পর পর তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করবে এবং মুহাম্মদ নামক একজনকে তাদের শাসক নিযুক্ত করবে। কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন, ঐ লোকটিও ইয়ামানের অধিবাসি হবে এবং তার মাধ্যমে ভয়ানক যুদ্ধ সংগঠিত হবে।
(১১৮৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌্নে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদির ইন্তেকালের পর এমন একলোক শাসনভার গ্রহণ করবেন যিনি ইয়ামানবাসিদেরকে তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করবেন। অতঃপর খলীফা মানসূর ক্ষমতার মালিক হবে, এরপর মাহদী নামক আরেকজন শাসনভার গ্রহণ করবেন, যার হাতে রোমানদের শহর বিজয় হবে।
(১১৮৭) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি এবং খলীফা অবশ্যই কুরাইশ বংশের হবে। যদিও মূল এবং বংশগতভাবে মাহদি ইয়ামানের বাসিন্দা হবে।
(১১৮৮) হযরত আবুয্‌্যাহিরিয়্যাহ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে কুরাইশদেরকে এমন নিয়ামত দান করা হয়েছে, যা অন্যদেরকে দেয়া হয়নি, তাদের দানসমূহ স্থায়ী থাকবে যতদিন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, নদীগুলো প্রবাহিত হবে এবং বিভিন্ন ঢেউ প্রবাহমান থাকবে। বিগত লোকদের মাঝে কল্যান বর্তমান লোকদের থেকে বেশি হবে। কুরাইশের জনৈক লোক উক্ত দায়িত্ব পালনে খুবই কষ্ট স্বীকার করবে। তবে সেটা ব্লাকমেইল কিংবা ভয় দেখানোর মাধ্যমে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। আল্লাহ্‌্র কসম! যদি তোমরা কুরাইশের অনুসরন কর তাহলে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর অনেক এলাকা তোমাদের অধীন হয়ে যাবে। হে লোকসকল! তোমরা বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে কুরাইশের অনুসরন না করলেও তাদের কথা, বক্তব্য অবশ্যই শুনবে।
(১১৮৯) হযরত ইসমাঈল ইব্‌্নে মুহাম্মদ ইব্‌্নে আমর ইব্‌্নে সা'দ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! যতদিন পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ তাআলার অনুসরণ করবে, তার কথা মত চলবে, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের হাতেই পৃথিবীর শাসনক্ষমতা থাকবে। আর যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করো তাহলে তোমাদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে এমন ভাবে দূরে সরিয়ে দিবে, যেমন আমার লাঠি এই বস্তুকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। অতঃপর একদল লোক তাদেরকে উঠিয়ে আনবে এবং পৃথিবীর বুকে আবারো আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিবে।
(১১৯০) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, মাহদির ইন্তিকালের পর ইয়ামানের কাহতান অঞ্চলের এক লোক খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। সেইলোক মাহদির

দ্বীনিভাই হবে এবং মাহ্‌্দির ন্যায় আমল করবে। তিনিই হবে এমন এক খলীফা যার হাতে রোম শহরের বিজয় নিশ্চিত হবে এবং সেখানের যাবতীয় গনীমতের মাল প্রাপ্ত হবে। এমর্মে হযরত কা'ব রাযিঃ বলেন, বনু হাশিমের জনৈক লোক বায়তুল মোকাদ্দাসের ক্ষমতার মালিক হবে, তখন শরীয়তের প্রচলিত সুন্নাতসমূহ বিলুপ্ত করে দিবে এবং নতুন করে অনেক বেদআত উদ্ভাবন করবে। অবস্থা এমন হবে, একটি হাদীস বর্ণনা করার জন্য কোনো একজন আলেম পাওয়া যাবেনা। তার যুগে ধসে যাওয়া ও বিকৃতি হয়ে যাওয়া সহ অনেক আযাব পরিলক্ষিত হবে। ইসলাম ধীরে ধীরে প্রাথমিক অবস্থার ন্যায় দূর্বল আকার ধারণ করবে এবং সেদিন দ্বীনের উপর অটল থাকা আগুনের জ্বলন্ত কয়লা হাতে রাখার মত কঠিন হবে এবং অন্ধকার রাত্রিতে চলাচলকারী পথিকের ন্যায় হবে। তার মেয়ে বাজারের অলি-গলিতে পুলিশ প্রহরায় ঘুরাফেরা করবে। তার পরনে স্বর্ণের অলংকার থাকবে, যা সামনে-পিছনে প্রকাশিত অবস্থায় থাকবে। কেউ এ সম্বন্ধে কথা বললে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে।

(১১৯১) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌্নে শুরাহবীল ইবনে হাসানা রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে হযরত আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম কুরাইশ বংশ নিঃশেষ হয়ে যাবে।

(১১৯২) হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন নাযার তার গোত্রের লোকদেরকে ডাক দিয়ে বলবে, হে নাযার! এবং ইয়ামানবাসিরা বলবে, হে কাহ্‌্তান! তখন মানুষের মাঝে ধৈর্য্য ফিরে আসবে, সাহায্য-সহযোগিতা উঠে যাবে এবং তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্র প্রয়োগ করা হবে।

(১১৯৩) হযরত আব্দুর রহমান ইব্‌্নে কাইযসাদাকি স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, কাহ্‌্তানী মূলতঃ হযরত মাহদির পরে ক্ষমতাসীন হবে। কসম সে সত্তার যিনি আমাকে সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, তিনি তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

(১১৯৪) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মাহদি এবং রোমানদের মাঝে একটি চুক্তি সম্পাদন হওয়ার কিছুদিন পর মাহদি মৃত্যুবরণ করবে। এরপর তার পরিবারের একজন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে মাত্র কিছু সময়ের জন্য। এরপর ফিলিস্তিনীদের উপর তার তলোয়ার পরিচালনা করবে। যার কারণে তারা সকলে তার উপর আক্রমন করে বসবে। ফলে সে জর্দানবাসিদের কাছে সাহায্য কামনা করবে। মাহদির পর ইনসাফের সাথে মাত্র দুইমাস খেলাফতের দায়িত্ব পালান করতে স্বক্ষম হবে। এরপর নিজের প্রজাদের উপর জুলুম করতে থাকবে। এক পর্যায়ে সকলে মিলে তার উপর হামলা করলে সে দিমাশেকর দিকে পালিয়ে যাবে। তোমরা কি জাবিয়ার ফটকের পার্শ্বে স্থাপিত ফাঁসির মঞ্চ দেখেছ।// যেখানে গোল পাথরটি রয়েছে তার পাঁচ হাত পিছনে। সেখানেই তাকে হত্যা করা হবে। লোকজন তার হত্যার কথা ভুলে যাওয়ার পূর্বেই বলা হবে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও। এযুদ্ধটি সূর এবং আকার মধ্যবর্তী স্থানে সংগঠিত হবে। এই সর্ববৃহৎ যুদ্ধের অন্যতম।

(১১৯৫) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্‌্ ইব্‌্নে ওমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে ইয়ামানবাসি! যখন মুজার তোমাদেরকে বের করে দিবে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে! তারা জবাবে বলল, হে আবু মুহাম্মদ! সেটাও সম্ভব? তিনি জবাব দেন, কসম সেই সত্ত্বার যার

হাতে আমার প্রাণ! হ্যাঁ এমনই হবে, তারা তোমাদের উপর জুলুম করবে। ইব্‌্নে ওমর রাযিঃ এর কথা শুনে জনৈক ইয়ামানী বলে উঠলেন, জালেম ও অত্যাচারীগণ অতি সত্ত্বর জানতে পারবে, তারা কোন অবস্থার সম্মুখিন হবে।
জবাবে আব্দুল্লাহ ইব্‌্নে ওমর রাযিঃ বলবেন // আমি যদি সেটা জানতাম তাহলেতো তোমাদের সাথেই অবস্থান করতাম।
(১১৯৬) হযরত মুররা ইব্নে রবিয়া রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, ভয়াবহ যুদ্ধের দিন এক অস্ত্রধারী সৈন্য বেহুশ হওয়া থেকে হঠাৎ হুশ ফিরে পাবে। সে থাকবে মূলতঃ ঘোড়ার সাথে ঝুলন্ত অবস্থায়। যার কারণে তার উরু এবং পায়ে চিহ্ন থাকবে।
(১১৯৭) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা কুরাইশদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করোনা, কেননা তারাই হবে সর্বপ্রথম যারা ধ্বংস হয়ে যাবে তাদের অন্তর্ভূক্ত। এমন কি গোবরের স্তুপে কিংবা কোনো ময়লা-আবর্জনার ভিতর কেউ কারো জুতা দেখতে পেয়ে বলবে, উক্ত জুতাটি হেফাজত করে রাখ, যেহেতু সেটা হয়তো কোন কুরাইশের হবে।
(১১৯৮) হযরত ইব্‌্নে শিহাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিঃ কে বললেন, নিঃসন্দেহে তোমার বংশের লোকজন সর্বপ্রথম ধ্বংস হওয়া জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কথা শুনে হযরত আয়েশা রাযিঃ কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তার অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, হে আয়েশা! কাঁদছ কেন? তুমি কি আমাকে কুরাইশ বংশের মনে করোনা, আমি কি বনু তামীমের অধিবাসী। আমি তো বিশেষ করে তোমার বংশ বুঝাইনি, বরং আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমগ্র কুরাইশ। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে গোটা পৃথিবীর ক্ষমতা দিয়েছেন। ধীরে ধীরে তারা সম্মানিত হয়ে উঠেছে এবং মৃত্যু তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে। সে হিসেবে কুরাইশ বংশই সর্ব প্রথম পৃথিবীর বুক থেকে নির্বংশ হবে।
(১১৯৯) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তুমি আরববাসিকে কুরাইশদের ব্যাপারে উদাসীন অনুভব করবে, এরপর শাসক বর্গ, আরবদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে থাকবে। আর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানরাও শাসকদের কথাকে তুচ্ছ আখ্যায়িত করে তাহলে তোমাকে কিয়ামতের আলামত গ্রাস করে নিবে। বর্ণনাকারী কুরাইশ বললেন, একথা শুনে আমি বললাম হে আবু ইসহাক! হুজায়ফা রাযিঃ তো আমাদেরক দুই লাল সম্বন্ধে হাদীস বর্ণনা করেছেন। জবাবে তিনি বললেন, এটা মূলতঃ তখনই হবে যখন কিতাব এবং বিভিন্ন আমলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। বর্ণনাকারী আবু আব্দুল্লাহ বলেন, আল-ওসায়িদ দ্বারা আমল উদ্দেশ্য হয় এবং কলম দ্বারা কিতাবই উদ্দেশ্য হয়ে থাকবে।
(১২০০) হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু হাশেমের একজন লোক বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকার খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর গোটা পৃথিবীতে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে এবং বায়তুল মোকাদ্দাস নতুনরূপে সংস্কার করবে, সে ধরনের সংস্কার ইতোমধ্যে করা হয়নি। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। তার খেলাফতের সাত বৎসর বাকি থাকতে তার হাতে রোমানদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন হবে।

কিছুদিন পরই রোমানরা উক্ত চুক্তি ভঙ্গঁ করবে এবং আমাক নগরীতে তার বিরুদ্ধে বিশাল সৈন্য বাহিনী জমা করবে। এ শোকে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। এরপর বনু হাশেমের জনৈক লোক তার স্থলাভিষিক্ত হবে। তার হাতেই রোমানরা পরাজিত হবে এবং ইস্তাম্বুল নগরীর বিজয় হবে। অতঃপর সে রোমিয়া নগরীর দিকে অগ্রসর হবে এবং সেটা জয় করতঃ সেখানে গচ্ছিত রাখা সম্পদগুলো বের করে আনবে এবং সেখানে থাকা হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ আঃ এর দস্তরখানাও বের করবে। অতঃপর বায়তুল মোকাদ্দাসে গিয়ে অবস্থান করবে। তার যুগেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং হযরত ঈসা আঃ ও আসমান থেকে অবতরন করবে। ঐ শাসক হযরত ঈসা আঃ এর পিছনে নামায আদায় করবেন।
(১২০১) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত খলীফার নেতৃত্বে ভারতের যুদ্ধ সংগঠিত হবে, তার নাম হবে ইয়ামন। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ ও এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
(১২০২) হযরত সাফ্ওয়ান ইবেন আমর জনৈক সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, আমার উম্মতের একদল ভারতের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয়ী করবেন। এক পর্যায়ে শিকল পরা অবস্থায় ভারতের রাজার সাথে মুসলমানদের স্বাক্ষাৎ হবে। এই যুদ্ধে অংশ গ্রহনকারী প্রত্যেক যাবতীয় অপরাধ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর তারা শাম নগরীর দিকে অগ্রসর হবে এবং সেখানেই তারা সায়্যিদুনা হযরত ঈসা আঃ কে পেয়ে যাবে।
(১২০৩) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, তার কাছে সর্বমোট বারোজন খলীফার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব খলীফার পর শাসক ও বাদশাহ্রা দেশ পরিচালনা করবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আব্বাস রাযিঃ বলেন, আল্লাহর কসম! এরপর খেলাফতে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন, সিফাহ্, মানসুর এবং মাহদি। উক্ত মাহিদই খেলাফতের দায়িত্ব হযরত ঈসা ইব্নে মারইয়াম আঃ এর হাতে দিয়ে যাবেন।
(১২০৪) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খেলাফতের দায়িত্বে প্রথমে সিফাহ থাকবে তারপর মানসূর, জাবের, মাহদি, আল-আমীন, সীন-সালাম, অতঃপর কা'ব ইবেন লুরাই এর বংশধর থেকে ছয়জন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবে। এরপর আসবে কাহতান গোত্রের আরেকজন লোক। এদের মত নেককার লোক সাধারনত দেখা যায়না।
(১২০৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন সিফাহ, সালাম, মানসুর, জাবের আল-আমীনসহ প্রত্যেক খলীফা নেককার, যা কেউ কখনো দেখেনি, তাদের প্রত্যেকে কা'ব ইবেন লুইয়াই এর বংশধর। আরেকজন খলীফা কাহ্তান গোত্রের। একমাত্র ইউআয়মান ছাড়া তার মত আর কেউ হতে পারেনা।
(১২০৬) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, খলীফা মানসূর, মাহদি এবং সিফাহ প্রত্যেকে বনু আব্বাছের অন্তর্ভুক্ত।
(১২০৭) হযরত কা'ব রাযিঃ বর্ণনা করেন, খলীফা মানসূর বনু হাশেমের একজন।
(১২০৮) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক আমীর যারা আত্মীয়তার

মাধ্যমে আমীর নিযুক্ত হবে তারা সকলে ইয়ামানী হবেন। হাদীস বর্ণনাকারী ওয়ালীদ রহঃ বলেন, কা'ব রহঃ এর ধারনা মতে ইয়ামানী মূলতঃ কুরাইশী হবেন, আর তিনিই হবেন গোত্রের মনোনীত ব্যক্তি।

(১২০৯) হযরত আব্দুর রহমান ইব্‌নে কাইস ইব্‌নে জাবের সাদাফী রাযিঃ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, কাহতানী এবং পরবর্তীতে আরো যারা খলীফা ও আমীর নিযুক্ত হবেন, তারা প্রত্যেকে মাহদির পর আসবেন।

(১২১০) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানসূর হিময়ার পনের খলীফা হতে পঞ্চম খলীফা হবেন।

(১২১১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, খলীফা হবেন, জাবের, মাহদি,মানসূর, সালাম। অতঃপর খলীফা হবে গোত্রের নির্বাচিত ব্যক্তিগন । এমন মহৎ ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুর পর সাধ্য থাকলে তুমিও মারা যাও।

(১২১২) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, ধারাবাহিক ভাবে তিনজন খলিফা আগমন করবেন, তাদের সকলে খুবই ন্যায়পরায়ন ও নেককার হবেন। যাদের নেতৃত্বে অনেক এলাকা বিজয় হবে। প্রথম জনের নাম হবে, জাবের, দ্বিতীয় জনের নাম হচ্ছে আল-মুফরাহ এবং তৃতীয় জন হচ্ছেন, সমাজের শীষস্থানীয় ব্যক্তি বর্গ। তারা সর্বমোট চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। এরপর পৃথিবীর বুকে আর কোনো ধরনের কল্যাণ থাকবেনা।

(১২১৩) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, আমার পরিবারের এক লোকের আত্মপ্রকাশ হবে, যার নাম হবে সিফাহ্। তার প্রকাশ হবে আখেরী যামানায় এবং ফিতনা প্রকাশের যুগে হবে। তিনি দুই হাত ভরে মানুষকে দান-সদকা করবেন।

(১২১৪) হযরত আরতাত রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, মাহদি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর জীবিত থাকবেন, এরপর নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করবে, অতঃপর কাহতান গোত্রের আরেকজন লোক যার উভয় কান ছিদ্র বিশিষ্ট হবে খলীফা নিযুক্ত হবেন এবং খলীফা মাহদিকে অনুসরণ করবেন। তিনি বিশ বৎসর পর মারা যাবে। মূলতঃ তাকে হত্যা করা হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বংশধর থেকে একজন লোক খলীফা হবেন, যার নাম মাহদি হবে, তিনি হবেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তার হাতে কায়সারের শহর জয় হবে। তিনি উম্মতে মুহাম্মদিয়ার সর্বশেষ আমীর। তার যুগেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং হযরত ঈসা ইবনেমারইয়ান আঃ পৃথিবীর বুকে পূনরায় আগমন করবেন।

(১২১৫) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কা'ব রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বায়তুল মোকাদ্দাসের জনৈক বাদশাহ ভারতের দিকে সৈন্য প্রেরণ করে ভারত জয় করবেন এবং সেখানে অবস্থিত যাবতীয় সম্পদসমূহ হস্তগত করার পর সেগুলোকে বায়তুল মোকাদ্দাসের অলংকার হিসেবে রেখে দিবেন। এরপর ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্র জয় করার পর দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত তারা ভারতেই অবস্থান করতে থাকবে।

(১২১৬) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, খেলাফত বায়তুল মোকাদ্দাসে

এসে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত, তোমরা খুবই সাচ্ছন্দের সাথে জীবন-যাপন করবে।
(১২১৭) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইর ইবনে নুফাইর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের কিছু লোক হযরত ঈসা ইবেন মারইয়ামের যুগ পাবে। তারা মর্যাদার দিক দিয়ে তোমাদের মত, কিংবা তোমাদের চেয়ে আরো উত্তম।
(১২১৮) হযরত কা'ব রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, কুরাইশের নিকৃষ্টতম এক লোক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে ছাউনি ফেলবে। সেখানের সম্পদ ও সম্মানি লোকদেরকে তার কাছে নিয়ে আসা হলে, তাদের উপর মারাত্মকভাবে জুলুম-অত্যাচার করা হবে। তার গেইটের প্রহরী বৃদ্ধি করা হবে এবং তারা অল্প সময়ে খুবই সম্পদশালী হয়ে যাবে। যার কারণে কেউ কেউ একমাস, কেউ দুইমাস আবার কেউ দীর্ঘ তিনমাস পর্যন্ত ভক্ষণ করতে পারবে, এমন কি তাদের পরিত্যক্ত খাবার খাবার খেয়ে অন্য সকলে মোটাতাজা হয়ে যাবে। তারা যুদ্ধবিদ্ধস্ত এলাকায় অবস্থানকারীদের ন্যায় ব্যাপক নিরাপত্তার ভিতর জীবন-যাপন করতে থাকবে। উক্ত খলীফা পূর্ব থেকে চলে আসা নিয়মনীতিগুলোকে রহিত করে দিয়ে নতুন করে কিছু নিয়ম উদ্ভাবন করবে। তার যুগে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বৃদ্ধি পেতে থাকবে, যিনা ব্যাপকতর লাভ করবে, মানুষ প্রকাশ্যে মদ পান করবে। সে সময় ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা খুবই কমে যাবে; এমনকি কোনো লোক ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে গোটা শহর তন্ন তন্ন করেও এমন একজন আলেম পাওয়া যাবেনা, যিনি কোনো একটি হাদীস বর্ণনা করবেন। তার যুগে ধসে যাওয়া, আকার আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়াসহ অনেক ধরনের আযাব দেখা দিবে। ইসলাম তার সূচনালগ্নের ন্যায় দূর্বল হয়ে যাবে। দ্বীনের উপর অটল থাকা হবে হাতে জ্বলন্ত আগুনের কয়লা রাখার মত কঠিন। এবং অন্ধকার রাত্রে মানচিত্র অন্বেষণকারীর মত হয়ে যাবে। তার অবস্থা এমন লজ্জাষ্কর হবে, তার মেয়েকে আধুনিক ও অত্যন্ত সুন্দর কাপড় ও অলংকারে সজ্জিত করে পুলিশ প্রহরায় বাজারে ঘুরতে থাকবে। থাকবেনা তার পরনে কোনো শালিন পোষাক। উলঙ্গের মত চলাফেরা করবে। এ সম্বন্ধে কেউ আপত্ত্বিমূলক কোনো কথা বললে তাকে সাথে সাথে হত্যা করা হবে। মানুষকে তাদের ন্যায্য পাওনা খাবার থেকে বঞ্চিত করবে। তাদেরকে কোনো উপঢৌকন দিবেনা। এরপর ইয়ামানবাসিদেরকে শাম নগরী থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিবেন। ফলে প্রত্যেককে একাকীভাবে পুলিশের সহায়তায় এলাকা ত্যাগে বাধ্য করা হবে। কোনো একজন সৈন্যকে আস্ত রাখা হবেনা। যার কারণে তাদেরকে রীফ থেকে বের করে দেয়া হবে। ফলে তারা বুসরা শহরের দিকে চলে যাবে। তবে সেটা হবে তার শেষ বয়সে। অতঃপর ইয়ামানবাসিদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, যার কারণে তারা শরৎকালের পানির ন্যায় জমায়েত হবে। তারা যেখানেই অবস্থানকারী হোক না কেন আত্মীয়তার কারণে সকলে এক হয়ে যাবে। এরপর তারা একে অপরকে বলবে, তোমরা তোমাদের এলাকা, হিজরতের স্থান ত্যাগ করে কোথায় যাচ্ছ। এরপর সকলে একথার উপর একমত হবে যে, তাদের একজনের হাতে সকলের বাইয়াত গ্রহণ করা উচিৎ। তাদের কেউ বলবে অমুকের হাতে বাইয়াত হওয়া উচিৎ, আবার অন্য আরেকজন বলবে, না অমুকের হাতে বাইয়াত হতে হবে। হঠাৎ তারা এমন একটি আওয়াজ শুনতে পাবে, যা কোনো মানুষেরও নয়, আবার কোনো জ্বিনেরও নয়। সেখান থেকে বলা হবে, তোমরা অমুকের হাতে

বাইয়াত গ্রহণ কর। ঐ লোকের উপর সকলে একমত হয়ে যাবে। এবং তার কথা মেনে নিবে। সেও কখনো কারো পক্ষাবলম্বন করবেনা। এভাবে বাইয়াতের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর কুরাইশের জালেম ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করবে। কিন্তু উক্ত জালেম শাসক তাদের সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করবে এবং খবর পৌছানোর জন্য মাত্র একজন লোককে জীবিত রাখবে। এরপর ইয়ামানের বাসিন্দারা কিছু সংখ্যক সৈন্য সহকারে উক্ত জালেমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে। কিন্তু কাফেরদের সৈন্য থাকবে প্রায় বিশ হাজার। তবে তাদের সৈন্যের আধিক্যকে পরোয়া না করে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যায় এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইয়ামানবাসিদের সহযোগিতা করতে লাখাম, জুযাম, আমেলা ও জাদাছ এলাকার বাসিন্দারা এগিয়ে আসে। তাদের জন্য খাবার এবং রসদপত্রও সরবরাহ করে। সেদিন তারা ইয়ামানবাসিদের এমনভাবে সাহায্য করবে যেমন সায়্যিদুনা হযরত ইউসুফ আঃ তার ভাইদেরকে করেছিলেন। কসম সেই সত্ত্বার যার হাতে কা'বের প্রাণ নিঃসন্দেহে লাখাম, জুযাম, আমেলা ও জাদাছ এলাকার বাসিন্দাগণ মূলতঃ ইয়ামানীদের অন্তর্ভুক্ত যদি তারা কখনো তোমাদের কাছে এসে তোমাদের সাথে বংশগত সম্পর্ক আছে বলে দাবি করে তাহলে তাদেরকে তোমাদের গোত্র বা বংশের অর্ন্তভুক্ত করে নিবে। এরপর সকলে একসাথে এগিয়ে যেতে যেতে বায়তুল মোকাদ্দাস এসে পৌঁছবে। সেখানে তাদের সাথে কুরাইশের সেই অত্যাচারী শাসকের সাথে দেখা হবে। সম্মিলিতভাবে আক্রমণের মাধ্যমে তার ইয়ামানীদের হাতে পরাজিত হবে। ইয়ামানবাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের কেউ একটুকরো কাপড় নিয়েও দাড়াতে পারবেনা।

(১২২০) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্্নে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, একদা হযরত মুআবিয়া রাযিঃকে সম্বোধন করে বলতে শুনেছি, আমাদের বংশের জনৈক লোক দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। তার খেলাফতের সাত বৎসর বাকি থাকতে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে। অতঃপর আ'মাক নামক স্থানে তার মৃত্যু হলে তাদের বংশের আরেকজন লোক শাসনভার গ্রহণ করবেন। তার হাতেই রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন হবে।

(১২২০) হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু হাশেমের জনৈক লোক, যার নাম হবে, আস্্বাগ ইবনে ইয়াযিদ। তার হাতেই রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন হবে।

(১২২১) কাইস আস-সাদাফী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, মাহদির পর জনৈক কাহতানী নামক লোক শাসক নিযুক্ত হবে। কসম সেই সত্ত্বার যিনি আমাকে হক্ব নিয়ে প্রেরণ করেছেন, তার হাতেই বিজয় হবে।

(১২২২) হযরত আবু আমের আলহানী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর খাদেম সু'বান রাযিঃ বলেছেন, হে আবু আমের! তুমি তোমার তলোয়ারকে প্রস্তুত কর , চল্লিশটি থেকেও বেশি পরিমানে তীর সংগ্রহ কর এবং যথেষ্ট পরিমানে রসদপত্র প্রস্তুত রাখ, হতে পারে এ এলাকা থেকে তোমাকে খুবই নাজুকভাবে বের হয়ে যেতে হবে।

(১২২৩) হযরত ইমরান ইবনে সেলিম আলÑকুলাঈ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, বড়ই দুূর্ভাগ্য ধনী এবং মোটা লোকদের জন্য, খুবই সুসংবাদ গরীবদের জন্য। তোমরা তোমাদের নারীদেরকে চামড়ার তৈরি মোজা পরিধানে অভ্যস্ত করাও এবং তাদেরকে ঘরের ভিতরে হাটতে শিখাও। হতে পারে একদিন তাদেরকে এখান থেকে পায়ে হেটে দীর্ঘ পথ পাড়ি

দিতে হবে।
(১২২৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, কুরাইশ বংশের বিশজন লোক অবশিষ্ট থাকলেও দ্বীন ইসলাম সঠিকভাবে বাকি থাকবে।
(১২২৫) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যু মিখবার রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব মূলতঃ হিমইয়ারবাসীদের কাছে ছিল, আল্লাহ তাআলা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কুরাইশদের হাতে অর্পণ করেছেন। অতিসত্ত্বর আবার তাদের কাছে ফিরে যাবে।
(১২২৬) হযরত হুযাইফা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুজারবাসীদের অন্ধকার সর্বদা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে থাকবে, প্রত্যেক নেককার ও ভালো লোককে হত্যা করা হবে। একসময় তারা আল্লাহ এবং তার ফেরেশতা কর্তৃক আক্রান্ত হবে। তখন একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে স্বীকৃতপ্রাপ্ত লোকজনই মুমিন থাকবে, ঐ সময় তারা কোনো প্রকার গুনাহের কাজে জড়িত হবেনা। একথা শুনে তাকে আমর ইবনুল সালি বলেন, তুমি শুধুমাত্র মুজারবাসীদের কথা বলে থাক কেন, অন্যদের কথা মুখে উচ্চারন না করার কারণ কি?
জবাবে তিনি বলেন, তুমি কি একজন যোদ্ধা, তিনি হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে তার কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তুমি কি উম্মে কাইস হাফসার যোদ্ধাদের দেখেছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার কথা শুনে বললেন, যখন তুমি কাইসকে সারিবদ্ধভাবে শাম নগরীতে প্রবেশ করতে দেখবে তখন তুমি আত্মরক্ষার হাতিয়ার প্রস্তুত করো।

(১২২৭) হযরত আবু আরতাত্‌ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাযিঃকে বলতে শুনেছি, যারা আল্লাহর নিয়ামতকে কুফরীতে রুপান্তরিত করেছে এবং তাদের গোত্রকে ধ্বংসে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে, তাদের সাথে লোকজনের কোনো সুসম্পর্ক থাকবেনা,বরং সকলের সম্পর্ক থাকবে কুরাইশদের সাথে, অতঃপর তিনি বলেন, দিনরাত্র আপন গতিতে চলবে যতক্ষণনা একজন কুরাইশকে উপস্থিত করে তার মাথা থেকে পাগড়ি খুলে নেয়া হবে। এভাব চলতে তাদের অনিষ্টতা ও অভ্যাসে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসবেনা।
(১২২৮) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, আমার উম্মতের ধ্বংস হবে কুরাইশের কতিপয় অল্পবয়স্ক লোকের শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে হবে।
(১২২৯) হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।
(১২৩০) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আমর ইব্‌নে সালী! যখন তুমি কাইস বংশের লোকজনকে শাম নগরীতে প্রবেশ করত দেখবে তখন তুমি তোমার যুদ্ধাস্ত্রগুলো প্রস্তুত করে নাও। অতঃপর তিনি বলেন, বনু মুজার বিচ্ছিন্ন হয়ে মুমিনদেরকে হত্যা করবে এবং তাদেরকে অত্যাচার করতে থাকবে। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা মুমিন এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে আযাব নাযেল হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে প্রকাশ্য কোনো গুনাহ দেখা যাবেনা।

(১২৩১) হযরত ইয়াযিদ ইব্‌্নে হিময়ার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিফার বংশের হাতে থাকবে শাসন ক্ষমতা এবং হিময়ারবাসীদের নেতৃত্বে থাকবে ব্যবসায়ীদের উপর।
(১২৩২) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হালাবাছ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে কুরাইশদেরকে এমন বস্তু দান করা হয়েছে, যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। তাদেরকে এভাবে দেয়া হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হবে কিংবা নদী বহমান থাকবে, নদীতে ঢেউ চলতে থাকবে। বিগত বৎসরগুলো অনেক ভালোভাবে অতিবাহিত হয়েছে আগত বৎসরের তুলনায় কুরাইশের জনৈক লোক শাসনভার গ্রহনের জন্য চেষ্টা ও কৌশল অব্যাহত রাখবে। সেটা ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমেও হতে পারে, আবার ব্লাকমেইল কিংবা ভয় দেখিয়েও হতে পারে । আল্লাহর কসম! যদি তোমরা কুরাইশের অনুসরণ করতে থাক তাহলে এ জমিনে তোমাদের রাজত্ব অব্যাহত থাকবে। হে লোক সকল! তোমরা কুরাইশের কথা মত চললেও তাদের ন্যায় আমল করা থেকে বিরত থাক। উত্তম লোক সেই হবে যে উত্তমরূপে কুরাইশের অনুসরণ করেছে এবং নিকৃষ্টতম লোক হবে যারা কুরাইশের অনুসরণ করেনি। পাঁচটি কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দিলে তারাই সর্বদা প্রাধান্য পাবে। যদি কখনো আমানতের খেয়ানত না করে, কখনো কোনো ধরনের ওয়াদা ভঙ্গ না করে, বন্টনের ক্ষেত্রে যদি ইনসাফ করে, বিচারের ক্ষেত্রে যদি ন্যায় পরায়নতা অবলম্বন করে। কেউ তাদের কাছে দয়া চাইলে যেন দয়া করে। যারা এমন কাজ করতে পারেনা তাদের উপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আযাব আসবে।
(১২৩৩) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেনে, পৃথিবী থেকে সর্ব প্রথম কুরাইশ বংশই হারিয়ে যাবে, বিশেষ করে কুরাইশের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার আহলে বাইত নিঃশেষ হয়ে যাবে।
(১২৩৪) হযরত আরতাত্‌্ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদি মৃত্যুবরণ করার পর কাহতান গোত্রের উভয় কান ছিদ্রবিশিষ্ট একজন লোক শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তার চরিত্র হবে হুবহু মাহদির মত। তিনি দীর্ঘ বিশ বৎসর পর্যন্ত শাসক হিসেবে থাকার পর, তাকে অস্ত্রের হত্যা করা হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বংশধর থেকে জনৈক লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। যিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবেন। তার হাতে কায়সার সম্‌্রাটের শহর বিজয় হবে। তিনিই হবেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর উম্মতের মধ্যে সর্বশেষ খলীফা বা বাদশাহ। তার যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং হযরত সায়্যিদুনা ঈসা আঃ আসমান থেকে অবতরণ করবেন।

ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্বন্ধে

(১২৩৫) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, বায়তুল মোকাদ্দাসের একজন বাদশাহ ভারতের দিকে সৈন্য প্রেরণ করবে এবং সেখানের যাবতীয় সম্পদ ছিনিয়ে নিবে। ঐ সময় ভারত বায়তুল মোকাদ্দাসের একটি অংশ হয়ে যাবে। তখন তার সামনে ভারতের সৈন্য বাহিনী গ্রেফতার অবস্থায় পেশ করা হবে। প্রায় গোটা পৃথিবী তার শাসনের অধীনে থাকবে। ভারতে তাদের অবস্থান দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত থাকবে।
(১২৩৬) হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ একদা ভারতে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'তোমাদের পক্ষ থেকে একদল সৈন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে আল্লাহ তা'আলা ভারতের বিপক্ষে তোমাদেরকে জয়লাভ করাবেন। তাদের সম্‌্রাটকে শিকল

দ্বারা বেঁধে বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে আসা হবে। তবে আল্লাহ তাআলা তাদের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। এরপর তারা পূনরায় ভারতে ফিরে গিয়ে শাসনক্ষমতা চালাতে থাকবে এবং এ অবস্থায় হযরত ঈসা আঃ এর আগমন হবে। হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ উল্লিখিত হাদীস বর্ণনার পর বলেন, আমি যদি ভারতের সেই যুদ্ধ পায় তাহলে আমি আমার যাবতীয় সম্পদ বিক্রি করে রসদাপত্র সংগ্রহ করার পর উক্ত যুদ্ধে শরীক হব। অতঃপর আল্লাহর সাহায্যে জয়লাভ করার পর আমি আযাদ আবু হুরায়রা হিসেবে ফিরে আসতাম। শাম নগরীতে আসার পর ঈসা ইবনে মারইয়াম আঃ এর সাক্ষাৎ যদি পেয়ে যেতাম তাহলে তার নিকটবর্তী হয়ে বলে দিতাম, আমি কিন্তু আপনার সান্নিধ্যার্জন করতে পেরেছি হে আল্লাহর রাসূল। হযরত আবু হুরায়ারার কথাটি শুনে রাসূলুল্লাহ সাঃ প্রথমে মুচকি হাসলেও পরে কিন্তু হেসে দিয়ে বললেন, ভালো ভালো।

(১২৩৭) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাদের সামনে ভারত যুদ্ধ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এক পর্যায়ে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যদি আমার উক্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ হয় তাহলে এরজন্য আমার জান-মাল সবকিছু কোরবানী দিয়ে দিব। সেখানে আমি যদি শহীদ হয়ে যায় তাহলে আমি হব উত্তম শহীদদের একজন, আর গাজী হয়ে ফিরে আসলে আমি হয়ে যাব স্বাধীন আবু হুরায়রা।

(১২৩৮) হযরত আরতাত রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত ইয়ামানী খলীফার নেতৃত্বে কুস্তনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) এবং রোমানদের এলাকা বিজয় হবে। তার যুগে দাজ্জালে আবির্ভাব হবে এবং হযরত ঈসা আঃ আগমন করবেন। তার আমলে ভারতের যুদ্ধ সংগঠিত হবে, যে যুদ্ধের কথা হযরত আবু হুরায়রা বলে থাকেন।

(১২৩৯) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সাফওয়ান ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, আমার উম্মতের একদল লোক ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয়ী করবেন। এক পর্যায়ে তারা ভারতের সম্রাটকে শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাআলা তাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তারা শামের দিকে ফিরে যাবে। অতঃপর শাম দেশে হযরত ঈসা আঃ কে পেয়ে যাবে।

মাহদির পর হিম্স নগরীতে কাহতানীর রাজত্বকালীন ঘটনা প্রসঙ্গে

(১২৪০) হযরত কা'ব রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কাহতানীর রাজত্বকালীন হিমইয়ার ও হিম্স নগরীতে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে। তখন হিম্স এলাকার গভর্নর থাকবে কিন্দাহ এলাকার একজন লোক। তাকে কুজাআহ নামক একলোক হত্যা করবে এবং তার কর্তিত মাথাটি মসজিদের পার্শ্বে একটি গাছের সাথে লটকিয়ে রাখা হবে। এ কাজটি দেখে হিমইয়ারবাসীরা খুবই রাগান্বীত হবে এবং তাদের মাঝে এত মারাত্মক যুদ্ধ হবে যার কারণে প্রত্যেকে মসজিদের পার্শ্বে থাকা ঘরের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলবে, যাতে করে যুদ্ধের কাতার প্রসস্থ করা যায়। ঐ সময় পশ্চিমাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। তখনই তারা হিম্স নগরীতে গিয়ে পৌছঁবে। অতঃপর ইয়ামানের নিকৃষ্টতম গোত্রের মাঝে আশ্বস্থতা নেমে আসবে, কেননা তারা হবে এদের প্রতিবেশি।

(১২৪১) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিম্স নগরীতে কুজাআ এবং হিমইয়ারবাসিদের মাঝে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে। উক্ত যুদ্ধ হবে মূলতঃ ধূসর বর্ণের একটি

খচ্চরকে নিয়ে। এক পর্যায়ে কুজাআ বংশের লোকজন ফুরাত নদীর পার্শ্বে হিমইয়ারবাসির উপর হামলা করবে। অতঃপর রুস্তনের বাজারে উভয় দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে। দুটি ঘোড়া বাজারের দুই দিক থেকে এগিয়ে আসলেও কেউ কাউকে দেখবেনা, এটা অবশ্যই ঘরবাড়ি এবং দেয়াল ইত্যাদি স্থাপনের পূর্বে। আমরা খুবই আশ্চর্য্য হয়েছি, এটা কীভাবে হতে পারে যে, একজন অন্য জনকে দেখা ব্যতীত বাজারের দিকে দুইটি ঘোড়া এগিয়ে আসবে। অথচ তখন সেখানে কোনো ধরনের দেয়াল ছিলনা। এক পর্যায়ে সেখানে ঘরবাড়ি-দেয়াল ইত্যাদি বানানো হয়েছে। অতঃপর আমরা জানতে পারি যে, সেটা ছিল যে হাদীসের ব্যাখ্যা যা আমরা এতদিন পর্যন্ত শুনে আসছিলাম । তার বাস্তবতা হচ্ছে, দুই দল অশ্বারোহীর মাঝে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে, অতঃপর কুতুনের গলি থেকে একজন সুলতান বের হয়ে আসবে। অন্যদিকে সাফওয়ানের ভাষ্যমতে তিনি একটি ধূসর বর্ণের উন্নতজাতের ঘোড়ার উপর আরোহন করে এগিয়ে আসবে, অতঃপর খচ্চরের দখল নেয়ার জন্য লটারীর ব্যবস্থা করবে। এরপর উভয়দল লজ্জিত হয়ে ফিরে যাবে। ধ্বংস হোক আদ গোত্রের জন্য, যারা আইম থেকে এগিয়ে আসবে, এবং আইম গোত্রের জন্য ও ধ্বংস যারা আদ এলাকা থেকে এগিয়ে আসবে। আদ গোত্র হচ্ছে, হিময়ারের অন্তর্ভুক্ত এবং আইম গোত্র কুজাআর একটা অংশ। সাফওয়ানের হাদীসে এসেছে, ঐ সময়ই কুজাআ ধ্বংস হয়ে যাবে।
(১২৪২) হযরত হারিজ ইবনে উসমান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিমইয়ার এবং কুজাআ গোত্রের মাঝে হিম্্স নগরীতে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে। সেটা হবে রুস্তন এবং কুব্বা এলাকার মাঝামাঝি স্থানে। তাদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ হবে।
(১২৪৩) হজরত তাবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিম্্স নগরীতে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে, এমনকি বাজারের দেয়াল ইত্যাদি ভেঙেঁ পড়বে। ফুরাত এলাকা থেকে কুজাআদের জন্য সাহায্য এসে পৌঁছবে। এক পর্যায়ে তারা পলায়ন পূর্বক পৃষ্টপ্রদর্শন করবে। ঐ সময় যুদ্ধটি মূলতঃ হিমসের কুব্বার পিছনে হবে। হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দুস সালাম, বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিম্স নগরীতে কুজাআ এবং হিমইয়ার এলাকার বাসিন্দাদের মাঝে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে। এক পর্যায়ে যুদ্ধের কাতারের প্রশস্ততার জন্য তারা তাদের বাজারের দেয়াল ভেঙেঁ ফেলবে। অন্যদিকে ইয়ামানবাসীরা তাদের মাঝে থাকা দেয়াল ও অন্যান্য বস্তু ভেঙেঁ ফেলবে, যেন যুদ্ধের জন্য উম্মুক্ত জায়গার ব্যবস্থা হয়ে যায়। অতঃপর হিমইয়ারের প্রত্যেক গোত্রের লোকজন বসে যাবে। তারা পূর্ব-পশ্চিমের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ঝান্ডা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসবে। অতঃপর বাজারের উম্মুক্ত মাঠে উভয়দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে হিম্্স নগরীতে ভয়াবহ যুদ্ধ হবে। উক্ত যুদ্ধে অনেক রক্তপাত হবে। এমনকি ঘোড়ার ক্ষুর পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। বাজারে অলিগলিগুলো রক্তে সয়লাব হয়ে যাবে। মোট কথা সেখানে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। তোমাদের কেউ সেই এলাকায় উপস্থিত হয়ে গেলে সে যেন সেখান থেকে বের হওয়ার সাধ্যমত চেষ্টা করে। সুসংবাদ সেদিন যারা গ্রামে বসবাস করে অথবা হিমসের কিবলার দিকে অবস্থান করে। অতঃপর হিমইয়ারবাসিরা কুজাআর উপর আক্রমণ করে তাদেরকে সেখান থেকে রুস্তনের গেইট দিয়ে বের করে দিবে। যুদ্ধ তীব্র আকার ধারন করলে জনৈক বাদশাহ ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে এগিয়ে আসবে, লোকজন তাকে দেখতে পাবে। তখন তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু সেই বাদশাহ তাদের মাঝে বাধা হয়ে

দাড়াবেন,এদিকে কুজাআবাসিরা উপস্থিত হিমইয়ারের উপর তীব্র আক্রমন করবে। ঐ সময় কুজাআ গোত্রের পার্শ্বে ফুরাত নদী থাকবে। অতঃপর তারা বিশাল এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসবে এবং শাম নগরীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং বিশৃঙ্খলা তীব্র আকার ধারন করবে।
(১২৪৪) হারিয ইব্‌্নে উসমান রহঃ বলেন আমি ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালিকে রাজত্বকালীন শুনেছি, স্বজনপ্রীতির কারনে হিম্স নগরীতে কুজাআ গোত্র এবং ইয়ামানবাসিদের মাঝে তীব্র এক যুদ্ধ সংগঠিত হবে। এক পর্যায়ে যুদ্ধ করার সুবিধার্থে উভয়দল বাজারের মাঝখানে থাকা দেয়াল ভেঙেঁ ফেলবে। তখন হিম্সের বাজারের মাঝখানে তেমন কোনো দোকানপাট ছিলনা। তবে হিশাম ক্ষমতাশীল হওয়ার পর সেখানে যথেষ্ট ঘরবাড়ি ও দোকানপাট করা হয়েছে। সে দোকানগুলো সেদিন ধ্বংস করে ফেলা হবে। হাদীস বর্ণনাকারী হারীয রহঃ বলেন, আমরা শুনতাম যখন হিম্স নগরীতে চারটি বড় বড় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সে মসজিদ এবং মুসা ইবেন সুলায়মান যে মসজিদটি স্থাপন করেছেন সেটা হচ্ছে সেই চার মসজিদের তিন নাম্বার মসজিদ।
(১২৪৫) হযরত কা’ব আহবার রহঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হিম্স নগরীতে মোট তিনটি মসজিদ হবে। তার মধ্যে একটি মসজিদ হচ্ছে শয়তানের , তার মুসল্লিরগণও হবেন শয়তানের, আরেকটি হচ্ছে, আল্লাহর জন্য, তবে তার প্রতিবেশিরা শয়তানের জন্য। অন্য আরেকটি মসজিদ আল্লাহর জন্য, তার প্রতিবেশিরাও আল্লাহর জন্য। যে মসজিদ শয়তানের জন্য এবং তার শয়তানের জন্য সেটা হচ্ছে, হযরত মারইয়াম আঃ এর এবাদতগাহ। আর যে মসজিদ আল্লাহর জন্য এবং তার আহল শয়তানের জন্য, সেটা হচ্ছে, আমাদের মসজিদ, তার প্রতিবেশিদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের লোকজন রয়েছে। আর যে মসজিদটি আল্লাহর জন্য এবং তার আহলও আল্লাহর জন্য, সেটা হচ্ছে হযরত যাকারিয়া আঃ এর মসজিদ। তার প্রতিবেশি হবে হিমইয়ার এলাকার বাসিন্দাগন সেখানে অবশ্যই আহলুল ইয়ামানও জমা হবে।
(১২৪৬) হযরত আবুয়্‌্যাহিরিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্বাছের ঘরে তোমরা পানি প্রবাহিত করোনা, কেননা সেটাকে অল্প সময়ের মধ্যে মসজিদে রূপান্তর করা হবে। এটিই হবে মূলতঃ তোমাদের মসজিদ। বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এ এলাকায় আসতে থাকবে এবং এটাকে মসজিদ বানানো হবে সুতরাং, তোমরা সে স্থানে প্রশ্রাব করোনা।
(১২৪৮) হযরত সাদ ইবেন সিনান কতিপয় শেখ থেকে বর্ণনা করেন, তারা বলেন, হিম্‌্সনগরীর বিকট একটি আওয়াজ শুনা যাবে। তখন প্রত্যেকে যেন ঘরের ভিতরে অবস্থান করে। এবং তিন ঘন্টা পর্যন্ত নিজেদের ঘরের ভিতরে অবস্থান করতে থাকবে, ঘর থেকে বের হবেনা।
(১২৪৯) হযরত আবু আব্দুল্লাহ নুআইস রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাকিয়্যাহকে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে একবার কোমর বেঁধে ঘুমাতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি ব্যাপার আপনাকে কোমর বাধা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে?
জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, তোমরা সকলে ঈসা ইবনে মারইয়ামের সহযোগিতা করার প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

আ'মাক এবং ইস্তাম্বুলের বিজয়

(১২৫০) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, জনৈক শাসক রোমানদের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তাৎক্ষণিৎভাবে কেউ তার বিরোধিতা করবেনা এবং ভবিষ্যতেও এমন কোনো আশঙ্কা নেই। তিনি তার সৈন্যদেরকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হতে একটি এলাকায় কিছু দিনের জন্য ছাউনি ফেলবে। বর্ণনাকারী বলেন, গেইটের মধ্যে লেখা থাকবে, নিশ্চয় মুমিনদেরকে আদন এলাকা থেকে সাহায্য করা হবে যা তাদের উটের উপর প্রকাশ পাবে। এভাবে তারা চলতে থাকবে এবং দশজনকে হত্যা করবে। এভাবে চলতে গিয়ে তারা নিজেদের রসদপত্র থেকে ভক্ষণ করেছে এবং রাত্র ব্যতীত কোনো বস্তুই তাদের জন্য বাঁধা হয়নি। তাদের তীর, তলোয়ার কামান ইত্যাদি সর্বদা প্রস্তুত অবস্থায় থাকবে। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর পরাজয় চাপিয়ে দিবেন। তখন এমন এক যুদ্ধ সংগঠিত হবে যা সাধারণতঃ দেখা যায়না, ভবিষ্যতেও দেখা যাবে কিনা সন্দেহ। অবস্থা এমন হবে যে, কোনো একটি পাখি তার ডানার সাহায্যে উড়তে থাকলে মৃত মানুষের দুর্গন্ধের কারণে মারা যাবে। সে দিনের শহীদদের জন্য দুটি অবস্থা হবে, একটি হচ্ছে, পূর্বে শাহাদাত বরণ করা শহীদদের মত হবে। অথবা সেদিন মুমিনদের জন্য এমন অবস্থা হবে যা পূর্বে অতিবাহিত হওয়া মুমিনদের ন্যায় হবে। তাদের আর কখনো আগমন হবেনা। আর অবশিষ্ট লোকজন দাজ্জালের সাথে মোকাবেলা করবে। উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে সীরিন রহঃ বলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন। যদি আমি উক্ত যুগ পর্যন্ত জীবিত থাকি, কআর সে যুদ্ধে যোগ দেয়ার মত কোনো শক্তি আমার মাঝে মজুদ না থাকে তাহলে আমি একটি খাটিয়ার উপর রেখে সেটা বহন করে যুদ্ধে দু দলের ঠিক মাঝখানে রেখে দিবো।

মুহাম্মদ ইবেন সীরিন রহঃ বলেন, হযরত কা'বে আহবার রহঃ বলতেন, আল্লাহর কসম! খ্রীস্টানদের মাঝে দুটি গণহত্যা হবে, তার একটি চলে গিয়েছে, অন্যটি এখনো বাকি আছে।

(১২৫১) হযরত মাসলামা ইবনে আব্দুল মালিক রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি কুস্তনতুনিয়া বা ইস্তাম্বুল নগরীতে পৌঁছলে একজন যুবক তার কাছে এগিয়ে আসে, যুবকটি পরনে উত্তম পোশাক এবং উন্নত মানের ঘোড়ার উপর সওয়ার। সে এসে বলল "আমি তাবারিস"।

তার কথা শুনে মাসলামা তাকে খুব সম্মান করলেন, তাকে কাছে টেনে নিলেন এরপর তাবারিস নামক লোকটি মুসলিম আররুমির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন বনু সরওয়ানের একজন গোলাম, যাকে রোমনদের থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়েছে। মুসলিম আর রুমিকে বলা হলো, এ লোকটি দাবি করছে সে নাকি 'তাবারিছ'।

এ কথা শুনে সে বলে উঠল, লোকটি মারাত্মক মিথ্যাবাদি। আমি তাবারিসকে খুব ভালোভাবেই চিনি। সে যদি দশ হাজার লোকের মাঝেও হয় অবশ্যই আমি তাকে বের করে আনব। তাবারিস হচ্ছে, একজন মোটা প্রকৃতির লোক, প্রশস্ত কপাল বিশিষ্ট, তার দাঁতগুলো হবে খুবই বিশ্রিভাবে বের হওয়া। তার বয়স ষাট বৎসর হবে। পানি পান করার সময় দাঁতগুলো দৃশ্যায়ন হবে। আমরা আমাদের এলাকায় উট খাওয়া ছেড়ে দিলে সে বলবে আমাদের এলাকায় এসে যাও ইচ্ছামত উটের গোশ্ত খেতে পারবে। তার কথা শুনে বিশাল একদল সেদিকে এগিয়ে যাবে, ইতিপূর্বে সেই রকম হয়নি। তারা এসে আ'মাক নামক এলাকায় পৌঁছবে এবং মুসলমানরাও সেখানে পৌঁছে

যাবে। তারা সাহায্য কামনা করলে ইয়ামানের পক্ষ থেকে সাহায্য এসে পৌঁছবে। যারা ইসলামের সাহায্য করবে এবং জাজিরা ও শামের খ্রীস্টানদেরকে সাহায্য করবে। মুসলমানরা খ্রীস্টানদের দিকে এগিয়ে তাদের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা উঠিয়ে নেয়া হবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের উপর ধৈর্য্য নেমে আসবে। এ দিকে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধাস্ত্র স্থাপন করে রাখবে। কারো সাথে তলোয়ার থাকলে তার কোনো ক্ষতি হবেনা তার নাক-কান কাটা যাবেনা, তার অবস্থান গোপন রাখতে হবেনা, বরং যেখানে ইচ্ছা সেখানে প্রকাশ্যভাবে চলাফেরা করতে পারবে। মুসলমানদের আরেকদল লাঞ্ছিত-অপদস্থ হয়ে ফেরৎ আসবে, যার কারণে তারা নি ¤œস্তরে উপনীত হবে। জান্নাত তো কখনো দেখবেনা, জান্নাতে বাসিন্দাদেরকেও দেখবেনা। অন্য আরেকদল জান-প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করবে, তাদের উপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য নেমে আসবে। সে সময় তারাই হবে জমিনের বুকে সর্বশেষ শহীদ। ইতিপূর্বে যারা অতিবাহিত হয়েছে কিংবা পরবর্তীতে আসবে তাদের থেকে এরা সত্তরগুণ সওয়াব বেশি প্রাপ্ত হবে। বাকি লোকদের জন্য সামান্যমাত্র প্রতিদান থাকবে। উভয় দল একত্রিত হলে ব্যক্তি ঝান্ডা উচিয়ে ধরবেন তাকে হত্যা করা হবে, অতঃপর আরেকজন, অতঃপর আরেকজন, এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট জনৈক লোক ঝান্ডা ধারন করবে, যার কপালটি সামান্য বাঁকা প্রকৃতির হবে। তাকে আল্লাহ পাক বিজয়ী করবেন। এবং কাফেরদের হত্যা ও পরাজিত করবেন। তাদেরকে একজন লোক মুসলমানদের ঝান্ডা ধারনকারীর অনুসরন করবে, মূলতঃ সে ছিল কাফেরদের ঝান্ডাবাহক। যে ঝান্ডা সে ছাড়া আর কেউ বহন করেনি। এক পর্যায়ে তারা সমুদ্রের কাছে এসে পৌঁছবে, সেখানে পৌছে ওজু করতে গেলে তাদের কাছ থেকে পানি অনেক দূরে সরে যাবে। আবারো পানির কাছে গেলে পানি দূরে চলে যাবে। এ অবস্থা দেখে তার সওয়ারীর কাছে ফিরে আসবে এবং সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দিবে। সমুদ্রের পানি তখন দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে, এক ভাগ তার ডান পার্শ্বে থাকবে, আরেকভাগ থাকবে বাম পার্শ্বে। এক পর্যায়ে সে তার সাথীদেরকে সমুদ্র পাড়ি দিতে নির্দেশ দিয়ে বলবে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সমুদ্রের বুকে পানিকে দুইভাগ করে রাস্তা করে দিয়েছেন, যেমন বনী ইসরাঈলের জন্য করা হয়েছিল। তারা সকলে একসাথে সমুদ্র পাড়ি দিবে। এরপর সমুদ্রের পার্শ্বে পরিস্কার এক স্থানে একটি ঝর্ণার আত্মপ্রকাশ হবে। হাদীস বর্ণনাকারী আবু যুরআ বলেন, উক্ত ঝর্ণাটি আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং সে ঝর্ণা থেকে ওজুও করেছি। সেই পানি থেকে কেউ ওজু করলে সাথে সাথে দুই রাকাত নামাযও আদায় করে। ঐ ঝান্ডা বাহক তার সাথীদেরকে বলবে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেয়া একটি বিষয়। একথা শুনার সাথে সাথে সকলে তাকবীর দিয়ে উঠবে এবং সে তাদেরকে আল্লাহ তা’রীফ ও তাহলীল করতে বললে সকলে সেটা বাস্তবায়ন করবে। এরপর বারটি বুরুজ তাদের দিকে হেলে মাটিতে পতিত হবে। সকলে সেখানে প্রবেশ করে তাদের যুবকদেরকে হত্যা করবে এবং গনীমতের মাল বন্টন করবে। সে এলাকাকে এমনভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিবে কখনো সেটা আর আবাদ হবেনা।

(১২৫২) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্্নে মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, রোম এবং মুসলমানদের মাঝে একটি চুক্তি এবং সন্ধি স্বাক্ষরীত হবে। এরপরও তাদের কিছু দুশমনের সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হবে এবং তারা তাদের

গনীমতের মাল তাকসীম করবে। অতঃপর রোমানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মারাত্মক যুদ্ধ করবে, যার কারণে তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করার সামর্থ্য রাখে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারী-শিশুদেরকে বন্দি করা হবে। এক পর্যায়ে রোমানরা বলবে, তোমরা আমাদের জন্য গনীমতের সম্পদ বন্টন করো, যেমন তোমাদের জন্য আমরা যাবতীয় সম্পদ ও নারী শিশুকে বন্টন করেছ। এরপর রোমানরা বলবে, তোমাদের শিশুদের থেকে যা তোমরা প্রাপ্ত হয়েছ সেগুলো তোমাদের মাঝে বন্টন করে দাও। জবাবে মুসলমানরা বলবে, আমরা কখনো মুসলমানদের সন্তানদেরকে তোমাদের মাঝে বন্টন করতে পারিনা।
একথা শুনে তারা বলবে, তাহলে তোমরা আমাদের সাথে গাদ্দারী করেছ। অতঃপর তারা কুস্তুনতুনিয়া নগরীতে তাদের মূল স¤্রাটের কাছে ফিরে যাবে। গিয়ে বলবে, আরবরা আমাদের সাথে গাদ্দারী করেছে, অথচ আমরা সংখ্যায় তাদের থেকে অনেক বেশি এবং তাদের চেয়ে অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে আমরা বেশি শক্তিশালি। আমি আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সাহায্য করুন। জবাবে সে বলবে, আমি তাদের সাথে গাদ্দারী করতে পারবোনা, দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্ন যুদ্ধে তারাই আমাদের উপর জয়লাভ করেছে। অতঃপর তারা রোমানদের স ¤্রাটের কাছে এসে বিস্তারিত আলোচনা করলে তিনি আশি প্লাটুন সৈন্য সমাগমের প্রতি মানোযোগ দেন,প্রত্যেক ঝান্ডা বা প্লাটুনে প্রায় বারো হাজার করে সামুদ্রিক সৈন্য থাকবে। এরপর সে তার সৈন্যদেরকে বলবে, যখন তোমরা শাম দেশের বন্দরে নোঙ্গর করবে তখন তোমাদের প্রতিটি বাহনকে জ্বালিয়ে দিবে, যাতে করে তোমরা আবার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে না যাও। তারা তাদের স¤্রাটের কথামত সবকাজ করবে ফলে শামের জল-স্থল উভয়ভাগ দখল করে নিবে। তবে দিমাশ্‌ক এবং আল-মু'তার শহরদ্বয় তাদের দখলমুক্ত থাকবে। ঐসময় বায়তুল মোকাদ্দাসকে বিরান ভূমিতে পরিণত করবে।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ বলেন, সে সময় দিমাশ্্ক নগরীতে মুসলমানদের স্থান সংকুলান হবে কিনা?
জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন, কসম সেই সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ, দিমাশ্‌ক নগরীতে যেসব মুসলমানের আগমন হবে প্রত্যেকের সংকুলান হয়ে যাবে, যেমন বাচ্চাদানিতে শিশুর সংকুলান হয়ে যায়।
আব্দুল্লাহ ইব্্নে মাসউদ রাযিঃ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে মু'তাক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাাহ সাঃ জবাব দেন যে, আল-মু'তাক হচ্ছে, হিম্্সের নিকটবর্তী শামের সমুদ্রের পার্শ্বে একটি পাহাড়ের নাম । যাকে মূলতঃ আরনাত বলা হয়। মুসলমানদের সন্তানরা আল-মু'তাকের উচু স্থানে অবস্থান করবে। আর মুসলমানরা থাকবে আরনাতের সমুদ্রের নিকটে। আর মুশরিকরা থাকবে আরনাতের নদীর পিছনে। তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে সকাল-সন্ধ্যা যুদ্ধ করতে থাকবে। কুস্তুনতুনিয়ার স¤্রাট এটা দেখতে পেলে তিনি ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে কুনসারীনের স্থলভাগের দিকে মনোযোগী হয়ে উঠবে। এক পর্যায়ে সত্তর হাজারের বিশাল এক বাহিনী নিয়ে ইয়ামান থেকে এগিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরকে ঈমানের আলোতে যেন আলোকিত করেন। তাদের সাথে হিমইয়ার নগরীর আরো চল্লিশ হাজার লোক যোগ দিবে। এক পর্যায়ে তারা বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে পৌছুবে এবং রোমানদের সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হলে

তারা মারাত্মকভাবে পরাজিত হবে। তাদেরকে দলে দলে বের করে দেয়া হবে। তারা ঐ সময় কুনসারীন এসে পৌছবে এবং তাদের কাছে মাদ্দাতুল মাওয়ালী আসবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম মাদ্দাতুল মাওয়ালী কি জিনিস।

জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন, তার হচ্ছেন, তোমাদের আযাদকৃত লোকজন,এবং তারা তোমাদের থেকে হবে। আরেক গোত্র পারস্যের দিক থেকে এগিয়ে আসবে এবং বলবে, হে আরবদল! তোমরা আমাদের বিপক্ষে স্বজনপ্রীতি দেখিয়েছ। আমরা কাউকে সহযোগিতা করতঃ দুই দলে বিভক্ত হবোনা। অথবা তোমাদের কালিমার সাথে ঐক্যমত পোষণ করব। অতঃপর তোমরা নাযার গোত্রের সাথে একদিন যুদ্ধ করবে, আবার একদিন যুদ্ধ করবে ইয়মানীদের সাথে। ইতিমধ্যে রোমানরা আ'মাক এলাকার দিকে যেতে থাকবে।

মুসলমানরা প্রসিদ্ধ একটি নদীর পার্শ্বে ছাউনি ফেলবে। অন্যদিকে মুশরিকগন রকবা নামক একটি নদীর কিনারায় অবস্থান করবে। যে নদীকে মূলতঃ কালো নদী বলা হয়। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ ভয়াবহ এক যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়বে। এদিকে আল্লাহ তা'আলা উভয়দল থেকে সাহায্য তুলে নিয়ে ধৈর্য্য ধারন করার সুযোগ দিবেন। যার কারণে মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করবে, অন্য এক তৃতীয়াংশ পলায়ন করিলেও আরেক তৃতীয়াংশ দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করে যাবে। যে তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করেছে তারা একেকজন বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী দশজনের মর্যাদার সমতুল্য হবে। বদর যুদ্ধের প্রত্যেক শহীদ কমপক্ষে সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করবেন আর উক্ত যুদ্ধের শহীদগন সাত শত জনের জন্য সুপারিশ করবেন।

যে এক তৃতীয়াংশ পলায়ন করেছিল তারা আবার তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক তৃতীয়াংশ রোমানদের সাথে মিশে গিয়ে বলবে, যদি আল্লাহ তাআলার কাছে এ দ্বীনের কোন প্রয়োজন হতো তাহলে অবশ্যই এদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। অথচ, তারা আরবদের সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের অর্ন্তভুক্ত। অন্য এক তৃতীয়াংশ বলবে, আমাদের বাপ-দাদার অবস্থান রোমানদের থেকে অনেক উর্দ্ধে। যার কারণে রোমানরা আমাদের কাছেও পৌঁছতে পারবেনা। তারা বলবে, আমাদেরকে গ্রামে পৌঁছে দাও। তারা হবে সত্যিকারের আরবের বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

অন্য এক তৃতীয়াংশ বলবে, প্রত্যেক কিছু আল্লাহ তাআলার নাম এবং সিদ্ধান্তে হয়ে থাকে এবং শাম নগরীতে এক প্রকারের অকল্যাণ জড়িত। সুতরা আমরা সকলে ইরাক, ইয়ামান ও হেজাজ অভিমুখে চলে যাক, যেখানে রোমানদের পক্ষ থেকে আর কোনো আশঙ্কা থাকবেনা।

যে এক তৃতীয়াংশ দৃঢ়চিত্ত্বে ছিল, তারা পরস্পরের সাথে জড়ো হয়ে বলবে, হে আল্লাহ! তাদের থেকে স্বজনপ্রীতি দূর করে দিন, যেন সকলে আপনার কালিমার উপর অটল থাকতে পারে এবং আপনার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে। কেননা স্বজনপ্রীতি থাকা অবস্থায় আপনার পক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবেনা। অতঃপর তারা সকলে জমায়েত হয়ে একথার উপর বাইয়াত গ্রহণ করবে যে, তাদের শহীদ হওয়া ভাইদের সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে। যখন রোমানরা মুসলমানদের আগমন দেখবে এবং তাদের কতক লোক মৃত্যুবরণ করাও উপলব্ধি করতে পারবে। একপর্যায়ে মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্পতা দেখে জনৈক রোমান সৈন্য উভয় দলের মাঝখানে একটি লম্বা পতাকা হাতে দাড়িয়ে যাবে। পতাকাটির সাথে একটি ক্রুশও সংযুক্ত থাকবে। উক্ত ক্রুশকে উচু করে ধরে এমর্মে আওয়াজ দিয়ে উঠবে "ক্রুশের জয় হয়েছে

ক্রুশের জয় হয়েছে”। এ অবস্থা দেখে মুসলমানদের এক মুজাহিদও একটি পতাকা হাতে উভয় দলের মাঝখানে এসে উচ্চস্বরে বলবে, “বরং আল্লাহর সৈনিকদের জয় হয়েছে, বরং আল্লাহ্ সৈনিকদের জয় হয়েছে”। কাফেরদের “ক্রুশের জয় হয়েছে” কথাটি শুনে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের উপর খুবই রাগান্বীত হবেন, এবং ফেরেশতাদের সরদার হযরত জিবরাঈল আঃ কে বলবেন, হে জিবরাঈল আমার বান্দাদেরকে সাহায্য কর। একথা শুনে জিব্রাঈল আঃ এক লক্ষ ফেরেশতার বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে নেমে আসবেন, অতঃপর আল্লাহ তাআলা হযরত মিকাঈল আঃ কে বলবেন হে মিকাঈল! আমার বান্দাদেরকে সাহায্য কর। একথা শুনে হযরত মিকাইল আঃ দুই লক্ষ ফেরেশতার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দ্রুত গতিতে নেমে আসবেন অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে ইসরাফিল! আমার বান্দাদেরকে সাহায্য কর। একথা শুনার সাথে সাথে হযরত ইসরাফিল আঃ তিন লক্ষ ফেরেশতার বিশাল বাহিনী নিয়ে নিচে নেমে আসবেন। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের আরো বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করলেও কাফেরদের উপর ক্রোধ প্রদর্শন করবেন। যার কারণ তারা অনেক সংখ্যক মারা পড়বে এবং পরাজিত হবে। বিজয়ী বেশে মুসলমানরা রোমানদের এলাকায় প্রবেশ করতে করতে অমৃরিয়্যাহ এলাকায় পৌঁছে সেখানের সীমানায় অনেক লোকের সমাগম দেখবে। যারা বলবে, এত অধিক সংখ্যক রোমান বাহিনী মারা পড়তে আমরা আর কখনো দেখিনি। এত নির্মমভাবে পরাজিত হওয়াও আর দেখা যায়নি। আর এ শহরে এবং এ শহরের সীমানায় এত বেশি লোকও কখনো দেখা যায়নি।

মুসলমানরা রোমানদেরকে ঈমান গ্রহণ করতে বলবে। না হয় জিযিয়া প্রদান করতে নির্দেশ দিবে। তারা জিযিয়া দিতে রাজি হলে রোমান এবং তার আশপাশের লোকজনের জন্য নিরাপত্ত্বা নিশ্চিত করা হয়। হঠাৎ করে সংবাদ পৌঁছবে, হে আরবদল! তোমাদের দেশে দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। অথচ সংবাদটি ডাহা মিথ্যা ছিল। এ খবর শুনে হাতের কাছে যার যা ছিল সবকিছু নিয়ে দাজ্জালের মোকাবেলা করতে এগিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছে খবরটি মিথ্যা হিসেবে সাব্যস্থ হয়। এদিকে রোমানদের এলাকায় থাকা অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে রোমানরা এমনভাবে হত্যা করবে, এক পর্যায়ে কোনো আরব নারী-পুরুষ কিছু ছেলে সন্তানকে রোম দেশে রাখেনি, বরং সবাইকে সমূলে হত্যা করেছে। এসংবাদ মুসলমানরা পাওয়ার সাথে আবারো তারা ফিরে আসবে। এদিকে আল্লাহ তা’আলা তার ক্রোধকে আবারো প্রকাশ করবেন,যার কারনে রোমানদের যুবকদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারীÑশিশুদেরকে বন্দি করা হবে। এ যুদ্ধে অনেক গনীমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হবে। যে কোনো শহর কিংবা কেল্লায় মুসলমানগন হামলা করলে তিন দিনের ভিতরেই সেটা জয় করা সম্ভব হতো। প্রতিটা শহর-কেল্লা জয় করার পর মুসলমান সাগরের কিনারায় গিয়ে ছাউনি ফেলবে এবং সমুদ্রের প্রবাল জোয়ারের কারনে গোটা এলাকা প্লাবিত হয়ে যাবে। ইস্তাম্বুলের অধিবাসিরা এ অবস্থা অবলোকন করে বলবে, সমুদ্র আমাদেরকে যথেষ্ট জোয়ার দিয়েছে এবং মাসীহও আমাদের সাহায্যকারী। কিন্তু তাদের সকল আশাÑভরশা নিরাশায় পরিণত করে সকাল হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র শুকিয়ে যায় এবং তার মধ্যে মুসলমানরা তাবু স্থাপন করে এবং ইস্তাম্বুলের নদীর উপর একটি ব্রীজ তৈরী করে। এদিকে জুমার রাত্রিতে মুসলমানরা কাফেরদের শহরকে তাহমীদ,তাকবীর ও তাহলীল দ্বারা সকাল পর্যন্ত

অবরুদ্ধ করে রাখে। তাদের কেউ ঘুমানোর কিংবা বসার সুযোগ পায়নি। সকাল হওয়ার সাথে সাথে মুসলমানরা উচ্চস্বরে তাকবীর দিয়ে উঠলে দুই বুরুজের মাঝামাঝি এলাকা ধ্বসে পড়ে যায়। নিজেদের এ অবস্থা দেখে রোমানরা বলবে, এতদিন পর্যন্ত আমরা আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছিলাম, বর্তমানে আমাদের প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। যেহেতু তিনি আমাদের শহরকে ধ্বসে দিয়েছেন এবং আমাদের এলাকাকে বিরান ভুমিতে পরিণত করেছেন। রোমানদের এলাকায় মুসলমানরা অবস্থান করতে থাকবে, ঢালের মাধ্যমে স্বর্ণকে ওজন দেয়া হবে এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্টন করা হবে। তারা সংখ্যায় এত বেশি হবে, যার কারনে একজন পুরুষ তিনশত কুমারী নারীর মালিক হবে। তাদের হাতে থাকা প্রত্যেকটি বস্তু দ্বারা তারা উপকৃত হতে থাকবে। এরপর বাস্তবিকই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। ঐসময় কতক আল্লাহর ওলীর হাতে কুস্তুনতুনিয়া তথা ইস্তাম্বুল নগরীর জয় হবে। তারা এমন আল্লাহর ওলী যারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত হায়াত পাবেন এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সুস্থ রাখবেন। এক পর্যায়ে সায়্যিদুনা হযরত ঈসা আঃ আগমন করলে তারা ঈসা আঃ এর সাথে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন।

(১২৫৩) হযরত কা'বে আহবার রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রোম বিজয় হওয়ার পর সমুদ্রে আর কখনো জাহাজ চলবেনা। এর পর হযরত কা'ব রহঃ বলেন, আ'মাক এলাকার যুদ্ধ যাবতীয় ফিৎনার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তিনটি গোত্র পুরোপুরিভাবে তাদের প্রজাসহ কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। হাম্রা গোত্রের মাঝে মারাত্মকভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং তারাও কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত কা'ব রহঃ আরো বলেন,যদি তিনটি বিষয় না হতো তাহলে আমি এক মুহুর্তও জীবিত থাকা পছন্দ করতামনা। প্রথম হচ্ছে, আরবদের থেকে লুণ্ঠন করা। কেননা এর দ্বারা তাদের অনেকে নিজ এলাকা ছাড়তে বাধ্য হবে। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেছেন। অতঃপর তারা বলবে, যেমন ইসলামের প্রাথমিক যুগে বলেছিল, যখন সাহায্য চাওয়া হয়েছিল তখন তারা বলেছিল,তুমি আমাদের ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন নিয়ে ব্যস্ত করে রেখেছ। এ আহবানে কেউ কেউ সাড়া দিয়েছিল, আবার কেউ প্রত্যাখান করেছিল।তাদের থেকে ভয়াবহ যুদ্ধকালীন দ্বিতীয়বার সাহায্য চাওয়া হলে তারা সরাসরি অস্বীকার করে দেয়। এক পর্যায়ে তাদেরকে সম্বোধনপূর্বক যে আয়াতটি নাযেল করা হয়েছিল সেটা তাদের উপর প্রয়োগ করা হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন "তাদের থেকে যারা বিরোধীতাকারী রয়েছেন তাদেরকে বলেদিন, অতিসত্ত্বর তোমাদেরকে ভয়াবহ এক যুদ্ধের প্রতি আহবান করা হবে, তোমরা তাদের মোকাবেলা করবে, না হয় তারা আত্মসমর্পণ করবে।" মূলতঃ এটিই হচ্ছে, আরবদের যদ্ধু। বনু কলবের যুদ্ধের দিন যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তারাই হচ্ছে লাঞ্চিত ও অপদস্ত জাতি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যদি আমি বড় এবং ভয়াবহ যুদ্ধে শরীক না হতে পারতাম। যেহেতু সেদিন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক অস্ত্রধারীর উপর কাপুরুষতা অবলম্বন করাকে হারাম করে দিবেন। সেদিন কোনো মুজাহিদ কাফেরকে তলোয়ারের উল্টো সাইড দ্বারা আঘাত করলেও কেটে টুকরো হয়ে যাবে।

তৃতীয় হচ্ছে, যদি আমি কাফেরদের শহর জয়ের মিশনে শরীক না হতাম। কেননা, সে যুদ্ধ ছাড়া বাকি সব যুদ্ধ খুবই ছোট ও নগন্য সাব্যস্ত হবে।

হযরত কা'বের কাছে কেউ জানতে চাইল, যেসব গোত্র কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে, তারা কারা। জবাবে তিনি বললেন, তানুখ, বাহযা, কলব গোত্র। বনু কাজাযার একলোক এদেরকে কাফেরদের সাথে সংযুক্ত করার নানান ধরনের কৌশল অবলম্বন করবে। এভাবে তারা শামবাসীদের থেকে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন ধরনের উপকার গ্রহণ করবে। এক পর্যায়ে সময়-সুযোগমত তাদের দলভুক্তও হয়ে যাবে।

(১২৫৪) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর জন্য এমন এক বিজয়ার্জন হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। এরপর আমি তাকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাঃ আপনাকে বিজয় এসে মোবারকবাদ জানায়। আপনি এ যুদ্ধে খুব ভালোভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, নিঃসন্দেহে, কসম সেই সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ, হে হুজায়ফা! ছয় নিদর্শন রয়েছে, যার প্রথমটি হচ্ছে, আমার মৃত্যুবরণ করা। একথা শুনে আমি বললাম, ইন্নালিল্লাহী ..... । এরপর হচ্ছে, বায়তুল মোকাদ্দাসের বিজয়, এরপর, এমন এক ফেৎনা, যার মধ্যে বড় দুই দলের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ সংগঠিত হবে। প্রায় গনহত্যার রূপ নিবে। উভয় দলের দাবি হবে এক। এরপর তোমাদের প্রতি গনহারে মৃত্যুবরণ করা ধেয়ে আসবে, যেমন মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ছাগল গনহারে মারা যায়। অতঃপর মানুষের মধ্যে ব্যাপকহারে সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, কেউ কাউকে একশত দীনার দান করলেও কম মনে করে গ্রহণকরতে অস্বীকৃতি জানাবে। এরপর বনু আসফারের বাদশাহদের সন্তানদের মধ্যে এক শিশু জন্মলাভ করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বলুন আসফার কারা, জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, বনুল আসফার হচ্ছে রোমানরা। শিশুটি দ্রুত গতিতে বেড়ে উঠতে থাকবে । একটি শিশু একমাসে যতটুকু বেড়ে উঠে এ শিশুটি একদিনে অতটুকু পরিমান বাড়বে। অন্য শিশু এক বৎসরে যে পরিমান বৃদ্ধি পায় এ শিশুটি এক মাসে ততটুকু পরিমান বৃদ্ধি পাবে। শিশুটি বালেগ হলে সকলে তাকে এতবেশি মহব্বত এবং অনুসরণ করবে যা ইতিপূর্বে কোনো রাজা-বাদশাহকে করা হয়নি। একদিন সে তার গোত্রের লোকজনের মাঝখানে দাড়িয়ে বলবে, এখনো কি আরবদের এই দলকে ত্যাগ করার সময় আসেনি। যারা সর্বদা তোমাদের পক্ষ থেকে এক প্রকার সহানুভুতি পেয়ে আসছে অথচ আমরা সংখ্যায় তাদের চেয়ে অনেক বেশি এবং জলভাগ ও স্থলভাগে আমাদের রসদপত্র অনেক। সুতরাং আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কবে তাদের সঙ্গ আমরা ত্যাগ করব। আমি তোমাদেরকে এমন কত বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করছি, যা তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ। একথাগুলো বলার এক পর্যায়ে তাদের মুরব্বীদের কয়েকজন দাড়িয়ে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক এবং সিদ্ধান্ত তোমার উপর ন্যস্ত করলাম। নেতাদের সমর্থন পেয়ে সে বলে উঠল, আমরা সকলে একথার শপথ গ্রহণ করতে হবে যে, আরবদেরকে নিঃশেষ করে দেয়া ছাড়া আমরা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবোনা। অতঃপর তারা রোম দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সৈন্য প্রেরনের জন্য আবেদন জানাবে। তারা আশি প্লাটুন সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন প্রত্যেক প্লাটুনের পতাকার অধীনে বার হাজার যোদ্ধা থাকবে। দ্রুত সময়ের মধ্যে তার কাছে সাত লক্ষ ছয় শত যোদ্ধা এসে উপস্থিত হবে। প্রত্যেক জাযিরাতে আবারো লিখে পাঠাবে, যেন জাহাজের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে তিনশত জাহাজ প্রস্তুত হয়ে যাবে। একদিন সেই এবং তার সৈন্য রসদপত্র সহ জাহাজে আরোহন করবে। যার ফলে এন্তাকিয়া

এবং আরীশের মাঝামাঝি জায়গায় শুধু তাদেরকেই দেখা যাবে।
তবে সেদিন খলীফা অনেক ঘোড়া এবং অসংখ্য রসদপত্র প্রেরণ করবেন, এক পর্যায়ে তাদের সামনে একজন দাড়িয়ে বলবেন, “তোমরা কি উপলব্ধি করছ, আমি তোমাদেরকে নিজেদের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। আমি কিন্তু কঠিন এক মুহূর্ত দেখতে পাচ্ছি, আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তার ওয়াদা পূর্ণ করবেন, এবং সকল দ্বীনের উপর আমাদের দ্বীনকে প্রাধান্যতা দিবেন। তবে এখন আমাদের সম্মুখে বিরাট এক মসিবত উপস্থিত। আমি একথা ভালো মনে করছি যে, আমি এবং আমার সাথে যারা রয়েছে সকলে রাসূলুল্øাহ সাঃ এর মদীনায় ফিরে যাব, এরপর ইয়ামানসহ অন্যান্য আরব দেশে লিখে পাঠাব। নিঃসন্দেহে একথা সত্য যে, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে আল্লাহ তাআলা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন, কাফেরদের এ ভুখন্ড ছেড়ে গেলেও তারা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা, হয়তো দেখা যাবে সেটা পুনরায় তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এমর্মে রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, তারা বের হয়ে যাবে এবং আমার শহরে এসে পৌঁছবে, যার নাম হবে তাইবা। সেখানে মুসলমানরা অবস্থান করবে। বিভিন্ন দেশ থেকে তারা মদীনায় এসে অন্যান্য আরব দেশে সাহায্য চেয়ে সংবাদ পাঠাবে। এভাবে মদীনায় বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বিশাল সৈন্য বাহিনীর জমায়েত হবে। যা মদীনাতে সংকুলান হবেনা। এরপর তারা খালি হাতে ঐক্যবদ্ধভাবে বের হয়ে ইমামের হাতে মৃত্যুর উপর বাইয়াত গ্রহণ করবে। অর্থাৎ বিজয় কিংবা মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়তার সহিত অবস্থান করার বাইয়াত গ্রহন করবে। এভাবে বাইয়াত করার পর প্রত্যেকে তলোয়ারের খাপ ভেঙ্গেঁ ফেলবে এবং কোনো প্রকারের লৌহবর্ম পরিধান করা ছাড়া সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।
মুসলমানদের এ অবস্থা দেখে রোমানদের স¤্রাট বলে উঠবে, মুসলমানরা এ ভূখন্ড দখল করার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসছে। তারা জীবনবাজি রেখে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এখন আমি তাদের কাছে লিখে পাঠাব যে, তাদের হাতে বন্দি যেসব অনারব রোমান রয়েছে তাদেরকে যেন আমার হাতে তুলে দেয়া হয়, তারা একথার উপর রাজী হলে, আমরা তাদের এ ভূখন্ডকে তাদের জন্য ছেড়ে দিব, এই এলাকা আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। তারা একথার উপর একমত হলে, আমি সেটা সানন্দে গ্রহন করব, অন্যথায় তাদের সাথে যুদ্ধ করব। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের এবং তাদের মাঝে একটা ফায়সালা করেন। তাদের এ সিদ্ধান্ত মুসলমানদের সুলতানের কাছে পৌঁছলে তিনি রোমান স¤্রাটকে বলে পাঠাবেন, আমাদের কাছে অনারব যেসব রোমান রয়েছে, যদি তারা রোমানদের কাছে ফিরে যেতে চায় তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো বাধা নেই, তারা সেচ্ছায় চলে যেতে পারে।
একথা শুনে ঐসব অনারব রোমানদের একজন দাড়িয়ে ঘোষণা করল, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মকে গ্রহণ করা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে মাফ চাচ্ছি”। অতঃপর তারাও আগের মুসলমানদের ন্যায় মৃত্যুর উপর বাইয়াদ গ্রহণ করবেন। এবং মুসলমানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকবে। মুসলমানদের অগ্রযাত্রা আল্লাহর দুশমনগন দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। অতঃপর মুসলমানরা তাদের তলোয়ার উন্মোক্ত করে তালোয়ারের খাপ সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গেঁ ফেলবে। এদিকে আল্লাহ তাআলা

তার দুশমনের উপর যথেষ্ট রাগান্বীত হবে। এক পর্যায়ে মুসলমানরা কাফেরদেরকে এত ব্যাপকভাবে হত্যা করবে, যার কারনে ঘোড়ার অর্ধেক অংশ পর্যন্ত রক্তে ডুবে যাবে। এরপর তাদের যারা বাকি থাকবে তারা রাত্র-দিন সফর করে তাইবার দিকে যেতে থাকবে। ফলে তারা মনে করবে যে, সত্যিই তারা দূর্বল হয়ে গিয়েছে। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি এক ধরনের তীব্র বাতাস প্রবাহিত করলে তাদের পূর্বের স্থানে ফেরৎ যাবে। এরপর মুহাজিরদের হাতে তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করা হবে, তাদের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানোর জন্যও কেউ বাকি থাকবেনা। হে হোজায়ফা! মূলতঃ এটিই হচ্ছে, তীব্র যুদ্ধ। তারা দীর্ঘদিন জীবিত থাকবে, এরপর তাদের কাছে সংবাদ আসবে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে।
(১২৫৫) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, মুসলমানদের ইমাম বায়তুল মোকাদ্দাসে অবস্থান করাকালীন মিশর ও ইরাকের বাসিন্দাদের নিকট সাহায্য চেয়ে অনেক লোক পাঠাবেন। কিন্তু তারা কেউ সাহায্য করবেনা। বুরাইদা হিম্্সের একটি শহরে পৌঁছলে সেখানে দেখতে পায় যে, অনারব ও রোমানরা সে শহরের নারী-শিশুকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তার কাছে এটা খুবই মারাত্মক একটা ঘটনা মনে হল। যার ফলে সে উপস্থিত মুসলমানদের সাথে নিয়ে আ’কা নগরীতে কাফেরদের গতিরোধ করে এবং উভয় দলের মাঝে তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হয়। আল্লাহ তাআলা কাফেরদের পরাজিত করবেন। তাদেরকে ধাওয়া করতে করতে তাদের শহর পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং হিম্স পৌঁছে সেটাও কাফেরদের হাত থেকে মুক্ত করবে।
(১২৫৬) হযরত হাস্সান ইব্্নে আতিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আ’কার সমতলভূমিতে রোমানরা ছাউনি ফেললে ফিলিস্তিন, জর্দান এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর জয়লাভ করলেও দীর্ঘ চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও আফীক গিরিপথ অতিক্রম করতে পারবেনা। এদিকে মুসলমানদের ইমাম তাদেরকে আ’কা নগরীর টীলাতে অবরুদ্ধ করে রাখবে এবং কাফেরদেরকে গনহারে হত্যা করবে, যার কারনে ঘোড়ার অর্ধেক অংশ পর্যন্ত রক্তে ভিজে যাবে। আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে পরাজিত করবেন এবং তাদের সকলকে হত্যা করা হবে। তবে তাদের একটি দল প্রথমে লেবনানের পাহাড়ে চলে যাবে, পরবতীর্তে রোমান আধ্যূষিত একটি পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে বেঁচে যাবে।
(১২৫৭) হযরত মাকহুল // থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রোমান সৈন্যবাহিনী দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত শাম নগরীর উপর আক্রমণ করে তেমন কোনো ফলাফল অর্জন করতে পারবেনা, বরং দিমাশ্ক ও বলক শহরের উঁচু এলাকার কিছু অংশ দখল করতে সক্ষম হবে।
(১২৫৮) আবুল আইয়াছ আব্দুর রহমান ইবনে সুলাইমান রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক রোমান সম্্রাট শাম দেশের উপর আক্রমণ করে দিমাশ্ক ও আম্মান এলাকা ছাড়া প্রায় পুরোটি দখল করে নিবে। এর কিছুদিন পর তারা পরাজয় বরণ করবে এবং রোম ভূখন্ডে কায়সারিয়্যাহ শহর প্রতিষ্ঠা করবে। এরপর শাম এলাকার পক্ষ থেকে বিরাট এক সৈন্য বাহিনী গঠন করা হবে। অতঃপর আদন শহরে আবইয়ান নামক এলাকা থেকে একটি আগুন প্রকাশ পাবে।
(১২৫৯) হযরত তাবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এরপর রোমানরা সন্ধীর প্রস্তাব পাঠালে মুসলমান বা তাদের সাথে চুক্তি করবে। এরকম চুক্তির মাধ্যমে সকলের মাঝে নিরাপত্তা

এমনভাবে কাজ করবে একাকী কোন মহিলা দারব্্ থেকে শাম নগরীর দিকে নিশ্চিন্তে যাতায়াত করতে পারবে। তখন রোমানদের এলাকায় কায়সারিয়া নামক একটি শহর আবাদ করা হবে। উক্ত সন্ধিকালীন সময়ে কুফাবাসিরা পরস্পর মারাত্মকভাবে সংঘাতে লিপ্ত হবে। এটা হয়তো মুসলমানদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বিরত থাকার কুফল হতে পারে। নাকি তাদের জন্য আরেকটি লাঞ্ছনা অপেক্ষা করছে। অন্যদিকে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে আসলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমোদন হয়ে যাবে। এবং রোমানরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন এলাকার সাহায্য চেয়ে পাঠাবে। তোমাদেরকেও সাহায্য করা হবে। এক পর্যায়ে তোমরা টীলা বিশিষ্ট এক এলাকায় ছাউনি ফেলবে। কিছুক্ষণ খ্রীষ্টানদের থেকে একজন বলে উঠবে, তোমরা আমাদের ক্রুশের বদৌলতে জয়লাভ করেছ, সুতরাং আমাদের গনীমতের অংশ এবং নারীÑশিশুদের অংশ আমাদের দেয়া হোক। এদিকে মুসলমানরা সেগুলো দিতে অস্বীকার করলে আবারো তীব্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবে। অতঃপর মুসলমানরা ফিরে এসে ভয়াবহ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
(১২৬০) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যু মিখবার ইবেন আখী নাজ্জাশী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, তোমাদের এবং রোমানদের মাঝে বিশেষ এক চুক্তি সম্পাদিত হবে। তোমাদের সকলের দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা উভয় দল গনীমত প্রাপ্ত হবে।
(১২৬১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুস্তনতুনিয়া অর্থাৎ, ইস্তামবুল এলাকায় তোমরা তিন প্রকারের যুদ্ধ করবে, প্রথম যুদ্ধে তোমরা অনেক বালা-মসীবতের সম্মুখীন হবে, দ্বিতীয়তঃ তোমাদের এবং তাদের মাঝে বিশেষ এক চুক্তি সম্পাদিত হবে, যার ফলে তাদের শহরে তোমরা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং তারা এবং তোমরা মিলে তৃতীয় আরেক দল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, অতঃপর তোমরা ফিরে এসে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তৃতীয়তঃ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন।
(১২৬২) হযরত যু মিখবার রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত ও গনীমতের মাল নিয়ে ফেরৎ আসবে এবং টীলা বিশিষ্ট একটি পর্বতে ছাউনি ফেলবে। যেখানে জনৈক লোক বলে উঠবে, ক্রুশের জয় হয়েছে, একথা শুনে অন্য এক মুসলমান বলবে, না, বরং আল্লাহ তাআলারই জয় হয়েছে। এভাবে কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক চলতে থাকলে হঠাৎ একজন মুসলমান তার কাছে থাকা ক্রুশের দিকে ছুটে গিয়ে ক্রুশটি ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে। সে একাজটি করার সাথে সাথে সকল খ্রীষ্টান তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে এবং তাকে নির্মমভাবে হত্যা করবে। এ অবস্থা দেখে মুসলমানরা তাদের অস্ত্রের প্রতি ধাবিত হবে এবং আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের এই দলকে শাহাদত নসীব করার মাধ্যমে সম্মানিত করবেন। অন্যদিকে কাফেররা তাদের স¤্রাটের কাছে এসে বলবে, আমরা আপনার পক্ষ থেকে আরবদেরকে উত্তম শায়েস্তা করে এসেছি। এরপর তার চুক্তি ভঙ্গ করতঃ গাদ্দারী করে ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাগম করবে।
(১২৬৩) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রোমানরা তাদের সাথে থাকা লোকজনের

সাথে গাদ্দারী করবে, অতঃপর তোমরা সৈন্যের জমায়েত করবে। ইতোমধ্যে একজন রোমীর নেতৃত্বে সমুদ্র পথে রোমানদের বিশাল এক বাহিনী এসে উপস্থিত হবে। যার নেতৃত্বে এই বাহিনী রয়েছে তাকে আল-জামাল বলা হয়। তার পিতামাতার একজন শয়তান কিংবা জ্বিন ছিল। জাহাজের সাহায্যে চলতে চলতে আকা নগরীর আ'মাক এলাকার এক গীর্জার পার্শ্বে ছাউনি ফেলবে।

(১২৬৪) হযরত আরতাত ইবনুল মুনযির রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দিমাশক থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে কখনো মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হলে তোমরা ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

(১২৬৫) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছয় হাজার জাহাজের উপর আরোহন পূর্বক বিশাল এক বাহিনীর আত্মপ্রকাশ হবে, অতঃপর তারা সেই জাহাজ জ্বালিয়েÑপুড়িয়ে দিবে।

===

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, তখনই যুদ্ধ-বিগ্রহ , ব্যাপক আকার ধারন করবে।

(১২৭৫) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যে সব দলকে আল্লাহ তাআলা বিজয়ী করতে ইচ্ছা করেন তাদেরকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন। যার কারনে তাদের দুশমনরা ধীরে ধীরে দুরে সরে যাবে। অতঃপর কিছু লোক না বুঝে শুনে কুফরীকে গ্রহন করে নিবে। হাদীস বর্ননা কারী মুহাম্মদ বলেন, আমরা কাফের হয়ে যাওয়া এবং মুরতাদ হওয়াকে এক জিনিসই মনে করি।

(১২৭৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে আরবের এক গোত্র পুরোপু্রি ভাবে রোম বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পুরোপুরি ভাবে বলতে কি বুঝায় উত্তরে তিনি বললেন, তাদেও সব জনগন আমার কথা শুনে তিনি বললেন ইনশা আল্লাহ, হে আবু মুহাম্মদ! অতঃপর তিনি খুবই রাগান্বীত হয়ে দাড়িয়ে গিয়ে বলে উঠলেন, আল্লাহ পাক চাইছেন এবং সেটা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

(১২৭৭) হযরত আব্দুল্লাহ রহমান ইবনে সানাহ রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছেন, এক তৃতীয়াংশ কাফের হয়ে যাবে এবং এক তৃতীয়াংশ সন্দেহ জনক ভাবে ফেরৎ আসবে, অতঃপর তার ধ্বসে পড়বে।

(১২৭৮) আবু আব্দুর রহমান কাসেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানদের নি¤œস্তরের একদল আককা এবং এনতাকিয়ার গভীরে অবস্থান করবে। তাদের জন্য জামিন মারাতœকভাবে ফেটে যাবে, যদ্দরা তারা তার ভিতরে ঢুকে পড়বে। সেখানে থেকে তারা জান্নাত তো দেখবেইনা এমন কি কখনো নিজের পরিবারের কাছেও ফেরৎ আসতে পারবেনা।

(১২৭৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ লোক পরাজিত হবে এবং তারাই হবে আল্লাহ তাআলার কাছে নিকৃষ্টতম মাখলুকের অন্তর্ভুক্ত।
(১২৮০) হযরত আবান ইবনুল ওলীদ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ একদিন হযরত মোয়াবিয়া রাযিঃ এর সাথে কথা বলতে গিয়ে তার কাছে যুগের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আখেরী যামানায় জনৈক লোক প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবে, তার রাজত্ব সাত বৎসর বাকি থাকতে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ হতে থাকবে। অসম্ভব পেরেশানীর সম্মুখীন হয়ে আমাক স্থানে মারা যাবে। অতঃপর লম্বা নাকের অধিকারী এক লোকের হাতে ক্ষমতা যাবে, তার হাতে বিজয় আসবে।
(১২৮১) হযরত সাফওয়ান রহঃ থেকে বর্নিত, কা’ব রহঃ এরশাদ করেছেন ১০০৪ হিজরী সনের মধ্যে সব ধরনের খলীফাকে হত্যা কররা হবে। কেবল মাত্র আমীর এবং ঝান্ডা বাহকরাই বাকি থাকবে, রাসূলুল্লাহ সাঃ এর ঘোষনা মতে এর থেকে মারাতœক আর কোনো মসিবত হবেনা।
(১২৮২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাযিঃ থেকে বর্নিত, একদা তার নিকট বারোজন খলীফা এবং আমীরের আলোচনা করা হলে তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহর কসম! উক্ত রক্তপাতের পর খলীফা মনসুর, মাহদী সিংহাসনে বসবে। এক পর্যায়ে তারা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আঃ এর সাথে মিলিত হবে।
(১২৮৩) হযরত কা’ব রহঃ থেকে কর্নিত, তিনি কলেন, আমাক নামক স্থানে তীব্র যুদ্ধ সংঘঠিত হবে, তখন সাহায্যÑসহযোগিতা তুলে নেয়া হবে, মানুষ ধৈর্য হারা হয়ে যাবে এবং উভয় পক্ষ পরস্পরের প্রতি ভারী অস্ত্র প্রদর্শন করবে। সর্বত্রে এত বেশি রক্ত পাত হবে লাগাতার তিনদিন পর্যন্ত ঘোড়ার অর্ধেক পর্যন্ত রক্তের মধ্যে ডুবে থাকবে। এক মাত্র রাত্র ব্যতীত যুদ্ধ থেকে কোনো জিনিসই তাদেরকে বিরত রাখতে পারবেনা। এমন মুহূর্তে একদল লোক ঘোষনা করবে, ইসলাম একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল, এখন সে মেয়াদ শেষ পর্যায়ে এসে পৌছেছে, সুতরাং তোমরা সকলে তোমাদের বাপদাদার দ্বীন এবং জন্মস্থানে ফিরে যাও। অতঃপর একথা শুনে অনেকে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে। তবে তখনও মুহাজিরদে বংশধর গন তাদে দ্বীনের উপর অটল থাকবে, এবং তাদের একজন ঘোষনা করবে হে লোক সকল! তোমরা কি দেখছনা, এরা কি বলছে!! চলো আমরা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের সাথে একাত¦তা পোষন করব। কিন্তু একজনও তার অনুসরন করবেনা। এক পর্যায়ে সে একাই তাদের দিকে এগিয়ে যাবে। তারা তাকে পাকড়াও করারপর হত্যা করে উপরে তাদের বর্শার সাথে ঝুলিয়ে রাখবে। যার কারনে তার রক্ত দ্বারা তাদের গোটা শরীর রন্জিত হয়ে যাবে। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পরাজিত করবেন।
(১২৮৪) উল্লিখিত হাদীসের পর হযরত তাব রহঃ আরো বলেন, হযরত হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের পর ইসলামের মধ্যে সেই হবে সবচেয়ে সম্মানিত শহীদ। এ পরিস্থিতিতে ফেরেশতা গন আল্লহ তাআলার কাছে এ বলে ফরিয়াদ করবে, হে আল্লাহ! আমাদের আপনার বান্দাদেরকে সহযোগিতা করার অনুমতি দিন, জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমার বান্দাদের সহযোগিতার জন্য আমিই যথেষ্ট। তখনই আল্লাহ তাআলা তার তীর ও তলোয়ার অর্থাৎ নির্দেশ

দ্বার আঘাত করবেন। ফলে তারা পরাজয় বরন করবে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এতই লাঞ্চিত করবেন, যার কারনে তাদেরকে পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় পাড়ানো হবে। এরপর রোম বাসীদের জন্য কোনো দলও থাকবেনা আবার তারা কখনো রাজত্ব ও করতে পারবেনা।
(১২৮৫) হযরত আরতাত রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যখন কৃষ্ণাংগরা ইসকান্দারিয়া এবং মিসরের ভুখন্ডের উপর জয়লাভ করবে তখন অনারবরা ইয়াছরাব ও হিজাযে চলে যাবে, আর তাদেরকে শাম দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে। যার কারনে প্রত্যেক দল তার সদস্যদের সাথে মিশে যাবে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি একটি বাহিনী প্রেরন করবেন, তারা দুই জাযিরার মাঝামাঝি জায়গায় পৌছলে হঠাৎ শুনতে যে, প্রত্যেক দূর্বলÑসবল লোকজন আমাদের কাছে ফিরে এসো, যারা ইতোপূর্বে মুসলমান ছিলে। একথা শুনার সাথেসাথে সকল দায়িত্ব শীলগন রাগান্বীত হয়ে যাবে। ঐ সময় সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস ইবনে ইছার নামক এক লোকের হাতে বাইয়াত গ্রহন করবে। তিনি তাদেরকে নিয়ে বের হয়ে যাবে, অতঃপর রোম বাহিনীর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে। এক পর্যায়ে রোমদের মাঝে ব্যাপক মৃত্যু প্রকাশ পাবে। তখন তারা বায়তুল মোকাদ্দাসে থাকবে, তারা সেখানের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে এবং ফড়িংয়ের ন্যায় মৃত্যু বন করতে থাকবে। তাদের সাথে কৃষ্ণাংগের সর্দার ও মারা যাবে। তখন সালেহ ইবনে আব্দল্লাহ তার সাথীদেরকে নিয়ে সিরিয়ার একটি স্থানে অবতরন করবে এবং আবাদী স্থলে প্রবেশ করবে। তারপর কুমুলিয়াহ নামক স্থানে অবতরন করবে এবং যানতিয়্যাহ নামক এলাকা জয় করবে। তখন তার সৈন্যরা উচ্চস্বরে তৌহীদের ঘোষনা দিবে আনিয়্যাহ নামক স্থানে তারা গনীমতের সম্পদ বন্টন করবে এবং রোম বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করবে। সাইহুন গেইট দিয়ে তারা বের হতে চেষ্টা করবে এবং তাদের সাথে হাওয়া আঃ এর কানের দুল সম্বলিত একটি সিন্দক ছিল এং হযরত আদম আঃ এর চাদর ও হযরত হারুন আঃ জামা জোড়া ও ছিল। তার এভাবে দিনাতিপাত করবে, হঠাৎ তাদের কাছে একটি দুঃসংবাদ আসবে এবং সকলে ফিরে যাবে।
(১২৮৬) হযরত জাররাহ রহঃ আরতাত রহঃ থেকে বর্ননা করে বলেন, হযরত দানিয়াল আঃ এর ভাষ্য মতে প্রথম যুদ্ধ সংঘঠিত হবে ইস্কান্দারিয় নামক স্থানে, তারা নৌকা ও জাহাজে করে সেখানে থেকে বের হয়ে আসবে। অতঃপর মিশরবাসিরা শামের বাসিন্দাদের কাছে সাহায্য চাইবে, তারা পরস্পর সাক্ষাত হলে তাদের মাঝে তীব্র যুদ্ব হবে এবং অনেক মেহনত ও কষ্ট স্বীকার করার পর মুসলমানরা রোমবাসিদের পরাজিত করতে সক্ষম হবে। অতঃপর তারা সেখানেই অবস্থান করতে থাকবে এবং বিরাট একটি বাহিনী গড়ে তুলবে। এরপর সকলে সামনের দিয়ে অগ্রসর হয়ে ফিলিস্তিনের ইয়াফা নগরীতে ছাউনি ফেলবে। এদিকে সেখানের বাসিন্দারা তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে। তাদের সাথে মুসলমানদের মোকাবেলা হলে মুসলমানরা তাদের উপর বিজয়ী হবে এবং তাদের বাদশাহকে হত্যা করবে। দ্বিতীয় যুদ্বু হচ্ছে, তারা পরাজিত পর বিরাট এক বাহিনী গড়ে তুলবে, সেটা পূর্বের চেয়েও বড় হবে। অতঃপর তারা অগ্রসর হয়ে আককা নামক স্থানে যাত্রাবিরতী করবে ইতিপূর্বে তাদের বাদশাহ ইবনুল মাকতূল মারা যায়। আককা নামক স্থানে তাদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ বাধলে দীর্ঘ চল্লিশ দিন পযর্ন্ত মুসলমানদেরকে অররুদ্ব করে রাখা হবে। অন্যদিকে শামবাসিরা মিশরের বাসিন্দাদের কাছে

সাহায্য চাইলে তাদেরকে সাহায্য করতে বিলম্ব করবে। সেদিন নাসরাদের প্রত্যেক আযাদ-গোলাম মুশরিক রোমবাসিদেরকে বেষ্টন করে নিবে। তখন শামবাসিদের একতৃতাংশ যুদ্ব ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে এবংএকতৃতাংশ মারা যাবে। বাকিদের উপর আল্লাহ তাআলার সাহায্য নেমে আসবে আর এমন মারাতœক ভাবে পরাজিত হবে যা কেউ কখনো শুনেনি এবং তাদের সম্্রাটও মারা পড়বে। তৃতীয় যুদ্ব হচ্ছে, তাদের থেকে যারা সমুদ্রে চলে গিয়েছিল তারা ফিরে আসবে, তখন যারা স্থালভুমিতে পলায়ন করেছিল তারাও ফিরে এসে এদের সাথে মিলিতে হবে। অন্যদিকে একেবারে অল্প বয়স্ক খুন হওয়া বাদশাহর ছেলে রাষ্ট্র পরিচালনার দালিত্ব গ্রহণ করবে। তাদের সকলের অন্তর উক্ত বালকের ভালোবাসা বাসা বাঁধবে। যার কারণে তার সিদ্ধান্তগুলো এমন ভাবে গ্রহণ করবে যা ইতিপূর্বে অতিবাহিত হওয়া রাজা-বাদশাহদের গ্রহণ করা হয়নি। তারা এন্তাকিয়ার ভিতরে গিয়ে ছাউনে ফেলবে। তখন মুসলমানরাও একত্রিও হয়ে তাদের পাশাপাশি ফেলবে। ফলে দীর্ঘ দ্ইু মাস পযর্ন্ত উভয়ের মাঝে যুদ্ধ চলতে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সাহায্য প্রেরণ করলে রোমবাসিন্দা পরাজিত হবে। সেখানেই তাদেরকে পরায়নরত অবস্থায় পর্বতের উপর আরোহনকালীন হত্যা করা হবে। ঐসময় তাদের কাছে সাহায্য আসলে তারা কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করবে এবং মুসলমানদের উপর মারাতœক মসিবত নেমে আসবে। তারা তাদেরকে হত্যা করবে এবং তাদের এলাকা দখল করে নিবে। অবশিষ্টরা পরাজিত হবে। অতঃপর মুহাজিরগন তাদেরকে খোঁজে নিয়ে মারাতœকভাবে হত্যা করবে। এখনই ক্রুশ ধ্বংস করা হবে এবং রোমবাসিরা তাদের পিছনে আন্দুলুসের কিছু লোকের কাছে পৌছলে দারব নামক স্থানে ছাউনি ফেলবে। ঐ সময় মুহাজির গন দুই দলে বিভক্ত হয়ে এক দল দারব নামক স্থানের স্থলভাগের দিকে যেতে থাকবে এবং আরেক দল সমুদ্রের দিকে নিজেদের অশ্ব দৌড়াবে। এভাবে চলতে চলতে মুহাজিরদের স্থলভাগ এবং দারব নামক স্থানের বাসিন্দাদের সাথে তাদের দুশমনের সাথে যুদ্ধ বেধে যাবে এবং মুহাজিরনের উপর আল্লাহ তাআলার সাহায্য নেমে আসবে। আর তাদের দুশমন মারাতœক ভাবে পরাজিত হবে, যা পূর্বের পরাজয়ের তুলনায় জঘন্য হবে। অন্যদিকে সমুদ্রে অবস্থান কারীদের জন্য সুসংবাদ আসবে যে, নিঃসন্দহে তোমাদের জন্য অঙ্গীকারের স্থান হচ্ছে মদীনা, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী করবেন। এক পর্যায়ে তারা মদীনাতে এসে পৌছবে এবং সেটা জয় করবে। এরপর উক্ত শহরকে বিরান ভূমিতে পরিনত করে ছাড়বে। অতঃপর আন্দুলুসিয়ার দিকে অগ্রসর হবে, সেখানে বিশাল জমায়েত হবে এবং তারা শাম দেশে পৌছলে সেখানে অবস্থানরত মুসলমানদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হবে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরাজিত করবেন।
(১২৮৭) হযরত কা’ব রহ থেকে বর্নিত তিনি বলেন রোম বাসিরা সত্তর দলে বিভক্ত হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস প্রবেশ করবে এবং সেটাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। বায়তুল মোকাদ্দাস এবং শাম দেশে খেলাফত প্রতিষ্ঠত থাকা অবস্থায় সেখানে সম্পূর্ন রুপে আনুগত্য বাকি থাকবে। নদীর কূলের এলাকার উপর আল্লাহ তাআলার গজব নিপতিত হবে, এবং কায়সাবিয়্যাহ, বৈরুত সারিফিয়্যাহ নামক এলাকাটি মাটিতে ধ্বসে যাবে। নদীর সে এলাকা থেকে শুরু করে জর্দান ও বায়সান পর্যন্ত বিলাল এলাকার উপর রোমÑশাম বাসিরা আধিপত্য বিস্তার করবে। পরবর্তীতে মুসলমানরা জয়লাভ করলে তাদের সাথে চুক্তি হবে এবং তাদের উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। যার কারনে

সাত থেকে নয় বৎসর পর্যন্ত গোটা এলাকায় শান্তি বিরাজ করবে। হযরত কা’ব রহঃ বলেন, প্রথমে ইরাক বাসিরা আনুুগত্যের হাত তুলে নিয়ে এবং শাম বাসিদের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত আমীরকে হত্যা করবে। যার কারনে তাদের সাথে শাম বাসিদের যুদ্ধ সংঘঠিত হবে এবং তাদের প্রতি রোমীরাও হাত বাড়িয়ে দিবে। ইতিপূর্বে রোমবাসিদের সাথে তাদের চুক্তি হয়েছিল, এবং দশ হাজার দিয়ে তাদেরকে সাহায্যও করেছিল। এভাবে তারা সকলে ফুরাত নদীর তীরে পৌছবে এবং উভয়ের মাঝে তীব্র লড়াই হবে। যে লড়াইয়ে শাম বাসিরা জয়লাভ করবে। এরপর তারা কূফা নগরীতে ঢুকে সেখানকার বাসিন্দা দেরকে বন্দি করতে থাকলে রোমবাসিরা শাম দেশের বাসিন্দাকে বলবে ‘তোমরা যারা বন্দি হয়েছ তারা আমাদের সাথে শরীক হয়ে যাও। তারা আরো বলবে মুসলমানদের জন্য মুক্তির কোনো উপায় নেই। আমরাই গনীমতের মান বন্টন করব। রোমবাসিরা আরো বলবে তোমরা তাদের উপর মূলতঃ ক্রুশের কারনে বিজয়ী হতে পেরছ। জবাবে মুসলমানরা বলবে, কক্ষনো নয়, আমরা আল্লাহ তাআলা এবং রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কৌশলের কারনে বিজয়ী হয়েছি। তারা এভাবে কথা কাটাকাটি রোম বাসিরা ক্রোধান্বিত হয়ে উঠবে। এহেন পরিস্থিতে জনৈক মুসলমান দ্রুত গতিতে গিয়ে তাদের সালীব (ক্রুশ) ভেঙ্গে ফলবে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। রোমের বাসিন্দারা তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কারী একটি নদী অতিক্রম করবে এবং রোম বাসিরা তাদের মধ্যকার চুক্তি ভঙ্গ করবে, আর কুস্তুনতিনিয়া নামক জনপদে অবস্থানকারী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে। রোমের সৈন্যরা হিমসের পার্শ্বদিয়ে বের হয়ে যাবে এবং হিমসের বাসিন্দরা তাদের মোবেলায় এগিয়ে আসলে আজমীগণ হিম্স শহরের গেইট বন্ধ করে দিবে। তখন রোমের সম্রাট ফাহমা নামক স্থানে এসে পৌঁছবে, কিন্তু বাহরা গীর্জার পিছনে অবস্থিত ব্রীজটি অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। রোমবাসিরা মুসলমানদেরকে হিম্স নগরী খালি করে দিতে আহবান জানিয়ে বলবে, হিম্স নগরীটি আমাদের বাপ-দাদার এলাকা ফলে তাদের মাঝেএত তীব্র যুদ্ধ হবে, যদ্বারা ঘাসহীন চারন ভুমির সাত স্থানে অবস্থিত পাথর পর্যন্ত রক্তে রনজিত হয়ে যাবে। এক পর্যায়ে রোম বাসিরা পরাজিত হবে এবং মুসলমানরা হিমসের দিকে ফিরে যাবে। সেখানে পৌছে তাদের বাহনকে যয়তুন গাছের সাথে বাধার পর তার উপর মিনজানিক স্থাপন করবে। এবং মাসহাল নামক এলাকায় অবস্থিত গীর্জাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। একজন ইহুদীর বিনিময়ে মুসলমানদের জন্য পূর্বদিকের ফটক খুলে দেয়া হবে, অথবা দিমাশকের দিকের বন্ধ ফটক খুলে দেয়া হবে। যার কারনে মুহাজির গন দলে দলে সে শহরে প্রবেশ করতে থাকবে এবং বনু আসাদের গীর্জা থেকে আনসারদের একদল পলায়ন করবে, যাদেরকে পরবর্তীতে মুসলমানরা এবং তাদের সাথে থাকা আজমিরা হত্যা করবে। তাদের এক তৃতীয়াংশ বিরান হয়ে যাবে, এক তৃতীয়াংশ আগুনে পুড়ে যাবে এবং অন্য এক তৃতীয়াংশ ডুবে মরবে। যতদিন পর্যন্ত হিমস নগরী আবাদ থাকবে ততদিন পর্যন্ত শাম দেশও আবাদ থাকবে।

(১২৮৯) হযরত আবু আমের আলহানী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি একটি গ্রামে থাকা কালীন দুপুরের দিকে হারিছ ইবনে আবু আনআম আমার কাছে আনে। তখন কিন্তু তীব্র গরম চলছিল। তাকে দেখে বললাম, হে চাচা! এমন মুহূর্তে কেন আসলেন। জবাবে তিনি বললেন ইহুদীদের গেইট সংলগ্ন গ্রামটি খুজতে এসেছি। সেটা তার আভিজাত্যের সাথে গোপন হতে

চলছে। ফলে উক্ত ভ'মিটি অন্য এলাকার সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। এখন কি তোমার এ এলাকায় বয়স্ক কোনো আছেন, যিনি আমাকে উক্ত এলাকাটি শনাক্ত করে দিতে পারবেন।
জবাবে আমি বললাম, হ্যা উক্ত এলাকায় খুবই বয়স্ক একজন লোক রয়েছে। আমরা তার কাছে পৌছলে হারিছ তাকে উল্লিখিত এলাকা ও নদী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, উক্ত নদীর পানি এত বেশি মারাতœক ছিল, যা কোনো গর্ভবতী মহিলা পান করলে তার গর্ভপাত হয়ে যেত। এরপানি কোনো গাছের গোড়ায় দিলে তার পাতা ঝড়ে পড়ত। যা উপলব্ধি করে সকলে পেরেশান হয়ে পড়ে এবং তার একটা আশু সমাধান খুজতে থাকে। এক পর্যায়ে একজন লোকের দেখা পাওয়া গেলে তার সামনে অনেক নজরানা রাখা হয়। তিনি শিশা, চর্বী, আলকাতরা এবং পশম দ্বারা তৈরীকৃত একটি ইট দিতে বললে আমরা যখন সে ইট তার সম্মুখে রাখি তখন তিনি উক্ত ইট নিয়ে পাহাড়ে বন্য প্রানীর একটি গুহাতে গিয়ে কিছু আমল করলে উক্ত নদীটি লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যাায়। হাদীস বর্ননা কারী আবু আমের রহঃ বলেন, আমরা যখন উল্লিখিত শেখের স্বাক্ষাত শেষে বের হচ্ছিলাম তখন তিনি বললেন আমি কতক সাহাবায়ে কেরামকে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে সেটা ছিল জাহান্নামের একটি এলাকা, হিমস নগরীর অর্ধেক অংশ সেখানে নিমজ্জিত হবে এবং বাকি অর্ধেক অংশ আগুনে জ্বলে যাবে।
(১২৯০) হযরত কাব রহঃ তার হাদীসে উল্লেখ করেছেন, অতঃপর রোমবাসিরা দ্বিতীয় বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। যার কারনে তাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য রটানো হবে এবং সকল রোমবাসি, কুস্তুতুনিয়াও আরমেনিয়ার বাসিন্দারা তাদের পতাকাতলে সমবেত হবে। এমন কি এসব এলাকার রাখালরাও জমায়েত হবে। অন্যদিকে উক্ত এলাকার কৃষকগন রোমের বাদশাহর উপর নিজেদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। ফলে রোম বাহিনী ছাড়া অনেক দল এগিয়ে আসবে, যারা প্রায় দশ বাদশাহর সৈন্যের সমতুল্য হবে। তাদের সংখ্যা হবে প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার। এদিকে আরবরাও বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে পরস্পরের সাথে মিলিত হবে এবং পৃথিবীর দুই ডানা মিশর এবং ইরাক ও শাম দেশে জমায়েত হবে। সেটা হবে মূলনীতি। রোমের সম্রাট মিম্বরের দিকে এগিয়ে আসবে, তখন তিনি দুটি খচ্চরের উপর আরোহন অবস্থায় থাকবে। তখন তাদের সৈন্যরা পুরোপুরি ভাবে শামের দিকে ধাবিত হতে থাকলেও দিমাশকে প্রবেশ করতে পারবে না। মুসলমানরা পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে চার স্থানে তাদের সাথে মোকাবেলা হবে। উভয় দল এমন একটি নদীর কিনারায় জমায়েত হবে, যার পানি গ্রীস্মকালে ঠান্ডা এবং শীত কালে গরম হয়ে থাকে। তার পানি খুবই বেশি হয়ে উঠে। সে নদীতে মুহাজির গন কিছু অংশে অবতরন করলেও রোম বাসিরা বিশাল এক এলাকা দখল করবে। তারা তাদের রসদ পত্রের কাছে থাকা গাছের সাথে পশু গুলো বেধে রাখবে এবং সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। ফলে তারা কানসারীন নামক এলাকায় এসে পৌছবে। তাদের অবস্থান হবে, হিমস, এন্তাকিয়া এবং আরব দেশে। যা বুসরা, দিমাশক এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা নির্ধারন করা হবে। এ অবস্থায় রোম বাহিনীরা সব গাছ পালা জালিয়ে, পুড়িয়ে নষ্ট করের ফেলবে। নদীর পাদদেশে উভয় এলাকার সৈনারা জমা হবে, যেটা হচ্ছে, হালব এবং কানসারীন এলাকার মাঝখানে অবস্থিত থাকবে। এরপর তারা বিরাট এক এলাকার আধিপত্য বিস্তার করবে। সেদিন

গোটা এলাকা জুড়ে চড়িয়ে পড়বে। তখন তোমাদের কেউ থাকলে সে যেন প্রথম দলে অন্তর্ভুক্ত হয়। যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কিংবা অন্য কোনো দলের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে তাহলে একতা বদ্ধতাকে বাধ্যতা মূলকভাবে আকড়ে ধরতে হবে কক্ষনো সেটা ত্যাগ করা যাবেনা। কেননা আল্লাহ তাআলার সাহায্য একতা বদ্ধতার সাথেই রয়েছে। তবে সেদিন যারা পলায়ন করবে তারা জান্নাতের সুঘ্রানও পাবেনা। ঐসময় রোমবাসিরা মুসলমান দেরকে বলবে, আমাদের জন্য আমাদের ভূখন্ড ছেড়ে দাও, এবং তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক শেতাঙ্গ নিস্কর্মা এবং কয়েদির সন্তানদেরকে আমাদের শরনাপন্ন কর। জবাবে মুসলমানরা বলবে, যাদের ইচ্ছা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত হবে আর যাদের ইচ্ছা তার নিজের এলাকা এবং দ্বীনের উপর থাকবে, সেটা সম্পূর্ন তার এখতেয়ার। মুসলমানদের একথা শুনে ইতর শ্রেনীর লোকজন, শেতাঙ্গ এবং কয়েদীরা খুবই রাগান্বিত হয়ে উঠবে। এক পর্যায়ে তারা শেতাঙ্গদের একজনের জন্য একটি ঝান্ডা তৈরী করবে। তিনিই হবেন সেই বাদশাহ যার সম্বন্ধে হযরত ইব্রাহীম আঃ ও হযরত ইসহাক আঃ এ মর্মে ওয়াদা করেছেন যে আখেরী যামানায় এ ধরনের এক লোকের হাতে ঝান্ডা দেয়া হবে এবং সকলে তার হাতে বাইয়াত গ্রহন করবে। অতঃপর তারা একক ভাবে রোম বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করে জয়লাভ করবে এবং আরব দেশের বিস্তৃতি রোম পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এদিকে মুনাফিকরা তাদের মনীবদের জয়লাভ করা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। কুজা গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত থাকা বিভিন্ন গোত্র গুলো এবং শেতাঙ্গদের কিছু লোক পলায়ন করতে থাকবে। এমন কি তাদের ঝান্ডা গুলোকে তাদের ভিতরেই গেড়ে রাখা হবে। এক পর্যায়ে তাদের প্রতি সহানুভুতিশীলগন পৃথক হয়ে যাওয়ার ঘোষনা দিবে। পৃথক হওয়ার পর যখন কিছু কিছু লোক জমায়েত হবে, তখন তারা উচ্চস্বরে ঘোষনা করবে যে, ক্রুশের জয় হয়েছে তখন আরবরা মুহাজিরদের উত্তম দল হিময়ার ইলহান এবং কাইস গোত্রকেই নির্বাচন করে নিবে। সেদিন তারা হবে সর্বোত্তম লোকজনের অন্তভুর্ক্ত। সে সময় কাইস গোত্রের লোকজন এত বেশি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করবে, কেউ তাদের সাথে মোকাবেলা করতে পারবেনা। তেমনিভাবে আযদ গোত্রও যুদ্ধ করবে। সেদিন মুসলমানগন চার দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল শহীদ হয়ে যাবে, আরেক দল ধৈর্য ধারন করবে, আরেক দল পলায়ন করবে এবং চতুর্থ দল শত্রুদের সাথে হাত মিলবে। বর্ননাকারী বলেন, রোম বাহিনীর লোকজন আরবদের উপর মারাতœক ভাবে কঠোরতা প্রদর্শন করবে। এক পর্যায়ে তাদের খলীফা কুরাশী, ইয়ামানী আসসালেহ তিন হাজার সৈন্য বাহিনী সহকারে এগিয়ে আসবে এবং একজনকে তাদের আমীর মনোনীত করবেন। এভাবে তার সাথে ঝান্ডার অধিকারী আরো প্রায় সত্তর জন আমীর থাকবেন। সেদিন যারা মৃত্যু বরন কিংবা ধৈর্য্যধারন করবে প্রত্যেকে সমান প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। এরপর রোম বাসিদের উপর আল্লাহ তাআলা এক ধরনের বাতাস প্রবাহিত করবেন, যা তাদের মুখ ও চেহারা স্পর্শ করার সাথে সাথে তাদের চোখ নষ্ট হয়ে যাবে এবং জমিন তাদেরকে আছড়ে ফেলবে, যার ফলে তারা বজ্রপাত এবং ভূমি কম্পে আক্রান্ত হয়ে গভীর খাদের মধ্যে ঝুলে থাকবে। তবে আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদেরকে সহযোগীতার মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তাদেরকে বিরাট প্রতিদান দিবেন,, যেমন প্রতিদান দেয়া হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সাহাবায়ে কেরামকে। যার ফলে তাদের অন্তর এবং বুক বীরত্ব ও বাহাদুরীতে পরিপূর্ন হয়ে গিয়েছিল। রোমান বাহিনীরা যখন ধৈর্যশীল দলের

সংখ্যা একেবারে কম দেখতে পাবে তখন তারা লোভাতুর হয়ে বলবে, তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের ঘোড়ার উপর আরোহন করতঃ এদের পিসে ফেল এবং চুর্নবিচুর্ন করে দাও। একথা শুনার সাথে সাথে মুসলমানদের একজন ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে সামনে এবং ডানেÑবামে তাকাতে থাকবে, কিন্তু মুক্তি বা যুদ্ধ বন্ধের কোনো লক্ষন না দেখে বলবে তোমাদের প্রতি একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে, সুতরাং তোমরা মৃত্যু বরন করার জন্য প্রস্তুত হও এবং শত্রু মুলৎপাটনের জন্য এগিয়ে যাও। একথা শুনে তাদের এক জনের হাতে খেলাফতের বাইয়াত গ্রহন করবে। তিনি তাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করবে। এরপর স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিয়ে সাহায্য নাজিল করবেন এবং বলবেন আজকে পৃথিবীতে একমাত্র আমি, আমার ফেরেশতা এবং আমার মোহাজির বান্দাগনই থাকবে। পশু পাখি এবং চতুস্পদ জন্তুকে রোম বাহিনী গোশত ভক্ষন করার আর তাদেরকে রোম বাসির রক্ত পান করাব। অতঃপর আল্লাহ তাআলা চতুর্থ আসমানে বিদ্যমান আস্ত্রের ভান্ডার খুলে দিবেন, যা মূলতঃ আল্লাহ তাআলা সম্মান এবং বড়ত্বের হাতিয়ার। ফলে মুসলমানগন তাদের তীর ফেলে দিবে, তাদের তলোয়ারের খাপ নষ্ট করে ফেলবে এবং নাঙ্গা তলোয়ার হাতে ধারণ করতঃ রোম বাহিনীর উপর আক্রমন করে বসবে। রোমীদের পক্ষ থেকে নিক্ষেপকৃত তীর সমূহকে তাদের মুখোমুখি করে দিবে। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের অস্ত্রের দিকে নিজের হাতকে প্রসারিত করতঃ সেগুলোকে মিলিয়ে নিবেন। যার সে অস্ত্রের ক্ষমতা বাকি থাকবেনা। ফলে তাদের হাতকে তাদের ঘাড়ের সাথে ঝুলিয়ে রাখবেন এবং মুসলমানদের হাতিয়ার তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে কাবু করে ফেলবে। সেদিন মুসলামানরা সামান্য একটি লোহা নিক্ষেপ করলেও সেটা কাফেরদের মারাতœক ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াবে। এক পর্যায়ে জিবরাঈল আঃ এবং মিকাঈল আঃ স্বশরীরে নীচে নেমে আসবেন এবং কাফেরদের সাথে থাকা কিছু নগন্য ফেরেশতা কে প্রতিহত করবেন। আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে মারাতœক ভাবে পরাজিত করবেন এবং ছাগলের ন্যায় তাদেরকে তাড়া করে নিয়ে যাবেন। এক পর্যায়ে তারা তাদের বাশাহর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিবে। তাদেরকে এ অবস্থায় দেখে স্বয়ং তাদের বদশাহও ভয়ে আতংকিত হয়ে তাদের সামনে বেহুশ হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকের মাথা থেকে শিরস্থান খুলে নিয়ে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট করতে নির্দেশ দিবে। যার কারনে তাদের প্রত্যেককে হত্যা করা হবে। তাদের রক্ত ঘোড়ার উচু শিখর পর্যন্ত পৌছে যাবে। তবে যে রক্ত গুলোকে মাটির কোনো অংশই চুষবেনা । যেসব রক্ত ঘোড়ার পিঠের উচু অংশ পর্যন্ত পৌছবে সেটা হবে আরো মারাতœক এক পরিনতি সেটা মূলতঃ তাদেরকে যবেহ করে দেয়ার মত হবে। এটাই হচ্ছে, রোমবাহিনীর জন্য নিমর্মভাবে পরাজিত হওয়া। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা রোমবাসিদের পক্ষ থেকে নদী এলাকায় অবস্থানরত কতক লোকদের প্রতি ফেরেশতা প্রেরণ করে তাদেরকে রোমবাহিনীর পরাজয় এবং হত্যার সংবাদ দিয়ে দিবেন।
(১২৯১) হযরত ইমরান ইবনে সুলাইম আলÑকালায়ী রহঃ থেকে বর্ণির্ত, তিনি বলেন, কোনো মহিলার ঘরে একটি বদনা এবং এক জোড়া জুতার চেয়ে উত্তম কোনো সংবাদ থাকবেনা, মোটা এবং সম্পদশালীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, অন্যদিকে ফকীর এবং দুবর্লদের জন্য সুসংবাদ থাকবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে চামড়ার মোজা পরিধান করাবে এবং তাদেরকে ঘরেরর ভিতরে হাঁটার জন্য জোর দিবে। কেননা হয়তো কোনো দিন তাদেরকে দীর্ঘ পথ পায়দল

পাড়ি দিতে হবে এবং এভাবে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে।
(১২৯২) হযরত আবুজ জাহরিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, এক সময় রোম বাসিরা বাহরা নামক এলাকার একটি গীর্জার নিকট গিয়ে অবস্থান করলে তারা শপথ করার মাধ্যমে এমন সিদ্ধান্তে পৌছবে যে, আর কখনো হিমস এলাকায় ফিরে যাবেনা, তবে তাদের প্রতি মুসলমান ধেয়ে এসে আক্রমন করে বসবে এবং তাদেরকে পরাজিত করে মুসলমানরা জয়লাভ করবে।
(১২৯৩) হযরত আবুল বাহরিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে রোম বাহিনী পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা পদানত করতে করতে বাহরা নামক এলাকার একটি গীর্জার কাছে এসে ছাউনি ফেলবেন এক পর্যায়ে তাদের স¤্রাটের কাছে থাকা ক্রুশটি রাখবে এবং ফাহমায়া নামক এলাকায় অবস্থিত পর্বতের উচ’ স্থানে আরোহন করবে। তখনই এন্তাকিয়া নামক এলাকার এক লোকের হাতে তাদের প্রথম ধ্বংস আসবে। তিনি লোকজনকে আহ্বান জানালে মুসলমানদের বিরাট এক কাফেলা তার আহ্বানে সাড়া দিবে। তিনিই হবেন সর্ব প্রথম ব্যক্তি যার হাত ধরে মুসলমানরা এগিয়ে যাবে এবং কাফেরদেরকে পরাজিত করবে।
(১২৯৪) হযরত ইবনে আইআশ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি আমাদের মাশায়েখদেরকে বলতে শুনেছি, যখন সেটা হতে তখন হে হিমস বাসিরা! তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘরে দৃঢ়তার সাথে স্থীর থাকবে। কেননা, তাদের ধ্বংস মূলতঃ ফাহমায়া নামক এক পাহাড়ের টীলার নিকট হবে। তারা কখনো তোমাদের কল্যান কামনা করবেনা। এহেন পরিস্থিতিতে যারা স্থীর থাকবে, তারা মুক্তি প্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হবে, আর যারা দিমাশকের দিকে যেতে থাকবে তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।
(১২৯৫) আবু আমের রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, একদিন আমি তাবী রহঃ এর সাথে রাসতীনের গেইট অতিক্রম করলে তিনি বলেন, হে আবু আমের! যখন এ দুইটি ডাস্টবিন শুকিয়ে যাবে তখন তুমি তোমার পরিবারকে হিমস নগরী থেকে বের করে আনবে। যখন জবাবে আমি বল্লাম, আমি তাদরকে হিমস নগরী থেকে বের না করলে কি সমস্যা হতে পারে? তিনি জবাব দিলেন, আন্তুরসুস সেখানে এসে যখন হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে আঙ্গুর গাছের নীচে আনুমানিক তিনশত লোককে হত্যা করবে তখন তুমি তোমার পরিবারের সদস্যদেরকে হিমস নগরী থেকে অবশ্যই বের করে দিবে। জবাবে আমি বললাম, যদি আমি সেটা না করি তাহলে কি হবে? তিনি উত্তর দিলেন, উর্ষ্ঠি বাহিনী বের হয়ে যখন ইয়াফা এবং আকরা নগরীর মাঝে দুরত্ব তৈরী করবে তখন তুমি তোমার পরিবারের লোকজনকে হিমস থেকে বের করে দিবে, আমি জবাব দিলাম, সেটার উপর আমল না করলে কি অবস্থা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, যদি বের করা না হয় তাহলে হিমস নগরী যেমন আক্রান্ত হবে ঠিক তারাও তেমন সমস্যার মধ্যে পতিত হবে। আমি আবারো বললাম, তারা কোন ধরনের মসিবতের সম্মুখিন হবে? তিনি উত্তর দিলেন তখন হিমস নগরীর গেইটের ফটক বন্ধ করে দেয়া হবে। অতঃপর তিনি সামনে দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মাসহাল এলাকার গীর্জায় এসে ঢুকলেন এবং আমাকে সম্মোধন করে বললেন, হে আবু আমের! তুমি কি একাঠÑগাছ গুলো দেখছো অথচ বেশকিছু দিনের মধ্যে মুসলমানরা এশুকনো গাছগুলোকে মিনজানিক হিসেবে ব্যবহার করবে। তার কথা শুনে আমি বললাম ইন্তারসুসের

প্রবেশ এবং উষ্ট্রি বাহিনী বের হওয়ার মাঝে কয়দিনের পার্থক্য থাকবে? জবাবে তিনি বললেন, প্রথম যুদ্ধের পর তিন বৎসরেরও বেশি সময় লাগবেনা।
(১২৯৬) হযরত শুরাইহ ইবনে উবাইদ রহঃ বলেন আমি হযরত কাব রহঃ কে বলতে শুনেছি তিনি এরশাদ করেন, একদিন আমি হযরত আবু যর গিফারী রাযিঃ এর সাথে স্বাক্ষাৎ করি, যখন তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় আবু এরবাজ এর মজলিসের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, হযরত কাব বললেন, হে আবু যর! তোমার কান্নাকাটি করার কারন কি? জবাবে তিনি বললেন আমি আমার দ্বীনের কারনে কান্নাকাটি করছি। তার কথা শুনে হযরত কাব রহঃ বললেন, আপনি তো রাসূলুল্লাহ সাঃ কে হারিয়েছেন অনেক পূর্বে, অথচ কাদছেন আজকে। বর্তমানে লোক্ত খুবই ভাল অবস্থায় রয়েছে এবং ইসলাম সতুন ভাবে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, যা ইহুদীদের দরজায় গিয়ে মাযবালা নামক স্থানে স্থীর হয়েছে। অতঃপর হযরত কাব রহঃ বললেন, হে আবু যর! এ শহরের বাসিন্দাদের উপর এমন একদিন আসবে যেদিন তাদের উপকুল এলাকা থেকে এমন মারাতœক এক আতংক ছড়িয়ে পড়বে, যার কারনে সকলে তাদের দুশমনদের হামলে পড়বে এবং আকাবায়ে সুলাইমানে পরস্পরের সাথে স্বাক্ষাত হবে। তখন তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরাজিত করবেন। ঐ সময় সে শহরের জনপদ এবং পাহাড়ি এলাকায় তাদেরকে হত্যা করা হবে। তারা এমন অবস্থায় দিনাতিপাত করবে, এক পর্যায়ে তাদের কাছে সংবাদ আসবে যে, মুহাজিরদের রেখে আসা পরিবার ও ছেলে-সন্তানদের উপর এদের একদল হামলা করে তাদের ঘরের ফটক বন্দ করে দিয়েছে। একথা শুনার পরপর তারা সেদিকে যেতে থাকবে এবং নিজেদের শহরকে রক্ষার জন্য তারা প্রানপন ভাবে এগিয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয়ী করবেন। যদি সেদিন এ শহর বাসিরা জানতে পারতো তাদের এলাকায় বিদ্যমান গীর্জায় কি ধরনের লাভ রয়েছে তাহলে তারা তৈল জাতীয় পদার্থ এনে সেখানকার গাছপালা গুলোতে ঢেলে দিতো। যখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয়ী করলেন তখন সেখানে একটু বুঝমান যাকে পাওয়া গিয়েছে তাকেই হত্যা করা হয়েছে। এমন কি মুহাজিরগন এমন নাসারাদেরকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে, যারা উভয়জন এক সময় এক মায়ের উভয় স্তন নিয়ে ঝগড়া করেছিল। এত ব্যাপক ভাবে হত্যা করা হবে, যার কারনে হিমস নগরী থেকে বের হওয়া পানির নালা দ্বারা পানির পরিবর্তে রক্ত প্রবাহিত হবে, যার সাথে কোনো বস্তু মিশ্রিত হবেনা।
(১২৯৭) হযরত সাফওয়ান রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমাদের কতক মাশায়েখ হাদীস বর্ননা করেছেন, তিনি বলেন, আমি একদা আরাকা নগরীতে অনস্থানরত জামাতের নিকট থাকা কালীন আমার কাছে একজন লোক এসে বলল, তোমাদের মাঝে রাত্রে অবস্থানকারী কেউ থাকলে রাত্রে আসতে পারো। একথা শুনে কল্যান কামী একজন লোক দাড়িয়ে গেলেন, যাকে দেখলে মনে হয়, যেন সে দ্বীনি ইলম হাসিল করতে এসেছে।
অতঃপর সে বলল, তোমাদের কি সুসিয়্যাহ সম্বন্ধে ধারনা আছে। জবাবে তারা হ্যা বললে তিনি সেটার অবস্থান জানতে চাইলেন। আমরা বললাম, সেটা সমুদ্র উপকুলে একটি বিরান ভ’মি। আমাদের কথা শুনে তিনি জানতে চাইলেন, সেখানে কি এমন কোনো ঝর্না রয়েছে, যেদিকে সিড়ি এবং ঠান্ডা, মিষ্টি পানির ধারা নেমে গিয়েছে। তার কথা শুনে সকলে হ্যা সূচক উত্তর দিল।

অতঃপর তিনি জানতে চাইলেন, উক্ত ঝর্নার পার্শ্বে কি বিরান হয়ে যাওয়া কোনো কেল্লা রয়েছে। সকলে জবাব দিল,হ্যা রয়েছে। আমরা বললাম, হে আব্দুল্লাহ! আপনার পরিচয় কি? তিনি জবাব দিলেন, আমি আসজা গোত্রের একজন লোক। তার জবাব শুনে সকলে বলল, যেসব বিষয় আপনি জানতে চেয়েছেন সেগুলো জানতে চাওয়ার কারন কি? একথা শুনে তিনি বললেন, সমুদ্রে রোম বাসিদের জাহাজ এগিয়ে এসে উল্লিখিত ঝর্নার নিকটবর্তী এক স্থানে ছাউনি ফেলবে এবং তাদের প্রতিটি জাহাজ জ্বালিয়ে দিবে, তাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য দিমাশক বাসিরা সৈন্য প্রেরন করবে। অতঃপর তারা তিন দিন পযর্ন্ত অবস্থান করবে, এ পর্যায়ে রোম বাসিরা তাদের জন্য শহর খালি করে দেয়ার আবেদন করবে। রোম বাসিদের দাবিকে দিমাশক বাসিরা অস্বীকার করলে তাদের এবং মুহাজিরদের মাঝে যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধের প্রথম দিন উভয় পক্ষের বরাবর ক্ষতি সাধিত হয়। দ্বতীয় দিন দুশমনরা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় আর তৃতীয় দিন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরাজিত করবেন। তাদের অবস্থা এত বেশি শোচনীয় হবে, মাত্র কয়েকটি জাহাজ তারা ফেরৎ নিতে পারবে। এবং! তাদের অনেক জাহাজ জ্বলিয়ে দেয়া হবে। তারা এক সময় বলেছিল, আমরা এ শহরে সর্বদা থাকব এবং উক্ত শহর আমাদের দখলে থাকবে। এর পরপরই তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে দিবেন। সেদিন মুসলমানদের বৈশিষ্ট থাকবে বুরুজের নিকটবর্তী যুদ্ধ বিদ্ধস্থ সৈনিকের ন্যায়। এমন ভাবে সময় অতি বাহিত করতে থাকবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের শত্রুকে পরাজিত করেছেন, এক পর্যায়ে জনৈক সংবাদ বাহক তাদের পিছন থেকে ঘোষনা করবে, কানসারীন বাসিরা দিমাশকের দিকে হামলা করার জন্য এগিয়ে আসছে। অন্যদিকে রোম বাসিরা তাদের উপর হামলা করে বসেছে। তারা জলপথ ও স্থলপথ ধরে এগিয়ে আসবে। সেদিন সকল মুসলমানের আশ্রয়স্থল হবে দিমাশক।

(১২৯৮) হযরত যুবাইর ইবনে নুফাইর আশ হাজরামী রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন হযরত কাব রহঃ বর্ননা করেছেন, নিঃসন্দেহে মাগরিব এলাকার একজন স¤্রাজ্ঞি বিরাট একটি গোত্রের নেতৃত্ব দিবেন। তিনি সে গোত্রকে খৃস্টান ধর্মের প্রতি উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে একটি জাহাজ বানিয়ে রওয়ানা দেয়ার নিয়ত করে যখন জাহাজ তৈরি শেষ হল এবং সেটাতে আলকাতরা লাগিয়ে প্রস্তুত করার পর পর তার উপর যুদ্ধের সরঞ্জাম ইত্যাদি উঠিয়ে বললেন আমরা ইনশা আল্লাহ অতি সত্বর জাহাজে আরোহন করব। যদি আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা না করেন, তাহলে যেন আল্লাহ তাআলা গর্জনকৃত বাতাস প্রবাহিত করে গোটা জাহাজই ধ্বংস করে দেন। তিনি বারবার এমনই করতে লাগলেন। এবং এমন ভাবে থাকেন। এদিকে আল্লাহ তাআলাও তার সাতে এমন আচরন করতে থাকেন। এক পর্যায়ে যখন আল্লাহ তাআলা তাকে অনুমতি দেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন উক্ত রানী তার সভাসদকে বললেন, ইনশা আল্লাহ আমরা অমুক দিন জাহাজে আরোহন করব। ফলে প্রস্তুতকৃত এক হাজার জাহাজ নিয়ে রওয়ানা দিলেন। এরপূর্বে কখনো এত বেশি জাহাজ সমুদ্রের বুকে চলাচল করেনি। তারা এক সময় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে রোম দেশে গিয়ে পৌছে এবং রোমের বাদশাহকে তার রাজত্ব ত্যাগ করতে বলেন। তার কথা শুনে রোম বাসিরা জিজ্ঞাসা করল, তোমরা আবার কারা? জবাবে তারা বললো, আমরা এমন একদল যারা মানুষকে নাসারা দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকি। বর্তমানে আমরা এমন এক গোত্রের সন্ধানে এসেছি যারা এ জগতের সবচেয়ে খারাপ জাতি। তাদেরকে আমরা হয় নাসারা ধর্ম গ্রহন করাব, না হয় আমরা

তাদের ধর্ম গ্রহন করব। জবাবে রোমের স¤্রাট বলল, এরা ঐ জাতি যারা আমাদের শহর বিরান করবে, আমদের পুরুষদেরকে হত্যা করবে এবং আমাদের নারীÑপুরুষদেরকে দাসÑদাসি বানিয়ে ছাড়বে। সুতরাং তোমরা তাদের উপরে ঝাপিয়ে পড়ো। একথা শুনে রোম বাহিনী সাড়ে তিনশত জাহাজ নিয়ে তাদেরকে ধাওয়া করবে। এক পর্যায়ে অককা নাম এলাকায় পৌছলে তাদের পাকড়াও করতে সামর্থ্য হয় এবং সকলে জাহাজ থেকে অবতরনের পর জাহাজ গুলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ঐ সময় তারা বলবে এ শহর আমাদের, এখানেই আমাদের জীবন, এখানেই আমাদের মরন। এহেন মুহূর্তে মুসলমানগন বায়তুল মোকাদ্দাস থাকাকালীন একজন ঘোষক এসে বলবে এমন একদল দুশমন তোমাদের প্রতি ধেয়ে আসছে, যাদের সাথে মোকাবেলা করার শক্তিÑসাহস তোমাদের নেই। একথা শুনে তারা মিশর এবং ইরাকের প্রতি সাহায্য চেয়ে লোক পাঠাবে। কিন্তু উক্ত লোক মিশর থেকে ফিরে এসে বলবে, মিশর বাসিদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরাও দুশমনের আশঙ্কায় রয়েছি, তোমাদের প্রতি দুশমন এসেছে সমুদ্রের দিক থেকে এবং আমরা সমুদ্র উপকুলে অবস্থান করছি। তাই তোমাদেরকে সাহায্য করার অর্থ হবে, তোমাদের সন্তানদের রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে যেন আমরা নিজের পরিবারÑপরিজনকে দুশমনের হাতে তুলে দিলাম। আর ইরাক বাসিদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরাও দুশমনের সম্মুখে বিদ্যমান, আমরা তোমাদের পরিবারÑপরিজন রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের পরিবারকে ধ্বংস করতে পারি। এদিকে ইরাক থেকে ফেরৎ আসা প্রতিনিধিদল হিমস নগরীতে পৌছলে দেখতে পেল সেখানে থাকা আজমী লোকজন মুসলমানদের পরিবারÑপরিজনকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তাছাড়া এ খবর ও এসেছে যে, আরবরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, সংবাদ সরবরাহ কারীর সংবাদকে বারবার অস্বীকার করা হলে তারা তিন তিনবার সংবাদ দেয়। এক পর্যাযে সেখানের জিম্মাদার হুংকার দিয়ে উঠল যে, আমরা কি শাম দেশের প্রতিটি শহরের বাসিন্দাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখা পর্যন্ত বসে থাকব! ফলে তিনি লোকজনকে জড়ো করার আহ্বান জানিয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও দরুদ পেশ করার পর বললেন, আমি আমাদের ভাই ইরাকী এবং মিশর বাসিদের নিকট সাহায্য চেয়ে লোক পাঠিয়ে ছিলাম, কিন্তু তারা তোমাদেরকে সাহায্য করতে সরাসরি অস্বীকার করে দেয়। তবে এক্ষেত্রে হিমস বাসিদের অবস্থা গোপন রাখে। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট দুশমনের উপর ঝাপিয়ে পড়ো। এক পর্যায়ে তারা উভয় দল আককা নামক স্থানে মুখোমুখি হবে। হযরত কাব রহঃ বলেন, শপথ সে সত্তার যার হাতে কাব এর প্রান! এরপর তারা সকলে শাম বসিদের উপর হামলে পড়ে এবং দুশমনকে পরাজিত করতে বাধ্য করে। অতঃপর তারা সমুদ্র উপক’লে এসে পৌছলেও সেখানে কোনো সাহায্যকারী পাবেনা। বর্ননাকারী বলেন, আমি যেন সেখানের মুসলমানদের অবস্থা দেখছি, আককা নগরীর পাদদেশে তারা কাফেরদের ঘাড়ের উপর আঘাতের পর আঘাত করে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে তারা লেবাননের পাহাড়ে গিয়ে পৌছবে। তাদের সংখ্যা গননা করে দেখা যাাবে মাত্র দুইশতজন তাদের সাথে ফেরৎ আসতে পেরেছে। এ দিকে লেবাননের পাহাড়েও তারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেনা, বরং রাস্তা হারিয়ে রোম ভ’খন্ডে এসে পৌছবে। মুসলমানগন হিমস নগরীর দিকে মনোযোগ দিবে এবং গোটা হিমস নগরীকে অবরুদ্ধ করে ফেলবে। ঐ হিমসের অভ্যন্তর থেকে এমন কিছু মাথা নিক্ষেপ করা হবে যাদেরকে তোমরা চিনতে পারবে। সেখানে অবশ্যই একটি বা দুইটি মাথা হবে। সেদিন এবং আরো কয়েকদিন হিমস

নগরী বিরান ভুমিতে পরিনত হয়ে বসবাস অযোগ্য হয়ে পড়বে তারা বলবে আমরা এমন শহরে কিভাবে বসবাস করব যেখানে আমাদের মাÑবোনদের সাথে এমন জঘন্য আচরন করা হয়েছে। উক্ত হাদিসের বর্ণনাকারী সায়বানী রহঃ বলেন, ইয়াফা নগরী প্রায় বারজন শাসক শাসন করবে, কিন্তু তাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম এবং জঘন্য হবে রোমের বাদশাহ।
(১২৯৯) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্নিত তিনি বলেন খলিফা মানসূর মাহদী মৃত্যুবরন করার পর আসমান জমিনের অধিবাসি এবং আসমানের পশু পাখি তার জানাযায় শরীক হবে এবং দোয়া করবে। তিনি রোম বাসিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ বিশ বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন এবং ভয়াবহ এক যুদ্ধে শাহাদাত বরন করবেন। ঐ যুদ্ধে তিনি এবং তার সাথে থাকা আরো দুই হাজারের মত সৈনিক শাহাদাত বরন করবেন। তাদের প্রত্যেকে আমীর এবং ঝান্ডাবাহী। রাসূলুল্লাহ সাঃ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর মুসলমান এত মারাতœক আর কোন মসিবতের সম্মুখিন হয়নি।
(১৩০০) হযরত আরতাত ইবনে মুনজির রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি আবু আমের আলহানী রহঃ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি একদা তাবী এর সাথে রুস্তনের গেইট দিয়ে বের হচ্ছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে আবু আমের! যখন এই দুই নদী শুকিয়ে যাবে তখন তুমি তোমার পরিবারÑপরিজনকে হিমস নগরী থেকে বের করে নিয়ে আসবে। একথা শুনে আমি বললাম, যদি আমি একাজ করতে না পারি তাহলে কি করব?
জবাবে তিনি বললেন, যখন তুমি আনতারসুস নগরীতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে প্রায় তিনশত লোক শাহাদাত বরন করবে তখন তুমি তোমার পরিবারÑপরিজন নিয়ে হিমস নগরী থেকে বের হয়ে যাও। আমি বললাম সেটা না করলে কি হবে?
জবাবে তিনি বললেন, এক হাজার সৈন্য বাহিনী নিয়ে যখন আন্দুলুস থেকে উট এসে পৌছবে এবং তারা আকরা ও ইয়াফা নগরীর মাঝে বিভক্ত হয়ে যাবে তখন তুমি তোমার পরিবারকে হিমস নগরী থেকে বের করে দাও। একথা শুনে বললাম, তারা কেন আক্রান্ত হবে। জবাবে তিনি বললেন, সে এলাকার আজমীগন মুসলমানদের স্ত্রী ও পরিবারÑপরিজনকে অবরুদ্ধ করে রাখবে। অতঃপর তিনি বললেন, এক পর্যায়ে আমরা চলতে চলতে মিসহাল গীর্জার পাদ দেশে পৌছলাম। সেখানে গিয়ে তিনি বললেন, তুমি কি এ লাকড়ি খন্ডকে দেখতে পারছ, এ লাকড়ির টুকরোটি সেদিন মুসলমানদের জন্য মিনজানিক বা কামানের কাজ দিবে। এরপর আমি বললাম, আন্তুরসুস এবং উটের বাহিনীর মাঝখানে কয় বৎসরের দুরত্ব হবে। জবাবে তিনি বললেন, প্রায় তিন বৎসরের বেশি হবেনা। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, রোম বাহিনী মোট তিনবার আতœপ্রকাশ করবে। উল্লিখিত ঘটনাটি হচ্ছে পথম আতœপ্রকাশ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সমুদ্র উপক'ল থেকে প্রায় এক হাজার সৈন্যের একটি বহিনীর আগমন হবে। এরপর তারা প্রত্যেক অংশ নিজেদের দায়িত্ব পালনে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকে নির্দিষ্ট একদিন দায়িত্ব পালনে বের হওয়ার জন্য তৈরি থাকবে ধীরে ধীরে যখন সেদিন আসবে তাদের পাশ্ববর্তী মুসলমানদের প্রত্যেক গোত্রের লোকজন বের হয়ে এসে উক্ত বাহিনীর জন্য সজ্জিত করে রাখা জাহাজ গুলো জ¦ালিয়ে দিবে এবং তাদের তাবু গুলোকে উপড়ে ফেলবে। এরপর উভয়দল পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। দেখতে দেখতে যুদ্ধ ও হত্যা ভয়াবহ আকার ধারন করবে। তাদের কেউ

অন্যের উপর জয়লাভও করতে পারবেনা, আবার কাউকে পরাজিত করাও সম্ভব হবেনা। এদিকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা আসবেনা এবং সকলে নিজেদের অস্ত্র প্রদর্শনীতে ব্যস্ত থাকবে। ধীরে ধীরে মুসলমানগন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য পেতে থাকবে এবং মাদায়েন নগরীতে তারা অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি কেল্লা গড়ে তুলবে। এদিকে রোম বাহিনীর পক্ষ থেকে একটি ঘোষনা পত্র মাদায়েনের অলিতেÑগলিতে ছড়িয়ে দেয়া হবে। এমন পরিস্থিতিতে হিমস নগরীতে অবস্থানরত আজমীগন সেখানে থাকা মুসলমানদের পরিজন ও নারীÑশিশুদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখবে। এভাবে লাগাতার চারদিন পর্যন্ত ফিলিস্তিন ভ‚খন্ডে যুদ্ধ চলতে থাকবে। হাদীস বর্ননাকারী আবুয যাহিরিয়্যাহ রহঃ বলেন তুমি জানতে চাইলে আমি বলব, উক্ত যুদ্ধের প্রথম চারদিনও হতে পারে আবার আখেরী চারদিনও। অতঃপর চতুর্থদিন আল্লাহ তাআলা মুসমানদেরকে বিজয়ী করবেন এবং রোম বাহিনী পরাজিত হবে। বিজয়ী মুসলমানগন পরাজিত রোম বাহিনীকে প্রত্যেক অলিÑগলি ও পাহাড়Ñপর্বত থেকে তালাশ করে বের করে করে হত্যা করবে। এক পর্যায়ে রোম বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যরা কুসতুনতিনিয়্যাহ নগরীতে গিয়ে ঢুকবে। সেখানে গিয়ে তারা বেশিদিন অপেক্ষা করবেনা, বরং দ্রুত সময়ের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে তারা তোমাদের সাথে চুক্তি করার জন্য প্রস্তাব নিয়ে লোক পাঠাবে। বর্ননাকারী কাব রহঃ বলেন, তাদের প্রস্তাব মতে মুসলমানগন দীর্ঘ দশ বৎসরের জন্য তাদের সাথে সন্ধি করবে। সন্ধি কালীন সময়ে জনৈকা আমেনা নামক এক নারী উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করবে, অতঃপর মুসলমান এবং রোম বাসিরা কুসতুনতিনিয়্যাহ এলাকার পিছনে প্রত্যেকের শত্রুর সাথে মোকাবেলায় লিপ্ত হবে এবং মুসলমানগন সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে জয়লাভ করবে। পিছনে প্রত্যেকের শত্রুর সাথে মোকাবেলায় লিপ্ত হবে এবং মুসলমানগন সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে জয়লাভ করবে। ফিরে আসার সময় তোমরা যখন কুসতুনতিনিয়্যাহ দেখতে পাবে এবং বুঝবে যে, তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের কাছে পৌছে গিয়েছ তখন তারা কুফা নগরীতে থাকা কালীন আরারো যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। যে যুদ্ধে তোমরা তাদেরকে চিবানো ঘাসের ন্যায় করে ফেলবে। অতঃপর আবারো মুসলমানদের সাথে রোম বাহিনী এবং কতিপয় মাশরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হবে এবং মুসলমানগন সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে জয়লাভ করবে। তোমরা শত্রুদের নারীÑশিশুদেরকে বন্দি করবে এবং তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিবে। উক্ত এলাকা থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় এমন এক এলাকায় যাত্রাবিরতি করবে যেখানে তোমাদের কাছে থাকা গনীমতের সম্পদ বন্টন করা হবে। সেখানে এসে রোম বাসিরা বলবে, আমাদের নারীও শিশুদেরকে আমাদের কাছে ফেরৎ দিয়ে দাও। জবাবে মুসলমানগন বলবে, এভাবে নারী¬Ñশিশুদেরকে ফেরৎ দেয়া আমাদের ধর্মীয় বিধান মতে সুযোগ নেই, তবে তোমরা অন্যান্য সম্পদ নিয়ে যেতে পার। একথা শুনার পর রোম বাসিরা বলবে, আমরা সবকিছুই ফেরৎ নিতে চাই। এদের কথার জবাবে মুসলমানগন বলবে, এসব জিনিস তোমরা কক্ষনো ফেরৎ পাবেনা। অতঃপর রোমের বাসিন্দাগন বলবে, তোমরাতো আমাদের উপর জয়লাভ করেছ, এটাই কি যথেষ্ট নয়, আবার আমাদের নারীও শিশুদেরকে বন্দি কেন করেছ। তাদের কথার জবাবে মুসলমানগন বলবে, বরং আমরা আল্লাহ তাআলার সাহায্যে জয় লাভ করেছি। এমন অবস্থা চলাকালনি তারা পরস্পরের সাথে তর্ক বিতর্ক করতে থাকবে, হঠাৎ কাফেরদের একজন তাদের সাথে থাকা ক্রুশকে তুলে ধরবে। এটা দেখার সাথে সাথে

মুসলমানগন রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়বে। মুসলমানদের একজন তার উপর হামলা করে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এ পরিস্থিতিতে উভয় দল একে অপরের উপর হামলা করে বসবে যেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। অতঃপর রোম বাসিরা রাগান্বিত অবস্থায় তাদের স¤্রাটের কাছে ফিরে গিয়ে বলবে, আরব বাসিরা আমাদের সাথে গাদ্দারী করে আমাদেরকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে এবং ক্রুশকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করেছে এবং আমাদের অনেক সৈন্যকে হত্যা করেছে। রোমের স¤্রাট একথা শুনার সাথে সাথে রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং রোম বাসিদের থেকে বিরাট এক দল সৈন্য বাহিনী জমায়েত করে। এর সাথে সাথে অন্যান্য এলাকার সাথে সন্ধি করতে থাকে। এটিই হচ্ছে, সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। অতঃপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে এবং মুসলানরাও তাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে যাবে। সেদিন মুসলমানদের খলীফা কাব রহঃ বলেন, তিনি ইয়ামানী হলেও কুরাইশের বংশধর। যার কারনে শুরুতে তাদের সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হবে। ঐসময় রোম বাহিনী মুসলমানদের উপর তলোয়ার দ্বারা আক্রমন করবে এবং তাদেরকে তাদের সৈন্য বাহিনী থেকে বের তেমনিভাবে যখনই তারা মিলিত হবে তখনই মুসলমানদের উপর মারাতœক ভাবে আক্রমন করবে। আর এ সংবাদ খুবই দ্রুত গতিতে হিমস নগরীতে পৌছে যাবে। এভাবে চলতে চলতে হিমস বসিরা আলÑগাবারা এবং রাহজ বাসিদের সাহায্য করতে থাকবে। আর তখন হিমস বসিরা শিশু, মহিলা এবং দূর্বলদেরকে দিমাশকের দিকে তাড়িয়ে দিতে থাকবে, যার ফলে ক্ষ’ধা তৃষ্ণায় হিমস এবং ছানিয়তুল ইকাব এলকার মাঝামাঝি স্থানে হাজার হাজার লোক মারা যাবে। এমন কি অনেক নারীকে ঘোড়া বেধে রাখার ন্যায় বেধে রাখা হবে। কখনো কখনো কোনো নারীর আতœীয় স্বজন আওয়াজ করে বলতে থাকবে তোমরা কি অমুকের মেয়ে অমুককে দেখেছ। একথা শুনে জনৈক লোক বলে উঠবে, হে আব্দুল্লাহ! আমি তাকে অমুক স্থানে কাপড় দ্বারা রক্তে রঞ্জিত পা বেধে পড়ে থাকতে দেখেছি। এদিকে রোম বাহিনী এবং মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ আরো তীব্র আকার ধারন করবে এবং উভয় পক্ষ উভয়ের সাহায্য বন্ধ করে দিবে এবং পরস্পরের উপর অস্ত্র চালনা করতে থাকবে। কেউ কোনো ধরনের আশ্রয় স্থল পাবেনা। তখন মাত্র একদিনেই মুসলমানদের সত্তরজন আমীরকে হত্যা করা হবে। যার কারনে মুসলমানরা কুরাইশের এক জনের হাতে বাইয়াত গ্রহন করবে। ঐ সময় অল্প সংখ্যক লোকজন ছাড়া প্রায় সকলে রোম বাসিদের সাথে একাতœতা পোষন করবে এবং প্রত্যেক গোত্রের জিম্মাদারগন রোম বাহিনীকে সমর্থন জানাবে। মুসলমানদের একদল কাফেরদের সাথে হাত মিলাবে, অন্যদল শাহাদাত বরন করবে, তৃতীয়দল পলায়নকরবে এবং অন্য আরেকদল ফিরে আসবে। অতঃপর রোম বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হবে, হে আরব বাসি! আমরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছি, তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে অপছন্দ করে থাক তাহলে আমাদের কাছে অতœ সমর্পন করো এবং আমাদের অধীনস্ততা গ্রহন পূর্বক তোমাদের ভ’খন্ড এবং এলাকায় ফিরে যাও। জবাবে আরবরা রোম বাসিকে বলবে, নিঃসন্দেহে তারা তোমাদের সব কথা মনোযোগ সহকারে শুনেছে, এব্যাপারে তারাই ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এহেন মুহুর্তে উল্লিখিত মনীবদের একজন খুবই রাগান্বীত হয়ে যাবে, তারা আরবদেরকে বলবে, তোমরা তো জানো যে, আমাদের অন্তরে কিছু হলেও ইসলাম অবশিষ্ট আছে, অতঃপর তারা তাদের একজনের হাতে বাইয়াত গ্রহন করে

সামনের দিকে এগুতে থাকবে। তারা একদিকে যুদ্ধ করবে, আবার আরব বাসিরাও অন্য লাইনে যুদ্ধ করতে থাকবে। এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে এবং রোম সম্রাট ধ্বংস হয়ে যাবে, সাথে সাথে রোম বাহিনী পরাজয় বরন করবে। ঐ সময় একজন লোক উচ্চ একটি ঘোড়ার পিঠে দাড়িয়ে উচ্চস্বরে বলবে, হে মুসলিম বাহিনী! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হয়তো এমন বিজয় আর দিবেন কিনা সন্দেহ রয়েছে, যদি তোমরা তার থেকে ফেরৎ না আস এবং মুসলমানগন তাদের পশ্চাদাবন করতঃ প্রত্যেক অলিÑগলিতে , পাহাড়েÑপর্বতে তাদেরকে হত্যা করতে থাকবে। কারো জন্য এর থেকে বিরত থাকা জায়েয হবেনা। এক পর্যাযে মুসলমানগন কুস্তুনতিনিয়া নগরীতে ছাউনি ফেলবে এবং তখন মুসলমানগন মুসা আঃ এর এক কউমের সাথে স্বাক্ষাৎ করবে, যারা মুসলমানদের সাথে বিজয়ের স্বাক্ষী হবে। মুসলমানরা ঐ গোত্রের একটি অংশ থেকে উচ্চস্বরে তাকবীর দিয়ে উঠবে, এক পর্যায়ে ঐ এলাকার একটি দেয়াল ধ্বসে পড়বে এবং লোকজন দ্রুত গতিতে উঠে দাড়াবে, আর তখনই তারা তুস্তুনতিনিয়া এলাকায় প্রবেশ করবে। তারা গনীমতের মাল এবং বন্দিদেরকে জমায়েত করা অবস্থায় হঠাৎ উক্ত শহরের এক প্রান্তে আসমান থেকে একটি আগুনের টুকরা খসে পড়বে। সেটা প্রজ্জলিত থাকা অবস্থায় মুসলান আক্রান্ত এলাকা থেকে বের হয়ে আসবে এবং ফারকাদূনা নামক এলাকায় এসে প্রবেশ করবে। এ এলাকায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পাওয়া গনীমতের মাল বন্টন করা কালীন শুনতে পাবে যে, তাদের পরিবারÑপরিজনের মাঝে দাজ্জালের আতœপ্রকাশ হয়েছে। একথা শুনার সাথে সাথে তারা সেদিকে দৌড় দিবে এবং শুনতে পাবে যে, খবরটি সম্পূর্ন রুপে মিথ্যা ছিল। ফলে তারা বায়তুল মোকাদ্দাসে চলে যাবে এবং দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানেই থাকবে।

(১৩০১) হযরত আবুজ জাহিরিয়্যাহ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রোম বাহিনী বাহরা নামক স্থানে অবস্থিত গীর্জায় এসে পৌছলে এক ধরনের আশঙ্কা তাদেরকে গ্রাস করে নিবে, যা কাটিয়ে উঠে তারা হিমস নগরীতে প্রবেশ করতে পারবেনা, আর তখনই মুসলমানগন শক্তি সঞ্চয় করতঃ তাদের উপর আক্রমন করবে এবং আল্লাহ তাআলা রোম বাহিনীকে পরাজিত করবেন।

(১৩০২) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি একদা মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযিঃ কে বললেন যে, হিমস নগরীতে মুসলমানদেরকে এক ধরনের তীব্র বাতাস গ্রাস করে নিবে, ফলে তারা সেখান থেকে দ্রুত গতিতে প্রত্যাবর্তন করবে। দুনিয়ার সবকিছু তারা ফেলে চলে যাবে। এমনকি কোনো মহিলা একাকি তার দাসীকে ফেলে রেখে চলে যাবে এবং উক্ত দাসী পিছন থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে তার চাদর টেনে ধরে বলবে এভাবে আমাকে রেখে কোথায় যাচ্ছেন। তখন দিমাশক ও সানিয়াতুল ইকবের মধ্যবর্তী স্থানে ক্ষুধাÑতাষ্ণায় জর্জরিত হয়ে প্রায় সত্তর হাজার মানুষ মারা যাবে। এমন কি পুরুষ লোক পর্যন্ত তাদের পরিবারÑপরিজনকে গোতা নামক স্থানে বেধে রেখে আসবে এবং এক সময় তাদেরকে হারিয়ে ফেলবে। পথিমধ্যে যার সাথে দেখা হবে তাদের কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকবে। তার অবস্থা দেখে হঠাৎ করে কেউ বলে উঠবে, অমুক স্থানে এক মহিলাকে তার সন্তানসহ দেখতে পেয়েছি, যে মহিলা তার পরনের উড়না দ্বারা নিজের পা বেধে রেখেছে। এরপর তার অবস্থা আর কি হয়েছে জানিনা। হে হিমস বাসি! তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমাদের মহিলাদের এ অবস্থা হবে, তাদেরকে সাথে নিয়ে তোমরা পলায়ন

করা কালীন তোমাদের যা কিছু ভারী হবে সেগুলো তোমাদের শত্রুদের মালিকানায় চলে যাবে। সে যুগের লোকজন যখন এই হাদিসটি শুনতে পাবে তখন কোনো ভারী মহিলাকে দেখার সাথে তাকে সাথে তাকে আল্লাহ তাআলার লানত দ্বারা লানত করতে থাকবে।
(১৩০৩) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় রোমের শাসক বাহরা নামক এলাকার একটি গীর্জাতে এসে ছাউনি ফেলবে। সেখানে তীব্র এক যুদ্ধ সংগঠিত হবে, যার কারনে সেখানে সাদা পাথরও রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে।
(১৩০৪) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যুদ্ধের কারনে পদতলে পিষ্ট হয়ে হিমস এবং সানিয়তুল ইকাব নামক এলাকার মাঝামাঝি স্থানে প্রায় সত্তর হাজার মানুষ মারা যাবে। তোমাদের থেকে কেউ উক্ত সমস্যার সম্মুখিন হলে সে যেন হিমস নগরী থেকে সারবাল যাওয়ার পথে পূর্বের রাস্তাকে নির্বাচন করে নেয়। সারবালক দাখিরা, দাখিরা থেকে ব্যাংক থেকে কাতীফা এবং কাতীফা থেকে দিমাশকের রাস্তা নির্বাচন করে। উল্লিখিত পথে যাতায়াত করলে কেউ আর কোনো ধরনের ঝামেলার সম্মুখিন হবেনা এবং সর্বদা শান্তি ও আরামের সহিত থাকতে পারবে।
(১৩০৫) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্র্নিত, তিনি বলেন, মানুষজন সর্বদা কল্যান ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে যতক্ষন পর্যন্ত জাযিরা বাসি কুনসুরদের উপর আঘাত করবেনা এবং কুনসুন বাসিও হিমস নগরীতে অবস্থান কারীদের উপর আক্রমন করবেনা। এধরনের কোনো পরিস্থিতি হওয়ার সাথে সাথে লোকজনের মাঝে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে এবং মানুষ আতংকিত হয়ে দিমাশকের দিকে যেতে থাকবে।
(১৩০৬) হযরত কাব রহঃ থেকে উল্লিখিত হাদিসের মত বর্ননা করা হয়েছে।
(১৩০৭) হযরত আবুত তাইয়াহ রহঃ স্বীয় পিতা থেকে হাদীস বর্ননা করেন, তিনি বলেন, একদা আমার পিতা আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে প্রিয় বৎস! আমরা হাদীস বর্ণনা করি যে নিঃসন্দেহে একটি গোত্রকে তার পরিবারÑপরিজন ধ্বংসের স্থানে আটকিয়ে রাখবে।
(১৩০৮) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতি সত্তর মূল হিজরতের পর আরো একটি হিজরত হবে, যার মধ্যে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন সায়্যিদুনা হযরত ইব্রাহিম আঃ এর হিজরতের স্থানে হিজরত করবে, ফলে সে সব এলাকায় একমাত্র নিকৃষ্টতম লোকজন ব্যতীত আর কেউ থাকবেনা।
(১৩০৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, যখন তুমি কোনো মিম্বর থেকে শুনতে পাবে যে, বলা হচ্ছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর পক্ষ থেকে বের হয়ে যাও।
(১৩১০) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজইফা রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে জানতে চাইলাম যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দাজ্জাল আগে আসবে নাকি ঈসা আঃ আগে আসবেন?
জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন প্রথমে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, এরপর হযরত ঈসা আঃ আসবেন। এরপর কারো ঘোড়া বাচ্চা দিলে সেটার উপর সওয়ারের উপযুক্ত হওয়ার সময় আসার পূর্বেই কিয়ামত এসে যাবে।
(১৩১১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে, বিভিন্ন ধরনের বালাÑমসিবতের কারনে তারা ভাসমান নৌকা বা

জাহাজ তাদেরকে নিয়ে ঢেউয়ের তালে তালে চলতে থাকবে।
(১৩১২) হযরত হারেছ ইবনে হিশাম রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে আমার পিতা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, কতক সাহাবায়ে কেরামকে তিনি বলতে শুনেছেন, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিগন এপৃথিবীর রাজত্বভার গ্রহন করবে। পরবর্তীতে তাদের সন্তানগন উক্ত দায়িত্ব পালন করবে।
আমাক এবং কুস্তনতিনিয়া বিজয়ের বাকি আলোচনা
(১৩১৩) হযরত শুরাইহ ইবনে উবাইদ রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি হযরত কাব রহঃ কে বলতে শুনেছি, বায়তুল মোকাদ্দাসের ধ্বংসের পর পরই কুস্তনতিনিয়া আবাদ করা হবে। সেখানে অনেকে সম্মানিত এবং বড়ত্ব প্রদর্শনকরবে,অতপর তাদেরকে বড়ত্ব প্রদর্শনকারী হিসেবে আহ্বান করা হবে। তখন সে বলবে আমার প্রভুর আরশ পানির উপর স্থাপন করা হয়েছে এবং আমিই সেটাকে পানির উপর প্রতিষ্ঠা করেছি, অতঃপর আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের পূর্বে আযাব দেয়ার ওয়াদা করেছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি অবশ্যই তখন তোমার অলঙ্কার, তোমার কাপড় এবং উড়না ছিনিয়ে নিব এবং তোমাকে এমন এলাকায় ছেড়ে দিব সেখানে মোরগ পর্যন্ত ডাকবেনা। তোমার এলাকায় শিয়াল ব্যতীত কোনো জীবজন্তু আবাদ হবেনা। সেখানে কোনো গাছপালা, পাথর, ঘাস বলতে কিছুই থাকবেনা এবং তোমার উপর আমি তিন প্রকারের আগুন অবতীর্ন করব। এক প্রকারের আগুন হবে আলকাতরার, দিতীয় প্রকারের হবে দিয়শলাইয়ের এবং তৃতীয় প্রকারের আগুন হবে পেট্রোলের। এবং আমি টেকো মাথা এবং উদ্ভিদ বিহীন ভ'খন্ডের অধিকারী করে ছাড়বো। আসমানের নিচে জমিনের উপরে তোমার সাথে কেউ থাকবেনা। তোমার চিৎকার এবং আহাজারী কোথাও পৌছবেনা। এবং আসমানের উপর আধিষ্ঠিত থাকব। যেহেতু সে দীর্ঘ দিন থেকে আল্লাহর সাথে শিরক করে আসছিল এবং আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের উপাসনায় লিপ্ত ছিল। যে প্রতিবেশি তার সৌন্দর্যে পাগল হয়ে বারবার তাকে সূর্যের সাথে দেখতে চেয়েছিল সে এসে তোমার দরজায় করাঘাত করবে। যারা তার মালিকানাধীন ঘরের দিকে পায়ে হেটে আসতে চেয়েছিল তারা আর কখনো দূর্বল হবেনা। যেহেতু তারা সেখানে প্রায় বারোজন বাদশাহর সম্পদ প্রাপ্ত হবে প্রত্যেকের সম্পদে বৃদ্ধিই পেতে থাকবে কোনো ধরনের কমতি হবে না। সেই সম্পদ গরুর সমতুল্য হবে, আর কারো কারো সম্পদ হবে শিশার তৈরি ঘোড়ার সমত'ল্য। যেগুলোর মাথার উপর পানি প্রবাহিত থাকবে। তাদের সম্পদগুলো ঢালের উপর রেখে বন্টন করা হবে এবং কুড়াল দ্বারা সেটা কর্তন করা হবে। তারা এমন অবস্থায় দিনাতিপাত করতে গেলে হঠাৎ করে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওয়াদাকৃত আগুন এসে যাবে। এ অবস্থা দেখে তারা সাধ্যমত মাল-সামানা বহন করে নিয়ে যাবে এবং ফরকাদুনা নামক স্থানে সেটা বন্টন করবে। অতঃপর শামের দিক থেকে হঠাৎ সংবাদ এসে পৌছবে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে, একথা শুনে তারা হাতের সবকিছু ছুড়ে ফেলে দিয়ে দৌড় দিবে এবং শামে পৌছে জানতে পারবে সংবাদটি প্রতারনা এবং মিথ্যা ছিল। হাদীস বর্ননাকারী আবু আইউব রহঃ বলেন, শব্দটি হচ্ছে, নাফজাতুন। তিনি আরো বলেন, ঐ সময় যারা নিজেদের ঘরের দেয়ালের উপর দাড়াবে ভয়ে, আতংকে পেশাব করে দিবে।
(১৩১৪) হযরত কাব রহঃ বলতেন, যখন সবচেয়ে বড় যুদ্ধ, অর্থাৎ, রোমের যুদ্ধ সংগঠিত হবে,

তখন তোমাদের এক তৃতীয়াংশ পলায়ন করে রোম বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে, দ্বিতীয় আরেক তৃতীয়াংশ বেরিয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নিরাপদে রাখবেন। তবে আল্লাহ তাআলা তাদের অবশিষ্টদের প্রতি এক প্রকারের পাখি প্রেরন করবেন, যারা তাদের চোখ উপড়ে ফেলবে। ফলে বাকি লোকজন বিকৃতাবস্থায় পড়ে থাকবে। হে আল্লাহর বান্দাগন! তোমাদের কেউ এমন অবস্থার সম্মুখিন হলে নিজেকে কাপুরুষতা থেকে বাচিয়ে রেখে যেন পালানের নিচে এসে প্রবেশ করে। অথবা উক্ত পালানের খুটি শক্ত করে ধরবে এবং ধৈর্য্য ধারন করবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা এ তৃতীয় দলকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। এটা তখনই হবে যখন তোমাদেরকে রোম বাহিনী দুর্বল করে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতি তারা লোভী হয়ে উঠবে। রোমীরা বলবে সকাল হলেই তোমরা নিজেদের ঘোড়ার উপর আরোহন করতঃ মুসলমানদেরকে পিসে মাটির সাথে মিশে দাও, যেন এ জমিনে কেউ কখনো ইসলামের কথা বলতে না পারে। তার কথা শুনে আল্লাহ তাআলা খুবই রাগান্বীত হবেন এক পর্যায়ে চতুর্থ আসমানে থাকা আল্লাহর হাতিয়ারও আযাবকে সম্মোধন করে বলবেন, এ পৃথিবীতে একমাত্র আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমিই বাকি থাকব। আর ইয়ামান বাসিও কাইস বাকি থাকবে। আজ আমি আমার বান্দাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করব। আল্লাহ তাআলার দুই হাত দুই কাতারের উপর থাকবে। উক্ত হাতকে কোনো গোত্রের উপর প্রসারিত করলে তারা পরাজিত হয়ে পৃষ্টপ্রদর্শন করতে বাধ্য হয়। হে ইয়ামান বাসিরা! তোমরা কাইসের সাথে শত্রুতা পোষন করোনা। হে কাইস! তোমরা ইয়ামান বাসিকে ভালোবাসো। যেহেতু কাইস বাসির ব্যক্তিগতও চারিত্রিকভাবে উত্তম মানুষদের অন্তর্ভুক্ত। কসম সে সত্তার যার হাতে কাবের প্রান, হে ইয়ামান বাসিরা! কাইসও তোমরাই সেদিন ইসলাম ধর্মের উপর পুরোপুরি অবিচল থাকবে। সেদিন কাইস গোত্রের লোকজন অনেক দুশমনকে হত্যা করলেও দুশমনের কেউ তাদেরকে হত্যা করতে পারবেনা। তেমনিভাবে বনী আযদও শত্রুদেরকে হত্যা করবে, তবে তাদেরও কতক লোক মারা যাবে। আর লাখমও জুযাম গোত্রের লোকজনও শত্রুদেরকে হত্যা করবে এবং শত্রুরা তাদের কাউকে হত্যা করতে পারবেনা।

(১৩১৫) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, সাবা এবং কাযের এর সন্তানদের হাতে কুস্তুনতিনিয়া নগরীর বিজয় হবে।

(১৩১৬) বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত কাব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, অতিসত্তর ইয়াফা এলাকার ঘটনা সংঘঠিত হবে, যার মধ্যে মুসলমানগন তাদেরকে হত্যা করবে। যে যুদ্ধটি লাগাতার বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনিও রবিবার পর্যন্ত চলতে থাকবে। এরপর সোমবার দিন আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বিজয়ী করবেন। হাদীস বর্ননাকারী হযরত সফওয়ান রহঃ বলেন, আমি এহাদীসটি সম্বন্ধে হযরত খালেদ ইবনে কায়সানকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমার কাছে আমার পিতা হাদীস বর্ননা করেছেন, তিনি বলেন, ইয়াফা নগরীতে যখন আল্লাহ তাআলা রোম বাহিনীকে পরাজিত করবেন তখন তারা সেখান থেকে চলে গিয়ে আমাক নামক স্থানে সংঘটিত হবে। অতঃপর সে এলাকায় মারাতœক এক যুদ্ধ হবে।

(১৩১৭) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, অতিসত্তর তোমরা কায়সারিয়াতুর রোম আবাদ করবে তখন মুসলমানগন সে এলাকার পাহাড় গুলোকে রশিও পরিমাপের স্কেলের বিনিময়ে বিক্রি করবে। সে সময় পৃথিবীতে শান্তি এবং নিরাপত্বা এমন ভাবে বিরাজ করবে

জনৈকা মহিলা একাকীভাবে তার গাধার উপর আরোহন করে বায়তুল মোকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। একমাত্র তার সাথে পিছনে পিছনে তার কুকুরই আসবে। সে মহিলা লোকজনকে জিজ্ঞাসা করবে বায়তুল মোকাদ্দাসের সহজ রাস্তা কোনটি। এভাবে চলার পথে সে কাউকে ভয় করবেনা। লোকজনের কাছ থেকে কোনো প্রকারের আশংকা বোধ করবেনা, এমনকি হাতে কোনো লাঠিও রাখবেনা, যেটা থাকবে এক সময় সেটাকেও ফেলে দিবে। একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কাউকে ভয় করবেনা।

(১৩১৮) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে রোমবাহিনী ছিন্নভিন্ন করতে করতে বের করে দিবে। এমনকি তোমাদেরকে লাখমও জুযাম এলাকায় ছাউনি ফেলতে বাধ্য করবে। একপর্যায়ে তোমাদেরকে পৃথিবীর একপ্রান্তে কোনঠাসা হতে বাধ্য করবে।

(১৩১৯) হযরত কাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহ তাআলা শামবাসিদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন, যখন রোম বাহিনীর সাথে তাদের মারাতœকক যুদ্ধ হবে। উক্ত যুদ্ধে রোম বাহিনীর আক্রমনে আহলে ইয়ামনের মুসলমানগন দুই দফায় আক্রান্ত হবে এবং প্রথম দফায় সত্তর হাজার এবং দ্বিতীয় দফায় প্রায় আশি হাজার ইয়ামানী মারা যাবে। তাদের তলোয়ার বহনকারী আলÑমাসাদ বলবে, আমরা হলাম সিঃসন্দেহে আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর দুশমনদের সাথে আমরা যুদ্ধ করব। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর থেকে মহামারী, দূর্ভিক্ষ এবং বালাÑমসিবত উঠিয়ে নিবেন। ফলে ঐ সময় শাম নগরী থেকে নিরাপদও ভালো আবাহওয়া বিশিষ্ট কোনো এলাকা থাকবেনা। অথচ কিছু্দিন আগেও শাম দেশ ছিল মহামারী, দুর্ভিক্ষও নানান ধরনের বালাÑমসিবতে জর্জরিত শহর

হাদীস বর্ননাকারী হযরত কাব রহঃ বলেন, নিঃসন্দেহে পশ্চিমাদের মধ্যে একজন বাদশাহ হবেন, যে বাদশাহ শামবাসিদেরকে এক হাজার বার উৎখাতের ওয়াদাবদ্ধ হবে। তার গননা শেষ হলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি তীব্র বাতাস প্রবাহিত করবেন, এক পর্যায়ে তারা উক্ত এলাকা ত্যাগ করে চলে যেতে থাকবে এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলা আক্কা এবং নাহরের মধ্যবর্তী এলাকায় আছড়ে ফেলবেন, অতঃপর সকল সৈন্য একে অপরকে সাহায্য করতে ব্যস্ত হয়ে যাবে। বর্ননাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে নাহারটি কোনটি। জবাবে তিনি বললেন, মেহরাকুল আরনাত, অর্থাৎ হিমস নগরীর একটি ছোট্র নদী। আর উক্ত নদী আকরা এবং মসীসা স্থানের মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে।

(১৩২০) হযরত বশির ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াছার রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুলাহ ইবনে বুসর রাযিঃ আমার কান ধরে বলেন, হে ভাতিজা! হয়তো তুমি কুস্তনতিনিয়া নগরীর বিজয়ের যুগ পেয়ে থাকবে। যদি তুমি সে এলাকার বিজয় পেয়ে যাও তাহলে সেখানের কোনো গনীমত গ্রহন করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা কুস্তনতিনিয়ার বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের মাঝখানে মাত্র সাত বৎসরের পার্থক্য থাকবে।

(১৩২১) হযরত ইয়াহ ইয়া ইবনে আবু আমর রহঃ থেকে বর্নিত, তিনি এরশাদ করেন, রোম বাহিনী চল্লিশদিন পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসে নাকুস স্থাপন করবে। এক পর্যায়ে মুসলমান এবং রোম বাহিনী ত'র পাহাড়ের পার্শে অবস্থিত এক পাহাড়ের পাদদেশে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। এযুদ্ধে

রোম বাহিনীর কাছে মুসলমানগন পরাজিত হবে। তাদেরকে ধাওয়া করে আরীহা নামক এলাকা পর্যন্ত নিয়ে যাবে এরপর তাদেরকে দাউদ গেইট দিয়ে বের করে দিবে। এভাবে তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করতে করতে সমুদ্রের পার্শে নিয়ে যাবে। যার কারনে বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকটে একটি এলাকার নাম কিয়ামত পর্যন্ত আওদিয়াতুল জীফ হিসেবে উল্লেখ থাকবে।

(১৩২২) হযরত আবু কাবীল রহঃ একাধিক সাহাবায়ে কেরাম রাযিঃ থেকে বর্নিত, তারা বলেন, মুসলমান এবং রোম বাহিনীর মাঝখানে মারাতœক এক যুদ্ধ সংগঠিত হবে, এক পর্যায়ে মুসলমানগন তাদের প্রতি বিশাল এক বাহিনী কুস্তুসতুনিয়া নামক এলাকায় প্রেরন করবে। যারা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। তখন হঠাৎ করে পিছন থেকে রোম বাসিরা মুসলমানদের উপর আক্রমন করে বসবে। অতঃপর মুসলমান এবং রোম বাহিনী সাজ সাজ রব নিয়ে একে অপরের উপর হামলা করবে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে রোম বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং রোম বাহিনী নির্মম ভাবে পরাজিত হবে। এহেন পরিস্থিতিতে রোম বাহিনী থেকে একজন লোক দাড়িয়ে বলবে ক্রুশের জয় হয়েছে। তার কথা শুনে জনৈক মুসলমান চিৎকার করে বলে উঠবে, ক্রুশ নয় বরং আল্লাহ তাআলারই জয় হয়েছে। উভয়দল একে অপরের প্রতি তেড়ে আসবে এক পর্যায়ে মুসলমান লোকটি রোমী সৈন্যের দিকে এগিয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করবে। একাজটি দেখার সাথে সাথে রোম বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। এবং কুস্তুনতিনিয়া এলাকার দিকে ফিরে যাবে এবং ঈমান গ্রহন করবে। মুমিন হওয়া সত্ত্বেও যখন তাদেরকে হত্যা করা হবে। তাদের হত্যা করা দেখে তারা অনুধাবন করবে যে, নিশ্চয় মুসলমানগন তাদের প্রত্যেককে হত্যা করে ফেলবে তখন রোম বাহিনী আশিজন লোকের নেতৃত্বে বিশাল এক কাফেলা প্রেরন করবে এবং প্রত্যেকের অধীনে বারো হাজার সৈন্য থাকবে। হাদীস বর্ননাকারী আবু কাবীল রহঃ বলেন, রোম বাহিনী প্রকাশ করলে তাদের সাথে মোকাবেলা করার কারো শক্তি থাকবেনা। সেদিন তাদের সাথে তুর্কী, বারজান এবং সাকালিবা সহ অনেক সৈন্য থাকবে।

(১৩২৩) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, যখন দুই আতীক অর্থাৎ, আতীকুল আরব, আতীকুর রোম পৃথিবীর উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকবে তখন উভয়ের মাঝে মারাতœক যুদ্ধ সংগঠিত হতে থাকবে।

(১৩২৪) হযরত মুহাজির ইবনে হাবীব রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, হিরাক্লিয়ার্সের পঞ্চম বংশের এক নেতৃত্বে মারাতœক যুদ্ধ সংগঠিত হবে। প্রথমে হিরাকল নের্তত্ব দিবে, এরপর তার ছেলে কিস্তাহ ইবনে হিরাকল, এরপর তার ছেলে কুস্তুনতিন ইবনে কিস্তাহ, এরপর তার ছেলে ইস্তেপার ইবনে কুস্তুনতিন। অতঃপর হেরাকলের বংশধর থেকে রোমের এক বাদশাহ আতœপ্রকাশ করবে, যে লাবুন এলাকার শাসক হবে। এরপর তার ছেলে শাসক হবে, অতঃপর ঐ ছেলের হাতে ক্ষমতা আসবে সে বাদশাহর যুগে কঠিন যুদ্ধ হবে।

(১৩২৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, কুস্তুতিনিয়া নামক এলাকাটির বিজয় এমন একজন লোকের হাতে হবে, যার নাম হবে আমার নামের মত।

(১৩২৫) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবী সৃষ্টি করার পরে আসমানের নিচে সর্বপ্রথম এবং সকলের চেয়ে উত্তম যাকে হত্যা করা হয়েছে, সে হচ্ছে হাবিল ইবেন আদম, যাকে তার ভাই কাবিল জুলুমের মাধ্যমে হত্যা করেছে। এরপর হচ্ছেন ঐসকল আম্বিয়ায়ে কেরাম যাদেরকে সেসব উম্মতের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল তারা হত্যা করেছে। যখন তারা তাদের উম্মতকে একথা বলেছেন, আমাদের সকলের প্রভূ হচ্ছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমরা সকলে তার ডাকে সাড়া দাও।
এরপর হচ্ছেন, ফেরআউনের পরিবারের মু'মিন লোকজন, এরপর হচ্ছেন, সুরায়ে ইয়াসিনে উল্লেখকৃত হওয়ারী। অতঃপর হযরত হামযা রাযিঃ এরপর বদর যুদ্ধে শহীদ হওয়া সাহাবায়ে কেরাম। অতঃপর ঔহুদ যুদ্ধে শহিদ হওয়া সাহাবায়ে কেরাম। তারপর হুদায়বিয়ার শহীদগণ, অতঃপর আহযাব যুদ্ধের সাহাবাগণ এরপর হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম। এরপর রসূলুল্লাহ সাঃ এর ইন্তিকালের পর যাদেরকে খারেজীগণ হত্যা করবে। যে খারেজীগন মারাত্মক অপরাধের কাজে জড়িত ছিল। এরপর আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধরত মুজাহিদগণের যে কেউ হতে পারে। অতঃপর রোম বাহিনীর সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হবে। উক্ত যুদ্ধে শহীদ হওয়া লোকজন বদর যুদ্ধে শহীদ হওয়া সাহাবায়ে কেরামের সমতুল্য হবে। এরপর তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ হবে, তাদের শহীদগণ ওহুদ যুদ্ধের শহীদগণের সমতূল্য হবে। অতঃপর দাজ্জালের সাথে ব্যাপক যুদ্ধ হবে। সেই যুদ্ধের শহীদগণ হবে হুদাইবিয়ার শহীদগণের সমতুল্য। এরপর হবে ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে যুদ্ধ, উক্ত যুদ্ধে যারা শহীদ হবেন তারা আহযাবের শহীদের সমতুল্য হবে। এরপর হবে ব্যাপক যুদ্ধ যার শহীদগণ হবেন হুনাইনের শহীদের সমপরিমান হবে। এসব যুদ্ধের পর মুসলমানদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো যুদ্ধ আর হবেনা।

(১৩২৬) হযরত আবু কুবাইল রহঃ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা রোমীদের সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ী হবে, তখন তোমরা তার মাশরিকে অবস্থিত বড় এলাকায় প্রবেশ করবে। এরপর তোমরা সাত স্তর পাড়ি দিয়ে অষ্টম স্তরে অবশ্যই পৌঁছবে। যেহেতু তার নিচে হচ্ছে, হযরত মুসা আঃ এর লাঠি, হযরত ঈসা আঃ এর ইঞ্জিল এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের অলংকারসমূহ।
(১৩২৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা কুস্তুনতুনিয়া এলাকায় তিন ধরনের যুদ্ধ সংগঠিত হবে। এক প্রকারের যুদ্ধ হচ্ছে, যার মধ্যে তোমরা বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবতের সম্মুখিন হবে। দ্বিতীয় যুদ্ধ তোমাদের মধ্যে এবং তাদের সাথে চুক্তি হবে। এক পযার্য়ে মুসলমানরা সেখানে মসজিদ স্থাপন করবে এবং কুস্তুনতুনিয়ার পিছনে থেকে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এরপর তারা সেদিকে ফিরে যেতে থাকবে। তৃতীয় যুদ্ধ হচ্ছে, যা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তাকবীরের মাধ্যমে বিজয়ী করবে । যেটা মোট তিনবার হবে। এক তৃতাংশ বিরান হয়ে যাবে, আরেক তৃতাংশ ডুবে মারা যাবে। বাকি এক তৃতাংশ বিভিন্ন ধরনের ধাতব্য বস্তু বন্টন করবে।

(১৩২৯) হযরত আবু কুবাইল ও ইয়াসীর ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তারা বলেন ইস্কান্দারিয়া এবং আ'মাকের যুদ্ধ সংগঠিত হবে তাবারিস ইবেন আসতিবইয়ান ইবেন আখরাম ইবনে কুস্তনতীন ইবনে হিরাকল এর হাতে। বর্ণনাকারী বলেন,আমি শুনতে পেয়েছি যে, নিঃসন্দেহে সে লোক হবে রোমবাসিদের অন্তর্ভুক্ত।

(১৩৩০) হযরত হ্ওায়াল ইবেন শুরাহীল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আ'স রাযিঃকে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে আন্দালুসবাসি সমুদ্রের দিকে এগিয়ে আসবে। সমুদ্রে তাদের জাহাজের ধৈর্য থাকবে পঞ্চাশ মাইল এবং প্রস্ত থাকবে তের মাইল। এক পর্যায়ে তারা আ'শক নামক এলাকায় ছাউনি ফেলবে। বর্ণনাকারী ইবনে ওয়াহাব রহঃ বলেন সেটা জলে-স্থলে উভয় স্থানে হবে।

(১৩৩১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, আন্দালুসে মুসলমানদের দুশমনদের একজন লোক থাকে যুলর্উফ বলা হবে। মুশরিক গোত্রের লোকজন ব্যাপকভাবে জমায়েত হবে। আন্দালুসের মুসলমানদের মাঝে একথা প্রসিদ্ধ থাকবে যে, মুসলমানদের তাদের সাথে মোকাবেলা করার শক্তি নেই। যার কারণে অনেক মুসলমান পলায়ন করবে, ফলে শক্তিশালী মুসলমানগণ জাহাজের মাধ্যমে তানজাহ নামক এলকার দিকে চলে যেতে থাকবে এবং মুসলমানদের মধ্যে দুর্বলরাই একমাত্র থাকবে তাদের জামাআতের মাঝে যাদের কোনো জাহাজ থাকবে না তারা সে এলাকা অতিক্রম করে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য বন্য প্রাণী প্রেরন করবেন, যার কারণে আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রের মধ্যে তাদের জন্য একটা সহজ পথ বের করে দিবেন। যার মাধ্যমে তারা সমুদ্র অতিক্রম করতে পারবে। যা লোকজন খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে। তারা বন্য প্রাণী এর অনুসরণ করবে এবং তার অনুসরণ করে চলতে থাকবে, অতঃপর সমুদ্রের মাধ্যমে তারা আবারো ফিরে আসবে। এবং দুশমন তাদেরকে বাহনের উপর সওয়ার হয়ে হন্য হয়ে খুঁজতে থাকবে। একথা আফ্রিকাবাসি জানার পর তারা বের হয়ে আসবে এবং তাদের সাথে আন্দালুসের মুসলমানগণও বের হয়ে আসবে। এক পর্যায়ে তারা মিশরে পৌঁছে যাবে এবং দুশমনরা তাদের পিছু নিবে। যার কারণে তারা আহরাম থেকে পাঁচ মাইলের দুরত্বে থাকা মারবূত নামক এলাকায় ছাউনি ফেলবে। তারা সেখানে অবস্থান করার সাথে সাথে মুসলমানদের পতাকা হাতে একদল লোক এগিয়ে আসবে। আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করবেন এবং কাফেররা মারাত্মকভাবে পরাজিত হবে। মুসলমানগন ওবিয়্যাহ এলাকা পর্যন্ত প্রায় বিস্তৃত দশ মাইল এলাকা অবধি তাদেরকে ধাওয়া করে হত্যা করবে। মিশরবাসিরা দীর্ঘ সাত বৎসর পর্যন্ত তাদের সরঞ্জাম ও রসদপত্র বহন করতে থাকবে। এক পর্যায়ে যূল আরাফ নামক লোকটি পলায়ন করবে। তার সাথে একটি লিপিবদ্ধকৃত চিঠি থাকবে, যা না দেখেই সে মিশরে ফিরে আসবে। তখন চিঠিটা খুলে দেখবে, তবে তখন সে হবে একজন পরাজিত শাসক। তখন উল্লিখিত চিঠিতে ইসলাম ধর্মের আলোচনা দেখতে পাবে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে একথা লিখিত পাওয়ার পর সে মুসলমানদের কাছে নিরাপত্ত্বা প্রার্থণা করবে, সাথে সাথে যারা তার আবেদনে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের জন্যও নিরপত্তা চাইবে। ফলে সে ইসলাম কবুল করতঃ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

এর পরের বৎসর হাব্্শা এলাকা থেকে একজন লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। যাকে বলা হবে আসইয়াস, কিংবা আসবাস। সে বিশাল একদল সৈন্যের সমাগম করবে। যা অবলোকন করতঃ মুসলমানগণ আসওয়ান এলাকা থেকে পলায়ন করে চলে যাবে। যার কারণে সেখানে এবং তার আশ্বেপার্শ্বে কোনো মুসলমানকে পাওয়া যাবেনা। যারা ছিপে সকলে বিভিন্ন তাবু এবং হাবশা এলাকায় চলে যাবে। অনেকে আবার মান্ফ নগরীতে গিয়ে পৌঁছবে। কিছুদিন পর মুসলমানগণ সুসংগঠিত হয়ে পতাকা সহকারে এগিয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। ফলে তাদের সাথে কঠিন এক যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানরা জয়লাভ করবে। সেদিন একেকজন হাবশিকে একটি জামার বিনিময়ে বিক্রি করা হবে।

(১৩৩২) হযরত আবু মুহাম্মদ আল-জিন্নী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি তুবরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ কে বলতে শুনেছেন, আরব মুসলমানদের বিশাল একদল পুরোপুরিভাবে রোম বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। আমি পুরোপুরিভাবে কথাটির ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাদের দানা-পানি, জায়গা-জমিন সবকিছুসহ।

তার কথা শুনে সুলাইম ইবেন আতর রহঃ তাকে বললেন, হে আবু মুহাম্মদ! ইনশাআল্লাহ একথা শুনার সাথে সাথে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাড়িয়ে গিয়ে বলবেন, হয়তোবা আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেছেন এবং লিপিবদ্ধও করেছেন।

(১৩৩৩) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আস্্ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন মানুষ যু্ুল খালাছা নামক ভুতের উপাসনা করতে থাকবে তখনই শামবাসির ওপর রোমবাহিনী জয়লাভ করবে।

(১৩৩৪) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবুহুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, যখন তীব্র যুদ্ধ সংগঠিত হবে দিমাশ্্ক নগরী থেকে বিরাট একদল মাওয়ালীর আত্মপ্রকাশ হবে। তখন তারাই হবে আরবের সবচেয়ে উত্তম আশ্বরোহি এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মূলতঃ দ্বীন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করবেন।

(১৩৩৬) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খ্রীস্টানরা সর্বপ্রথম রোম শহরের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করবে। উক্ত এলাকার লোকজন কাফের না হলে নিঃসন্দেহে সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার পর আল্লাহ্র দরবারে সিজদারত হয়ে কান্নাকাটি করার আওয়াজও শুনতে পারত।

(১৩৩৫) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রোমীবাসিরা পথভ্রষ্ট না হলে সূর্য্যরে কান্নার আওয়াজ অবশ্যই তারা শুনে থাকতো।

(১৩৩৭) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইব্্নে আমর ইবনুল আস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথমে যে কুস্তুনতিনিয়া নামক এলাকা জয়লাভ করা হবে, অতঃপর রোম বাহিনীর সাথে ভয়াবহ একযুদ্ধ হবে, এবং সে যুদ্ধে রোমবাহিনী মুসলমান বিপক্ষে জয়লাভ করবে। হাদীস বর্ণনাকারী আবুকাবীল বলেন, মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ নামক একলোক আফ্রিকিয়্যারে শাসক নিযুক্ত হবে, যিনি মূলতঃ আসবে। এরপর আরেকজন বনি হাশেম থেকে আত্মপ্রকাশ

করবে, যার নাম হবে ইস্বা ইবনে ইয়াযিদ, সে হবে রোম বাহিনীর নেতৃত্ব দান করে এবং তার হাত রোমের বিজয় নিশ্চিত হবে।
(১৩৩৮) হযরত বকর ইবনে সুয়াদা রহঃ হিময়রের জনৈক শেখ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, অতিসত্ত্বর এই আফ্রিকী রামলায় তোমাদের সাথে তোমাদের দুশমনের যদ্ধু হবে। সেদিন রোম বাহিনী আটশত জাহাজে করে তোমাদের দিকে ধেয়ে আসবে এবং এ রামলা এলাকায় তোমাদের সাথে তাদের তীব্র যুদ্ধ হবে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরাজিত করবেন। অতঃপর তাদের জাহাজগুলো তোমরা নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে নিবে এবং তার উপর আরোহন পূর্বক তোমরা রোমিয়ার দিকে যেতে থাকবে। সেখানে এসে তোমরা তিনবার "আল্লাহু আকবর" বলবে। তোমাদের তাকবীরের আওয়াজে তাদের কেল্লা কেপে উঠবে। যার কারনে তৃতীয় তাকবীরে প্রায় একমাইল পরিমান ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। যেটা দিয়ে তোমরা প্রবেশ করবে। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর একটি মেঘমালা দ্বারা ছায়া দান করবেন। যদ্বারা তোমাদের আর কোনো কষ্ট ক্লেশ থাকবে না। এ অবস্থা তোমরা তোমাদের বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত বাকি থাকবে।
(১৩৩৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্্নে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বমোট পাঁচ প্রকারের যুদ্ধ প্রকাশ হবে। তার থেকে দুইটি অহিবাহিত হলেও তিনটি এখনো বাকি আছে। তার প্রথম হচ্ছে, জাজিরার মালিকানা নিয়ে তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ। দ্বিতীয়টি হল, আ'মাক এলাকার যুদ্ধ, তৃতীয় এবং সর্বশেষ যুদ্ধ হচ্ছে, দাজ্জালের সাথে সংগঠিত হওয়া যুদ্ধ। যার পরে আর কোনো যুদ্ধ হবেনা।
(১৩৪০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হঠাৎ করে রোমীদের মাঝে একজন লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। যে পূর্ণ যৌবনে পদার্পন করেছে। যে যুবক রোমবাহিনীর মালিকানাধীন এলাকায় অবস্থানপূর্বক বলবে, অতিসত্ত্বর আমরা এদের উপর বিজরী হয়ে আমাদের ভুখন্ডকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিব এবং অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করব, আর যেসব এলাকা তারা আমাদের কাছ থেকে দখল করে নিয়েছে সেগুলো আমরা বিজরী হওয়ার মাধ্যমে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিব। না হয় তারা এমন ভাবে আঘাত করবে যদ্বারা আমার পায়ের নিচের মাটিও দখল করে ি নবে। এক পর্যায়ে সে সাত হাজার জাহাজের মাধ্যমে বিশাল এক বাহিনী তৈরি করে এগিয়ে যাবে। এভাবে চলতে চলতে আরীশ এবং আক্কা নামক স্থানের মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছলে তার সকল জাহাজে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে। তখনই মিশর থেকে মিশরবাসিরা এবং শামদেশ থেকে শামবাসিরা বের হয়ে আসবে। সকলে এসে জাজিরাতুল আরবে জমায়েত হবে। এদিন হচ্ছে, সেদিন যেদিন সম্বন্ধে হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ বলতেন, যে নিকৃষ্টতম দিনে আরবদের ধ্বংস অনিবার্য। যেদিন সকলে যাবতীয় রসদপত্র নিয়ে নিকটবর্তী হবে। এভাবে জমায়েত হওয়া নিজের পরিবার এবং সম্পদ থেকে পছন্দনীয় হবে। আরবরা সবধরনের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করবে। এক পর্যায়ে তারা চলতে চলতে এন্তাকিয়ার আ'মাক এলাকায় গিয়ে পৌঁছবে। সেদিনই ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। যার কারণে ঘোড়ার অর্ধেক অংশ পর্যন্ত রক্তে ডুবে যাবে। প্রত্যেক দল থেকে আল্লাহ্ তাআলা সাহায্য বন্ধ করে দিবেন। অবস্থা এমন হবে যে, ফেরেশতারা বলবে, হে আল্লাহ!

আপনার মুমিন বান্দাদেরকে সাহায্য কি করবেন না।
তাদেরকে জবাব দেয়া হবে যে, তাদের শহীদ আরো অধিক হারে হোক। উক্ত যুদ্ধে এক তৃতাংশ শহীদ হয়ে যাবে, এক তৃতাংশ ফিরে যাবে এবং অন্য এক তৃতাংশ ধৈর্য্যধারন করে থাকবে। আল্লাহ তাআলা ফিরে যাওয়্ াএক তৃতাংশকে ধসে দিবেন।
এহেন পরিস্থিতিতে রোমবাহিনীরা বলবে, তোমাদের প্রত্যেক অংশ এই এলাকা ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত আমরা তোমাদেরকে হত্যা করতে থাকবে। তাদের কথা শুনে অনারবের লোকজন বলতে থাকবে আমরা ইসলাম গ্রহনের পর কুফরী কবুল করা থেকে আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তখনই আল্লাহ তাআলা খুবই রাগান্বিত হয়ে উঠবেন এবং কাফেরদেরকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হবে এবং তীরের সাহায্যে মেরে ফেলা হবে। যার কারনে তাদের সংবাদ পৌঁছানোর জন্যও কেউ জীবিত থাকবেনা। এরপর মুসলমানগন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। প্রত্যেক শহরকে তারা আল্লাহু আকবর তাকবীর দ্বারা জয় করতে থাকবে। এভাবে বিজরী বেশে চলতে চলতে এক সময় রোমীদের এলাকায় এসে দেখবে তাদের শহরের গোটা এলাকা জনমানবশুন্য। ফলে আল্লাহ তাআলার সাহায্যে সেটাও জয় করবে। সেদিন অসংখ্য কুমারী নারী ধর্ষিতা হবে এবং টেনে টেনে গনীমতের মাল বন্টন করা হবে। তখনই তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছবে, মসীহে দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। এ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তারা সকলে সেদিকে দৌড় দিবে এবং বায়তুল আলিয়া নামক স্থানে তারা দাজ্জালকে দেখতে পাবে। আর সেখানে আট হাজার নারী এবং বার হাজার লোককে শহীদ হওয়া অবস্থায় পাবে। তারা হচ্ছে, পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম লোক। তারা হবেন, অতিবাহিত হওয়া নেককার লোকদের ন্যায়। তারা এভাবে মেঘের ছায়া তলে অবস্থান করতে থাকবে, হঠাৎ সেই মেঘ সকালের দিকে কিছুটা ঘোমটা ছেড়ে বের হবে। তখন সকলে হযরত ঈসা আঃ কে তাদের সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।
(১৩৪১) হযরত ইব্্নে আবু যর রহঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আবু যরগিফারী রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাঃ কে এরশাদ করতে শুনেছি বনু উমাইয়ার নিকৃষ্টতম এক লোক মিশরের শাসকের উপর জয়লাভ করতঃ মিশরের শাসন ক্ষমতা দখল করবে। পরবর্তীতে তার হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং পূর্বের শাসক পলায়ন করে রোমের দিকে চলে যাবে। অতঃপর রোমবাহিনীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচিত করবে। সেটিই হবে প্রথম যুদ্ধ।
(১৩৪২) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তাকে বলতে শুনা গিয়েছে, তিনি বলেন, যখন তুমি দেখবে বা শুনতে পাবে যে, অত্যাচারী শাসকদের একজন অন্য আরেকজনের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে এবং রোমের দিকে পলায়ন করবে, তাহলে সেটা হবে রোম বাহিনী এবং মুসলমানদের মাঝে সংগঠিত হওয়া সর্বপ্রথম যুদ্ধ।
তাকে বলা হলো, মিশরবাসিরা আক্রান্ত হবে, অথচ তারা আমাদের দ্বীনিভাই। জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ যখন তুমি মিশরবাসিদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদের ইমামকে তাদেরই সামনে হত্যা করা হয়েছে, তাহলে তুমি সাধ্যমত সেখান থেকে বের হয়ে যাও এবং কক্ষনো শাহী ভবনের নিকটবর্তী হবে না। কেননা তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে অনেক লোককে বন্দি করা হবে এবং

গণহত্যা চালানো হবে।
(১৩৪৩) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রোম এলাকা বিজয়কালীন পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে ঝড়ের গতিতে বিশাল একটি বাহিনী এগিয়ে আসবে, যাদের সাথে কেউ মোকাবেলা করে বিজয়ী হতে পারবেনা, কোনো বাধা তাদের পথ রোধ করতে পারবেনা এবং কোনো কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে তাদের থেকে কেউ বাচতে পারবে না, কোনো আত্মীয়তা তাদেরকে আপন উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি করতে পারবে না। এক পর্যায়ে তারা রোম এলাকা পদানত করে, সেটা জয় করবে। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত কা’ব রহঃ বলেন, সেখানে একটি ঐতিহাসিক গাছ থাকবে, কিতাবুল্লাহর ভাষ্য মতে সেই গাছের ছায়ায় প্রায় তিন হাজার লোকের অবস্থান হবে। যে লোক উক্ত গাছের সাথে নিজের হাতিয়ার বা তলোয়ারকে লটকিয়ে রাখবে কিংবা উক্ত গাছের সাথে নিজেদের ঘোড়া বেঁধে রাখবে তারা হবে আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বোত্তম শহীদ। অতঃপর হযরত কা’ব রহঃ বলেন, নিকিয়া নামক এলাকার আগে উমুরিয়ার বিজয় হবে, নিকিয়া নগরী জয়লাভ করা হবে ঐতিহাসিক কুস্তনতিনিয়ার পূর্বে এবং কুস্তনতিনিয়া জয় করা হবে রোমিয়া এলাকার পূর্বে।
(১৩৪৪) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে বসা ছিলাম, কেউ একজন রাসূলুল্লাহ সাঃ কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সর্বপ্রথম কোন শহর জয়লাভ করা হবে, রোমিয়া নাকি কুস্তনতিনিয়া? জবাবে রাসূলুল্লাহ বললেন, ইবনুল হেরকলের শহর অর্থাৎ, কুস্তনতিনিয়া সর্বপ্রথম জয় করা হবে। এরপর অন্য শহরের পালা আসবে।
(১৩৪৫) কিবাছ ইবনে রাযিন রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আলী ইবনে রিয়াহ রহঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর রাযিঃ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের সময় রোমানরা সংখ্যা অনেক বেশি থাকবে। একথা শুনে আমর ইবনুল আস রাযিঃ তাকে ধমক দিতে চাইলেন। এরপর হযরত আমর ইবনুল আ’স রাযিঃ বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা হবে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে অত্যাচারী জাতি। তারা পরাজিত হবে মারাত্মক ভাবে দুর্ভিক্ষের সম্মুখিন হবে। সেখানে কল্যানজনক কাজ খুবই কম থাকবে।
যে কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, সেটা হচ্ছে, বাদশাহর অত্যাচার না করা।
(১৩৪৬) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইবেন মুহাইরিজ রাযিঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন আহলে কারেস এর ধাপট মাত্র কিছুদিন চলবে এরপর রোমানদের মত তাদেরও আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। এ ধাপট মাত্র কয়েক যুগ পর্যন্ত থাকবে। তাদের সে যুগ চলে যাওয়ার পর আরেক দল এসে তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। যারা জলÑস্থলের অধিকারী হবে এবং দীর্ঘদিন বিভিন্ন ধরনের অপরাধ-অবিচার তারা করতে থাকবে। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীতে কল্যান রাখতে ইচ্ছা, ততদিন পর্যন্ত এরা তোমাদের প্রতিবেশি ও সাথি হয়ে থাকবে। এরপর পৃথিবীতে নানান ধরনের অরাজকতা চলতে থাকবে।
(১৩৪৭) হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো নবীর নামের সাথে মিল রয়েছে এমন একজনের হাতে কুস্তনতিনিয়া নগরীর বিজয় হবে।

হাদীস বর্ণনাকারী ইব্্নে লেহইয়্যাহ রহঃ বলেন, তাদের কিতাবে লেখা রয়েছে যে, উক্ত নবীর নাম হবে সালেহ।
(১৩৪৮) হযরত হুসাইম আযিয়্যাদী রহঃ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেন, ইয়াব-সানের রশি, লেবনানের লাঠি এবং মারীছের লোহার সাহায্যে গ্রীক এলাকা জয় করা হবে। তোমরা সেখানে একটা তালাবদ্ধ কফিন প্রাপ্ত হবে। সেটা হস্তগত করার জন্য মিশরবাসি এবং শাম দেশের বাসিন্দাগন হামলা করে বসবে। শেষ পর্যন্ত মিশরবাসিরা পেয়ে যাবে।
(১৯৪৯) হযরত মুস্তাউরিদ আল-কুরাশী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের সময় রোমান ধর্মের অনুসারীরা সংখ্যায় অনেক বেশি হবে। এ হাদীস বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ এর কাছে পৌছলে তিনি বলেন, তুমি এ কেমন হাদীস বর্ণনা করছ, এ কথাটি কি আসলে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন। জবাবে হযরত মুসতাউরিদ রাযিঃ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে যা শুনেছি হুবহু তা বর্ননা করছি। এ কথা শুনে হযরত আমর ইবনুল আস রাযিঃ বলেন, তুমি যা বর্ণনা করছো তা যদি সত্য হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তারা হবে ফিতনাকালীন খুবই বিচক্ষণ মানুষের অন্তর্ভুক্ত, মসিবতের সময় অধিক অবগত লোক এবং তাদের দুর্বল-মিসকীনদের সাথে উত্তম আচরণকারী।
(১৩৫০) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, হিরাক্্লের চতুর্থ ও পঞ্চম সন্তানদের থেকে একজনের হাতে হবে মারাত্মক যুদ্ধ, যার নাম হবে তাবারাহ্্ । হাদীস বর্ণনাকারী হযরত কা'ব রহঃ বলেন, যেদিন বনু হাশিমের একজন লোক আমীরের দায়িত্ব পালন করবেন। যেদিন ইয়ামানের দিক থেকে সত্তর হাজার জাহাজ বোঝায় করা যুদ্ধের রসদপাত্র এসে পৌছবে। তাদের তলোয়ার হবে মাসাদ গাছের সাথে লটকানো।
(১৩৫১) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু সা'লাবা খুশানী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তুমি শামদেশের বাসিন্দাকে আহ্লে বায়তের একজনকে খুব বেশি মেহমানদারী করতে দেখবে মূলতঃ তখনই কুস্তুনতিনিয়া জয় হবে।
(১৩৫২) হযরত কা'ব রহঃ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ একদা বিভিন্ন যুদ্ধ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে যা বলেছেন আমি এখন সেগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরব। প্রায় বারজন শাসকের যুগে ফিতনা সংগঠিত হবে। তাদের মধ্যে রোমান বাদশাহ হবে সর্বকণিষ্ঠ এবং তার যুগে সবচেয়ে কম যুদ্ধ হবে। কিন্তু তারাই সবচেয়ে বেশি মানুষকে পথ ভ্রষ্টতার প্রতি ধাবিত করবে। এবং এরজন্য সাহায্য-সহযোগিতা করবে। হারামের দিকে নিয়ে যাবে। তখন ইসলামের কোনো সাহায্য করা হবে না। তবে যেদিন মুসলমানদের সাহায্যের লক্ষ্যে সানা এলাকার সৈন্যরা এগিয়ে আসবে, তখন খ্রীষ্টানদের সাহায্য করা হারাম হয়ে যাবে। ঐসময় জাজিরা এলাকায় ত্রিশ হাজারের বিশাল খ্রীষ্টান বাহিনীর সমাগম হবে । অন্যদিকে একলোক তাদের পক্ষ ত্যাগ করে বলবে,্ আমি খ্রীষ্টানদের সাহায্য করে যাব, যার কারণে প্রত্যেকে তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করবে। সেদিন কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। তার সাথে একটি ধারালো তলোয়ার থাকবে। ফলে তাকে কেউ কোনো আঘাতও করতে পারবেনা। তার স্থলে একজন দালাল থাকবে যেদিন যার উপরই তলোয়ার দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল তাকে মারা যেতে হয়েছে। এক পর্যায়ে প্রত্যেকে একে অন্যকে সাহায্য করা হারাম মনে করেছে এবং উভয় দল ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছে। এক সময়

প্রত্যেক দল অস্ত্রের মহড়া আরম্ভ করে দেয়। যাতে করে প্রতি পক্ষকে দুর্বল করতে সক্ষম হয় । যেদিন মুসলমানদের এক তৃতাংশ মারা যাবে, অন্য এক তৃতাংশ পলায়ন করবে। যার কারনে তার জমিনের সর্বনিম্œ স্তরে উপনীত হবে, যেখান থেকে কখনো জান্নাত তো দেখবেনা এমনকি জান্নাতীদেরকেরও দেখতে পাবেনা। আরেক তৃতাংশ ধৈর্য্যধারন করবে, তাদের লাগাতার তিনদিন পর্যন্ত পাহারা দিয়ে রাখা হবে। তাদের কেউ পলায়নকারী সাথীদের মত পলায়ন করবেনা। তৃতীয় দিন হলে তাদের একজন হঠাৎ দাড়িয়ে উচ্চস্বরে বলবে, হে মুসলমানগন! তোমরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছ,দাড়াও এবং তোমাদের সাথীদের ন্যায় জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হও। যখন তারা এভাবে এগিয়ে যাবে তখনই আল্লাহ তাআলারর পক্ষ থেকে নুসরাত বা সাহায্য আসবে। আল্লাহ তাআলা খ্রীষ্টানদের উপর ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকবে। যার কারণে তাদেরকে তীর, তলোয়ার ও বল্লম দ্বারা হত্যা করা হবে। এরপর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো খ্রীষ্টানদের পক্ষে অস্ত্রধারন করার আর কারো সাহস থাকবেনা। তাদেরকে মুসলমানরা যেখানে পাবে সেখানে হত্যা করতে থাকবে। যেদিন সব কেল্লা এবং শহর মুসলমানগন জয় করবে। এভাবে জয় করতে করতে একসময় কুস্তুন তিনিয়ানগরীতে এসে পৌছবে। অতঃপর সকলে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব, পবিত্রতা ও প্রশংসা করতে থাকবে। ফলে সেখানে বারটি বুরুজ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যেখানে নির্বিঘেœ প্রবেশ করবে। সেখানের যুবকদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারীদের ইজ্জত লুন্টন করা হবে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশক্রমে সেখানে থাকা ধনভান্ডার খুলে দেয়া হলে যার যা ইচ্ছা তা গ্রহণ করতঃ বাকিগুলো রেখে দেয়া হবে। উক্ত ভান্ডার থেকে সম্পদ গ্রহনকারী এবং বর্জনকারী উভয়দল লজ্জিত হবে।
একথা শুনার সাথে সাথে সকলে বলে উঠলো, উভয় গ্রুপের লজ্জা কীভাবে জমা হবে। জবাবে বলা হবে, সম্পদ গ্রহণকারীরা চিন্তিত ও লজ্জিত হবে, কেন আরো গ্রহণ করলোনা, অন্যদিকে বর্জনকারীগণও গ্রহন না করার কারণে খুবই পেরেশান হয়ে যাবে যে, কেন গ্রহণ করলোনা। একথ্ াশুনে সকলে বলল, নিঃসন্দেহে আপনি আখেরী যামানায় দুনিয়ার প্রতি আন্তরিক হয়ে যাবেন। জবাবে তিনি বললেন, এটাও অবশ্যই শাদ্দাদ এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের বৎসরগুলোতে সাহায্য করার উদ্দে্েশ্য হয়ে থাকবে। ঐসময় হঠাৎ প্রকাশ পাবে, তোমাদের শহরে দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। একথ্ াশুনে সকলে নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়ে দেখতে পাবে যে, সংবাদটি ডাহা মিথ্যা বলেছে। তবে এরজন্য আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবেনা, বরং দ্রুত দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।
(১৩৫৩) হযরত আবু কুবাইল রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু ফাররাস, মুসানুসাইর এবং আযাজ ইব্্নে উকরা রহঃ এক স্থানে জমায়েত হয়ে কুস্তুনতিনিয়া এবং সেখানে স্থাপিত মসজিদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। হযরত মুসা ইবেন নূসাইর বলেন, নিঃ সন্দেহে আমি সে স্থান সম্বন্ধে অবগত। হযরত আযাজ ইবেন উকরা রহঃ বলেন, উভয় দলের প্রত্যেকে আমাকে কথাটির কথা বলেছে, অতঃপর তিনি বলেন তোমরা উভয়দলই সঠিক কাজ করবে। হাদীস বর্ণনাকারী আবু ফাররাস বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'মকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় তোমরা কুস্তনতুনিয়া এলাকাটিতে মোট তিনবার যুদ্ধ করবে। প্রথমবার হবে বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবতের মাধ্যমে, দ্বিতীয় দফা হবে চুক্তির মাধ্যমে। এমনকি সেখানে মুসলমানরা একটি

মসজিদও প্রতিষ্ঠা করবে এবং অন্য এলাকায় যুদ্ধ করে নিরাপদে কুস্তনতুনিয়া ফিরে আসবে। তৃতীয় দফা যুদ্ধের মাধ্যমে যেটা আল্লাহ তাআলা জয় করার ব্যবস্থা করবেন। মূলতঃ কুস্তনতুনিয়া জয় হবে তাকবীরের মাধ্যমে। অতঃপর তার এক তৃতাংশ ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে, আরেক তৃতাংশ আল্লাহ তাআলা া জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিবেন, অন্য এক তৃতাংশের সম্পদকে তোমরা নিজেদের মাঝে সমান ভাগে বন্টন করবে।

(১৩৫৪) হযরত উমাইর ইবনে মালেক রহঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবুনুল আস রাযিঃ এর নিকট ইস্কান্দরিয়া এলাকায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে কুস্তনতুনিয়া এবং রোমান এলাকার বিজয় নিয়ে আলোচনা করা হলে কেউ কেউ বললেন কুস্তনতিনিয়া এলাকা গ্রীকের আগে জয় করা হবে, আবার কেউ বলেন, না গ্রীক আগে বিজয় করা হবে, এরপর হবে কুস্তনতুনিয়া, এসব শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ একটি বাক্স আনতে বললেন, যার মধ্যে লিখিত কিছু কাগজপত্র ছিল। এসব দেখে তিনি বললেন গ্রীকের পূর্বে কুস্তনতিনিয়া জয় করা হবে। এরপর মূলতঃ রোম বিজয় করা হবে। না হলে আমি আব্দুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল আ'স মিথ্যাবাদিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। একথা তিনি তিনবার বলেছেন।

(১৩৫৫) হযরত ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদ আল-আসলামী থেকে বর্ণিত, তিনি সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন,নিঃসন্দেহে ইবনুল মোরেক, অর্থাৎ, রোমান বাদশাহ তিনশত জাহাজের সাহায্যে বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে সারসিনা এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

(১৩৫৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌্নে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইস্কান্দারিয়ার যুদ্ধ সংগঠিত হবে তাবারিছ ইবেন আসতীনান ইবনুল আখরামের হাতে। দিনের দুপুরে যে মিনারের প্রান্তে অবতরণ করবে, যেখানে থাকবে চারশত সৈন্য, অতঃপর আরো চারশত সৈন্য আসবে। সকলে এসে মিনারের প্রান্তে অবতরণ করবে, যেখানে থাকবে চারশত সৈন্য, অতঃপর আরো চারশত সৈন্য আসবে। সকলে এসে মিনারের প্রান্তে অবতরন করবে।

(১৩৫৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌্নে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, যখন দুই আতীক দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে, অর্থাৎ, আতীকুল আরব এবং আতীকুর রোম, তখন তাদের হাতে মূলতঃ যুদ্ধ সংগঠিত হবে।

(১৩৫৮) হযরত আবু যর গিফারী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ বলতে শুনেছি, বনু ওমাইয়ায় নাক চেপটা বিশিষ্ট একজন লোক থাকবে। যে মিশরে অবস্থান করবে। সে শাসনভার গ্রহণ করবে এবং অন্য একজন শাসককে পরাজিত করবে। একসময় তার থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হলে সে রোমান এলাকায় পলায়ন করবে এবং কিছুদিন পর তাদের প্ররোচিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করতে উৎসাহিত করবে। এটাই হবে সর্বপ্রথম যুদ্ধ।

(১৩৫৯) হযরত উরওয়া ইবেন আবু কাইছ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু ওমাইয়ার এক লোক, আমি ইচ্ছা করলে তার প্রশংসা করতে পারি। তার অবস্থা এমন হবে, বিভিন্ন ধরনের পুরস্কারের মাধ্যমে তাকে চিনা যাবে। মিশরের শাসনক্ষমতা তার হাতে থাকা অবস্থায় সেখানের

এক গন আন্দোলনের মুখে সে শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে মিশর ত্যাগ করে রোমান এলাকায় আশ্রয় নিবে। কিছুদিন পর রোমানদের সহযোগিতায় তাদেরকে মিশরের শাসন ক্ষমতা দখলের জন্য উৎসাহিত করবে। এ যুদ্ধই হবে মূলতঃ প্রথম যুদ্ধ।

(১৩৬০) খুমাইমা আল-যিয়াদী থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, আমি একদিন তাবীকে রোমানদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যখন তুমি দেখবে জাজিরায় স্থাপনকৃত তাবুগুলোতে জাহাজ বানানো হচ্ছে, যার কাঠ হবে লেবনানের, বাঁধার রশি হবে মীসান এলাকার এবং তার লোহাগুলো হচ্ছে মারীদের প্রস্তুতকৃত। এরপর তার সৈন্যদলকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহন করতে বলবেন। একথা শুনে তারা যুদ্ধ করতে থাকবে। তবে এ যুদ্ধে কোনো বাধা অতিক্রম করতে পারবেনা এবং কোনো খুটি ভাঙ্গতে সক্ষম হবেনা। যেহেতু তারা রোমান এলকা জয় করবে এবং তারা সাকানিয়্যাহর বাক্স নিয়ে শাম ও মিশরবাসিরা ঝগড়া করবে। যারা সেটাকে ইলিয়া নামক এলাকায় পৌছে দিবে অতঃপর লটারীর ব্যবস্থা করবে, এই কারণে মিশরবাসিদের উপর বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবতের আসতে থাকবে। অতঃপর তারাও সেটাকে ইলিয়াবাসিদেরকে ফেরৎ দিবে।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি তাকে কুস্তুন-তিনিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যেখানে কিছু লোক যুদ্ধ করবে, যারা কান্নাকাটি করবে এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি কাকুতি-মিনতি করতে থাকবে। তারা যে এলাকায় পৌঁছলে তিনদিন পর্যন্ত রোযা রাখবে, আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করতে থাকবে এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি বিনয়ী হবে। ফলে উক্ত এলাকার পূর্বপার্শ্বের বিশাল এক অংশ ধসে পড়বে, সেখান দিয়ে মুসলমানগন প্রবেশ করতে থাকবে এবং সেখানে অনেকগুলো মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(১৩৬১) হযরত রবীয়া ইবনুল কায়েসী রহঃ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদেরকে সাথে নিয়ে রোমানদের এলাকায় প্রবেশ করবে এবং সে এলাকা জয় করবে। এরপর বায়তুল মোকাদ্দাসের গচ্ছিত অলংকার থাকিবার বাক্স, লাঠি, দস্তর খানা এবং হযরত আদম আঃ এর জামাজোড়া আত্মসাৎ করে নিয়ে। অতঃপর একজন যুবককে নির্দেশ দিলে সেগুলোকে বায়তুল মোকাদ্দাসে ফেরৎ দিয়ে আসবে।

(১৩৬২) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইব্্নে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইলিয়া নামক এলাকার অলি-গলিতে রোমানদের হৃদয়ে মারাত্মকভাবে কম্পন সৃষ্টি হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ কে বললাম, সেটা কি প্রথমে একবার ধ্বংস হয়ে যায়নি। তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ, ফলে তাদের কোনো যাতায়াতের রাস্তা থাকবেনা। তিনি বলেন, রোমানরা বলবে, এটা ঐসময় পর্যন্ত চলবে, যতক্ষণ না তোমাদের পর্বতের বিভিন্ন অংশ থেকে খেতে থাকবে। অতঃপর তোমাদের খতীব দাড়িয়ে যাবে। এরপর তোমাদের কতক লোক বলবে, তোমরা কিছুক্ষণ ধৈর্য্যধারন করতে হবে এবং কিছু সময়ের জন্য তোমরা একটু পিছু হটতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদের পতাকা দেখতে পাবে। আবার তোমাদের কেউ কেউ বলবে, বরং দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে যাও। যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা আমাদের এবং তাদের মাঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করবেন। তোমাদের একদল বের হয়ে যাবে এবং আরেকদল তাদের প্রতি এগিয়ে এসে পানি বিশিষ্ট একটি এলাকায়

এসে যুদ্ধ করবে। তার কথা শুনে আমি বললাম, আমি এমন এক এলাকা সম্বন্ধে জানি যেখানে কোনো পানি নেই, তবে সেখানে একটি নদী রয়েছে। একথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা যদি তাকে প্রকাশ করতে চান তাহলে অবশ্যই প্রকাশ করবেন, তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করবেন। এভাবে তারা চলতে থাকবে, কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারবেনা এবং সেদিন খচ্চর সহ অনেক পশুর দাম বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। অথচ ইতিপূর্বে এমন বৃদ্ধি কোনো সময় হয়নি। এক পর্যায়ে তারা একটি শহরে প্রবেশ করবে এবং দিনের মধ্যে একটি দল চলে গেলেও অন্য দল বাকি থাকবে। অতঃপর ঐ শহরও তারা জয় করবে এবং প্রত্যেক বাহিনী নিজেদের সামনের দিকে চলতে থাকবে।
(১৩৬৩) হযরত তাবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আ'মাকের দিন রোমানদেরকে মাওয়ালীদের খলীফা পরাজিত করবেন।
(১৩৬৪) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতঃপর রোমানরা তোমাদের কাছে সন্ধি করার প্রস্তাব নিয়ে পাঠাবে, ফলে তোমরা তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। তখন মানুষ এতবেশি নিরাপত্তা অনুভব করবে, একজন মহিলা নিরাপদে একাকী শামের রাস্তা দিয়ে চলতে থাকবে এবং রোমানদের এলাকায় কায়সারিয়্যাহ নামক একটি শহর প্রতিষ্ঠা করা হবে।
(১৩৬৫) হযরত তাবী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রুজহ এর ধ্বংস হওয়া এবং হাশেমী এর আত্মপ্রকাশের মাঝখানে সত্তর বৎসরের ব্যবধান রয়েছে।
(১৩৬৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, দুই আতীক অর্থাৎ, আতীকুল আরব ও আতীকুররোম যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আধিষ্ঠিত হয় তাহলে তাদের উভয়ের হাতে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ সংগঠিত হবে।
(১৩৬৭) হযরত ইকরিমা কিংবা সাঈদ ইবনে যুবায়ের রহঃ আল্লাহ তাআলার নি¤েœর আয়াত .... (আরবী হবে) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, একটি শহর, যেটাকে রোমানরা জয় করবে।
(১৩৬৮) হযরত কা'ব রহঃ আল্লাহ তাআলার বক্তব্য ....(আরবী হবে) সম্বন্ধে বলেন, বণী ইসরাইলের এক অংশ ব্যাপক যুদ্ধের দিন তারা মারাত্মক গণহত্যা চালাবে। অতঃপর মুসলমান এবং আহ্লে ইসলামকে সাহায্য করা হবে। তখন হযরত কা'ব রহঃ নি¤েœর আয়াতটি তিলাওয়াত করেনঃ
.... (আরবী হবে)।
(১৩৬৯) হযরত কা'ব রহঃ বলেন, ফিলিস্তিন এলাকায় রোমানদের সাথে দুইটি ঘটনা সংগঠিত হবে। একটি হচ্ছে, কাত্্তাকের ঘটনা আর অপরটির নাম হচ্ছে, আল-হাসাদ।
(১৩৭০) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, তারা রোমানদের এলাকা জয় করার পর মুহাজিরদের সন্তানগন নিজেদের তলোয়ার রোম এলাকায় লটকিয়ে রাখবেন। এদিকে কুস্তুনতিনিয়া থেকে আগত জনৈক লোক তাদেরকে তালাবদ্ধ করে রাখবে। কিছুক্ষণ পর তারা বুঝতে পারে যে, তাদেরকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।
(১৩৭১) হযরত আব্দুল মালিক ইবনে উমাইর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুপকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন আমাকে হযরত কাব রহঃ থেকে শুনেছেন এমন

একজন বর্ণনা করেছেন। কা'ব রহঃ বলেন, যদি রোমানদের মাঝে ভালো চরিত্রের অধিকারী কেউ থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে সে আসমানে চলমান সূর্যের আওয়াজ শুনতে পেত। যেমন কোথাও কোনো বস্তু কাটতে গিয়ে করাত চালানোর আওয়াজ শুনা যায়।
(১৩৭২) হযরত আবুয্্যাহিরিয়্যাহ এবং জমরা ইবেন হাবীব রহঃ কর্তৃক বর্ণিত, তারা উভয়জন বলেন, রোমানরা রোম থেকে রোমানিয়া পর্যন্ত এলাকার লোকজনকে সমুদ্র পথে তোমাদের প্রতি এক প্রকার টেনে নিয়ে আসবে। যার কারণে তারা তোমাদের এলাকার দশ হাজার সৈন্যের সমাগমের মাধ্যমে দখল করে নিবে, তারা হিজর এবং ইয়াফা নগরীর মাঝখানে অবস্থান করতে থাকবে। তাদের সর্বশেষ দল এবং জামাআত আক্্কা নগরীতে ছাউনি ফেলবে। যার কারণে শামবাসিরা সর্বশেষ সীমানায় পলায়ন করবে। তাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকবে। এক পর্যায়ে সাহায্য চেয়ে ইয়ামানবাসিদের কাছে লোক পাঠানো হবে এবং তারাও চল্লিশ হাজার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে। প্রত্যেকের তলোয়ার খেঁজুর গাছের আশেঁর সাথে লটকানো থাকবে। এরপর তারা আক্্কা নামক এলাকায় পোঁছার পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং সেখানেই হবে তাদের এবং তাদের দলের সর্বশেষ সীমানা। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং তাদেরকে হত্যা করা হবে। তাদের পিছু নিয়ে রোমান এলাকা পর্যন্ত ধাওয়া করা হয়। এছাড়া অন্যদেরকে হত্যা করা হয় তারা হচ্ছে, ঐসব লোক যারা আমাক এলাকার বড় যুদ্ধে শরীক হয়েছে। এক পর্যায়ে শাম দেশে অবস্থানরত প্রত্যেক খ্রীষ্টান এক স্থানে জমায়েত হয়। এমনভাবে একত্রিত হয়, শামের কোথাও আর কোনো খ্রীষ্টান থাকেনা, বরং গোটা আমাক এলাকা যেন খ্রীষ্টানদের দখলে চলে গিয়েছে। তাদের প্রতি মুসলমান এগিয়ে আসবে, তাদের প্রত্যেকে ইয়ামানবাসীদের যারা আক্কা নামক স্থানের দিকে চলে গিয়েছিল, তাদের সাথে দখলদার খ্রীষ্টানদের ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। সর্বক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার স্থাপন করা হবে। যেদিন অস্ত্রধারী কেউ কোনো প্রকারের কাপুরুষতা দেখাবেনা। মুসলমানদের এক তৃতাংশ শহীদ হয়ে যাবে, বিরাট একটা অংশ দুশমনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। এবং অন্য আরেক অংশ বের হয়ে যাবে। মুসলমানদের সৈন্যদল থেকে যারা বের হয়ে যাবে তারা মৃত্যু পর্যন্ত আফসোস্্ করতে থাকবে। সেদিন যেসব মুসলমান কাপুরুষতা প্রদর্শনপূর্বক বের হয়ে যাবে তারা যেন জমিনের উপর শুয়ে থাকবে। অতঃপর তার উপর ইফাফ রাখার নির্দেশ দেয়া হয় এবং যেন ইফাফের উপর থেকে তার মাথার উপর ফেলা হয়। এরপর লোকজনকে চুক্তি করার জন্য আহ্বান করা হলে তারা বলবে ইয়ামানবাসীরা তো ইয়ামান চলে গিয়েছে এবং কায়স গোত্রের লোকজন গ্রামে ফেরৎ গিয়েছে। এক পর্যায়ে মুহাব্বিরগন দাড়িয়ে বলতে থাকবে, আমরা কুফরী গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। একথা শুনে তাদের সর্দার দাড়িয়ে যাবে এবং তার গোত্রের লোকজনকে উৎসাহিত করবে, যেন রোমানদের উপর হামলা করা হয়। তখনই তাদের দল নেতার মাথার উপরিভাগে তলোয়ার দ্বারা মারাত্মকভাবে আঘাত করা হবে এবং তার মাথা দুইভাগ হয়ে যাবে। এ অবস্থা দেখে সকলের মাঝে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর সাহায্য আসবে তারা বিজয়ী হবে এবং রোমানরা পরাজিত হবে। ঐ দিন পরাজিত সৈন্যদেরকে পাহাড়, পর্বত, অলি-গলির যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করা হবে। যার কারণে তাদের অনেকেই গাছ, পাথর ইত্যাদির পিছনে আত্মগোপন করে থাকবে। তখনই ঐ

গাছ-পাথর বলবে, হে মুমিন। আমার পিছনে কাফের রয়েছে তাকে হত্যা করা হোক।
(১৩৭৩) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিমযার এবং হুমাইরবাসির জন্য বড় যুদ্ধের দিন খুবই সুসংবাদ। আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয়টা দান করবেন, যদিও লোকজন সেটাকে অপছন্দ করে।
(১৩৭৪) হযরত ইউনুস ইব্্নে সাইফ আল-খাওলানী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা রোমনদের সাথে নিরাপত্তা মূলক এক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। এক পর্যায়ে তোমরা এবং রোমানরা তুর্কী এবং ফিরমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।ফলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। একপর্যায়ে রোমানরা তাদের ক্রুশ জয় হওয়ার ঘোষণা দিবে। তাদের এ আচরণ দেখে মুসলমানরা ক্ষেপে যাবে এবং একদল অন্য দলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। উভয় দলের মাঝে পর্বতের উচু স্থানে ভয়াবহ এক যুদ্ধ সংগঠিত হবে। আল্লাাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবেন। এরপর ছোট্ট-বড় আরো অনেক যুদ্ধ হবে।
(১৩৭৬) হযরত যি মিখবার ইবনে আখী আন-নাজ্জালী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, রোমানদের সাথে তোমরা দীর্ঘ দশ বৎসরের জন্য চুক্তি করবে, তবে তারা সে চুক্তি কেবল দুই বৎসর পর্যন্ত মেনে চলবে এবং তৃতীয় বৎসরই গাদ্দারী করবে, আবার চতুর্থ বৎসর চুক্তি মেনে চললেও পঞ্চম বৎসর আবারো গাদ্দারী করবে। তাদের অবস্থা দেখে তোমাদের একদল সৈন্য তাদের শহরে পৌছবে। তবে কিছুদিন পর তোমরা এবং রোমানরা মিলে অন্য আরেকজন দুশমনের সাথে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদেরক বিজয়ী করবেন। অতঃপর তোমরা সওয়াব এবং গনীমত অর্জনের মাধ্যমে সাহায্য প্রাপ্ত হবে। এরপর তোমরা টীলা বিশিষ্ট এক এলাকায় ছাউনি ফেলবে।
ঐসময় তোমাদের একজন বলবে, আল্লাহ জয়লাভ হয়েছে, একথা শুনে তাদের থেকে একজন বলে উঠবে ক্রুশই বিজয়ী হয়েছে। এটা নিয়ে উভয়ের মাঝে কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি চলতে থাকবে। এদিকে মুসলমানরা রাগেÑক্ষোভে ফেঁেস উঠবে, ঐ ক্রশটি কিন্তু মুসলমানদের পার্শেই রাখা ছিল। যা দেখে একজন মুসলমান রাগ সামলাতে না পেরে উক্ত ক্রশটি ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে। এর সাথে সাথে যে মুসলমান উক্ত ক্রুশ ভেঙ্গেছে সকলে তার উপর আক্রমন করে শহীদ করে ফেলবে। অন্যদিকে মুসলমানদের উক্ত দলটিও অস্ত্র হাতে উঠিয়ে নিবে এবং রোমানরাও হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। উভয় দল যুদ্ধ করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের এজামাআতকে শাহাদাত নসীব করার দ্বারা সম্মানিত করবেন। পরবর্তীতে তারা তাদের বাদশাহ্র কাছে এসে বলবে, আমরা আপনার দেশের সীমানা এবং রনশক্তি প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছি। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? জবাবে বাদশাহ প্রত্যেককে এক লোকের বোঝায় সামানা দিয়েছেন। এরপর তারা আশিটি দল নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে, প্রত্যেক দলে বার হাজার করে সৈন্য থাকবে।
(১৩৭৭) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি তিনটি বিষয় না হতো তাহলে আমি জীবিত থাকা পছন্দই করতামনা। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, বড় যুদ্ধ, যেহেতু সেদিন আল্লাহ আল্লাহতাআলা প্রত্যেক অস্ত্রধারী লোকের উপর কাপুরুষতা অবলম্বন করাকে হারাম করে দিয়েছেন। তখন কেউ যদি তার তলোয়ারের উপরের অংশ ধারা শত্রুর আঘাত করে তাহালেও

সে শত্রু দ্বিখন্ডিত হয়ে যাবে।
দ্বিতীয় হচ্ছে, কাফেরদের একটি শহরকে জয় করা। কেননা এশহর জয় করা ছাড়া অন্যগুলো একেবারে নগন্য মনে হবে, যেগুলো যতবড় যুদ্ধই হোক না কেন।
(১৩৭৮) হযরত আলী ইবনে রবাহ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আজলান নামক স্থানে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌্নে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ তার ক্ষেতে কাজ করাকালীন ফিলিস্তিনের কায়সারিয়া এলাকার পার্শ্বে থাকা অবস্থায় তার কাছে ঘোড়ার উপর আরোহন করতঃ একেবারে ধুসরিত অবস্থায় একজন লোক আসে, তার নিজের তলোয়ারে চুমো খেয়ে বলে উঠলো, লোকজন আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, সে কায়সারিয়া যুদ্ধে শরীক হতে আশাবাদি। তিনি বললেন, সেটা তো আমার বা তোমার যুগে হবে না। যতক্ষণ না জালেম এক শাসককে মিশরের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না দেখবে। অতঃপর গণ আন্দোলনের মুখে যে রোমের দিকে পলায়ন করবে। অতঃপর কিছুদিন যেতে না যেতেই সে রোমানদের সহায়তায় মিশরের উপর আক্রমন করে বসবে। এটিই হবে সর্বপ্রথম যুদ্ধ।
(১৩৭৯) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হাসানা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি, কসম যে স্বত্তার যার হাতে আমার প্রাণ! নিঃসন্দেহে ঈমান মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে যাবে, যেমন সাপ তার গর্তে প্রবেশ করে। আর ঈমান যেন মদিনার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে যাবে, যেমন বিভিন্ন ময়না। অবর্জনা নদীর ¯্রোতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে আরবগণ স্বসস্ত্র সাহায্য প্রার্থনা করবে, যার কারণে প্রত্যেকে যার কাছে যাকিছু আছে তা নিয়ে বেরিয়ে যাবে। নেককার, বদকার সকলের একটি কথা থাকবে তাদেরকে এবং রোমানদেরকে হত্যা কর। এক পর্যায়ে বিবাহের মোড় ঘুরে যাবে এবং এন্তাকিয়া নগরীর আ'মাক স্থানের দিকে ধাবিত হবে, সেখানে দীর্ঘ তিন দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা উভয় দল থেকে সাহায্য উঠিয়ে নিবেন। যার কারণে এত বেশি রক্তপাত হবে, এমনকি ঘোড়ার শরীরের অর্ধেক অংশ পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। এমন অবস্থা দেখে ফেরেশতাগণ বলবেন, হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদেরকে কি সাহায্য করবেননা ? জবাবে আল্লাহতাআলা বলবেন, না এখন সাহায্য করা যাবেনা, যতক্ষণ না তাদের শহীদদের মিছিল দীর্ঘ হয়। এই যুদ্ধে এক তৃতাংশ শহীদ হয়ে যাবে, আরেক তৃতীয়াংশ ধৈর্য্যধারন করবে এবং অন্য অংশ সন্দেহ প্রবন হয়ে ফিরে যাবে। শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধসে দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রোমানরা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বংশের লোকদের আমাদের হাতে সোপর্দ করবেনা ততক্ষণ আমরা তোমাদেরকে ছাড়বোনা। আরবরা, অনারবদেরকে বলবে, তোমরা ধর্ম গ্রহন কর, একথা শুনে অনারবরা বলবে, ঈমান গ্রহণ করার পরও কি আমরা আবার কুফরী ধর্মে ফিরে যাব। তখনই সকলের রাগ চরমে পৌছবে এবং রোমানদের উপর এক যোগে হামলা করবে। উভয় দলের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এ অবস্থার পর আল্লাহ তাআলা খুবই রাগান্বিত হবে, যার কারনে রোমানদেরকে আল্লাহর তলোয়ার ও তীর দ্বারা আক্রমণ করবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমরকে আল্লাহর তলোয়ার ও তীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌্র তীর-তলোয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুমিনের তীর এবং তলোয়ার এভাবে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর রোমানরা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং

খবর পৌঁছানোর জন্যও কেউ থাকবেনো। তাদেরকে পরাজিত করার পর মুসলমানরা রোম শহরের দিকে এগিয়ে গিয়ে আল্লাহ আকবর তাকবীর দ্বারা রোমের কেল্লা এবং শহর জয় করবে। এক পর্যায়ে তারা হেরাকলের শহরে পৌছে, সেটাকে পুরোপুরি খালি ও জনমানবশুন্য দেখতে পাবে। অতঃপর উক্ত শহরকেও তাকবীর দ্বারা জয় করে নিবে। সেখানে গিয়ে আল্লাহ আকবর বলার সাথে সাথে যে শহরের একটি দেয়াল ধসে পড়বে। আরেকবার তাকবীর বলার সাথে সাথে আরেক পার্শ্বের দেয়াল ধসে পড়ে যাবে। সমুদ্রের দিকের দেয়ালটি বাকি থাকবে। যা ধসে পড়বেনা। অতঃপর রোমিয়ার দিকে এগিয়ে গেলে, সেটাও তাকবীর দ্বারা জয় করবে। তখন যুদ্ধ থেকে পাওয়া গণীমতের মাল সমানভাবে বন্টন করতে থাকবে।

(১৩৮০) হযরত সাঈদ ইবেন জাবের রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মোয়াবিয়া রাযিঃ এর বংশধর থেকে জনৈক লোক বলেন, তুমি কি তোমার ভাইয়ের কিতাবটি পড়েছ?
জবাবে তিনি বলেন, তার প্রতি একটি কিতাব নিক্ষেপ করবে, যেখানে লেখা থাকবে ....
(আরবি হবে)। তার অনেকগুলো নাম থাকবে। যেমন .... ইত্যাদি, ইত্যাদি।
এর পর আহলে ইয়ামানে একটি সন্তান জন্মলাভ করবে, যারা জিকিরকে এমনভাবে গ্রহণ করবে যেমনভাবে ক্ষুধার্ত পাখি গোশতের প্রতি আগ্রহী হয় এবং ক্ষুধার্ত বকরি পানির প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠে। তাদের পরিবার থেকে দূর্বলতা দূর করে দিব, তাদের অন্তরে দৃঢ়তা দান করব। যুদ্ধের সময় তাদের আওয়াজকে সিংহের হুংকারের মত করে দিব। তারা বনজঙ্গল থেকে বের তাদের রাখালদেরকে যখন আওয়াজ দিলে সেই আওয়াজ থেকে বিরত্ব ও বাহাদুরী প্রকাশ পাবে। তাদের ঘোড়ার ক্ষুরকে আমি সমতল স্থানে চলন্ত লোহার মত করে দিব। যাতে করে যুদ্ধকালীন শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তাদের কামানের রশিগুলোকে খুবই শক্ত করে দিব। এবং তোমাকে সূর্যের নিচে হাড্ডিসার করে রেখে দিব, আর তোমাকে জনমানব শূন্য এলাকায় থাকতে দিব, যেখানে কেবলমাত্র পশুপাখিই তোমার সাথি হবে। তোমার ঘরকে দেয়াশালায়ে পরিণত করব, তোমার জ্বলন্ত ঘরের ধোঁয়া আসমানের পাখিকে পর্যন্ত স্পর্শ করবে। তোমার আর্তনাদের আওয়াজ আমি জাজিরার বাসিন্দাদেরকেও শুনাব, এভাবে আরো ধমকসূলভ আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো সব আমি সংরক্ষণ করতে পারিনি।

(১৩৮১) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেন, আল্লা তাআলার দরবারে সর্বত্তোম শহীদ হচ্ছে, সমুদ্রের শহীদ, এন্তাকিয়ার আ'যাফের শহীদ, এবং দাজ্জালের সাথে মোকাবেলা করে যারা শহীদ হবে।

(১৩৮২) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বড় যুদ্ধের শহীদদের কবর তার পূর্বে শহীদ হওয়া লোকজনের কবর থেকে বেশি আলোকিত হবে।

(১৩৮৩) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি আমি সবচেয়ে বড় যুদ্ধে শরীক হতে পারতাম, তাহলে এরপূর্বে যেসব কিছুতে শরীক হতে পারিনি তার জন্য কোনো আফ্সোস থাকতোনা এবং এরপর আর জীবিত থাকতে না পারলেও কোনো পরোয়া ছিলনা, বড় যুদ্ধের দিন দাজ্জালের যুদ্ধের দিনে থেকে আরো বেশি ভয়াবহ হবে। কেননা দাজ্জালের সাথে থাকবে মাত্র একটি তলোয়ার, কিন্তু বড় যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষের কাছে অনেক ধরনের আধুনিক অস্ত্র থাকবে।

(১৩৮৪) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা রোমানদের মধ্যে তিন প্রকারের হত্যা রাখবেন, এক প্রকার হচ্ছে, ইয়ারযুকের হত্যা, দ্বিতীয়, কাইয়ান কাছের হত্যা অর্থাৎ, হিম্‌্স নগরীর যুদ্ধ আর তৃতীয় হচ্ছে, আযাফ এলাকার হত্যা বা যুদ্ধ।
(১৩৮৫) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুস্তুনতুনিয়ার উভয় পার্শ্ব অর্থাৎ, কিলাইত জয় করা ছাড়া কুস্তনতুনিয়া জয় করা সম্ভব হবে না, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কিলাইত আবার কোন এলাকা, জবাবে তিনি বলেন কিলাইত হচ্ছে, উমুরিয়া নামক এলাকা।
(১৩৮৬) হযরত কা’ব রহঃ বর্ণনা করেন, কুস্তুনতিনিয়ার নাম জয় করা ছাড়া কুস্তুনতিনিয়া জয় করা যাবে না, না’র কি জিনিষ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবা দেন, না’র হল উমূরিয়া। কেউ কেউ না’ব বলতে কুস্তুনতুনিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকা বুঝানো হয়েছে।
(১৩৮৭) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমূরিয়া এলাকা কুস্তনতিনিয়া এলাকার মূল। কেননা, কুস্তুনতিনিয়া এলাকার যাবতীয় সবকিছু সেখানেই জমা রাখা হয়।
(১৩৮৮) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিরাকলের শহর জয় করার পর আমার আর জীবিত থাকার ইচ্ছা নেই। কেননা তখন এ পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের খারাবি ও গুনাহের দরজা উম্মোচন হয়ে যাবে। এবং অনেক অপমান ও লাঞ্চনা সহ্য করতে হবে।
(১৩৮৯)   হযরত যুবায়ের রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমাদেরকে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু দারদা রাযিঃ বলেছেন, হিরাকলের শহর জয় করতে তাড়াহুড়ো করোনা। কেননা, এ শহর জয়ের সাথে অনেক লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার সম্পর্ক রয়েছে।
(১৩৯০) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কুস্তনতুনিয়া থেকে কুরাইশের কোনো লোক পলায়ন করবে, তখন এমন একজন আমীর এবং তার সৈন্যদল উপস্থিত হবে, যারা কুস্তনতিনিয়া জয় করবে, তাদের মধ্যে কোনো চোর, যিনাকারী ডাকাত থাকবেনা। তীব্র যুদ্ধ হবে মূলতঃ হেরাকলের বংশের এক লোকের নেতৃত্বে।
(১৩৯১) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু হাশেম, সাবা, কাদের এর সন্তানদের হাতের মাধ্যমে জয় হবে, অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, হিরাকলের সন্তানদের থেকে কোনো একজনের হাতে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে, ঐ লোকের নাম হচ্ছে, তাবার কিংবা তাবরাহ।
(১৩৯২) হযরত মোহাজির ইবনে হাবীব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিরাক্‌্লের পঞ্চম পুরুষ যার নাম হবে তাবার, তার হাতেই হবে, মুলতঃ ভয়াবহ যুদ্ধ।
(১৩৯৩) হযরত যুবায়ের ইব্‌্নে নুফাইর রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, মুসলমানগন, আল্লাহু আকবর তাকবীর দ্বারা কাফেরদের একটি শহর দখল করবে, উক্ত শহরের তিনটি দেয়াল আল্লাহ তাআলা তিন দিনে ধ্বংস করে দিবেন। এভাবে যুদ্ধ চলাকালীন তাদের কাছে দাজ্জালের অবির্ভাব হওয়ার খবর এসে পৌঁছবে। উক্ত খবর যেন তোমাদের মাঝে কোনো অতংক বিরাজ না করে, কেননা সংবাদটি মিথ্যা হবে। সুতরাং উল্লিখিত খবর শুনে দৌড় না দিয়ে গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে থাকবে।
(১৩৯৪) হযরত বশির রহঃ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌্নে বুছর আল-মাজনীকে বলতে শুনেছি, যদি তোমাদের কাছে দাজ্জালের আবির্ভাবের খবর আসে এবং তোমরা যুদ্ধকালীন অবস্থায় থাক, তাহলে তোমরা তোমাদের গনীমতের মাল সংগ্রহ করা থেকে

বিরত থেকোনা। কেননা, দাজ্জাল তখনো বের হবে না।
(১৩৯৫) হযরত আবু সা'লাবা আল-খুশানী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি আরীশ এবং র্দ্বা এলাকার মাঝখানে বিশাল দস্তরখানের ব্যবস্থা হবে, তখন কুস্তুনতিনিয়া এলাকার জয় খুবই নিকটবর্তী হবে।
(১৩৯৬) হযরত আউফ ইবেন মালেক আল-আশজাঈ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, ৬ষ্ঠ ফিতনা হবে মূলতঃ যুদ্ধবিরতী চুক্তির মাধ্যমে। যা তোমাদের এবং রোমানদের মাঝে সংগঠিত হবে। অতঃপর তারা আশি দলে বিভক্ত হয়ে তোমাদের দিকে আগিয়ে আসবে। সাহাবায়ে কেরাম বলবেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাঃ গায়াহ কি জিনিস, জবাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলবেন গায়াহ হচ্ছে, ঝান্ডার নাম। প্রত্যেক ঝান্ডার অধীনে বার হাজার করে সৈন্য থাকবে।
(১৩৯৭) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাব্্রা কিংবা তাবারাহ নামক হিরাকলের এক সন্তানের নেতৃত্বে ভয়াবহ যুদ্ধ হবে।
(১৩৯৮) হযরত আবু দারদা রাযিঃ বললেন, আল্লাহ তাআলা কি বলেননি যে, আমরা যাবুর নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি যে, নিঃসন্দেহে এ ভূখন্ডের মালিক হবে নেককার ব্যক্তিবর্গ। আবুদারদা রাযিঃ বলেন আমরাই হলাম, সেই নেককার ব্যক্তি।
(১৩৯৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্্নে আমর রাযিঃ থেকে বর্ণিত, ভয়াবহ যুদ্ধের দিন মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ পরাজিত হবে। তার হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার নিকট নিকৃষ্টতম জাতি।
(১৪০০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে দাউস গোত্রের লোকজন যুলখালাসা নামক প্রতীমার উপসনা শুরু করে তাহলে সেটাই হবে শাম দেশের উপর রোমানদের আধিপত্য বিস্তার লাভের মাধ্যম।
(১৪০১) হযরত কা'ব রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে কাইস জাতি, তোমরা ইয়ামানবাসীদেরকে ভালোবাসো। হে ইয়ামানীগণ তোমরা কাইযগোত্রকে ভালোবাসো। হতে পারে এমন একসময় আসবে যখন তোমরা দুই গোত্র ব্যতীত অন্য কোনো গোত্র যুদ্ধ পরিচালনা করবেনা। আওযায়ী রহঃ বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর বক্তব্য আমি শুনেছি, কাইস গোত্র হচ্ছে, ভয়াবহ যুদ্ধের দিন বিরত্ব প্রদর্শনকারী, আর ইয়ামানবাসীরা হচ্ছেন ইসলামের চালিকাশক্তি।
(১৪০২) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিঃ রাসুলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, যখন ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে, তখন দিমাশ্্ক থেকে বিশাল এক বাহিনীর আত্ম প্রকাশ হবে। তারাই হবে আরবের সবচেয়ে সম্মানিত আশ্বরোহী এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রের অধিকারী। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধি করবেন।
(১৪০৩) হযরত আব্দুল ওয়াহেদ ইব্্নে কাইস আদ্্ দিমাশকী রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রোমানবাহিনী ভয়াবহ যুদ্ধের দিনগুলিতে নদীর পার্শ্বে কোনো পানি রাখবেনা বরং সব পানিকে তার দখল করে নিবে।
(১৪০৪) হযরত আতিয়া ইবেন কাইস রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাঃ এরশাদ করেছেন, ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হলে দিমাশ্্ক থেকে বিশাল এক বাহিনী প্রকাশ পাবেন, তারাই হবেন দুনিয়া এবং আখেরাতের সর্বোত্তম বান্দা।

(১৪০৫) হযরত রাশেদ ইবনে সাদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা আমার সাথে ওয়াদা করেছেন, পারস্যবাসি অতঃপর রোমানরা মুসলমানদের অধীনে চলে আসবে, তাদের সন্তান এবং নারীরা মুসলমানদের হস্তগত হবে আর তাদের যাবতীয় সম্পদ মুসলমানদের হাতে চলে আসবে। এভাবে মুসলমানদের রাষ্ট্রের বিস্তৃতি হিময়ার পর্যন্ত পৌছে যাবে।

(১৪০৬) হযরত আবু দারদা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, রোমানরা তোমাদেরকে কুফরী গ্রহনের দাওয়াত দিতে গিয়ে তোমাদেরকে শাম দেশ থেকে বের করে দিবে। এক পর্যায়ে তোমাদেরকে বাল্্কা নগরীতে কোনঠাসা করে ছাড়বে। মনে রাখতে হবে ইহকাল চিরস্থায় নয়, যেটা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, পক্ষান্তরে আখেরাত চিরস্থায়ী এবং কখনো ধ্বংস হবেনা।

(১৪০৭) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ভয়াবহ যুদ্ধ, কুস্তনতিনিয়া নগরী ধ্বংস হওয়া এবং দাজ্জালের আবির্ভাব প্রায় ছয়Ñসাত মাসের মধ্যেই হবে, অথবা আল্লাহ তাআলা যে কয়দিনের ভিতরে ইচ্ছা করেছেন।

(১৪০৮) আবু ওয়াহাব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি মাকহুলকে বলতে শুনেছেন, ভয়াবহ যুদ্ধ দশটি হবে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে, ফিলিস্তিনের কায়সারিয়া নগরীর যুদ্ধ । আর সর্বশেষ হচ্ছে, এন্তাকিয়ার আ’মাক এলাকার যুদ্ধ।

(১৪০৯) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবুবক্্রা রহঃ থেকে বর্ণিত, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আযর রাযিঃ কে বলতে শুনেছি, হয়তো হামলুদ্দান তিনবার প্রকাশ পাবে। আমি তাকে হামলুদ্দান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, জনৈক লোক যার পিতামাতার একজন শয়তান, যে রোমানদের সম্্রাট হবে। সে জলের-স্থলের বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমাক নামক এলাকায় ছাউনি ফেলবে। যে তার সাথীদেরকে দ্রুত জাহাজ খালি করতে বলবে এবং সকলে জাহাজ থেকে নিচেনেমে আসলে সেজাহাজগুলো জ্বালিয়ে দিতে বলবে। অতঃপর বলবে, কুস্তনতিনিয়া তোমাদের জন্যও নয়, আবার রোমানদের জন্যও নয়। যাদের ইচ্ছা দাড়াতে পার। এদিকে মুসলমানগণ একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, অতঃপর বিভিন্ন ধরনের অপরাধে জর্জরিত কুস্তনতিনিয়াকে তোমরা জয় করবে। আমি কিতাবুল্লাহতে যানিয়াহ নামেই পেয়েছি। এরপর তাদের আমীর বলবে, আজকে কোনো ধরনের দূর্নীতি থাকবেনা।

(১৪১০) হযরত কা’ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, ভয়াবহ যুদ্ধকালীন শামদেশের বিশাল এক ধ্বংস হয়ে যাবে। উক্ত এলাকা শহর-গ্রামের কান্নার ন্যায় কান্নাকাটি করবে।

(১৪১১) হযরত হাস্্সান ইব্্নে আতিয়া রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বায়তুলমোকাদ্দাস এবং জর্দানের উপকুলের ছোট্ট একযুদ্ধে রোমানরা জয়লাভ করবে।

(১৪১২) হাকাম ইবেন আবু সুলায়মান রহঃ বলেন, আমি উব্বা ইবনে আবু যয়নবকে বলতে শুনেছি, যখন কাবরাস নগরী শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বিরান ভূমিতে পরিণত হবে তখন তোমার বাকি জীবন আন্তরিকভাবে কান্নাকাটি করা উচিৎ।

(১৪১৩) হযরত মুহাজির ইবনে হাবীব রাযিঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, হিরাকলের বংশের পঞ্চম পুরুষের হাতে মারাত্মক ও ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আয়তাত রহঃ বলেন, হিরাকলের বংশধরদের চতুর্থজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ

করবে। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এরপর পুরুষ বাকি থাকবে, আরতাত বলেন, পঞ্চমজন এখনো ক্ষমতা গ্রহণ করেনি।
(১৪১৪) হযরত কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, জনৈকা মহিলা রোমানদের সুলতান হওয়ার পর কর্মচারিদেরকে পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান কাঠের থেকে উত্তম গাছ দ্বারা এক হাজার জাহাজ তৈরি করতে নির্দেশ দিবেন। এরপর বলবে, তোমরা ঐসব লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হবে যারা আমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করেছে এবং নারী ও শিশুকে বন্দি করে রেখেছে। জাহাজ তৈরি করার কাজ শেষ হলে তিনি বলেন, ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই উক্ত জাহাজে আরোহন করব, আর আল্লাহ্র ইচ্ছা না হলেও বের হব। অতঃপর আল্লাহ পাক তাদের প্রতি এক প্রকারের বাতাস প্রেরণ করবে, ফলে সে তার কথা "আল্লাহ যদি ইচ্ছা না করেন" নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। এরপর পূর্বের ন্যায় আরো একহাজার জাহাজ বানাতে নির্দেশ দিলেন, আবারে আগের মত বলতে লাগলেন, এরপর আল্লাহ তাআলা তার প্রতি একধরনের বাতাস প্রবাহিত করবে এবং আবারো তার সিদ্ধান্ত আটকে থাকবে। অতঃপর আরো এক হাজার জাহাজ বানানোর নির্দেশ দিবেন। এরপর বলবে ইনশাআল্লাহ্ তোমরা জাহাজে আরোহন করবে, এক পর্যায়ে তারা বের হয়ে আসবে এবং চলতে চলতে আক্কা নামক একটি পাহাড়ের টীলার প্রান্তে পৌছবে। যেখানে উপস্থিত হয়ে তারা দাবি করবে যে, এটা আমাদের এবং আমাদের বাপদাদার শহর। এরপর তাদের বাহনের সব জাহাজ জ্বালিয়ে দিবে। যেদিন মুসলমানরা বায়তুল মোকদ্দাসে থাকবে। উক্ত এলাকার সুলতান ইরাক, মিশর এবং ইয়ামানের শাসক ও জনগণের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠাইলে তারা জবাব দিবে, আমরাও তোমাদের ন্যায় আমাদের এলাকা আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান। এভাবে সাহায্য চেয়ে হিম্স নগরীতে উপস্থিত হয়ে দেখলো, সেখানের মুসলমানরা সবদিক থেকে অবরুদ্ধ। যেখানে এক নারীকে হত্যা করা হয়েছে। এই লোক বাহির থেকে সবকিছু অবলোকন করে ফিরে আসে। এদিকে সাহায্য প্রার্থনাকারী সুলতান সকলের কাছে হিমসের বিষয়টি চেপে যায়। এবং সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলতে থাকবে, তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ো, নিজে মরে যাও কিংবা কাফেরদেরকে হত্যাকরো এভাবে উভয় দলে মারাত্মক যুদ্ধ সংগঠিত হবে। যার কারণে মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ শহীদ হয়ে যাবে এবং অন্য এক তৃতীয়াংশ পরাজিত হবে জাহান্নামের নিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত হবে। আরেক তৃতীয়াংশ বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে চলে যাবে। সেখান থেকে বের হয়ে মাউজাব অর্থাৎ, বালকা নগরীতে চলে যাবে। মাউজাব হচ্ছে, এমন এক এলাকা যার মধ্যে বিভিন্ন ঝর্ণাধারা রয়েছে। যেখানে বিভিন্ন উন্নতমানের ঘাস উৎপাদন হয়ে থাকে। মুসলমানরা সেখানে গিয়ে পৌছলে শত্রুরা অগ্রসর হতে হতে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সেখানে গিয়ে তারা মুসলমানদের অবশিষ্টাংশকেও হত্যা করতে নির্দেশ দিবে। অন্যদিকে মুসলমানদের সুলতান তার সাথে থাকা মুসলমানদেরকে শত্রুর মোকাবেলা করার নির্দেশ দিবেন। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া-মোনাজাত করতে থাকলে, সেদিন আল্লাহ তাআলার রাগ চুড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছে এবং তীর, তলোয়ার-বল্লাম দ্বারা শত্রুর উপর আক্রমন করে এবং আল্লাহ তাআলা শত্রুদের প্রতি আধুনিক অস্ত্র স্থাপন করবেন। এমনকি কেউ কোনো প্রকার চক্রান্ত ভয় করলো উভয়ের মাঝে তীব্র লড়াই চলতে থাকবে। সেদিন এতবেশি সংখ্যক শত্রু মারা

যাবে, তাদের মাত্র কিছু সংখ্যক জীবিত থাকবে। যারা লেবনানের এক পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে। মুসলমানরাও তাদের পিছনে পিছনে গিয়ে ধাওয়া করতে করতে কুস্তুনতিনিয়া নামক এলাকায় পৌছে যাবে। মুসলমানদের জিম্মাদার হচ্ছেন,বাদামী রংয়ের এক লোক যার সাথে সর্বদা তীর বল্লম বিদ্যমান থাকে। এভাবে চলতে চলতে কুস্তুনতিনিয়ার নিকটে থাকা নদীরকাছে পৌঁছলে যেখানে নামায আদায় করার লক্ষে ওযু করতে গেলে পানি হঠাৎ তার থেকে দূরে সরে যায়। আবারো পানি খোঁজে বের করা হলে তা হারিয়ে যায়। এভাবে দেখতে থাকলে তিনি তার বাহনে আরোহন করে বলে উঠেন, হে লোক সকল এটা মূলতঃ আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় হচ্ছে। চলো, আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই। এভাবে চলতে চলতে এক সময় কুস্তুনতিনিয়্যার দেয়াল দেখে আল্লাহ আকবর বলে উচ্চস্বরে তাকবীর বলে উঠবে।
===
১৪১৫- হযরত খালিদ ইবনে মাদান হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে বাছারকে বললাম কুসতুনতুনিয়া (বর্তমান কনোস্টান্টিনোপল) বিজিত হয়েছে। তিনি বললেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিজিত হতে পারেনা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান ও তাদের মাঝে সন্ধি হয়। অতপর তারা সকলে যুদ্ধ করবে। অতপর তারা যুদ্ধলব্ধ মাল পেয়ে ফিরে যাবে। এমনকি তাদের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। অতপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ক্রুশ উচু করে বলবে ক্রুশের জয় হয়েছে। অতপর মুসলমানদের কিছু লোক তাদের আক্রমণ করবে। এবং তাদের ক্রুশ আঘাত করবে এবং তা টুকরো টুকরো করে ফেলবে। আর মুসলমানগণ যুদ্ধ করা অবস্থায় ছড়িয়ে পড়বে। অতপর আলআলাহ তা তা আলা তাদের বিজয় দান করবেন। আর তখনই প্রকৃত বিজয়।

১৪১৬- হযরত খালিদ ইবনে মাদান আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ হতে বর্ণনা করে বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চই আল্লাহ তাআলা আমাকে পারস্য, তাদের মহিলাবর্গ, তাদের সন্তানাদী এবং তাদের সরঞ্জাম আমাকে দিয়েছেন। (এমনিভাবে) রোম, তাদের মহিলাবর্গ, তাদের সন্তাদাদী এবং তাদের সরঞ্জাম আমাকে দিয়েছেন। এবং আমাকে হুমাইরা দ্বারা সাহায্য করেছে।

১৪১৭ - হযরত খালিদ ইবনে মাদান বলেন, আন্ত্রাসুসে অবশ্যই অবশ্যই ফজরের সময় রোমের শত্রুরা আক্রমণ করবে। অতপর তারা তিনশ লোককে দানিয়া বৃক্ষের নিচে হত্যা করবে। তাদের নূর আরশে পৌছে যাবে।

১৪১৮ - হযরত ফজর ইবনে ইয়াহমাদ হতে বর্ণিত তিনি তার কওমের কতিপয় শাইখ হতে বর্ণনা করে বলেন, আমরা সুফিয়ান ইবনে আউফ আল গামেদীর সাথে ছিলাম। এমনকি আমরা কুসতুনতুনিয়ার দরজায় আসলাম। যেটা ছিল নদীর কিনারায় তিন হাজার পারস্য লোকের স্বর্ণের দরজা। অতপর আমরা নদী বা উপসাগর পার হলাম। তিনি বলেন, অতপর তারা ভয় পেল ও তাদের ধনুকে প্রহার করলো। অতপর তারা ালল, হে আরবের সম্প্রদায় তোমাদের কি হলো? তখন আমরা বললাম আমরা এমন একটি এলাকার দিকে যাইতেছি যার অধিবাসীগণ অত্যাচারী। যাতে আল্লাহ তাআলা আমাদের হাতে তা ধ্বংশ করে দেন। অতপর তারা বলল,

আল্লাহর কসম আমরা জানিনা কিতাব কি মিথ্যা বলছে না আমরা হিসাবে ভুল করছি। নাকি তোমরা শক্তি প্রয়োগে তাড়াতাড়ি করছো। আল্লাহর কসম আমরা জানি উহা অচিরেই বিজিত হবে। তবে আমরা জানিনা এটাই সেই সময় কিনা।

১৪১৯ - হযরত আবুল ইয়ামান হাওযানী থেকে বর্ণিত তিনি হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে বলেন, যখন আমি পশ্চিমের হামাদান কে দেখলাম এমতবস্থায় যে, আমি রুসতান ও হিমসের মাঝামঝি স্থানে অবতরণ করেছি। আর সেখানে যুদ্ধ বিদ্যমান এবং দাজ্জালের অবির্ভাবের স্থান। আমি বললাম, রুসতানে তাদের অবতরণের কারণ কি? তিনে বললেন তাদের পূ্র্ব থেকে শত্রুতা।

১৪২০ – হযরত আবু কুবাইল থেকে বর্ণিত তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেন ইরকের অন্তর্গত মাযহাজ ও হামাদান এর (লোকদের) এমনভাকে হত্যা করা হবে যে, সেখানে প্রচন্ড বার্ধক্যতা নেমে আসবে।

১৪২১ হযরত খাইমা হযরত আব্দুল্øাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রোম সৈন্য প্রেরণ করবে। তখন সামের অধিবাসীরা সাহায্য কামনা করবে ও ফরিয়াদ করবে। তখন তাদের থেকে একজন মুমিনও থাকবে না। তিনে বলেন তখন রোম এমনভাকে পরাজিত করবে যে, তার স্তম্ভ পর্যন্ত তাদের শেষ করে দিবে। আর উক্ত স্থানটা আমি চিনি। তখন তারা সেখানে অবস্থান করতে থাকবে এমতবস্থায় তারা হাঠাত একটা শব্দ শুনতে পাবে (আর তা হলো) দাজ্জাল তোমাদের পরিবার বর্গের ভিতর পিছু নিয়েছে। থখন তার া তাদের হাতে যা থকবে তা পরিত্যাগ করবে এবং অনুরুপ কিছু গ্রহণ করবে ।

১৪২২ – যুবাইর বিন নাকীর হতে বর্ণিত তিনি আবু সা'লাবা আল খাসানী থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেন, আমি যখন আরিশ হতে ফুরাত পর্যন্ত এলাকার একটি ঘরের ভোজের অবস্থা দেখলাম (তখনই বুঝলাম) সেটাই যুদ্ধের আলামত।

১৪২৩ - হযরত ইয়াজিদ ইবনে আবুল আতা হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেন আমার উপর ইয়ামানীর হাত রয়েছে। যে কুরাইশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে।

১৪২৪ - হযরত মালেক ইবনে আমর কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন ঐ ইয়ামানীর হাত আমার উপর রয়েছে, যা ছোট একরে যুদ্ধ হবে । আর সেট হবে যখন হিরাকেলের পঞ্চ পুরুষ রাজা হবে।

১৪২৫ – হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি রাসুল সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যখন দুই প্রাচীন রাজত্ব করবে অর্থাৎ প্রাচীন আরব ও প্রাচীন রোম তখন দাদের হাদে যুদ্ধ সৃষ্টি হবে।

১৪২৬ - হযরত হুযাইফাতুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তোমাদের মাঝে ও রোমের আসফার গোত্রের লোকদের সাথে একটি অস্ত্র বিরতী চুক্তি হবে। অতপর তারা তোমাদেরকে একজন মহিলার মাল পত্রের মাধ্যমে ধোকা দিবে। এবং তারা জলে ও স্থলে বারটি পতাকা নিয়ে তোমাদের দিকে আসবে। এবং প্রত্যেক পতাকার অধীনে বার হাজর সৈন্য থাকবে। এমনকি তারা ইযাফা ও আকা এর মধ্যবর্তী স্থানে অবতরণ করবে। অতপর তাদের রাজা তাদের জাহাজ ছিদ্র করে দিবে। তখন সে তার সাথীদের বলবে, তোমরা দেশ সম্পর্কে যুদ্ধ করো। ফলে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। এবং তারা একে অপরে সৈন্য সম্প্রসারণ করবে। এপর্যন্ত যে, তারা তোমাদের মধ্যে যরার ইয়ামেনের হাযরামাউতে থাকবে তাদের সম্প্রসারিত করে দিবে। আর তখনই দয়াময় তাদের মাঝে তার বর্শা দ্বারা আক্রমন করবেন। তাদের মাঝে তার তরবারী দ্বারা আঘাত করবেন। তাদের মাঝে তার তীর নিক্ষেপ করবেন। তার পক্ষ থেকে তাদের জন্য হবে বড় হত্যাযজ্ঞ।

১৪২৭ – হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, একদল মানুষ ঈদ বা যবাহ এর জন্য বাবের নিকট আসলো। অতপর মদীনার দিকে আসলো। অতপর কাদলো অতপর চলে গেলো। এমনকি বাবুল মুয়াল্লাকায় গেলো, তার সম্মুখীন হলো অতপর প্রচন্ড কাদলো। অতপর কাকে রুসতানে না এস বাবে মুয়াল্লকে আসলো। অতপর তার সম্মুখীন হয়ে প্রচন্ড কাদলো অতপর কাকে মারকীতে আসলো অতপর জানবিয়্যা ও বাবের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করলো ও প্রচন্ড হাসলো এবং প্রচন্ড খূশি হলো। অতপর বললো, হে আল্লাহ তোমর জন্য সকল প্রশংসা। এবং সে তাকবীর দিল, তার প্রশংসা করলো, তার তাসবীহ করলো, তার তাকবীর দিলো। অতপর আমি তাকে বললাম, হে আবু ইসহাক মাওকেফে তোমার পিতার কি হলো? সেখানে তুমি কেদেছো ও হেসেছো আর এখানে খুশি হয়েছ্।ো অতপর সে বললো এই শহরের বাসিন্দারা হলো মুসলমান তার তাদের (তীর) ভূমির দিকে পালাতে চাইবে। শত্রুদের দিকে যারা তাদের দিকে আসতে থাকবে সেদিক থেকে। ফলে এমন একজন ব্যক্তিও এই শহরে অবশিষ্ট থাকবে না, যে অস্ত্র ধারণ করতে পারে। তবে তীরের দিকে আকেটি দল ব্যতীত । আর তার অধিবাসী হবে কাফের। তারা একত্রিত হবে। অতপর বলবে, আমরা তোমাদের সাহায্যের জন্য এসি্ছে। আর তোমরা তোমাদের শহরে যারা আছে তাদের পরাভূত করেছ। সুতরাং ইহা মুসলমানদের সন্তানাদী ও পরবিার সহ আটকিয়ে দাও। অতপর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য খুলে দিবেন। এবংয় তাদেরকে ঐ সমস্ত শত্রুদের বিরূদ্ধে সাহায্য করবেন যারা তাদের নিকট এসেছিল। ফলে তাদের খবর দেয়া হবে যে, তাদের স্ত্রী ও সন্তানাদী সহ আটকিয়ে দেয়া হয়েছে। অতপর তারা অগ্রসর হবে। এমনকি তারা আমার প্রথম স্থানে অবস্থান করবে। তারা তাদের নিকট আল্লাহ ত'আলার আবেদন করবে, আঙ্গীকার ও যিম্মার ব্যাপারে। ফলে তারা কিছুতেই ফিরে ডাবে ন্

াএবং তাদের জন্য খোলাও হবে না। অতপর তারা আমার দ্বিতীয় অবস্থানের স্থানে আসবে। অতপর তারা তাদের নিকট আল্লাহ ত'আলার আবেদন করবে, যিম্মাহ ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে। তারা কিঝুতেই তাদের দিকে ফিরে যাবে না। এবং তারা আবাসা গোত্রের এক মহিলার ব্যাপারে তাদের অপবাদ দিবে। অতপর তারা আমার তৃতীয় অবস্থান স্থলে আসবে। অতপর তারা তাদের নিকট আল্লাহ তা'লার আবেদন করবে, তারা কিছুতেই তাদের দিকে ফিরে যাবে না। এবং তাদের জন্য খোলাও হবে না। অতপর তারা আমার অবস্থানের চতূর্থ স্থানে আসবে। অতপর যখন মুসলমানগণ উহা দেখবে আল্লাহ তা'লার দিকে (দোয়া করবে) হাত উঠাবে, তার নিকট আবদন করবে ও সাহায্য কামনা করবে। অতপর আল্লাহর নামে কসম করবে যে, এই বাবে একজন শত্রু, একটা লোহা ও একটা পেরেকও থাকবে না। সব একেবারে ভেঙ্গে ফেলবে। অতপর মুসলমানগণ তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। এবং উহর ভিতর এমন একজন কাফেরকেও ছাড়বে না যে, সন্তনা দান করবে। বরং দাদের গর্দানে মারবে। সেদিন তাদের রক্ত তাদের গোড়ার খুড়ের নিচ দিয়ে সমস্ত বাজারের নিচে পৌছাবে।

১৪২৮- হযরত যাররাহ তিনি আরতাত থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মাহদী আ. ও রোমের অত্যাচারীদের মাছে এবটি চুক্তি হবে। সুফয়ানী হত্যার ও বিকারগ্রস্থের লুণ্ঠের পর। এমনকি তোমাদের ব্যবসা তাদের দিকে পরিবর্তিত হবে। এবং তাদের ব্যবসা তোমাদের দিকে। তারা তাদের জাহাজ তৈরীতে তিন বছর নিবে। অতপর মাহদী আ. ধ্বংশ করে দিবে। অতপর তার পরিবার থেকে এমন একটি ব্যক্তি তার মালিক হবে যে কম ন্যায় বিচার করবে। অতপর উহা চালাবে। অতপর তাকে হত্যা করা হবে। এবং তার আলোচনা শেষ হবে না। এমতবস্থায় রোম (সৈন্য) সুওর ও থেকে আসা পর্যন্ত স্থানে অবস্থান নিবে। আর সেটাই মালাহেম বা যুদ্ধ।

** আসকান্দারিয়া মিশরের অধপতন ও মিশরের আবর্তন বিবর্তন সম্পর্কে।

১৪২৯- হযরত আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি এ্কবার ইসকান্দারিয়ায় ছিলেন। অতপর তাকে বলা হলো কতগুলো নৌকা দেখা যাচ্ছে। অতপর লেকজন ভীত সন্ত্রস্ত হলো। অতপর আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বরলেন তোমরা খোপা বাধো (তৈরী হও)। অতপর বরলেন কোন দিক থেকে দেখা যাচ্ছে? লোকজন বলল মিনারার দিক থেকে। অতপর তিনি বললেন নিশ্চিন্ত থাকো। আমরা উহা ভয় পশ্চিম দিক থেকে আসাকে।

১৪৩০- হযরত শাফী বিন উবাইদ আল আসবাহী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইস্কান্দরিয়ার দুটি যুদ্ধ রয়েছে। তন্মধ্যে এবটি বড় আরেকটি ছোট। সুতরাং বড়টি হলো মিনারার থেকে সমুদ্র এক বারিদ বা দুই বারিদ দূর হয়ে যাবে। অতপর যিলকর নাইনের গূচ্ছ সম্পদ বের হবে। তার গূচ্ছ সম্পদের নয়টি পূর্বে পশ্চিমে থাকবে।

১৪৩১- হযরত উবাই কবিাইল থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ইস্কান্দারিয়ায় তবারেস ইবনে ইসতিনান ইবনে আখবাস ইবনে কুসতুনতীন ইবনে হেরাকেলের হাতে হত্যাযজ্ঞ হবে।

১৪৩২- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন রোম সাতশ নৌকা বানাবে। অতপর ঐগুলির মাধ্যমে আস্কান্দারিয়ার দিকে অগ্রসর হবে। আর আস্কান্দরিয়ার একজন কুরাইশ বংশের লোক থাকবে। অতপর তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পায়তারা করবে। তারা তাদের নৌকা ঐ মাসালেহে সিগার এর মুখি করবে যেখানে আস্কান্দারিয়া ডুবে গেছে। অতপর কুরাইশী ব্যক্তি তার বন্ধুকে পৃথক করে দিবে। উক্ত ডুবন্ত নৌকোর দিকে সে চালাবে। আর কিছু তার ঘোড়া তার নিকট থাকবে। আব্দুল্লাহ বললেন হে আহমক তোমার ঘোড়াকে পৃথক করিও না। সে বলল অতপর তারা নামবে । অতপর মুসলমানগণ তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এমনকি রোম সৈন্যরা মুসলমান সৈন্যদের মাছের বাজার পর্যন্ত যেতে বাধ্য করবে। তারা এমনভাবে হত্যা করবে যে, তাদের রক্ত ঘোড়ার খুড়ের নীচে এসে পড়বে। অতপর মুসলমানদের প্রকাশ্য সাহায্য আসবে। যখন রোম সৈন্যরা উহা দেখবে তখন তারা তাদের নৌকার দিকে মুখ করে পালাবে। এবং নৌকায় চড়বে, ভেগে যাবে ও চলে যাবে। এমনকি দৃষ্টিশক্তি দূর্বল ব্যক্তি বলবে আমি তাদের দেখিনা। আর প্রখর দৃষ্টিশক্তির অধিকারী বলবে আমি তাদের শেষ অংশ দেখছি। অতপর আল্লাহ তা'আলার তাদের উপর প্রচন্ড বাতাশ পাঠাবেন আর তা তাদেরকে ইস্কানদারিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। অতপর তাদের নৌকাগুলি ইস্কন্দারিয়া ও মিনারা এর মধ্যবর্তী স্থানে ভেঙ্গে যাবে। অতপর তারা তাদেরকে আটক করবে। তবে একটি নৌকা ব্যতীত। উক্ত নৌকাটি তার আরোহীসহ বেচে যাবে। এমনকি যখন উহা তাদের দেশে পৌছাবে। অতপর তাদের সাথে সংগঠিত সকল সংবাদদিকে। আল্লাহ তা'আলা উক্ত নৌকার প্রতি প্রচন্ড বাতাশ পাঠাবেন। উক্ত বাতাশ উক্ত নৌকাকে ইস্কান্দারিয়ায় নিয়ে আসবে। এবং ভেঙ্গে ফেলবে। অতপর উক্ত নৌকার আরোহীগণকে প্রেফতার করা হবে।

১৪৩৪- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্র্ণিত তিনি বলেন যখন তুমি আরবের সরদারদের মধ্য থেকে দুইজন সরদারকে রোমের দিকে পালাতে দেখবে তখন মনে রেখ সেটাই ইস্কন্দারিয়ার ঘটনার আলামত।

১৪৩৫- হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবী আমর সাইবানী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে তা'লা একবার তার ছেলেকে বললেন যখন তোমার নিকট আস্কন্দারিয়ার বিজয়ের খবর পৌছবে তখন যদি তোমার পর্দা পশ্চিমে থাকে তাহলে ধরিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ব দিকে থেকে মিলে।

১৪৩৬- হযরত শাফী বর্ণনা করেন যে, মিশরের প্রথম অধপতন হলো তার শত্রুরা উহাকে বিচক্ষণতা দ্বারা জালিয়ে দিবে।

১৪৩৭- হযরত আবু যরআ বর্ণনা করে বলেন, তিনি শাফি কে বলতে শুনেছেন হে মিশর বাসী

অচিরেই তোমাদের উপর তোমাদের এলাকা কাটা হবে। গ্রীস্মকালের প্রচন্ড ঠান্ডায়। অতএব তোমরা তোমাদের জন্য ভালো ইখতিয়ার করো। তারা বলল তার ভালো কি? তিনি বললেন প্রত্যক এলাকা বা অঞ্চল পানি তলাবে না। অতপর শক্ররা তোমদের উপর জলাতঙ্কের সৃষ্টি করবে। এবং তারা তোমাদের অঞ্চলে তোমাদের কে নযরে রাখবে। এমনকি তোমাদের একজন ধোয়ার দিকে দেখবে সে সেখানে দয়াপরবশ হয়ে পৌছতে পারবে না। ক্রাণ তার পরিবারের দিকে তার শক্ররা বিরোধীতা করবে।

১৪৩৮- হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তবারেস ইবনে ইস্তীনানের হাতে ইস্কান্দারিয়ার যুদ্ধ হবে। যখন নৌকা মিনারাতে নোঙ্গর করবে। অতপর রাখবে। অতপর তিন বার উঠবে। অতপরযখন নদীর মাঝখানে পৌছবে তখন তোমাদের নিকট চারশ নৌকা আসবে অতপর আবারো চারশ নৌকা আসবে। এমনকি ঐগুলি মিনারায় নোঙ্গর করবে।

১৪৩৯- হযরত আবু যরআ তিনি তাবী থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেন ইস্কান্দারিয়ায় সেদিন যুদ্ধের সময় একজন কুরাইশী আহমক থাকবে। তখন যুদ্ধটা হবে মাছের বাজারে আর রোমের বাদশা কায়সার ও সবুজ স্যামল কুবায় তাদের অধিপত্য বিস্তার করবে। আর মুসলমানগণ সুলাইমান আ. এর মসজিদের দিকে চলে যাবে। তাদেরকে আরবের নেতৃস্থানীয় একটি দল ঘিরে নিবে। তাদের মধ্যে একজন ঘোড় সোয়ার এমন একটি ঘোড়ার উপর থাকবে যা ঔজ্জল্য ও অনুগত ও তার ভিতর সাদা কালো দাগ থাকবে মিনারার সারির মধ্যে।

১৪৪০- হযরত আব্দুল্লা ইবনে রাসেদ হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আমার পিতা কে বলতে শুনেছি যে, অচিরেই কুরাইশ থেকে এমন একজন লোক যে পিতা ও মাতার দিকে থেকে বংশগত পরিচিত সে রাগ হয়ে রোমে চলে যাবে। অতপর রোমের লোকেরা তাকে গ্রহণ করবে এবং সম্মান করবে। অতপর তার রোমের দিকে বাহির হওয়ার দিন থেকে বিশ মাস হবে, অতপর রোমের লোকেরা তাদের নৌকায় করে ইস্কান্দারিয়ার দিকে অতপর এমন তারা প্রচন্ড বাতাশের সম্মুখিন হবে যে, তাদের থেকে একজন লোকও তাদের দেশে ফিরে যেতে পারবে না। তবে একজন সংবাদদাতা ব্যতীত। তার পিতার বলেন, যদি আমি চাই যে, যেরূপ রোমের আমিরের হয়েছে, আমি সেদিন তাকে দেখছি যে, পুরাতন খাযরা এর মধ্যবর্তী হতে মিনারার দিকে যা ইস্কান্দারিয়া সংযুক্ত।

১৪৪১- হযরত বাশার ইবনে মাআ’ফিরি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আবু ফিরাসকে বলতে শুনেছি যে, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর কে বলতে শুনেছি যে, ইস্কান্দারিয়ার যুদ্ধের আলামত হলো, যখন ‍েমেরা দেখবে আরবের নেতাদের মধ্যে দুইজন নেতা রোমের দিকে চলে যাবে। আর সেটাই হলো ইস্কান্দারিয়ার যুদ্ধের আলামত।

১৪৪২- হযরত আবু ফিরাস থেকে বর্ণিত ডে, তিনি বলেন ইস্কান্দারিয়ায় আমরা একবার

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এর সাথে ছিলাম। তখন তাকে বলা হলো মানুষ ভয় পাচ্ছে। অতপর তিনি তার অস্ত্র ও ঘোড়া সম্পর্কে আদেশ দিলেন। অতপর তার নিকট একজন লোক আসলো। এবং বলল, কোন দিক থেকে এই ভয়টা আসবে? তিনি বললেন, অনেক নৌকা যেটা দেখা যাবে কাবরাস এর দিক থেকে । অতপর বললেন আমার ঘোড়া থেকে পৃথক হও। তিনি বলেন আমরা বললাম আপনার সাথি আল্লাহ। আর মানুষ আরোহণ করেছে। অতপর তিনি বললেন, এটা ইস্কান্দারিয়ার যুদ্ধ নয়। কেননা সেটা আসবে আরবের আনতাবিলিসের দিক থেকে। অতপর আসবে একশ তারপর একশ এভাবে সাতশ পর্যন্ত।

১৪৪৩- হযরত যাবের আল হাযরামি থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি শাফী আল আসবাহী কে বলতে শুনেছি যে, আস্কান্দারিয়ার দুটি যুদ্ধ রয়েছে। একটি হলো ছোট। আরেকটি হলো বড়। আর ছোট যুদ্ধ এর ক্ষেত্রে পাচশ নৌকা আসবে। আর বড় যুদ্ধের ক্ষেত্রে এমন একশ নৌকা আসবে। ছোট যুদ্ধের সময় সত্তর জন দক্ষ লোক যুদ্দ করবে। আর বড় যুদ্ধের সময়চারশ জন দক্ষ লোক যুদ্ধ করবে। ছোট যুদ্ধের আলামত হলো, মিনারার থেকে সমুদ্রের দূরত্ব হবে দুই বারিদ। অতপর যুলকারনাইনের নয়টি গুপ্তধন পূর্ব ও পশ্চিমে বাহির হবে।

১৪৪৪- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আস্কান্দারিয়ার যুদ্ধের সময় রোম আনতাবিলিস এর দিকে অগ্রসর হবে। এমনকি যখন তারা লুবিয়া এলাকাধীন মানহার আলবারযুন নামক স্থানে পৌছবে তখন আস্কান্দারিয়ার অধিবাসীদের তাদের ব্যাপারে খবর পৌছবে। হায় আফসোস সেদিন কুরাইশের একজন বোকা জীবিত থাকবে। অতপর আমি বললাম হে আহমক তোমার উপর তোমার ঘোড়াকে আটকে রাখ, কারণ তারা তোমাকে ঘিরে রেখেছে।

১৪৪৫- হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আশা করি যে, আস্কান্দরিয়ার দিন না দেখা পর্যন্ত মৃত্য বরণ কররো না। তাকে বলা হলো আস্কান্দারিয়া কি বিজীত হয় নি? তিনি বললেন, না এটা আস্কন্দারিয়ার বিজয়ের দিন নয়। বরং তার বিজয় হলো যখন তার দিকে একশ নৌকা বা জাহাজ আসবে। এবং তার পরপরই আরো একশ নৌকা বা জাহাজ আসবে। এভাবে সাতশ পূর্ণ হবে। এভাবে একের পর এক আসবে। আর সেদিনই হবে তার (বিজয়) দিন। ঐ সত্বার কসম যার হাতে কা’বের জীবন সেদিন এমন যুদ্ধ হবে যে, মানুষের রক্ত ঘোড়ার পায়ের গোছার নিচে হবে।

** দাজ্জালের আগমনের ব্যাপারে মানুষের নিকট যে খবর এসেছে।

১৪৪৬- হযরত আবু উমামা আল বাহেলী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ভাষণ দিতেন। আর তার ভাষণের অধিকাংশ সময় বিষয়বস্তু থাকতো দাজ্জাল সম্পর্কে আমাদের কি ঘটাবে। আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক

করতেন। তার কথা এরূপ হতো, হে মানুষ সকল.... দাজ্জালের ফিতনা থেকে বড় কোন ফিতনা দুনিয়াতে নেই। আর আল্লাহ তা'লা তার উম্মতকে সতর্ক করার জন্য কোন নবী প্রেরণ করবেন না। আর আমি হলাম শেষ নবী। আর তোমরা হলে শেষ উম্মত। আর দাজ্জাল নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে বাহির হবে। আমার জীবিত থাকা অবস্থায় যদি সে বাহির হয় তাহলে আমি সকল মুসলমানদের মধ্যে আমিই দলিল প্রমাণে বিজয়ী হব। আর যদি আমার পরে বের হয় তাহলে তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই সরাসরি দরীল প্রমাণে তার মুকাবিলা করবে। নিশ্চই আললহা তা'লা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সহায়ক। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে তার সাক্ষাত পাবে সে যেন তার চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করে। এবং সুরা কাহাফের প্রথমাংশ পড়ে।

১৪৪৭- হযরত কা'ব আল আহবার থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কিয়ামতের কুকুর হলো দাজ্জাল। যে দাজ্জালের ফিতনার উপর সবর করবে সে কখনো জীবিত ও মৃত অবস্থায় ফিতনায় পড়বে না এবং পড়ানোও হবে না। আর যে ব্যক্তি তাকে পাবে অথচ তার অনুসরণ করবে না। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যখন ব্যক্তি মুক্তি পাবে এবং দাজ্জাল একবার মিথ্যা কথা বলবে এবং সে বলবে আমি ভাল করেই জানি তুমি কে। তুমি হলে দাজ্জাল। অতপর সে দাজ্জালের উপর (সামনে) সূরা কাহাফের প্রথমাংশ তেলাওয়াত করবে। সে তাকে ভয় পাবে না। আর দাজ্জালো তাকে ফিতনায় ফেলতে পারবে না। আর উক্ত আয়াতগুলো তার জনা দাজ্জাল থেকে তাবিজের মতো হবে। সুসংবাদ ঐ ব্যিাক্তর জন্য যে তার ঈমানসহ দাজ্জালের ফিতনা, তার লাঞ্চনা ও তার হীনাতার পূর্বে মুক্তি পেল। সে যেন (স্থিরচিত্তে দাড়িয়ে থাকে) মোকবেলা করে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তম সাথীদের ন্যায়।

১৪৪৮- হযরত শুরাইহ ইবনে উবাইদ হতে বর্ণিত যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথীদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করতেন। অতপর বলতেন হে মানুষ সকল তোমরা ভালোভাবে জেনে রাখ, তোমরা ততক্ষন পর্যন্ত তোমাদের রবের সাথ সাক্ষাত করতে পারেবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা মৃত্যুবরণ করো। আরা তোমাদের রব অন্ধ নন। নিশ্চই দাজ্জাল আল্লাহ তা'লার উপর মিথ্যা আরোপ করবে। তার এক চক্ষু হবে সমান। অর্থাৎ একেবারে ভিতরে ডুবে থাকবেনা এবং বাহিরেও উঠে থাকবে না। তার দুই চক্ষুর মাঝখানে কাফের লেখা থাকবে। যেটা প্রত্যেক মুমনিই পড়তে পারবে। আমি তোমাদের মর্ধে থাকা অবস্থায় যদি সে বের হয় তাহলে আমি তোমাদের মধ্যে দলিল প্রমাণ সহ বিজয়ী হবো। আর যদি আমর পরে বের হয় তাহলে প্রত্যেকে দলিল প্রমাণ সহকারে মোকাবেলা করবে। আর আল্লাহ আমার খলিফা প্রত্যেক মুসলমানের উপর। তোমাদের মধ্যে যার তার (দাজ্জালের) সাথে সাক্ষাত হয় সে যেন সূরা কাহাফের প্রথমাংশ পড়ে।

১৪৪৯- হযরত আবু কিলাবা থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি মানুষদেরকে এক ব্যি্ক্তর নিকট ভিড় জমাতে দেখলাম। মানুষ অনেক ভিড় করলো এমনকি আমি তার দিকে মুক্তি পেলাম। অতপর তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে লোকজন বলল তিনি রাসুল সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন সাহাবী। অতপর আমি তাকে বলতে শুনলাম, নিশ্চই তোমাদের পরে একজন বড় মিথ্যাবাদী, ভ্রান্তকারী আসবে। আর তার মাথায় উপর থেকে কোকড়ানো কোকড়ানো হবে। আর সে নিশ্চই বলবে আমি তোমদের রব। অতপর যে বলবে তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি আমাদের রব নও। বরং আল্লাহ তা'লাই আমাদের রব। আমরা তর উপরই ভরসা করি। আর আমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবো। আমরা তোমার থেকে আল্লাহ তা'লার নিকট আশ্রয় পার্থনা করি। তাহলে তার উপর দাজ্জালের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।

১৪৫০- হযরত হিশাম ইবনে আমের হতে বর্ণিত যে, আমি রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, আদম আ. এর সৃষ্টি হতে কিয়ামত সংগঠিত হওয়া পর্যন্ত বড় বিষয় (ফিতনা) হলো দাজ্জাল।

১৪৫১- হযরত আতা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাজ্জালর কোন বিষয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে রাগান্বিত অবস্থায় বের হবে।

১৪৫২- হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর এক মাস পূর্বে বলেন কিয়ামাতের সামনে (পূর্বক্ষণে) অনেক মিথ্যাবাদীর অর্বিভাব ঘটবে। তাদের মধ্য থেকে একজন ইয়ামানের অধিবাসী। তাদের মধ্য থেকে আরেকজন সানআর অধিবাসী। তাদের মধ্য থেকে আরেকজন হামীর এর অধিবাসী। তাদের মধ্য থেকে হলো দাজ্জাল। আর দাজ্জাল হলো তাদের মধ্যে বড় ফিতনা।

১৪৫৩- হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ হতে বর্ণিত যে, তিতিন বলেন কিয়ামাতের নিদর্শনের মধ্যে প্রথম হলো রোম। দ্বিতীয় হলো দাজ্জাল। তৃতীয় হলো ইয়াজুজ। চতুর্থ হলো ঈসা ইবনে মারিয়াম আ.।

১৪৫৪- হযরত উবাদা ইবনে সমেত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেনরাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমি তোমাদের দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছি আমার ভয় হয় যে, তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার নাই। মাসীহে দাজ্জাল হলো খাটো, পায়ের নলা লম্বা লম্বা। চুল কোকড়ানো কোকড়ানো, এক চক্ষু কানা, অপর চক্ষু সমান। অর্থৎ একেবারে ভিতরেও ডুবে থাকবে না। এবং বাহিরেও থাকবে না। এরপরও যদি তোমাদের সংশয় হয় তাহলে জেনে রাখ তোমাদের রব অন্ধ নন। আর তোমাদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের রবকে দেখতে পারবে না।

১৪৫৫- হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাজ্জালের বাম চক্ষু কানা। তার ললাটের মাঝখানে কাফের শব্দটি লেখা থাকবে। আর তার ডান দিকে নখ পরিমান মোটা চামড়া থাকবে। সাহল বলেন তা হলো কাফ ফা রা। আর কাফ ফা রা একে অপরের সাথে লেখার মত লেগে থাকবে।

১৪৫৬- হযরত আনাস ইবনে মালক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাজ্জালের অবির্ভাবের পূর্বে আরো সত্তর জন দাজ্জাল বের হবে।

১৪৫৭- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহুহতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের সাথে তীবা না¤œী এক মহিলা থাকবে। সে প্রত্যেক এলাকায় গিয়ে বলবে এই ব্যক্তি তোমদের উপর প্রবেশ করবে। অতএব তোমরা তাকে ত্যাগ করিও।

১৪৫৮- হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ হতে বর্ণিত যে, তিতিন বলেন কিয়ামাতের নিদর্শনের মধ্যে প্রথম হলো রোম। দ্বিতীয় হলো দাজ্জাল। তৃতীয় হলো ইয়াজুজ মাজুজ। চতুর্থ হলো ঈসা ইবনে মারিয়াম আ.।

১৪৫৯- হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন এমন একজন ব্যক্তি আছে যে, ঘটনা প্রবাহ তাকে হীন করে দিবে। যখনই যখনই কোন ঘটনা ঘটবে সেটাকে সে মিথ্যা করে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তার থেকে আগ বাড়িয়ে তার উদ্দেশ্যেকে বিলিন করে দিবে।আর যদি সে দাজ্জাল কে পায় তাহলে তার অনুসরণ করবে।

১৪৬০ – হযরত ছালেম তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, একবার রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে দাড়ালেন। অতপর আল্লাহ তা’লার যথাযথ প্রশংসা করলেন। অতপর দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অতপর বললেন আমি তোমদেরকে তার সম্পর্কে সতর্ক করছি। কোন নবী তার কওমকে সতর্ক করে নাই। নূহ আ. তার কওমকে তার ব্যাপারে সতর্ক করেছে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এমন কথা বলবো যা কোন নবী তার কওমকে বলেন নাই। তোমরা জান যে সে হবে অন্ধ। আর নিশ্চই আল্লাহা তা’ আলা অন্ধ নন।

১৪৬১- হযরত উমর ইবনে ছাবেত আল আনসারী হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কতিপয় সাহাবী আমাকে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন মানুষদের জন্য কথা বলেছেন। আর তিনি তাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন তোমরা জান যে, তোমাদের মধ্যে কেহ মৃত্যুর পুর্বে তার রবকে দেখতে পারবে না। তার দুই চক্ষুর মাঝ বরাবর কাফেল লেখা থাকবে। যা প্রত্যেক এমন মুমিনই পড়তে পারবে যে তার কাজকে ঘৃণা করে।

** দাজ্জালের অবির্ভাবের পূর্বাভাস

১৪৬২- রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে বাসার হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যুদ্ধ ও কুস্তনতুনিয়া বিজয়ের মধ্যে ছয় বছরের ব্যাবধান হবে। অতপর সপ্তম বছরে দাজ্জাল বের হবে।

১৪৬৩- হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন দাজ্জাল বের হবে এমনকি কুস্তুনতুনিয়া বিজীত হবে।

১৪৬৪- হযরত কাসীর ইবনে মিররা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে কুস্তুনতুনিয়ায় উপস্থিত হয় সে যেন যতটুকু পারে বহন করে এবং গ্রহণ করে। কেননা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা বলেন নাই যে তার বিজয় ও দাজ্জালে বাহির সাত বছরে।

১৪৬৫- হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে একবার তারা তাদের গণীমত ভাগাভাগি করতে ছিলেন এমতবস্থায় তাদের নিকট দাজ্জাল বাহির হওয়ার খবর পৌছল। সে মিথ্যা বলেছে তোমরা যা পার নিয়ে নাও। কারণ তোমরা ছয় বছর বসবাস করতে পারবে। অতপর দাজ্জাল সপ্তম বছরে বের হবে।

১৪৬৬- হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মদীনা বিজীত না হওয়া পর্যন্ত দাজ্জাল বের হবে না।

১৪৬৭- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসার হতে বর্র্ণিত তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে বাছার আমার কান ধরলেন। অতপর বললেন হে ভ্রাতুস্পুত্র সম্ভবত তুমি কুস্তুনতুনিয়ার বিজয় পাবে। যদি তুমি কুস্তুনতুনিয়ার বিজয় পাও তাহলে তার গণীমাত পরিত্যাগ থেকে বিরত থাকবে। কেননা তার বিজয় ও দাজ্জালের বের হওয়ার মধ্যে সাত বছরের ব্যাবধান।

১৪৬৮- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের পর এবং ঈসা আ. এর বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণের পূর্বে দাজ্জাল বের হবে।

১৪৬৯- হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তাদের নিকট এ খবর পৌছেছে যে, তাদের কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের পর দাজ্জালের অবির্ভাব ঘটবে। অতপর তার ফিরে যাবে এবং কিছু পাবে না । অতপর কিছুদিন অবস্থান করবে এরই মধ্যে দাজ্জাল বের হবে।

১৪৭০- হযরত সাঈদ ইবনে উবাইদ ইবনে সিয়াক হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি হযরত আবু হুরাইরা রা, কে বলতে শুনেছি যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন দাজ্জালের অবির্ভাবের পূর্বে সাতটি ধোকার বছর আসবে। সেবছরগুলোতে সত্যবাদীরা মিথ্যা কথা বলবে। আর মিথ্যাবাদীরা সত্য কথা বলবে। আর খেয়ানতকরী আমানত পূরণ করবে। আর আমানতদার খেয়ানত করবে। আর সমাজের নিম্ব স্তরের লোকেরা সমাজে কথা বলবে।

১৪৭১- হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সমুদ্রে একবার যুদ্ধ হবে। যে ঐ যুদ্ধ করবে সে মুক্তি পাবে। সে কখনো গরীব বা অভাবগ্রস্থ হবে না। আর যে ঐ যুদ্ধ করবে না তার মাল সম্পদ তার পর বাড়বে না। পূর্বে যেমন ছিল তেমনই থাকবে। উক্ত যুদ্ধের পর সমুদ্র ছয় বছর কঠিন (শুকিয়ে) থাকবে। অতপর ছয় বছর পর সমুদ্র ফিরে আসবে। যেমন ছয় বছর ছিল। অতপর আবার ছয় বছর কঠিন (শুকিয়ে) থাকবে। এভাবে আঠারো বছর হবে। অতপর দাজ্জালের অবির্ভাব হবে।

১৪৭২- হযরত আতা ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে শুনেছেন যে, দাজ্জালের অবির্ভাবের পূর্বে তিনটি ফিতনা হবে। একটি হলো উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ফিতনা। আরেকটি হলো ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ফিতনা। অতপর তৃতীয়টি অতপর দাজ্জাল বের হবে।

১৪৭৩- হযরত তাবে' রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, দাজ্জালের সম্মুখে তিনটি আলামত থাকবে। আর তা হলো তিন বছর এমন হবে তাতে দূভিক্ষ থাকবে, আর নদী শুকিয়ে যাবে, বাগান হলুদবর্ণ ধারণ করবে, ঝর্ণা পানিশূন্য হয়ে যাবে এবং মাযহাজ ও হামাদান হতে ইরাক পর্যন্ত এমন যুদ্ধ হবে যাতে তারা কিনসীরিন ও হালাবে নেমে আসবে। অতপর তোমাদের দরজায় প্রভাতে অথবা সন্ধ্যায় দাজ্জাল উপস্থিত হবে।

১৪৭৪ - হযরত মায়ায ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বড় যুদ্ধ, কুস্তনতুনিয়ার বিজয় এবং দাজ্জালের অবির্ভাব হবে সাত মাসের মধ্যে।

১৪৭৫ – হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে এরূপই বর্ণিত আছে।

১৪৭৬ – হযরত যামরা ইবনে হাবীব হতে বর্ণিত যে, একবার আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান আবু বাহরিয়া এর নিকট একটি পত্র লিখেন যে, তার নিকট এখবর পৌছেছে যে, তুমি মায়ায থেকে যুদ্ধ, কুস্তনতুনিয়া, দাজ্জালের অবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছ। তখন তার উত্তরে আবু বাহরিয়া তার নিকট লিখেন যে, তিনি মায়াযকে বলতে শুনেছেন যে, বড় যুদ্ধ, কুস্তনতুনিয়ার বিজয়, দাজ্জালের অবির্ভাব হবে সাত মাসের মধ্যে।

১৪৭৭- হযরত ইবনে মুহাইরিয হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বড় যুদ্ধ কুস্তনতুনিয়ার অচালবস্থা আর দাজ্জালের অবির্ভাব হবে গর্ভবতীর মহিলার সময়ের সমান।

১৪৭৮- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, যুদ্ধ ও কুস্তনতুনিয়ার বিজয়ের মধ্যে ছয় বছরের ব্যাবধান। আর

সপ্তম বছরে দাজ্জাল বের হবে।

১৪৭৯ – হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের অবির্ভাব হবে আশি (তম) বছরে। আর এটা আল্লাহ তা’লাই ভালো জানেন যে, সেই আশিটা কোনটা? সেটাকি দুইশত আশি নাক অন্য কোন আশি।

১৪৮০- হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আল্লাহ তা’লা এই উম্মতের উপরে দাজ্জালের তরবারি ও যুদ্ধের তরবারি একত্র করবেন না।

১৪৮১ - হযরত আসমা বিনতে যায়েদ আনসারী হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন, একবার রাসুূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে ছিলেন। তখন তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অতপর বললেন দাজ্জালের সম্মুখে (পূর্বে) তিনটি বছর এমন হবে যে, তার প্রথম বছর আকাশ তার এক তৃতীয়অংশ বর্ষণ এবং যমীন তার এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। দ্বিতীয় বৎসর আকাশ দুই তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং যমীণ দুই তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। আর শেষ তৃতীয় বৎসর আকাশ তার সমস্ত বর্ষন এবং যমীন তার সমুদয়ে উৎপাদন বন্ধ রাখবে। ফলে প্রাণী সমূহের মধ্য থেকে ক্ষুর বিশিষ্ট কোন প্রাণী এবং দংশনকারী কোন প্রাণী জিবীত থাকবে না। সকল প্রানীই ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৪৮২- হযরত ইবরাহীম ইবনে আবলা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বলা হত যে, দাজ্জালের অবির্ভাবের পূর্বে বাইসান নামক এলাকায় লাওয়ী ইবনে ইয়াকুব এর বংশধর হতে একজন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। যার শরীরে তরবারী, ঢাল, নেযা, চাকু এর অস্ত্রের আকৃতি আঁকা থাকবে।

১৪৮৩- হযরত উমাইল আবনে হানী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যখন মানুষ দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যাবে, একটি গ্রুপ এমন হবে যে, তারা আমানত আদায় করবে তাদের মধ্যে মুনাফেকী থাকবে না। আরকে গ্রুপ এমন হবে যে, তারা মুনাফেকী করবে, আমানত আদায় করবে না। অতপর যখন তারা উভয় গ্রুপ একত্র হয়ে যাবে, তখন তুমি ঐদিনই বা পরের দিন দাজ্জালকে দেখ। (দাজ্জালের অবির্ভাব হবে।)

১৪৮৪- হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ভয় করতেন এবং দাজ্জালের আলামত বা প্রকাশ্য নিদর্শন, আমারত বা গোপন নিদর্শন সমূহ ও দাজ্জালের আগমনের ভূমিকা সমুহ আলোচনা করতেন। এমনকি সভাষদবৃন্দ ধারণা করতো যে, দাজ্জাল তাদের উপর তাদের মধ্যথেকে খেজুর গাজ থেকে উথিত হবে। অতবা খেজুর গাছের বাহির থেকে তাদের উপর উথিত হবে। অতপর তিনি তার প্রয়োজনে গেলেন এবং ফিরে আসলেন। আর

উপস্থিতবৃন্দদের মধ্যে দাজ্জালের উপস্থিতির ভয় ও তাদের ক্রন্দনের কারণে পরিবেশ কঠিন হয়ে উঠলো। অতপর তিনি তিনবার বললেন কি হলো? কোন জিনিস তোমাদেরকে কাঁদালো? তখন তারা বললো আপনি দাজ্জালের আলোচনা করেছেন। (আর দাজ্জালের) বিষয় নিকটবর্তী হয়েছে। এমনি আমরা ধারণা করেছি যে, দাজ্জাল আমাদের উপর উথিত। আর সে খেজুর গাছ থেকে আমাদর উপর বাহির হবে। অতপর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকা অবস্থায় যদি সে বাহির হয় তাহলে আমিই তাকে দলীল প্রমাণে প্রতিরোধ করবো। আর যদি আমার তোমাদের মাধ্যে অবর্তমান অবস্থায় সে বাহির হয় তাহলে প্রত্যেক মুমন নিজে দাজ্জালকে দলীল প্রমাণে প্রতিরোধ করবে। আর প্রত্যেক মুমিনের উপর আল্লাহ তা'লাই যথেষ্ঠ হবেন আমার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে। দাজ্জালের একটি চক্ষু মিলানো (থাকবে না)। আরেকটি চক্ষূ থাকবে রক্ত মিশ্রিত। কোমন যেন গোলাপ।

১৪৮৫- হযরত আরতাত থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কুস্তনতুনিয়া বিজীত হবে। অতপর তাদের নিকট দাজ্জালের অবির্ভাবের খবর আসবে। উক্ত খবরটা হবে ভুল। অতপর তারা তিনটি বিপদে অবস্থান করবে। অতপর তার প্রথম বছর আকাশ তার এক তৃতীয়অংশ বর্ষণ এবং যমীন তার এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। দ্বিতীয় বৎসর আকাশ দুই তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং যমীণ দুই তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। আর শেষ তৃতীয় বৎসর আকাশ তার সমস্ত বর্ষন এবং যমীন তার সমুদয়ে উৎপাদন বন্ধ রাখবে। ফলে প্রত্যেক নখ ও দাঁত বিশিষ্ট প্রাণী ধ্বংশ হয়ে যাবে। দূভিক্ষ হবে। ফলে এমন হারে মৃত্যু হবে যে, প্রত্যেক সত্তরজনে দশ জনও জিবীত থাকবে না। আর মানুষ ইন্তেকিয়ার দিকস্থ জওফ পাহাড়ের দিকে ভেগে যাবে। আর দাজ্জালের অবির্ভাবের নিদর্শন হলো, পূর্ব দিকের বাতাশ যেটা গরমও হবেনা আবার ঠান্ডাও না। যে বাতাশটা আস্কান্দারিয়ার মূর্তিকে ধ্বংশ করে দিবে। পশ্চিম ও সিরিয়ার যাইতুন গাছকে মূল থেকে কেটে ফেলবে। ফুরাত সহ ঝর্ণা ও নদীর পানি শুকিয়ে ফেলবে। মানুষ তার কারণে দিন ও মাসের সময়ের হিসাব এবং চাঁদের সময়ের হিসাব।

১৪৮৬- হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমার নিকট এখবর পৌছেছে যে, কস্তুনতুনিয়ার বিজয়ের পর দাজ্জারের অবির্ভাব হবে। (শুধু তাই নয়) মুসলমানদের কুস্তনতুনিয়ায় তিন বছর চার মাস দশ দিন অবস্থানের পর দাজ্জালের অবির্ভাব হবে।

১৪৮৭- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, একবার এক গ্রাম্য ব্যক্তি হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। অতপর সে এক পরিপূর্ণ মজলিসের নিকট আসলো। আর সেখানে আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু ও কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বসা ছিলেন। আর তাদের দুজনের নিকট লোকজন ছিল। অতপর লোকটি বলল তোমাদের মধ্যে আবু দারদা কে? তারা বলল. ইনি। অতপর লোকটি বলল দাজ্জাল কখন বের হবে। তিনি বললেন আল্লাহ মাফ করুন, তোমার থেকে আমাদের পৃথক করুন। অতপর তিনি এটা তার উপর দুইবার আবৃতি করলেন। যখন লোকটি তার প্রশ্ন সম্পর্কে হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু

আনহু এর অপছন্দ দেখল সে বলল হে আবু দারদা আল্লাহর কসম আমি আপনার নিকট আপনার মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করসে আসি নাই। বরং আপনার জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। তিনি বলেন হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু তার দুই কাধে মারলেন। অতপর বললেন হে দাজ্জাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী। যখন আকাশকে তুমি দেখবে কঠিন হয়ে যেতে যে আকাশ একটুও বৃষ্টি বর্ষণ করে না। যখন তুমি যমীনকে দেখবে শুকিয়ে যেতে যে, যমীন কিছুই উৎপন্ন করে না। এবং নদী ও ঝর্ণা ফিরে যাবে তাল মূলের দিকে। আর বাগান হলুদবর্ণ ধারণ করবে। তখণ তুমি দাজ্জালের অপেক্ষা কর। তখন দাজ্জাল তোমার সকাল বেলায় বা সন্ধ্যা বেলায় উপস্থিত হবে।

১৪৮৮- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কায়সার অথবা হিরাকেল বিজীত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না। সেখানে মুয়াযিযনগণ আযান দিবে। সেখানে তারা মাল ও ঢাল বন্টন করবে। তারা দুনিয়ার সর্বোচ্চ সম্পদশালী হয়ে যাবে। তখন তারা একটা চিৎকার শুনবে যে, তোমাদের পরিবারের মধ্যে তোমাদের পিছু নিয়েছে। তখন তাদের সাথে যা কিছু থাকবে তা সাথে নিবে। অতপর তারা আসবে ও তার সাথে যুদ্ধ করবে।

১৪৮৯- হযরত জামযা তার শাইখদের থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার বহির হলেন । অতপর এক আহবানকারী তাকে ডাকলেন। আর সে অস্পষ্ট ভাবে ডাকেন নাই। অতপর বললেন মালতাত হলো ফুরাতের তীর যা দাজ্জালের ভয়ে পালায়নকারী অবশিষ্ট মুমিনদের পথ। তাহলে তারা আমল দ্বারা কিসের অপেক্ষা করছে? তারাকি দাজ্জালের অবির্ভাবের অপেক্ষা করছে? তাহলে কতইনা খারাপ অপেক্ষাকারী। নাকি কিয়ামাতের অপেক্ষা করছে? আর কিয়ামাত হলো কঠিন ও তিক্ত। অতপর একটি পাথর ধরলেন পরক্ষণে বললেন মুমিনের ক্ষতিকারী কি বের হবে এই পাথর থেকে? অতপর তার নখের উপর একটি পাথর ধরলেন। আমার নখ থেকে এই পাথর থেকে যতটুকু ঘাটতি হয়েছে ।

১৪৯০- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তারা কুস্তুনতুনিয়া বিজয় করবে। অতপর তাদের নিকট দাজ্জালের সংবাদ আসবে। ফলে তারা সিরিয়ারর দিকে বের হবে। অতপর যারা বের হয় নাই তারা তাকে পাবে। অতপর তুমি বল সে বিলম্ব করবে না এমনকি সে বাহির হবে।

** দাজ্জাল কোথা থেকে বাহির হবে।

১৪৯২- হযরত আবু উমামা আল বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী চলার রাস্তা দিয়ে

বাহির হবে।

১৪৯২- হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তাদের নিকট উহা বিজিত হওয়ার পর খবর আসবে। অর্থাৎ কুস্তুনতুনিয়া বিজয়। তখন তারা তাাদের হাতে যা থাকবে তা ফেলে দিবে এবং তারা বাহির হবে। তখন তারা এটাকে ভুল পাবে। তার পরেই দাজ্জাল বাহির হবে। তার সাথে সমুদ্রের দিকে উর্বরতা সংযুক্ত থাকবে। অতপর সে বাহির হবে।

১৪৯৩- হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের সাথে সমুদ্রের তীরের দিকে উর্বরতা সংযুক্ত। অতপর সে বাহির হবে।

১৪৯৪- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ইরাকে হাই নামক গ্রাম থেকে দাজ্জাল বাহির হবে ।তখন দাজ্জালের বাহির হওয়ার সময় মানুষ বিভক্ত হয়ে যাবে। তখন একদল বলবে সিরিয়ার দিকে চলে যাও। তোমাদের ভাইদের দিকে চলে যাও।

১৪৯৫- হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জাল তার ইহুদিয়্যাতের চকমকি নিয়ে বাহির হবে।

১৪৯৬- হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জাল খোরাসান হতে বাহির হবে।

১৪৯৭- হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের জন্ম গবে মিসরের একটি গ্রামে। যাকে কওস বলা হয়। আর সেটা হলো বাছারী।

১৪৯৮- শুরাইহ, মাকদাম, আমর ইবনে আসওয়াদ এবং কাসীর ইবনে মাররা হতে বর্ণিত যে, তারা বলেন দাজ্জাল মানূুষ নয়। বরং দাজ্জাল হলো শয়তান।

১৪৯৯- হযরত সালেম তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন দাজ্জাল হবে একজন শিকরীর সন্তান। যে মদীনায় জন্মগ্রহণ করবে।

১৫০০- হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াহাব তিনি আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন দাজ্জাল কূসা থেকে বাহির হবে।

১৫০১- হযরত হাসান থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন খোরাসান হতে একদল সৈন্য বাহির হবে। তাদের পিছনেই দাজ্জাল বাহির হবে।

১৫০২- হযরত আবু উরইয়ান থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি যে, দাজ্জাল কূসা থেকে বাহির হবে।

১৫০৩- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জাল কূসা থেকে বাহির হবে।

১৫০৪- হযরত হাইসাম ইবনে আসওয়াদ বলেন যে, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন আর সে সময় তিনি হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকটে বসা ছিলেন। তোমদের পূর্বের স্থান তোমরা চিন? যাকে কূসা বলা হয়্ যার অধিকাংশ জায়গা অনাবাদি। আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন সেখান থেকে দাজ্জাল বাহির হবে।

১৫০৫- হযরত ইবনে তাউস তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, দাজ্জাল ইরাক থেকে বাহির হবে।

১৫০৬- হযরত শাহর ইবনে হাউসাব হযরত আব্দুুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে শুনেছেন তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন যে, অচিরেই মানুষ পূর্বদিক হতে বাহির হবে। তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে যা তাদের হুলকুম অতিক্রম করবে না। যখনই তাদের থেকে সাথী বাহির হবে কেটে দেওয়া হবে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত কথাটা দশ বারের বেশি আবৃতি করেন। যখনই তাদের থেকে সাথী বাহির হবে কেটে দেওয়া হবে। এমনকি দাজ্জালের অবির্ভাব হবে তাদের বাকী থাকা অবস্থায়।

** দাজ্জালের অবির্ভাব ও তার আকৃতি। এবং দাজ্জালের হাতে যে যে ফাসাদ সংগঠিত হবে

১৫০৭- হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সর্বপ্রথম দাজ্জাল যে পানি ফিরিয়ে দিবে তা হলো বসরার উচু পাহাড়ের মূলের পানি। এবং তার নিকটের দিকে অনেক অতিক্রমকৃতে পানি। অর্থাৎ রমল আর সেটাই প্রথম পানি যা দাজ্জাল সর্বপ্রথম ফিরিয়ে দিবে।

১৫০৮- হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে বলেন যে, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন দাজ্জাল পূর্বদিকের এলাকা হতে বাহির হবে। যাকে খোরাসান বলা হয় ।

১৫০৯- হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা বলেন যে, আমার নিকট এখবর পৌছেছে যে, দাজ্জাল সমুদ্রের উপদ্বীপ আসবাহান থেকে বাহির হবে। যাকে মাতূলাহু বলা হয়।

১৫১০- হযরত ইবনে তাউস তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, দাজ্জাল ইরাক থেকে বাহির হবে।

১৫১১-   হযরত হাইসাম ইবনে আসওয়াদ বলেন যে, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন আর তিনি হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকটে ছিলেন। তোমদের পূর্বের স্থান তোমরা চিন? যাকে কূসা বলা হয়্ যার অধিকাংশ জায়গা অনাবাদি। আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন সেখান থেকে দাজ্জাল বাহির হবে।

১৫১২- হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, দাজ্জাল বাহির হবে। অতপর ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. ।

১৫১৩- হযরত আবু সাদেক তিনি আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন সর্বপ্রথম যে অধিবাসীদের দাজ্জাল ভীতি প্রদর্শন করবে তারা হলো কূফার অধিবাসী।

১৫১৪- হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একবার রাসূল সা, আমার ঘরে ছিলেন। তখন তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এপ্রসঙ্গে বললেন, দাজ্জালের সব থেকে বড় ফিতনা হলো সে এক বেদুইনের নিকট এসে বলবে, বল তো যদি আমি তোমার মৃত উটগুলি জীবতি করি, তাহলে তুমি কি বিশ্বাস করবে যে, আমি তোমার রব? সে বলবে হ্যাঁ, তখন শয়তান তার উটের আকৃতিতে উত্তম স্তন এবং মোটা তাজা কুঁজবিশিষ্ট অবস্থায় সম্মুখে উপস্থিত হবে। অতপর দাজ্জাল এমন এক ব্যক্তির নিকট আসবে, যার ভ্রাতা ও পিতা মারা গেছে। তাকে বলবে তুমি বল তো, যদি আমি তোমার পিতা ও ভ্রাতাকে জীবিত করি, তাহলে কি তুমি আমাকে তোমার রব বলে বিশ্বাস করবে না? সে বলবে হ্যাঁ। তখন শযতান তার পিতা ও ভ্রাতর অবিকল আক্রতি ধারণ করে আসবে। অতপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন প্রয়োজনে বাহিরে গেলেন এবং ফিরে আসলেন। এদিকে দাজ্জালের এই সমস্ত তান্ডবের কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়লো। আসম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরজার উভয় বাজুতে হাত রেখে বললেন হে আসমা কি হয়েছে? আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনায় আপনি তো আমাদের কলিজা বাহির করে ফেলেছেন। তখন তিনি বললেন (এতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। কেননা) সে যদি বাহির হয় আর আমি জীবিত থাকি তখন আমিই দলীল প্রমাণের দ্বারা তাকে প্রতিরোধ করবো, আর যদি আমি জীবিত না থাকি তখন প্রত্যক মুমেনের সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহ তা’লাই হবেন আমার স্থলাভিষিক্ত। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহু বেেলন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কসম আমাদের অব¯া’ হল আমরা আটার খামির তৈরী করি এবং রুটি প্রস্তুত করে অবস হতে না হতেই পুনরায় ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়ি। সুতরাং সেই দূভিক্ষের সময় মুমেনদের অবস্থা কিরূপ হবে? উত্তরে তিনি বললেন, তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য সেই বস্তুই যথেষ্ট হবে যা আকাশবাসীদের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে । আর তা হলো তাসবীহ ও তাকদীস।

(অর্থাৎ, আল্লাহর যিকর ও পবিত্রতা বর্ণনা করা)।

১৫১৫- হযরত আবু যা'রা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট দাজ্জালের আলোচনা করা হল। তখন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন হে মানুষ সকল, তোমরা বিভেদ করছ? (জেনে রাখ) দাজ্জালের বাহির হওয়ার সময় মানুষ তিন দলে ভাগ হবে। একদল দাজ্জালকে অনূসরণ করবে। একদল তাদের পূর্বপুরুষদের যমি আকড়ে বসে থাকবে। সুগন্ধিযুক্ত গাছের জন্মানোর স্থানের মত। আরেক দল ফুরাত নদীর তীরে অবস্থান নিবে। তারা যুদ্ধ করবে। তারা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। এমনকি সকল মুমিনগণ সিরিয়ার পশ্চিমে একত্র হবে। অতপর তার অগ্রভাগকে তার দিকে পাঠাবে। তাদের মধ্যে একজন সুদর্শন বা সাদা কালো দাগ বিশিষ্ট ঘোড়সোয়ার থাকবে। অতপর তার যুদ্ধ করবে। এবং তাদের থেকে একজন মানুষও ফিরে আসবে না। সালামা বলেন রবীয়া ইবনে নাজেদ থেকে আবু সাদেক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন সুদর্শনধারী ঘোড়া। অতপর আব্দুল্লাহ বলেন আহলে কিতাবগণ ধারণা করে যে, মাসীহ ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. অবতরণ করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। আবু যারআ' বলেন আমি আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু কে আহলে কিতারদের বিষয়ে কথা বলতে শুনি নাই। তবে একথা ব্যতীত যে, তিনি বলেন অতপর ইয়াজুয মাজুয বাহির হবে।

১৫১৬- হযরত আবু উমামা আল বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সা, বলেন যখন দাজ্জাল বাহির হবে, তখন দাজ্জাল ডানে ধ্বংসজজ্ঞ চালাবে এবং বামেও ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা নত হও। কেননা দাজ্জাল সে শুরু করবে। অতপর সে বলবে আমি নবী। (নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) অথচ আমার পরে কোন নবী নেই। অতপর সে গুণগাণ করবে। অতপর সে বলবে আমি তোমাদের রব বা প্রতিপালক। (নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) অধচ তোমরা তোমাদের রব বা প্রতিপালককে মৃত্যুর পূর্বে দেখতে পাবে না। আর দাজ্জাল হবে অন্ধ। অথচ তোমাদের রব অন্ধ নন। আর দাজ্জালের দুই চক্ষুর মধ্যখানে কাফের লেখা থাকবে। যা প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই পড়তে পারবে। আর দাজ্জালের ফিতনা সমূহ থেকে হল- তার সাথে একটি জান্নাত ও একটি জাহান্নাম থাকবে। (আর বাস্তবতা হল) তার জাহান্নাম হল জান্নাত। আর তার জান্নাত হল জাহান্নাম। সুতরাং যে ব্যক্তি তার জাহান্নাম কর্তৃক নির্যাতিত হয় সে যেন সূরা কাহাফের প্রথমাংশ তেলাওয়াত করে। আর যেন আল্লাহ তা'লার নিকট সাহায্য কামনা করে যাতে করে দাজ্জালের আগুন বা জাহান্নাম তার উপর ঠান্ডা ও শান্তি দায়ক হয়। যেমনিভাবে আগুণ ঠান্ডা ও শান্তি দায়ক হয়েছিল ইবরাহীম আ. এর উপর । আর দাজ্জালের ফিতনা থেকে আরেকটি হল- তার সাথে অনেক শয়তান থাকবে। উক্ত শয়তানগুলি তার জন্য মানুষের আকৃতি ধারণ করবে। অতপর দাজ্জাল এক বেদুইন বা গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট এসে বলবে (যারা পিতা মাতা মারা গেছে।) তুমি বল তো, যদি আমি তোমার পিতা মাতাকে ফিরিয়ে আনি তাহলে কি তুমি আমাকে তোমার

রব হিসাবে সাক্ষ দিবে। বেদুইন লোকটি উত্তরে বলবে হ্যাঁ। অতপর তর শয়তানগুলি উক্ত বেদুইন লোকের পিতা মাতার আকৃতি ধারণ করবে। অতপর উক্ত শয়তান দুটি বলবে, হে আমার সন্তান তুমি তাকে (দাজ্জালকে) অনুসরণ কর। কেননা সে তোমার রব বা প্রতিপালক। দাজ্জালের আরো ফিতনা হল- একজন মানুষের উপর কব্জা করে নিবে। ফলে তাকে হত্যা করবে এবং জীবিত করবে। এবং তারপর আর ফিরে আসবে না। ঐ মানুষ ব্যতীত অন্য মানুষের উপর কোন কাজ করতে পারবে না। দাজ্জাল বলবে, তোমরা আমার বান্দাকে দেখ, আমি তাকে এখন জীবিত করছি। আর সে ধারণা করে আমি ব্যতীত তার অন্য রব আছে। অতপর তাকে জীবিত করবে। অতপর দাজ্জাল তাকে বলবে, তোমার রব কে? তার উত্তরে লোকটি বলবে আমার রব হল আল্লাহ। আর তুই আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল। আর তার আরেকটি ফিতনা হল- সে এক কেদুইনকে বলবে, তুমি বল তো, যদি আমি তোমার উটকে জীবিত করি তাহলে কি তুমি আমাকে তোমার রব হিসাবে সাক্ষ্য দিবে? উত্তরে লোকটি বলবে হ্যাঁ। অতপর তার জন্য শয়তান তার উটের আকৃুত ধারণ করবে। আর তার আরেকটি ফিতনা হল- সে আকাশকে বৃষ্টির জন্য আদেশ করবে। ফলে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ হবে। আর যমিনকে ফসল উৎপন্নের আদেশ দিবে। ফলে যমিন ফসল উৎপন্ন করবে। আর সে জীবিতদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে,তার তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। ফলে তাদের সমস্ত গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং সে এমনকিছু জীবিতদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে যারা তাকে সত্যায়ন করবে। তখন সে তাদের জন্য আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণের এবং যমিনকে ফসল উৎপন্নের আদেশ দিবে। ফলে তাদের গবাদিপশু গুলি ঐদিন রিষ্টপুষ্ট হবে। মোটাতাজা হবে। পশুর কোমর লম্বা। এবং পশুর ওলান হবে পরিপূর্ণ বা ভরা।

১৫১৭- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন দাজ্জাল আরদানে অবস্থান করবে, তখন সে তূর ও ছাবুর পাহাড়কে, এবং জুদী পাহাড়কে ডাকবে। তখন উক্ত পাহাড়গুলি নড়াচড়া করবে আর তা মানুষ দেখতে থাকবে। যেমনিভাবে দুটি ষাঁড় ও ছাগল নড়াচড়া করে। অতপর দাজ্জাল উক্ত পাহাড় দুটিকে নিজের জায়গায় আসার আদেশ দিবে।

১৫১৮- হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল বাহির হবে। আর তার সাথে ইয়াহুদিদের একদল সৈন্য ও কয়েক শ্রেণী মানুষ থাকবে। দাজ্জালের সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। এবং এমন কিছু লোক থাকবে যাদেরকে দাজ্জাল হত্যা করবে ও জীবিত করবে। তার সাথে খাদ্যের পাহাড় ও পানির নদী থাকবে। আর আমি তোমাদের নিকট তার আকৃতি বর্ণনা করছি- সে বাহির হবে এক চক্ষু মিলানো অবস্থায়। তার কপালে কাফের লেখা থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই পড়তে পারবে চাই সে ভালভাবে পড়তে পারুক বা না পারুক। আর তার জান্নাত হল জাহান্নাম। আর তার জাহান্নাম হল জান্নাত। আর সে হল মসীহ কাযযাব বা মিথ্যাবদী। ইয়াহুদিদের দশ হাজার মহিলা তার অনুসরণ করবে। অতপর একব্যক্তিকে দয়া করা হবে সে তার তার নির্বোধকে তার অনুসরণ করতে নিষেধ করবে। আর সেদিন কুরআন দ্বারা শক্তি তার উপর থাকবে। আর তার শান হল কঠিন পরীক্ষা। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে শয়তান প্রেরণ

করবেন। তখন তারা তাকে বলবে তুমি যা চাও তাতে আমাদের সাহায্য কামনা কর। অতপর সে বলবে তোমরা যাও আর মানুষদের এখবর দাও যে, আমি তাদের রব। আর আমি তাদের নিকট আমার জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে আসব। অতপর শয়তানগুলি ঐ খবর ছড়ানোর জন্য চলে যাবে এবং একশ এর বেশী শয়তান এক ব্যক্তির কাছে যাবে। অতপর উক্ত ব্যক্তির পিতা, সন্তান, বোন, মনিব, বন্ধুর আকৃতি ধারণ করবে। অতপর তারা তাকে বলবে হে অমুক আমাদেরকে চিনেছ? তখন উক্ত ব্যক্তি বলবে হ্যাঁ। ইনি আমার পিতা. ইনি আমার মাতা, ইনি আমার বোন, এবং ইনি আমার ভাই। অতপর লোকটি বলবে তোমাদের খবর কি? তখন তারা বলবে তুমি কেমন আছ? তোমার কি খরব আমাদের তা জানাও। তখন লোকটি বলবে আমরা খবর পেয়েছি যে, আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল বাহির হয়েছে। তখন শয়তানগুলি তাকে বলবে খবরদার একথা বলোনা। কেনান সে তোমাদের রব। সে তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করতে চান। এটা তার জন্নাত, এটা জাহান্নাম যা তিনি সাথে করে নিয়ে এসেছেন। আর তার সাথে আছে নদী, খাবার। ফলে তার সাথে পূর্বের খাবারই থাকবে। তবে আল্লাহ তা'আলা যা চান। তখন লোকটি বলবে তোমরা মিথ্যা কথা বলছ। তোমরা শয়তান ছাড়া আর কেউ নও। আর সে; সে তো মহামিথ্যাবাদী আর এখবর আমরা পেয়েছি। কেননা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের ব্যাপারে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় আমাদেরকে সতর্ক করেছেন এবং ভালভাবে খবর দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের জন্য কোন শুভ কামনা নেই। তোমরা হল্ ্শয়তান। আর সে হল আল্লাহর শত্রু। আর আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. কে পাঠাবেন এমনকি তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। অতপর শয়তানরা অপদস্থ হবে ও দ্রুত পালাবে। অতপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমি একথা তোমাদেরকে বলছি যাতে তোমরা উপলব্ধি ও ভালভাবে ও মন দিয়ে বুঝতে পার। আর একথাগুলো তোমরা তোমাদের পরবর্তী লোকদের নিকট বর্ণনা করবে। এভাবে একে অপরের কাছে বর্ণনা করবে। কেননা তার তথা দাজ্জালের ফিতনা হল সব থেকে বড় ফিতনা।

১৫১৯- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের দুই বাহু হবে মাংশপেশী ওয়ালা। আঙ্গুল হবে খাটো খাটো। ঘাড় বিহীন। এক চক্ষু থাকবে মিলানো। (এক চক্ষু বিহীন।) তার দুই চক্ষুর মাঝখানে লেখা থাকবে কাফের ।

১৫২০- হযরত লাকীত ইবনে মালেক হতে বর্ণিত যে, দাজ্জালের বাহির হওয়ার দিন মুমিন থাকবে বার হাজার পুরুষ এবং সাত হাজার মহিলা ও সাতশ বা আটশ মহিলা।

১৫২১- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের অবির্ভাবের পূর্বাভাস হল- নিমরান থেকে বার হাজার লোক দ্রুত ও ক্ষিপ্ত বেগ হবে । এক ব্যক্তি বলল তাদের সাথে কে পারবে। তিনি বলেন আল্লাহ ব্যতীত কেউ পারবে না ।

১৫২২- হযরত হাইছাম ইবনে মালেক তায়ী থেকে বর্ণিত যে, তিনি কথা উঠালেন এবং বলেন ইরাকে দাজ্জালের সাথে এমন দুইশত লোকের সাথে দেখা হবে যারা তার ন্যায়পরায়ণতার

প্রশংসা করবে। আর মানুষদেরকে তার দিকে আনবে। অথপর একদিন দাজ্জাল মিম্বারে উঠবে এবং সেখানে খুতবা দিবে। অতপর তাদের সামনে আসবে। এবং তাদেরকে বলবে, তোমাদের খবর কি, তোমরা কি তোমাদের রব কে চিন? এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করবে, তাহলে আমাদের রব কে? উত্তরে দাজ্জাল বলবে আমি। তখন মানুষের মধ্য থেকে এক আল্লাহর বান্দা অস্বীকার করবে। তিনি বলেন অতপর তাকে পাকড়াও করবে ও হত্যা করবে। আর তার উপর আকাশ হতে দুজন ফেরেশতা নেমে আসবে। অতপর তাদের একজন তখন তাকে বলবে। সে বলবে আমি তোমাদের রব এটা মিথ্যা কথা। আর তাকে তার সাথী বলবে সে তার সাথীকে সত্য কথা বলেছে। অতপর যাকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত দান করেন তাকে আটুট রাখেন। আর ফেরেশতা তার সাথীকে সত্য কথা বলেছে। আর যাকে আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ঠ করতে চান তাকে সন্দিহান করে দেন। অতপর তিনি বলেন ফেরেশতা তার সাথীকে সত্য কথা বলেছে। আর দাজ্জাল তার ভ্রষ্ঠতার দিকে লক্ষ করে সত্য কথাই বলেছে। অতপর দাজ্জাল ছড়িয়ে যাবে। এবং যে তার কথায় সাড়া দিবে তার জন্য আকাশকে বৃষ্টি দিতে বলবে। আর যে তার বিরোধীতা করবে কাবে ধ্বংস করে দিবে। আর তাদের সকল মাল সম্পদ দাজ্জালের অনুসরণ করবে। ও ইয়াহুদিদের বড় এক অংশ তার অনুসরণ করবে। আর মুসলমানদের সব কিছু কম হয়ে যাবে। এবং তাদের উপর (পৃথীবি) সংকুচিত হয়ে যাবে। এমনকি অনেক সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারে সন্ধ্যার খাবারে থাকবে একটি ছাগল।

১৫২৩- হযরত হাসসান ইবনে আতীয়া হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের ফিতনা থেকে বার হাজার পুরুষ ও সাত হাজার মহিলা নাজাত পাবে।

১৫২৪- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে ব্যক্তি দাজ্জালের ফিতনা তে ধৈর্য্য ধারণ করবে তার ফিতনায় পতিত হবে না। সে আর কখনো জীবিত মৃত অবস্থায় ফিতনার মধ্যে পড়বে না। আর যে ব্যক্তি দাজ্জালকে পাবে অথচ তার অনুসরণ করবে না, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যখন কোন ব্যক্তি খালেছ থাকবে আর দাজ্জালকে এক বার মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, সে বলবে তুমি কে সেটা আমি ভাল করেই জানি। তুমি তো দাজ্জাল। অতপর সে সূরা কাহাফের প্রথমাংশ তেলাওয়াত করবে। আর দাজ্জাল তাকে তার ফিতনায় ফেলতে পারবে না। তার তার জন্য উক্ত আয়াতগুলি দাজ্জাল থেকে তাবীজের মত হবে। সুতরাং সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে দাজ্জালের ফিতনা, বিপদ ও হীনতার পূর্বে তার ঈমান নিয়ে নাজাত পেল। আর যে তাকে পাবে সে যেন মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তম সাথীদের মত দাজ্জালের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান থাকে।

১৫২৫- মাকদাম ইবনে মা'দিয়াকারুবা, আমর ইবনে আসওয়াদ ও কাসীর আবনে মাররা সকলেই বলেন দাজ্জাল কোন মানুষ নয়। বরং সমুদ্রের তীরের সে হল শয়তান। যে সত্তর চক্র দ্বারা প্রত্যায়িত। তাকে কি সুলাইমুন প্রত্যায়ণ করেছে না অন্য কেউ। যখন তার প্রথম উদ্ভব হবে তখন আল্লাহ তা'আলা তার থেকে প্রতি বছর এক চক্র বিচ্ছিন্ন করবেন। অতপর যখন সে

প্রকাশ পাবে তখন তার নিকটে দুজন এমন লোক আসবে যাদের দুই কানের মধ্যখানে চল্লিশ গজ বিরাট জায়গা হবে। আর সেটা হল দ্রুত গতির আরোহণকারীর এক ফরসাখ দূরত্ব। অতপর তার পিঠে তামার তৈরী একটি মিম্বর বসাবে। অতপর তার উপর বসবে। তারপর জ্বিনদের অনেক দল তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। তারা তার জন্য যমিনের গুপ্তধন বাহির করে আনবে। তার জন্য তারা মানুষদের হত্যা করবে।

১৫২৬- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জাল হল একজন মানুষ তাকে এক মহিলা জন্মদান করবে। তার সম্পর্কে তাওরাত ইঞ্জিলে কোন কথা নেই। তবে আম্বিয়া আ. এর কিতাব সমূহে তার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। সে মিসরের এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করবে। যাকে কওস বলা হয়। তার জন্ম ও বাহির হওয়ার মধ্যে ত্রিশ বছরের পার্থক্য হবে। যখন সে প্রকাশ হবে তখন ইদরীস ও খানুক চিৎকার করতে করতে মাদায়েন ও গ্রাম সমূহে বাহির হবে। তারা বলবে দাজ্জাল বাহির হয়ে গেছে। অতপর যখন সিরিয়ারর অধিবাসীদের নিকট দাজ্জালের বাহির হওয়ার সংবাদ আসবে তখন তারা পূর্ব দিকে চলে যাবে। অতপর দামেস্কের পূর্ব দিকের গেটের নিকট অবস্থান নিবে। অতপর খুজবে কিন্তু তার উপর পারবে না। অতপর কিসওয়া নদীর নিকটে যে মিনারা আছে তার নিকটে দেখা যাবে। অতপর খুজবে। কিন্তু তারা জানবে না যে কোথায় চলে গেছে, তারা আর পাবে না। ফলে ভুলে যাবে, এবং এবিষয় টাকে অপছন্দ করবে। অতপর পূর্ব দিকে আসবে। সেখানে প্রকাশ পাবে ও ন্যায়পরায়নতার সাথে বিচার করবে। অতপর খেলাফত কায়েম করবে। ফলে অনুসরণ করবে। আর সেটা মাসীহ এর বাহির হওয়ার সময়। আর সে অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীদের ভাল করবেন। এমনকি লোকজন আশ্চার্যবোধ করবে। অতপর সেহেরের আবির্ভাব হবে আর সে নবুওয়াতের দাবী করবে। অতপর মানুষ তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। আর তাকে সিরিয়ারর অধিবাসীগণ পৃথক করে দিবে। আর পূর্ব দিকের অধিবাসীগণ তিন ভাগে বিভক্ত হবে। একভাগ সিরিয়ায় অবস্থান করবে। একভাগ আরবে অকস্থান করবে। আরেক ভাগ তার সাথে অবস্থান করবে। অতপর সে তাদেরকে নিয়ে সামনে আসবে যারা তার সাথে থাকবে। কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তারা হল চল্লিশ হাজার লোক। আর কতক আলেম বলেন তারা হল সত্তর হাজার লোক। অতপর অনেক জাতি আসবে। তাদেরকে আহলে সিরিয়ারর উপর গ্রহণ করবে। অতপর তারা তার অনুগত হবে। এবং তার দিকে সমস্ত ইয়াহুদিদের একত্র করবে। অতপর সিরিয়ারর দিকে যাবে। যার প্রারম্ভিকা হল- পূর্ব দিকের অনেকগুলি দল তাদের সাথেগ্রাম্য ও থাকবে। তার তাদের উপর প্রভাব ফেলবে। ফলে সিরিয়াবাসীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। এবং পাহাড়ের দিকে হিংশ্র প্রাণীদের আবাসস্থলে পালাবে। তাদের মধ্যে থাকবে বার হাজার পুরুষ ও সাত হাজার মহিলা। তাদের অধিকাংশ বালকা পাহাড়ের দিকে যাবে। তারা সেখানে নিরাপদে থাকবে। তাবে তারা লবনাক্ত গাছ ব্যতীত আর কিছু খাওয়ার মত জিনিস পাবে না। কারণ প্রাণীগুলি তাদের থেকে সমতল ভূমিতে চলে যাবে। তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকবে যে কুস্তুনতুনিয়ায় আসবে। আর সেখানে বসবাস করবে। অতপর তারা পাঠাবে এবং তারা দ্রুত সামনের দিকে আসতে থাকবে। এমনকি তারা আবু ফিতরাস নদীর (নিকটে) জর্দান নামক অঞ্চলের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থান নিবে। দাজ্জাল

থেকে ভেগে আসা প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কাছে দ্রুত জমা আসবে। এবং তারা মিনারার নিকটে জর্দানের উক্ত সীমান্তবর্তী এলাকায় দাজ্জালের বিরুদ্ধে অস্তসস্ত্র প্রস্তুত করবে। অতপর দাজ্জাল আসবে। এবং সে রাস্তার সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ধ্বংস করে দিবে। অতপর পূর্ব জর্দানে অবস্থান নিবে। আর সে তাদেরকে চল্লিশ দিন আটকে রাখবে। অতপর সে আবু ফাতরাস নদীকে আদেশ দিবে, ফলে তা তার দিকে জারি হবে। অতপর সে বলবে ফিরে যাও। ফলে তা নিজের জায়গায় পুনরায় ফিরে যাবে। অতপর সে বলবে শুকিয়ে যাও। ফলে তা শুকিয়ে যাবে। সে ছওর পাহাড় ও তূর পাহাড়ের গাছকে নড়াচড়ার আদেশ দিবে। ফলে তা নড়াচড়া করবে। আর সে বাতাশকে সসুদ্র থেকে মেষ বয়ে আনার আদেশ করবে। ফলে তা যমিনে বৃষ্টি বর্ষণ করবে, তারপর ফসল উৎপন্ন হবে। আর সে বড় শয়তান তার বংশধরদের তার অনুসরণের আদেশ দিবে। ফলে উক্ত শয়তানগুলি তার জন্য যমিন থেকে গুপ্তধন বাহির করে আনবে। এমনকি তারা এমন কোন বিরান অঞ্চল বা যমি দিয়ে যাবে না, যেখানে কোন গুপ্তধন পাবে না। আর তার সাথে জ্বীনদের দল থাকবে যারা তাদের (মানুষদের) মৃত ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করবে। অতপর (আকৃতি ধারণকৃত) বন্ধু তার বন্ধুকে বলবে, তুমি তো মৃতু বরণ করেছিলে? আর তুমি জীবিত হয়ে গেছো!! তৃতীয় দিন সমুদ্র পানির নিচে চলে যাবে। তার হাটু পর্যন্ত পৌছবে না। ফলে মুমিন মুনাফেক এবং কাফেরের মাঝে পার্থক্য হয়ে যাবে।তার সামনে দাড়িয়ে থাকার চেয়ে পালানো ভালো হবে। সেদিন বক্তার জন্য একটি কথা যা দ্বারা ছাওয়াবের আশা করা হয় তা দুনিয়ার বলিকণার পরিমান হবে। আর মানুষ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। সুতরাং তাদের মধ্যে যে নিহত হবে সে তাদের কবর গাড় কালো অন্ধকার রাত্রে আলোকিত করবে। হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যখন মুমিনগণ দেখবে যে, তারা তাকে ও তার সাথীদের হত্যা করতে পারছে না। তখন তারা জর্দানের সেই সীমান্তবর্তী এলাকায় চলে যাবে যেখানে বাইতুল মুকাদ্দাস অবস্থিত। সেখানে আল্লাহ তা’আলা তাদের ফলের মধ্যে বরকত দিবেন। এবং অল্প খাদ্যে ভক্ষণকারী পেট পূর্তি করে খাবে। খানার ভিতর অনেক বরকত থাকার কারণে। তারা সেখানে তারা রুটি ও যাইতুন দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে। তারপর দাজ্জাল তাদের পিছু নিবে। তার নিকট দুজন ফেরেশতা আসবে। অতপর দাজ্জাল বলবে আমি রব। অতপর তাদের একজন তাকে বলবে তুমি মিথ্যা বলছো। তাদের আরেকজন তার সাথীকে বলবে তুমি সত্য বলছো। আর দাজ্জালের গুণাগুণ হল- তার দুই রানের মাঝখানে বেশী ব্যবধান হবে। লালচে, কণ্ঠ বিভিন্নতা, ডান চক্ষু মিলানো। তার এক হাত অন্য হাত হতে বড় হবে। সে তার লম্বা হাতটা সমুদ্রে ডুবাবে। তা সমুদ্রের তলদেশে পৌছবে। ফলে সেখান থেকে মাছ বাহির হবে। পৃথীবির শেষ বা তার চেয়ে কম দুই দিনে সফর করবে। তার কদম হবে তার দৃষ্টি সমান। পাহাড়, নদী, মেঘ তার অনুগত হবে। পাহাড় আসবে অতপর সে পাহাড়কে চালাবে, এক দিনে তার ফসল পাবে। আর সে পাহাড়কে বলবে, রাস্তা থেকে সরে যাও। ফলে সরে যাবে। এবং যমিনের দিকে আসবে। অতপর বলবে স্বর্ণ অলংকার যা তোমার মধ্যে আছে, বাহির কর। ফলে পাহাড় তা মৌমাছি ও পঙ্গপালের ন্যায় নিক্ষেপ করে করে বাহির করে দিবে। আর তার সাথে থাকবে পানির নদী, আগুনের নদী. সবুজ শ্যামল জান্নাত, লাল আগুনের জাহান্নাম। আর বাস্তবিক পক্ষে তার জাহান্নাম হল জান্নাত। আর তার জান্নাত হল জাহান্নাম। যদি কেউ রুটির পাহাড়ও তার আগুনে নিক্ষেপ করে তাহলে পুড়বে না। আলিয়ার নিকট একবার প্রকাশ পাবে।

আরেকবার দামেস্কের বাবে। আরেকবার আবু ফাতরাস নদীর নিকটে। এবং ঈসা ইবনে মারিয়াম আ. অবতরণ করবেন।

১৫২৭- হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন যে, দাজ্জালের গাধার দুই কানের মাঝখানে চল্লিশ গজ ব্যবধান হবে। আর তার গাধার কদম সাধারণত কদমে তিন দিনের সমান। সে তার গাধার উপরে সমুদ্রে প্রবেশ করবে যেমন নাকি তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার উপর থাকা অবস্থায় ছোট নদীতে প্রবেশ করে। সে বলবে আমি সমগ্র পৃথীবির রব। এই সূর্য্য আমার অনুমতিতে চলে। তোমরা কি চাও যে, আমি তা বন্দি করে দেই। অতপর সে সূর্য্যকে বন্দি করে দিবে ফলে এক দিন এক মাস ও জুম'আর সমান হবে। অতপর সে বলবে তোমরা কি চাও যে, আমি তা তোমাদের জন্য জারি করে দেই? তখন লোকজন বলবে হ্যাঁ। তখন এক দিন এক ঘন্টার সমান হয়ে যাবে। অতপর তার নিকট একজন মহিলা আসবে। সে বলবে হে প্রভু, আমার সন্তানকে জীবিত করে দিন। আমার স্বামীকে জীবিত করে দিন। এমনকি মহিলা শয়তানের সাথে গলা মিশাবে। শয়তানের সাথে সহবাস করবে। তাদের নিকট সকল শয়তান আসবে। আর তার নিকট গ্রাম্য লোক এসে বলবে হে আমাদের রব আমাদের ছাগলগুলি আমাদের উটগুলি জীবিত করে দাও। তখন শয়তানগুলি তাদের ছাগল ও উটের বয়স, মোটাতাজা ও প্রচুর চর্বি সহকারে যে অবস্থায় ছাগল ও উট তাদের থেকে পৃথক হয়েছিল সেরূপ আকৃতি ধারণ করবে। তখন তারা বলবে ইনি যদি আমাদের রব না হতেন তাহলে তো তিনি আমাদের মৃত উট ও ছাগল জীবিত করতে পারতেন না। তার সাথে গরম গোস্ত তরকারি ঝোল থাকবে। যা ঠান্ডা হবে না। আর তার সাথে থাকবে প্রবাহিত নদী। সবুজ শ্যামল ও অনেক বাগান বিশিষ্ট পাহাড়। আগুণ ও ধোঁয়ার পাহাড়। সে বলবে এটা আমার জান্নাত। এটা আমার জাহান্নাম। এটা আমার খাবার। এটা আমার পানীয়। আর ইয়াসা তার সাথে থাকবে সে মানুষদের সতর্ক করতে থাকবে। আর সে বলবে, এটা (দাজ্জাল) মাসীহ মহা মিথ্যাবাদী। অতএব তাকে ত্যাগ কর। আল্লাহর লা'নত দাজ্জালের উপর। আল্লাহ তা'আলা তাকে দ্রুত ও গোপনে তাকে সম্পদ দিবেন। তার সাথে দাজ্জাল মিলিত হবে। যখন দাজ্জাল বলবে আমি পৃথীবির রব। তখন মানুষগণ বলবে তুমি মিথ্যা বলছ। তখন ইয়াসা বলবে মানুষ সত্য কথা বলেছে। অতপর সে মক্কায় যাবে। আর সেখান এক বিরাট মাখলূক দেখবে। অতপর সে বলবে তুমি কে? আর এই দাজ্জাল তোমাদের নিকট এসেছে। অতপর সে বলবে আমি মিকাঈল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন, যাতে আমি তাকে তার হারাম থেকে বিরত রাখতে পারি। এবং সে মদীনায় যাবে। আর সেখানেও এক মহান মাখলূক দেখতে পাবে। অতপর সে বলবে তুমি কে? এই দাজ্জাল তোমার নিকট এসেছে। উত্তরে সে বলবে আমি জিবরাঈল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন, যাতে আমি দাজ্জালকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হরম থেকে বিরত রাখতে পারি। অতপর দাজ্জাল মক্কায় যাবে। যখন দাজ্জাল মিকাঈল আ. কে দেখবে তখন ভেগে পালাবে। আর হারামে প্রবেশ করবে না। অতপর দাজ্জাল একটি চিৎকার দিবে। ফলে মক্কার থেকে পুরুষ মুনাফেক ও মহিলা মুনাফেক তার দিকে বাহির হয়ে আসবে। অতপর দাজ্জাল মাদিনায় যাবে। আর যখন সেখানে জিবরাঈল আ. কে দেখবে

তখন ভেগে পালাবে। অতপর দাজ্জাল একটি চিৎকার দিবে। ফলে মদীনা থেকে তার দিকে পুরুষ মুনাফেক ও মহিলা মুনাফেক বাহির হয়ে আসবে। আর যে দলের হাতে আল্লাহ তা’আলা কুস্তনতুনিয়ার জয় দিয়েছেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের মুসলমানদের থেকে যারা তাদের সাতে সমন্বিত হয়েছেন, তাদের নিকট একজন সতর্ককারী আসবে। তারা বলবে এই হল দাজ্জাল। তোমাদের নিকট এসেছে। অতপর তারা বলবে তোমরা বস। কেননা আমরা তাকে হত্যা করতে চাই। অতপর সে বলবে বরং তোমরা মানুসের নিকট তার বাহির হওয়ার খবর আসা পর্যন্ত ফিরে যাও। অতপর সে যখন ফিরবে তখন দাজ্জাল তার সাথে শামিল হবে। অতপর সে বলবে এই হল সেই ব্যক্তি যে ধারণা করে যে, আমি তার সাথে পারব না। সুতরাং তোমরা তাকে অত্যন্ত খারাপ ভাবে হত্যা করা। ফলে তারা অস্ত্র নিয়ে ছড়িয়ে পরবে। অতপর দাজ্জাল বলবে যদি আমি তোমাদের জন্য তাকে জীবিত করি তাহলে তোমরা কি আমাকে রব হিসাবে মেনে নিবে? অতপর তারা বলবে আমরা জানি যে, তুমি আমাদের রব। আর আমরা এটা পছন্দ করি যে, আমাদের একীন বা বিশ্বাস বাড়াবো। অতপর সে বলবে হ্যাঁ। অতপর আল্লাহ তা’আলার অনুমতিতে একজন জীবিত হবে। আর আল্লাহ তা’আলা দাজ্জালকে উক্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর কাউকে জীবিত করার অনুমতি দিবেন না। অতপর দাজ্জাল বলবে আমি কি তোমাকে মৃত্যু দান করিনি? অতপর তোমাকে জীবিত করেছি। সুতরাং আমি তোমার রব। অতপর লোকটি বলবে এখন তুমি একীন বা বিশ্বাস বাড়িয়েছ। আমি হলাম ঐ ব্যক্তি যাাকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তুমি আমাকে হত্যা করবে তারপর আললহা তা’আলা অনুমতি ক্রমে জীবিত করবে। আল্লাহ তা’আলা আমাকে ব্যতীত আর কাউকে তোমার জন্য জীবিত করবেন না। অতপর সে সতর্ককারীর চামড়ার উপর লোহ বা তামার পাত স্পর্শ করবে। কিন্তু তাদের অস্ত্র দ্বারা তার কোন চাল কাজে আসবে না। কোন তরবারী এবং কোন চাকু এবং কোন পাথর তাকে মারতে পারবে না। বরং তার থেকে ফিরে আসবে। তার থেকে তার কোন ক্ষতি হবে না। অতপর দাজ্জাল বলবে তাকে আমার জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। অতপর আল্লাহ তা’আলা উক্ত পাহাড় (দাজ্জালের জাহান্নাম) কে সতর্ককারীর উপর সবুজ শ্যামল বাগানে পরিবর্তন করে দিবেন। অতপর জনগণ তাতে সন্দেহ পোষণ করেবে এবং প্রতিযোগিতা মুলক ভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে যাবে। যখন তারা আফিকের গিরিপথে উঠবে, তখন তার ছায়া তাদের উপর পড়বে। তখন তারা তাদের ধনুকে তীর সংযোজন করবে তাকে হত্যা করার জন্য। সেদিন মুসলমানগণ নিঃস্ব বা অভাবগ্রস্থ হয়ে যাবে। (মুসলমানদের থেকে) যে হাটু গেড়ে বসবে বা উপবেশন করবে সে ক্ষুধার কারণে হাটু গেড়ে বসবে বা ক্ষধার কারণে উপবেশন করবে। অতপর তার একজন ঘোষণাকারীর ডাক শুনবে যে, হে লোক সকল তোমাদের নিকট সাহাজ্য এসে গেছে।

১৫২৮- হযরত হাসান থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সেদিন মুমিনদের খাদ্য হবে আল্লহ তা’আলার তাসবীহ এবং তাহলীল এবং আললহা তা’আলার তাহমীদ বা প্রশংসা।

১৫২৯- হযরত উবাইদ ইবনে উমাইর আল লাইসী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জাল বাহির হবে। আর তাকে এমন একদল মানুস অনুসরণ করবে যারা বলবে আমরা সাক্ষ্য দেই যে, সে (দাজ্জাল) কাফের। আর আমরা তাকে অনুসরণ করি যাতে আমরা তার খাদ্য থেকে খেতে পারি। আর আমরা গাছ থেকে রক্ষা পেতে পারি। আর যখন আল্লাহ তা'আলা গযব নাযিল করবেন তখন তাদের সকলের উপর (দাজ্জাল ও তাকে কাফের স্বীকৃতি দানকারী দল) গযব নাযিল করবেন।

১৫৩০- হযরত মুয়াম্মার বলেন যে, আমার নিকট এখবর পৌছেছে যে, দাজ্জাল তার গলায় একটি তামার পাত রাখবে। আর আমার নিকট এখবরও পৌছেছে যে, যেই সতেজতা দাজ্জাল হত্যা করবে তা পুনরায় আবার জীবিত করবে।

১৫৩১- হযরত মুয়াম্মার বলেন যে, তার নিকট ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর বর্ণনা করে বলেছেন যে, সাধারণ ভাবে যারা দাজ্জালের অনুসরণ করবে তারা হল ইস্পাহানের ইহুদি।

১৫৩২- হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাজ্জালের বাম চক্ষু হবে কানা। মাথার চুল হবে অত্যাধিক। তার সাথে একটি জান্নাত ও একটি জাহান্নাম থাকবে। (আর বাস্তবিক পক্ষে) তার জাহন্নাম হল জান্নত এবং তার জান্নাত হল জাহান্নাম।

১৫৩৩- হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত ডে, তিনি বলেন দাজ্জালের বাহির হওয়াটা আমার নিকট পুরুষ ছাগলের গোস্তের চেয়ে আগ্রহর কিছু নয়।

১৫৩৪- হযরত আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে ইহুদি এবং মাওয়ামেসের সন্তান।

১৫৩৫- হযরত উবাইদ ইবনে উমাইর হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন অনেক দল মানুষ দাজ্জালের সাথী হবে তারা বলবে আমরা দাজ্জালের সঙ্গ দিয়েছি অথচ আমরা জানি যে, দাজ্জাল কাফের। তবুও আমরা তার সঙ্গ দিয়েছি যাতে আমরা তার খাদ্য থেকে খেতে পারি এবং গাছ থেকে বাঁচতে পারি। অতপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর গযব নাযিল করবেন তখন তাদের সকলের উপর গযর নাযিল করবেন।

১৫৩৬- হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাজ্জালের এক চক্ষু হবে নিঃশ্চিন্থ আরেক চক্ষু হবে রক্ত মিশ্রিত কেমন যেন গোলাপ। আর তার সাথে দুটি পাহাড় চলবে একটি পাহাড় হল নদী ও ফলমূল এর আরেকটি পাহাড় হল ধোঁয়া ও আগুনের। সে চুলকে খন্ড বিখন্ড করার মত সূর্য্যকে খন্ড বিখন্ড করবে। এবং পাখিকে বাতাশে

সামিল করবে।

১৫৩৭- হযরত ছালেম হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা কে বলতে শুনেছেন যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমি এক ব্যক্তিকে (স্বপ্নে) দেখেছি, যার গায়ের রং লাল। চুলগুলি কোকড়ানো। ডান চক্ষু কানা। তোমার দেখা মানুষের মধ্যে ইবনে কাতানের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ। ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন অতপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম এই লোকটি কে? উত্তরে বলা হল মাসীহ দাজ্জাল।

১৫৩৮- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মানুষের যুদ্ধ বিগ্রহ হল পাঁচটি। দুটি অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর বাকী তিনটি এই উম্মতের মধ্যে সংঘঠিত হবে। আর তা হল তুর্কের যুদ্ধ। আরেকটি হল রোমের যুদ্ধ। আরেকটি হল দাজ্জালের যুদ্ধ। আর দাজ্জালের যুদ্ধের পর আর কোন যুদ্ধ নেই।

১৫৩৯- হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের গাধার কান সত্তর হাজার লোককে ছায়া দিবে।

১৫৪০- হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, দাজ্জালের গাধার কানের ছায়ায় সত্তর হাজার লোক ছায়া গ্রহণ করবে।

১৫৪১- হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জালের গাধার কান সত্তর হাজার লোককে ছায়া দিবে।

১৫৪২- হযরত ছালেম তার পিতা থেকে তার পিতা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন যে, একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবী সহকারে ইবনে ছাইয়াদের পাশ দিয়ে গেলেন। আর সাহাবীগণের মধ্যে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। আর ঐসময় ইবনে ছাইয়াদ অন্যান্য বালকদের সাথে বনী মাগালার টিলার নিকটে খেলাধুলা করতে ছিল। আর সে ছিল বালক। কিন্তু সে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন অনুভব করতে পারে নাই, অবশেষে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিঠে হাত মারলেন এবং বললেন তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রাসূল? তখন ইবনে ছাইয়াদ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে দেখল। এবং বলল আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি উম্মীদের রাসূল। অতপর ইবনে ছাইয়াদ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? অতপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন আমি আল্লাহ ও তার রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। অতপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন তোমার নিকট কি আসে? ইবনে ছাইয়াদ বলল আমার নিকট সত্যবাদী (ফেরেশতা) ও মিথ্যাবাদী (শয়তান) আসে। অতপর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তোমার নিকট প্রকৃত ব্যাপার এলোমেলো হয়ে

গেছে। অতপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আমি (আমার অন্তরে) একটি বিষয় তোমার নিকট গোপন করেছি। (যদি পার তাহলে বল) (আর বর্ণনাকারী বলেন) আর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে يوم تأتي السماء بدخان مبين গোপন রাখলেন। ইবনে ছাইয়াদ বলল উহা হল দাখ বা ধোঁয়া। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তুমি দূর হও। তুমি কখনও নিজের সীমার বাহিরে যেতে পারবে না। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে অনুমতি প্রদান করুন আমি তার গর্দানে মেরে দেই (হত্যা করে দেই)। অথপর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন এই যদি সেই (দাজ্জাল) হয় তাহলে তুমি তাকে কব্জা করতে সক্ষম হবে না। আর যদি সে (দাজ্জাল) না হয় তাহলে তার হত্যা করায় কোন তোমার কোন কল্যাণ নেই।

১৫৪৩- হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন একদিন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বৃক্ষ বাগানের দিকে রওয়ানা দিলেন। যেখানে ইবনে ছাইয়াদ ছিল। এমনকি যখন তারা বাগানে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর গাছের আড়ালে লুকিয়ে অগ্রসর হলেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল ইবনে ছাইয়াদ তাঁকে দেখার পূর্বে তিনি তার কিছু কথা শুনে নিবেন। আর তখন ইবনে ছাইয়াদ একখানা চাদর জড়িয়ে তার বিছানায় শোয়া ছিল এবং গুনগুন শব্দ করতেছিল। তখন ইবনে ছাইয়াদের মা দেখতে পেল যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর গাছের আড়ালে আছেন। অতপর সে ইবনে ছাইয়াদকে ডাকল, হে সাফ আর এটা তার নাম। এইযে মুহাম্মাদ! অতপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যদি তার মা তাকে ডাক না দিত তাহলে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যেত।

১৫৪৪- হুসাইন ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ইবনে ছাইয়াদের থেকে 'দুখান' গোপন করেন। অথবা তাকে যা তিনি গোপন করেছেন তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে ইবনে ছাইয়াদ বলল 'দাখ'। অতপর রাসুূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তুমি দূর হও। তুমি কখনও নিজের সীমার বাহিরে যেতে পারবে না। অতপর যখন ইবনে ছাইয়াদ চলে গেল, তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে কি উত্তর দিয়েছে? তখন তাদের কেউ বলল 'দাখ'। আর কেউ বলল 'যবাহ' অথবা 'দাখ'। অতপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আমি তোমাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তোমরা মতানৈক্যতা করছ। সুতরাং তোমরা আমার পরে প্রচন্ড মতানৈক্যতায় পড়বে।

১৫৪৫- হযরত হিশাম ইবনে আরওয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, ইবনে ছাইয়াদের জন্ম হবে অন্ধ ও খতনা করা অবস্থায়।

১৫৪৬- হযরত আবু বাকরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বণিত যে, তিনি বলেন মুসাইলামার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একথা বলার পূর্বে তার ভিতর

কিছু আছে। অতপর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দেয়ার জন্য দাড়ালেন। অতপর বললেন, পর কথা হল এইযে, এই ব্যক্তি যার ব্যাপারে তোমরা বেশী করছ। সে হল ত্রিশজন বড় মিথ্যাবাদীদের মধ্যে একজন বড় মিথ্যাবাদী। যারা মাসীহ এর সামনে বাহির হবে। আর সে একমাত্র মদীনা ব্যতীত পৃথীবির প্রত্যেকটি এলাকায় যাবে এবং তার প্রত্যেক ছিদ্র দিয়ে ভয় দেখাবে। দুইজন ফেরেশতা মদীনাকে প্রতিরক্ষা করবে মাসীহ এর ভয় থেকে।

১৫৪৭- হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ উতবা হতে বর্ণিত যে, আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট দাজ্জালের ব্যাপারে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আর আমাদের নিকট যে আলোচনা করেছেন সে আলোচনার মধ্যে বলেছেন যে, দাজ্জালের জন্য হারাম হল যে, সে মদীনার কোন ছিদ্র দিয়ে সে মদীনায় প্রবেশ করবে। আর সেদিন তার দিকে মানুষের মধ্যে ভাল এক ব্যক্তি তার দিকে বাহির হবে। অথবা সেদিন ভাল মানুষদের থেকে। অতপর বলবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি হলে দাজ্জাল। যার ব্যাপারে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আলোচনা করেছেন। অতপর দাজ্জাল বলবে তোমাদের মতামত কি, যদি আমি এই ব্যক্তি কে হত্যা করি ও পুনরায় জীবিত করি তাহলে কি তোমরা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করবে? তখন তারা বলবে, না। অতপর দাজ্জাল তাকে হত্যা করবে ও পরে জীবিত করবে। অতপর যখন উক্ত লোকটিকে জীবিত করবে তখন সে বলবে, আল্লাহর কসম! এখন তুমি তোমার ব্যাপারে আমার থেকে অধিক বিচক্ষণ নও। তখন দাজ্জাল দ্বিতীয় বার তাকে হত্যা করতে উদ্যত হবে কিন্তু তার উপর প্রভাব ফেলতে পারবে না।

১৫৪৮- হযরত মুয়াম্মার বলেন যে, আমার নিকট এখবর পৌছেছে যে, দাজ্জালের গলায় একটি তামার পাত ঝুলানো থাকবে। আর এখবরও পৌছেছে যে, সে সতেজতাকে ধ্বংস করবে অতপর আবার জীবিত করবে।

১৫৪৯- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক দাজ্জালের অনুসরণ করবে। যাদের মাথায় মুকুট থাকবে।

১৫৫০- মুয়াম্মার, ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেন সাধারণত ইস্পাহানের ইহুদিরা দাজ্জালের অনুসরন করবে।

১৫৫১- হযরত আমর ইবনে আবু সুফিয়ান এক আনসারী ব্যক্তি থেকে তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেন। এবং উক্ত আলোচনায় বলেন দাজ্জাল মদীনার ছিদ্রের নিকট আসবে। আর তার উপর মদীনায় তর ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করা

হারাম। অতপর মদীনা তার অধিবাসী সহ একবার বা দুইবার কেপে উঠবে। আর তা হল যালযালা বা কম্পন। ফলে সেখান থেকে প্রত্যেক পুরুষ মুনাফেক ও মহিলা মুনাফেক বাহির হয়ে যাবে। অতপর দাজ্জাল সিরিয়ারর দিকে পালায়ন করবে। অতপর সে তাদের ঘিরে ফেলবে। আর অবশিষ্ট মুসলমানগণ সিরিয়ারর পাহাড়গুলোর থেকে একটি পাহাড়ের চূড়া দিয়ে নিজেদের আত্মরক্ষা করবে। অতপর দাজ্জাল তাদের ঘিরে ফেলবে এবং উক্ত পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নিবে । এমনকি তাদের উপর বিপদ দীর্ঘ হবে। মুসলমানদের থেকে এক ব্যক্তি বলবে হে মুসলমানগণ! কতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এমনভাবে চলবে। অথচ আল্লাহর শত্রু তোমাদের পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নিয়েছে। তোমাদের হাতে দুটি বিষয় রয়েছে একটি হল আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবে। আরেকটি হল আর নয় তোমরা পালায়ন করবে। অতপর সকল মুসলমান মৃত্যুর উপর বাইয়াত গ্রহণ করবে। যা আল্লাহ তা’আলা জানবেন যে, তারা তাদের মৃত্যুর উপর গৃহীত বাইয়াত তাদের অন্তর থেকে সত্য হবে। অর্থাত তারা অন্তর থেকে সত্য বাইয়াত করবে। অতপর তাদের এমন অন্ধকার ঘিরে নিবে যে, কোন লোক কব্জি পর্যন্ত দেখবে না। অতপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন।

১৫৫২- হযরত মুগীরা ইবনে শো’বা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমার থেকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট দাজ্জাল সম্পর্কে আর কেহ বেশী জিজ্ঞাসা করে নাই। অতপর বলেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। তিনি বলেন অতপর আমি বললাম মানুষ ধারণা করে যে, দাজ্জালের সাথে খাদ্য ও পানীয় থাকবে। তিনি বললেন সেটা আল্লাহ তা’আলার নিকট বেশী সহজ উহা থেকে।

১৫৫৩- হযরত জানাদা ইবনে আবু উমাইয়া থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীদের মধ্য থেকে কোন এক সাহাবীকে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে দাড়ালেন। অতপর আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করলেন। অতপর বললেন তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। আর বস্তবতা হল তার জাহান্নাম হল জান্নাত। আর তার জান্নাত হল জাহান্নাম। আর তার সাথে রুটির পাহাড় ও পানির নদী থাকবে। সে বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং যমিনে শস্য ফলাবে। আর সে একজন মানুষের উপর কব্জা করে নিবে, ফলে সে তাকে হত্যা করবে তারপর জীবিত করবে। উক্ত মানুষ ব্যতীত অন্য মানুষের উপর সে কব্জা করতে পারবে না।

** দাজ্জালের স্থায়ীত্বের পরিমান

১৫৫৪- হযরত আবু উমামা আল বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, দাজ্জালের স্থায়ীত্বের সময় হবে চল্লিশ দিন। সুতরাং এক দিন হবে এক বছরের সমান। এবং আরেক দিন তার চেয়ে কম। এভাবে এক দিন হবে এক মাসের সমান

এবং আরেক দিন তার চেয়ে কম। এভাবে এক দিন হবে এক শপ্তাহের সমান এবং আরেক দিন তার চেয়ে কম। এভাবে এক দিন হবে দীর্ঘ সময়ের এবং আরেক দিন তার চেয়ে কম। আর তার শেষ দিন হবে কাগজে আগুণের স্ফুলিঙ্গের সময়ের মত। এমনকি এক ব্যক্তি সকাল বেলায় মদীনার এক গেট দিয়ে প্রবেশ করবে আর সে অন্য গেটে পৌছতে পারবে না তার পূর্বেই সূর্যাস্ত হয়ে যাবে। তারা বললেন হে আল্লাহ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা সেই ক্ষুদ্র সময়গুলিতে কিভাবে নামাজ আদায় করবো? উত্তরে তিনি বললেন তোমরা সে সময়গুলোতে নামাজের সময় নির্ধারণ করবে যেমনিভাবে বর্তমান দীর্ঘ সময়ে করে থাক। অতপর নামাজ আদায় করবে।

১৫৫৫- হযরত আবু ইয়া'ফুর বলেন আমি আবু আমর শায়বানীর থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন আমি হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি যে, দাজ্জালের ফিতনা হবে চল্লিশ দিন।

১৫৫৬- হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ বিন সিকন আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, দাজ্জাল চল্লিশ বছর জীবিত থাকবে। আর তখন একটি বছর হবে এক মাসের সমান। আর এক মাস হবে এক শপ্তাহের সমান। আর এক শপ্তাহ হবে এক দিনের সমান। আর এক দিন হবে খেজুর গাছের পাতা আগুনের পোঁড়ার সময়ের মত।

১৫৫৭- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হযরত সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন দাজ্জালের স্থায়ীত্বের সময় হবে আড়াই বছরের মত।

১৫৫৮- হযরত আবু ইয়া'ফুর বলেন আমি আব আমর শাইবানী থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন আমি হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে মসজিদে ছিলাম। আর তখন একজন গ্রাম্য ব্যক্তি দ্রুত আসল এবং তার সামনে হাটু গেড়ে বসে পড়ল। অতপর বলল দাজ্জাল কি বাহির হয়ে গেছে? তখন হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন আমি যখন দাজ্জালের সামনে আমার থেকে দাজ্জালকে বেশী ভয় পাই। আর দাজ্জালের ফিতনা হবে চল্লিশ দিন।

১৫৫৯- হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সে চতূর্থ ফিতনার সময় বাহির হবে। আর তার স্থায়ীত্ব হবে চল্লিশ বছর। উহা আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর সহজ করে দিবেন ফলে একটি বছর একটি মাসের সমান হবে।

১৫৬০- হযরত জুনাদা ইবনে আবু উমাইয়া হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন সাহাবী কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন শেষ সপ্তমাংশের চল্লিশ সকাল অবস্থান করবে।

পরম করুনাময় আল্লাহ তা'আলার শুরু করছি, যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও অতীব মেহেরবান। হে প্রতিপালক! আপনার সাহায্য দ্বারা সহজ করে দিন। হে দয়াময়।

১৫৬১- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন। লুদ বাবের নিকট সতের গজ দ্বারা।

১৫৬২- হযরত আবু উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে তার থেকে পলায়নের পর দাজ্জালকে পাবেন। আর যখন সে তার অবস্থানের স্থানে পৌছবেন তখন দাজ্জালকে পূর্ব দিকের লুদ বাবের নিকট পাবেন। অতপর দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

১৫৬৩- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন ঈসা আলাইহিস সালাম ব্ই্তুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করবেন এমতবস্থায় যে, দাজ্জাল মানুষকে বাইতুল মুকাদ্দাসে আটকে রাখবে। সে তার দিকে আসবে। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম সকালের নামাজের পর দাজ্জালের দিকে যাবেন। আর দাজ্জাল তার শেষ সময়ে উপস্থিত হবে। অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে মারবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।

১৫৬৪- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন তখন তিনি তার কোন ঘ্রাণ পাবেন না এবং কোন কাফেরের ঘ্রাণও পাবেন না। সকলেই মারা যাবে। তার প্রসারিত দৃষ্টি দূরে পৌছবে এবং দাজ্জালকে লুদ বাবের এক বিঘত পরিমান উপরে দেখবেন। এমতবস্থায় যে, দাজ্জাল ঝর্ণা থেকে পানি পান করার জন্য ঝর্ণার নিচের ঢালে নেমেছে। অতপর সে দুই বার মোমের আস্বাদন নিবে অতপর মারা যাবে।

১৫৬৫- হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ তার চাচা হযরত মাজমা' ইবনে জারিয়া হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন যে, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম লুদ বাবের নিকট দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

১৫৬৬- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন দাজ্জাল হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালামের অবতরণের কথা শুনবে তখন সে পালাবে। অতপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তার পিছু নিবেন। অতপর তাকে বাবে লুদÑএ পাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। ফলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তবে দাজ্জালের অনুসারীদের উপর প্রমানিত হবে। অতপর তিনি বলবেন হে মুমিন এই হল কাফের।

১৫৬৭- হযরতত আবু যারআ’ তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিনা করেন যে, তিনি বলেন আহলে কিতাবীগণ ধারনা করে যে, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম অবরণ করবেন এবং দাজ্জাল ও তার সাথীদের হত্যা করবেন। হযরত আবু যারআ’ বলেন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু কে আহলে কিতাব সম্পর্কে এই হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীস বলতে শুনি নাই।

র১৫৬৮- হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা বলেন আমার নিকট এখবর পৌছেছে যে, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে মালাহেমের   টিলাউপর হত্যা করবেন। আর সে হল নাহর ইবনে ফাতরাস। অতপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসবেন।

১৫৬৯- হযরত আবু গালেব থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি নাওফের সাথে সফর করতে ছিলাম। এমনকি আমরা আফিকের গিরিপথে পৌছলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন এই হল সেই জায়গা যেখান হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

১৫৭০- হযরত মাজমা’ ইবনে জারিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে শুনেছি যে, লুদ নামক বাবে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন। অথবা লুদ নামক বাবের দিকে।

১৫৭১- হযরত ছালেম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ইহুদি এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন ফলে সে বর্ণনা করল। অতপর হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন আমি তোমার থেকে সত্যতার পরীক্ষা নিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমাকে দাজ্জাল সম্পর্কে খবর দাও। অতপর সে বলল এবং সে ইহুদিদের খোদা আর ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম তাকে লুদের শেষ প্রান্তে হত্যা করতে আসবেন।

দাজ্জাল থেকে দূর্গ (দাজ্জাল হতে বাচার দূর্গ)

১৫৭২- হযরত আবু উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাজ্জাল দুনিয়ায় কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। সবকিছুই সে শেষ করে দিবে। আর সে মক্কা মদীনা ব্যতীত সকল এলাকার উপর বিজয় লাভ করবে। কেননা সে মক্কা মদীনার ছিদ্র বা পথ সমূহ থেকে কোন ছিদ্র বা পথে আসতে পারবে না। যেই ছিদ্র বা পথ দিয়ে সে আসতে চাইবে সেখানেই তার সাথে স্বীয় তরবারী নিয়ে প্রস্তুত থাকা ফেরেশতার সাথে সাক্ষাত হবে। এমনকি দাজ্জাল তরীবে আহমারের নিকট এবং অনাবাদী যমিন শেষ প্রান্তে এবং সিউলের সমষ্টির স্থানে অবস্থান নিবে। অতপর মদীনা তার অধিবাসীদের নিয়ে তিন বার ঝাঁকি দিবে। যার ফলে কোন পুরুষ মুনাফেক এবং কোন মহিলা মুনাফেক মদীনায় অবশিষ্ট থাকতে পারবে না। সকলেই তার দিকে বাহির হয়ে যাবে। আর সেদিন মদীনা তার থেকে নাপাকি বা খারাবি শেষ করবে যেমনিভাবে কিবর (এক ধরনের গাছ) লোহার খারাবি দূর বরে। অতপর

উম্মে শারীক বললেন ঐসময় মুসলমানগণ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন বাইতুল মুকাদ্দাসে। দাজ্জাল বাহির হবে অতপর তাদেরকে আটকাবে। এমনকি তার নিকট ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণের খবর আসবে। তখন সে পালায়ন করবে।

১৫৭৩- হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন সংরক্ষিত এলাকা হল মক্কা, মদীনা, ইলয়া, এবং নাজরান। এক রাত্রে নাজরানে সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করে। এবং পরিখা বাসীদের উপর সালাম বর্ষণ করে। এবং তারা ফিরে যায় আর কখনো ফিরে আসে না।

১৫৭৪- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাজ্জাল থেকে দূর্গ হল ইবনে ফাতরাস নদী।

১৫৭৫- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন দাজ্জাল বাহির হবে তখন মুসলমানদের দূর্গ হবে বাইতুল মুকাদ্দাস।

১৫৭৭- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের রিদা নামক এলাকা দাজ্জালের সময়ে সারা দুনিয়া এবং তার ভিতর যা আছে সব কিছুর থেকে বেশী দামি হবে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই কথার কারণে দাজ্জাল থেকে মুসলমানদের দূর্গ হল বাইতুল মুকাদ্দাস। তারা বাহির হবে না এবং পরাজিতও হবে না।

১৫৭৮- হযরত জুনাদা ইবনে আব উমাইয়া থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক সাহাবী থেকে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে খুতবা দেয়ার জন্য দাড়ালেন এবং বললেন, নিশ্চই দাজ্জাল প্রত্যেক পানি পানের স্থানে বা ঘাটে যাবে তবে চারটি মসজিদ ব্যতীত। আর উক্ত মসজিদগুলো হল মসজিদুল হারাম, মদীনার মসজিদ, তূরে সাইনা এর মসজিদ, এবং মসজিদে আকসা।

১৫৭৯- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে তেলাওয়াত করবে, তা তার মাঝে ও মক্কার মাঝে যা তা আলোকিত করে দিবে। আর যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষাংশ তেলাওয়াত করবে অতপর দাজ্জালকে পাবে, তার উপর দাজ্জাল কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না।

১৫৮০- হরযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন নিশ্চই আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাগণ মদীনকে প্রত্যেক দিক হতে ঘিরে রেখেছে। মদীনায় এমন কোন ছিদ্র পথ নেই যেখানে কোন ফেলেশতা তার তরবারী প্রসারিত করে উপস্থিত নেই। অর্থাৎ প্রত্যেক পথেই ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার ঐসমস্ত ফেরেশতাদের ভাগিয়ে দিও না, যারা তোমাদের ঘিরে আছে।

১৫৮১- হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ সিকন আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, দাজ্জাল প্রত্যেক পানি পানের স্থান বা ঘাট চাইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক স্থানেই যাবে। তাবে দুটি মসজিদ ব্যতীত।

১৫৮২- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ যেভাবে নাডিল হয়েছে সেভাবে তেলাওয়াত করবে অতপর দাজ্জালের জন্য বাহির হবে তার উপর দাজ্জাল কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না। আর তার উপর দাজ্জালের (তার উপর প্রভাব ফেলার) কোন পথও থাকবে না।

১৫৮৩- আব্দুললহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা থেকে বর্ণিত যে, আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন দাজ্জালের উপর হারাম হল যে সে মদীনার কোন ছিদ্রপথে প্রবেশ করবে।

১৫৮৪- হযরত আবু বাকরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সা, বলেন পৃথীবিতে এমন কোন গ্রাম নেই, যেখানে দাজ্জাল পৌছবে না এবং ভীতি সন্ত্রস্ত করবে না। তবে সে মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, এবং ভীতি সন্ত্রস্ত করতে পারবে না। কারণ মদীনার প্রত্যেক ছিদ্র পথে দুইজন ফেরেশতা থাকবে। সেখান থেকে তারা মাসীহের ভীতি দূর করবে।

১৫৮৫- হযরত আমর ইবনে সুফিয়ান সাকাফী জনৈক এক আনসারী সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কতিপয় সাহাবী রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাজ্জাল মদীনার ছিদ্র পথে আসবে অথচ তার মদীনার কোন ছিদ্র পথ দিয়ে প্রবেশ করা হারাম। অতপর দাজ্জালের দিকে মদীনার প্রত্যেক পুরুষ মুনাফেক ও মহিলা মুনাফেক বাহির হয়ে যাবে। অতপর তারা সিরিয়ারর দিকে পালায়ন করবে।

১৫৮৬- হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, সেদিন ক্ষুদা নিবারণের জন্য মুমিনগণ খাদ্য গ্রহণ করবে যা আকাশবাসীরা গ্রহণ করে তাসবীহ ও তাকদীস দ্বারা। অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলার যিকির ও তার পবিত্রতা বর্ণনা করার দ্বারা।

১৫৮৭- হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন সেদিন মুমিনদের খাদ্য হবে তাসবীহ তথা আল্লাহ তা’আলার যিকির, তাহমীদ তথা আল্লাহ তা’আলার প্রশংসা, তাহলীল তথা আল্ø্াহ তা’আলার একত্বতা, তাকদীস তথা আল্লাহ তা’আলার মহানত্ব, এবং তাকবীর তথা আল্লাহ তা’আলার বড়ত্ব।

১৫৮৮- হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন দাজ্জালের সময়ে মুসলমানদের খাদ্য কি হবে? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ফেরেশতাদের খাদ্য। তারা বললেন ফেরেশতারা কি খায়? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তাদের খাদ্য হল তাদের তাসবীহ ও তাকদীস দ্বারা কথা বলা। অর্থাৎ যিকির আযকার করা। সুতরাং ঐদিন যাদের কথন হবে তাসবীহ ও তাকদীস দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করে দিবেন। তার আর ক্ষুধার ভয় পাবে না।

** হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম এর অবতরণ এবং তার আকৃতি।

১৫৮৯- হযরত আবু উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অতপর উম্মে শারীক রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন ইয়া রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেদিন মুসলমানগণ কোথায় থাকবে। তিনি বললেন বাইতুল মুকাদ্দাসে। সে বাহির হবে এমনকি তাদেরকে ঘিরে ধরবে। আর সেদিন মুসলমানদের নেতা হবে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। অতপর বলা হল ফজরের নামাজ আদায় করবে। অতপর যখন তাকবীর দিবে ও তাতে প্রবেশ করবে তখন ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহস সালাম অবতরণ করবেন। যখন ঐ ব্যক্তি তাকে দেখবে তাকে চিনবে। তখন সে পিছনে ফিরে আসবে। অতপর ঈনা আলাইহিস সালাম অগ্রসর হবেন। অতপর তিনি তার হাত তার কাধে রাখবেন এবং বলবেন আপনি নামাজ পড়ান। কেননা আপনার জন্যই নামাজ প্রস্তুত করা হয়েছে। অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম তার পিছনে নামাজ আদায় করবেন। অতপর বলবেন, দরজা খুলে দাও। ফলে তার দরজা খুলে দিবে। আর সেদিন দাজ্জালের সাথে সত্তর হাজার ইহুদি থাকবে। তারা প্রত্যেকেই থাকবে অস্ত্রে সস্ত্রে সজ্জিত। অতপর যখন সে ঈসা আলাইহিস সলামকে দেখবে তখন সে চুপসে যাবে যেমন নাকি সীসা চুপসে যায় এবং পানিতে লবন বিলীন হয়ে যায়। অতপর সে পালিয়ে বাহির হয়ে যাবে। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন নিশ্চই তোমার মাধ্যে আমার জন্য মার আছে। আমাকে তা থেকে বিরত করিও না। অতপর তিনি তাকে পাবেন ও হত্যা করে দিবেন। এরপর পৃথীবিতে আর এমন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, যার দ্বারা ইহুদিরা আত্মগোপন করবে। বরং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলে দিবেন। প্রত্যেক পাথর, প্রত্যেক গাছ, প্রত্যেক প্রাণীই বলবে হে আল্লাহর বান্দা মুসলিম! এইযে ইহুদি। তাকে হত্যা কর। তবে ঝাউ গাছ ব্যতীত। কেননা সেটা তাদের গাছ। সুতরাং সেটা কোন কথা বলবে না। আর ঈসা হবে আমার উম্মতের মধ্যে বিচারক, ন্যায়পরায়ণ, ন্যায় পরায়ণ ইমাম। তিনি ক্রুশকে চূর্ণবিচূর্ণ করবেন। শুকর হত্যা করবেন। (গাইরে মুসলিমদের উপর) জিযিয়া ধার্য্য করবেন। তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না। ছাগলের উপর ধাবিত হবেন না। শত্রুতা, ক্রোধ উঠিয়ে নেয়া হবে। প্রত্যেক প্রাণীর উষ্ণতা উঠিয়ে নেয়া হবে। এমনকি

ছোট বাচ্চা তার হাত বিষধর (প্রাণীর গুহায়) ধুকিয়ে দিবে, কিন্ত তাকে তা দংশন করবে না। আর ছোট শিশুর সাথে সিংহের দেখা হবে কিন্তু সিংহ তাকে কোন ক্ষতি করবে না। আর কেমন যেন গরুর পালে সিংহ পালের কুকুর। এমনিভাবে সাপ ছাগলের পালের ভিতর কেমন যেন ছাগলের পালের কুকুর। আর সমস্ত দুনিয়ায় ইসলাম ভরে যাবে। আর কাফেরদের থেকে তাদের রাজ্য ছিনিয়ে নেয়া হবে। ফলে পৃথীবিতে ইসলামের রাজ্য ব্যতীত অন্য কোন রাজ্য থাকবে না। আর যমিনের রৌপ্যের জাগরণ হবে। ফলে যমিনে তার ফসল ফলাবে যেমন নাকি হযরত আদম আলাইহিস সালামের সময় ছিল। দলে দলে মানুষ একটি আঙ্গুরের থোকার নিকট জমায়েত হবে। আর তা থেকেই সবাই খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে খাবে। এমনি ভাবে দলে দলে মানুষ একটি আনারের নিকট জমায়েত হবে। আর তা থেকে সকলেই খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। এমনি ভাবে অন্যান্য মাল সম্পদে জাগরণ ঘটবে। আর খুব কম মূল্যে ঘোড়া পাওয়া যাবে।

১৫৯০- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাসীহ ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম পশ্চির্ম দামেস্কের সাদা ব্রিজের উপর গাছের দিকে অবতরণ করবেন। তাকে একটি ঘোড়া বহণ করে আনবে। তার হাত দুটি দুইজন ফেরেশতার কাধে থাকবে। তার উপর দুটি চাদর থাকবে। তন্মধ্যে একটি হবে দেহের নি¤œাংশে পরিহিত আরকেটি হবে দেহের উপর পরিহিত। যখন তিনি মাথা নিচু করবেন তখন তার মাথা হতে মুক্তার মতো টপ টপ করে পড়বে। অতপর তার নিকট ইহুদিগণ আসবে এবং তারা বলবে আমরা আপনার সাথী। তখন তিনি বলবেন তোমরা মিথ্যা বলছো। অতপর তার নিকটে নাসারাগণ আসবে এবং বলবে আমরা আপনার সাথী। তখন তিনি বলবেন তোমরা মিথ্যা বলছো। বরং আামর সাথী হল যুদ্ধের অবশিষ্ট সাথীগণ। অতপর তার নিকট সকল মুসলমানগণ আসবে। এমনকি চিন্তিত হবে। অতপর তারা তাদের খলীফাকে পাবে। সে তাদের নিয়ে নামাজ আদায় করবে। অতপর সে (খলিফা) যখন মাসীহকে দেখবেন তখন তার জন্য অপেক্ষা করবেন। অতপর বলবেন হে আল্লাহর মাসীহ! আমাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করুন। তখন তিনি বলবেন, বরং আপনি আপনার সাথীদের নিয়ে নামাজ আদায় করুন। আর আল্লাহ তা'আলা আপনার থেকে রাজি আছেন। আর আমি উজির হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। আমি আমির হিসাবে প্রেরিত হই নাই। অতপর তাদের নিয়ে মুহাজিরদের খলিফা এক বার দুই রাকাত নামাজ আদায় করবেন। আর ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম তাদের মাঝে থাকবেন। অতপর মাসীহ আলাইহিস সালাম তার পরে তাদের জন্য নামাজ আদায় করবেন। এবং তাদের খলিফাকে অপসারণ করবেন।

১৫৯১- হযরত হুযাইফ ইবনে ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু তে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যারা দাজ্জালের সাথে থাকবে তাদের মাঝে শয়তান থাকবে। যারা কিছু বনী আদম দাজ্জালের অনুসরণে লেগে থাকবে। অতপর তার নিকটে আসবে যে আসবে। এবং তাদের কতিপয় তাকে বলবে তোমরা হলে শয়তান। আর নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা অচিরেই হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালামকে ইলয়িা নামক এলাকায় পরিচালিত করবেন। অতপর তিনি তাকে হত্যা করবেন। আর সেখানে মুসলমানদের দল ও

তাদের খলিফা থাকবে। আর মুয়াযযিনের ফজরের আযান দেয়ার পর মুয়াযযিন মানুষের আওয়াজ শুনবে আর তা হল ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম নেমে আসবেন। অতপর লোকজন তাকে স্বাগত জানাবে। আর মানুষ তার আগমনের এবং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হওয়ার কারণে আনন্দিত হবে। অতপর তিনি মুয়াযযিনকে নামাজ পড়াতে বলবেন। অতপর লোকজন ঈসা আলাইহিস সালামকে বলবে আমাদের নামজা পড়ান। অতপর তিনি বলবেন তোমরা তোমাদের ইমামের নিকট যাও। সে তোমাদের নিয়ে নামাজ আদায় করবে। কারণ সে কতইনা উত্তম ইমাম। অতপর তাদের ইমাম তাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করবে। আর ঈসা আলাইহিস সালাম তাদের সাথে নামাজ আদায় করবেন। অতপর ইমাম ফিরে আসবেন এবং ঈসা আলাইহিস সালামের অনুগত্য স্বীকার করবেন। অতপর তিনি মানুষদের নিয়ে সফর করবেন। এমনকি যখন তিনি দাজ্জালকে দেখবেন যে. সে দ্রবীভূত হে যাচ্ছে যেমন নাকি আলকাতরা দ্রবীভূত হয়। তখন তিনি তার দিকে যাবেন এবং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তাকে হত্যা করবেন। এবং তার সাথে যাকে আল্লাহ তা'আলা চাইবেন তাকেও হত্যা করবেন। অতপর তারা পৃথক হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক গাছ ও পাথরের নিচে তারা নিঃশেষ হতে থাকবে। তখন গাছ বলবে হে আল্লাহর বান্দা হে মুসলিম এইযে আমার নিচে ইহুদি তাকে হত্যা কর। এভাবে পাথরও ডাকতে থাকবে। তবে গারকাদ তথা ঝাউ বলবে না। কারণ সেটা ইহুদিদের গাছ। উক্ত গাছগুলো তার দিকে কাউকে ডাকবে না, যারা তার নিকটে থাকবে। অতপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আমি তোমাদের নিকট এসব আলোচনা করতেছি যাতে তোমরা ভালভাবে উপলব্ধি করতে, বুঝতে ও স্বরণ রাখতে পার এবং ্তার ব্যপারে জানতে পার। আর তোমরা তার ব্যাপারে তোমাদের পরে যারা আসবে তাদের নিকট আলোচনা করিও। এভাবে একে অপরের কাছে আলোচনা করবে। কেননা নিশ্চই তার ফিতনা হল সব চেয়ে বড় ফিতনা। অতপর তোমরা ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে জীবন যাপন করবে যেভাবে আল্লাহ তা'আলা চান।

১৫৯২- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম দালান অট্টলিকা ভেঙ্গে পড়বে।

১৫৯৩- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঈসা আলাইহিস সালামের এই শেষ বারের জীবনটা তার পূর্বের জীবনের মত হবে না। কারণ তার শেষ জীবনে তার উপর মৃত্যুর ভয় দেয়া হবে। তিনি মানুষের চেহারা স্পর্শ করবেন আর তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন।

১৫৯৪- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে অচিরেই দেখবে যে, ঈসা আলাইহিস সালামকে দেখবে ইমাম রূপে, সঠিক পথের দিশারী হিসাবে, এবং ন্যায় পরায়ন বিচারক হিসাবে। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযিয়া ধার্য্য করবেন এবং যুদ্ধ তার অস্ত্র রেখে দিবে। মুহাম্মাদ বলেন আমি

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে এতটুকুই জানি যে, তিনি বলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দুই আজানের মাঝে অবতরণ করবেন। তার পরনের কাপড় থেকে পানি ঝরবে। আর তার উপর দুটি কাপড় থাকবে যা জড়ানো থাকবে বা পরিহিত অবস্থায় থাকবে। মুহাম্মাদ বলেন আমি ধারণা করি যে, তারা উক্ত কথাগুলো কোন কিতাবে পেয়েছে। যা তারা জানেনা যে, তার রং কি? অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম এই উম্মতের এক ব্যক্তির পিছনে নামাজ আদায় করবেন।

১৭৮৬- হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন কিয়ামাতের সময় নিকটবর্তী হবে তখন সমুদ্রের পাহাড় স্থলের দিকে বের হবে। আর স্থলের পাহাড় সমুদ্রে পতিত হবে। আর সমুদ্র (তার নিজের জায়গা হতে) বের হয়ে যাবে। ফলে তা পৃথীবির উপর প্লাবিত হবে। আর এর কারণে পৃথীবির উপর দালান কোঠা. পাহাড় পর্বত কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বরং সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং হেলে পড়বে। আর কিয়ামাতের অনুষ্ঠিত হওয়ার ভয়ের কারণে নক্ষত্ররাজি ছড়িয়ে পড়বে, আকাশ পরিবর্তন হয়ে যাবে, যমিন ফেটে যাবে। অতপর কিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে।

১৭৮৭- হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মৃতুর এক মাস পূর্বে বলেন আমি আল্লাহ তা'আলার কসম করে বলছি যে, আজ পৃথীবির উপর এমন কোন মানুষ জীবিত নেই যে, তার উপর একশ বছর আসবে। (অতিবাহিত হবে।)

১৭৮৮- হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সা, হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমি নিশ্চই এটা আশা করি যে, আমার উম্মত আমার প্রতিপালকের নিকট অক্ষম হবে না যে, তাদের কে অর্ধ দিবস বিলম্ব করা হবে। অতপর সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু কে প্রশ্ন করা হল, অর্ধ দিবস কতটুকু? (অর্ধ দিবসের পরিমান কতটুকু?) উত্তরে তিনি বললেন পাঁচশত বছর।

১৭৮৯- হযরত যুবাইর ইবনে নুফাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে ইহুদি ও তাদের অন্যান্যরা (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে) বেশী বেশী কিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্ন করতো। অতপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে জীবরাঈল আলাইহিস সালাম আসল। তখন তিনি তাকে বললেন, হে জীবরাঈল! আমার নিকট অধিকাংশ ইহুদি ও তাদের অন্যান্যরা (আমার নিকট) কিয়ামাত সম্পর্কে বেশী বেশী প্রশ্ন করছে। তখন উত্তরে জীবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন (কিয়ামাত সম্পর্কে) প্রশ্নকারী হতে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী জানে না।

১৭৯০- হযরত ফারয কালায়ী হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আবু যামরাহ কালায়ীকে বলতে শুনেছেন যে, মদীনাবাসী রাত্রি যাপন করবে। অতপর তারা সকাল করবে। অর্থাৎ হিমস (এ

রাত্রি যাপন করবে।) অতপর পূর্ব দিকের দরজা দিয়ে এক বহির্গামী বের হয়ে সিন্নীরকে দেখবে পাবে না। ফলে সে তার নফসকে মিথ্যারোপ করবে। অতপর সে উহার অধিবাসীদের আহবান করবে। ফলে তারা বাহির হবে। অতপর তারা উহার দিকে তাকাবে যার দিকে সে তাকিয়ে ছিল। অতপর তারা যখন তার স্থানে লেবাননে অবস্থান করবে। আর যখন সিন্নীর তার স্থান হতে অপসারণ হবে। ঐ দিন সেখানে তারা আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চান ততক্ষণ অবস্থান করবে। এমনকি তাদের নিকট একজন ব্যক্তি জাওয়ারিন এর দিক হতে এসে বলবে, গতকাল রাত্রে সিন্নীর আমাদের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। আর আমরা জানিনা সে কোথায় গিয়েছে। (তখন) বলা হবে, সে হল জাহান্নামের খুটি সমূহের মধ্যে হতে একটি খুটি।

১৭৯১- হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সপ্তম পশুর পর আল্লাহ তা'আলা বালাকের সৈন্যদের উপর ফেরেশতা প্রেরণ করবেন। তারা আসমান ও যমিনের মাঝখানে উড়তে থাকবে। যমিন ও তার মধ্যে ও উপরে অবস্থিত যা থাকবে তা বাকী বা অবশিষ্ট থাকবে। আর অষ্টম আলামত বা নিদর্শন হল, যমিনের উপর কোন গাছ বাকী থাকবে না। বরং তা রক্তের কারণে কাঁদবে। আর নবম আলামত হল, যমিনের উপর কোন শিলা অবশিষ্ট থাকবে না। বরং তা মহিলাদের আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ করবে। আর দশম আলামত হল, পৃথীবির পশ্চিম দিক হতে সূর্য্যদয় হওয়া।

১৭৯২- হযরত ইরয়ান ইবনে হাইসাম হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি আমার পিতার সাথে হযরত ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়া এর নিকট আসলাম। অতপর আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু (এর আওয়াজ) শুনলাম। এবং আমি তাকে বললাম, তারা ধারণা করে যে, সত্তর জন ব্যক্তির উপর কিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে। অতপর তিনি আমাকে বললেন তারা আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে। আমি এরূপ বলিনি। বরং আমি বলেছি যে, সত্তর জন হবে না। উহার নিকট বর্তী (সময়ে) অনেক কঠিন ও অনেক বড় বড় বিষয় সংগঠিত হবে।

১৭৯৩- হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঐসময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি বছর একটি মাসের সমান হবে। একটি মাস একটি সপ্তাহের সমান হবে। একটি সপ্তাহ হবে একটি দিনের সমান। আর একটি দিন হবে আগুনের শিখার সমান। (আগুনের শিখার পরিমানের সময়ের সমান।)

১৭৯৪- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঐসময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ রাস্তায় বা পথে যৌনকর্ম করবে করবে। যেমন নাকি চতুস্পদ জন্তু যৌনকর্ম করে। তখন পুরুষেরা পুরুষের থেকে, মহিলারা মহিলাদের থেকে অমুক্ষাপেক্ষী হবে। তোমরা কি মনে কর, অভিভূত কি? তারা বলবে (জানি) না। নারীরা নারীদের আরোপ করবে। অতপর সে উহার হকদার হবে।

১৭৯৫- হযরত সাঈদ ইবনে মাসরুক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন পৃথীবির সমস্ত পানি গর্তে চলে যাবে। অতপর আরদান নদী ও মিসরের নীল নদ ব্যতীত পুনরায় সমস্ত নদীর পানি তার স্থানে ফিরে আসবে।

১৭৯৬- হযরত মাকহুল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একবার এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করল যে, কিয়ামাত কখন অনুষ্ঠিত হবে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন কিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্নকারীর থেকে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী জানে না। তবে উহার আলামত হল, বাজার, বৃষ্টি নিকটবর্তী হওয়া। (অতি বৃষ্টি।) শস্য উৎপাদন না হওয়া। গীবতের প্রকাশ্যতা। (পথ) ভ্রষ্ট সন্তানদের প্রকাশ্যতা। সম্পদের মালিকের সম্মান। মসজিদে ফাসেক ব্যক্তির উচ্চ আওয়াজ। সৎকাজকারীদের উপর মন্দ কাজকারীদের প্রকাশ্যতা। (মন্দ লোকের নেতৃত্ব)। অতএব যে ব্যক্তি উক্ত যমানা পাবে, সে যেন তার দ্বীন নিয়ে নিভৃতে থাকে। আর সে যেন ঘরের মোটা চাদর হয়ে থাকে। (ঘরে অবস্থান করে।)

১৭৯৭- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন তুমি দেখবে যে, মানুষ নামাজ ছেড়ে দিবে, আমানতকে নষ্ট করবে, মিথ্যাকে হালাল মনে করবে, তারা অধিক হারে অঙ্গিকার করবে. অধিক হারে সুদ খাবে, ঘুষ গ্রহণ করবে, (বড় বড়) ঘর বাড়ী নির্মাণ করবে, মন প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে, দ্বীন ধর্মকে দুনিয়ার পরিবর্তে বিক্রয় করবে, তখনই নিস্কৃতি তারপর নিস্কৃতি। তোমার মা তোমাকে বোঝা মনে করবে।

১৭৯৮- হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন প্রাথমিক নিদর্শনাবলী বের হবে তখন কলম প্রত্যাখিত হবে। সংরক্ষণতা বন্ধ হয়ে যাবে। শরীর সমূহ আমলের উপর শহীদ হবে।

১৭৯৯- হযরত আবু উমামা ইবনে সাহল হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন ঐসময় পর্যন্ত কিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ রাস্তা ঘাটে গাধার যৌনকর্মের ন্যায় রাস্তায় যৌনকর্ম করবে।

১৮০০- হযরত আবু হারুন আবদী হতে বর্র্ণিত যে, তিনি বলেন নওফকে বলা হল নিশ্চই আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন নব্বই এর পরে অল্প সংখ্যাক মানুষ বসবাস করবে। অতপর নওফ বললেন আমি নিশ্চই তাদের পেয়েছি তারা উহার পর দীর্ঘ সময় জীবন যাপন করেছে। তবে অধিকাংশ জীবনাপোকরণ হবে সিরিয়ায়। তখণ বলা হল কূফা ও বসরায়। তিনি বললেন উহা নতুন উদ্ভাবিত।

১৮০১- হযরত শাহর ইবনে হাওসাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন

যে, (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) একজন লোক তার ঘর থেকে বের হবে, তখন তার লাঠি ও চাবুক তাকে তার পরিবারের লোকজন তার ঘরে যা কিছু করেছে তার ব্যাপারে তাকে খবর দিবে।

১৮০২- হযরত আরিয়ান ইবনে হাইসাম হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি যে, একশত বিশ বছর (পর) ভালোর পর অমঙ্গল হবে। আর কেউ জানেনা যে, উহার শুরু হবে কখন।

১৮০৩- হযরত মুজাহিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলনে ওয়ালার উপর কিয়ামাত সংগঠিত হবে না। আর ফেরেশতা সিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার ইচ্ছা করবে। আর তখনই একজনকে লা ইলাহা ইল্লাললহা বলতে শুনবে। ফলে সে সিঙ্গায় ফুঁক দেয়াকে সত্তর শরৎকাল পিছিয়ে দিবে। (সত্তর বছর পিছিয়ে দিবে।)

১৮০৪- হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ আল্লাহ বলনে ওয়ালা ব্যক্তির উপর কিয়ামাত সংগঠিত হবে না

১৮০৫- হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন নিশ্চই নিকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট মানব হল ঐসমস্ত লোক যাদের জীবিত অবস্থায় কিয়ামাত তাদেরকে পেল।

১৮০৬- হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমার ও কিয়ামাতের উদাহরণ হল ঐ কওম বা জাতির উদাহরণের ন্যায়, যারা গুপ্তচর প্রেরণ করবে। আর গুপ্তচররা শত্রুদের দেখবে। ফলে তারা ভয় পাবে যে, তাদের পূর্বে উক্ত শত্রুদল তাদের সাথীদের নিকট পৌছে যাবে। ফলে সে তার তরবারীকে ঝলকাবে। কিয়ামাতের পূর্বক্ষণে তোমাদেরকে আনা হয়েছে এবং আমি প্রেরিত হয়ে এসেছি।

১৮০৭- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সমুদ্রের ভিতর অনে শয়তান বন্দি অবস্থায় আছে। আর সম্ভাবনা আছে যে, উক্ত শয়তানগুলি মানুষের মধ্যে বের হবে এবং মানুষের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করবে।

১৮০৮- হযরত আরইয়ান ইবনে হাইসামা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি একবার হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট প্রতিনিধি হিসাবে গেলাম। আমি তার সামনে ছিলাম। আর এরই মাঝে একজন লোক তার নিকট আসলো। তার উপর দুটি কাপড় ছিল। হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং তার সাথে তার খাটে বসালেন। তখন আমি প্রশ্ন করলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! এই ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি

বললেন, তুমি কি তাকে চিন না? ইনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু। (বর্ণনাকারী) বলেন আমি বললাম, এই সেই ব্যক্তি যিনি একথা বলেন যে, একশত বছর পর মানুষ জিবীত থাকবে না। তিনি বলেন তিনি আমার নিকট আসলেন, (এবং বললেন) আমি কি তোমার নিকট এটা বলেছি? নিশ্চই আমরা তাদেরকে পাব, যারা একশত (বছর) পর অনেক লম্বা যুগ জীবন যাপন করবে। কিন্তু এই (বর্তমান) জাতি একশত ত্রিশ বছর আলোকিত করবে। (জীবন যাপন করবে।)

১৮০৯- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন কিয়ামাত সংগঠিত হবে এমতবস্থায় যে, দুই জন ব্যক্তি কাপড় ক্রয় বিক্রয় করতে থাকবে। তারা দুই জন উক্ত কাপড় ভাজ করতে পারবে না, এবং ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করতে পারবে না। এরই মধ্যে কিয়ামাত সংগঠিত হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি দুধ দোহন করবে আর সে উহার মুখে পাত্র রাখতে পারবে না। আর এরই মাঝে কিয়ামাত সংগঠিত হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি হাউজে নামবে আর সে সেখানে পানি পান করতে পারবে না। কারণ এরই মাঝে কিয়ামাত সংগঠিত হয়ে যাবে।

১৮১০- হযরত আবু ফিরাস আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামাত কখন সংগঠিত হবে? উত্তরে তিনি বললেন (কিয়ামাত সম্পর্কে) প্রশ্নকারী অপেক্ষা প্রশ্নকৃত ব্যক্তি বেশী জানে না। তাবে কিয়াামতের অনেক আলামত বা নিদর্শন রয়েছে। আর তা হল যখন রাখালেরা বড় বড় দালান কোঠা নিয়ে পরস্পরে গর্ব করবে। এবং যখন কালের নাঙ্গা পা, নাঙ্গা শরীর দরিদ্র ব্যক্তি বাদশা হবে। আর তারা হল আরীব।

১৮১১- হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন নিশ্চই কিয়ামাতের অনেক নির্দশন রয়েছে। আর তার নির্দশন আসা ব্যতিত কখনোই কিয়ামাত সংগঠিত হবে না।

১৮১২- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ততক্ষন পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, যতক্ষন পর্যন্ত না মানুষের উপর প্রচন্ড বৃষ্টি বর্ষন হবে। যে বৃষ্টি জনবসতির প্রত্যেকটি মাটির ঘরে পৌছবে। তবে পশমের ঘরে পৌছবে না। হযরত সুহাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত (মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত) আমার পিতা পশমের ঘরের ব্যপারে পৃথক করেন নাই।

১৮১৩- হযরত সাহল ইবনে আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমি ও কিয়ামাত এভাবে প্রেরিত হয়েছি। একথা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃদ্ধা ও মধ্যমা

আঙ্গুলি এর সাথে মিলিত দুটি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবেন। এবং ঐদুটির মাঝে পৃথক করলেন।

১৮১৪- হযরত আবু হুযাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যদি তোমাদের কেউ প্রশাব করে, সে যেন মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নেয়। একথা ভয় করে যে, কিয়ামাত তাকে ধরে ফেলবে।

১৮১৫- হযরত হানাস ইবনে হারেস তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তার পিতা বলেন আমরা কাদেসিয়াতে আসলাম। আর আমাদের একজন সাথীর রাতের বেলায় ঘোড়ার বাচ্চা হবে। অতপর যখন সকাল হবে তখন সে তার ঘোড়ার বাচ্চাকে যবাহ করে দিবে। অতপর এখবর হযরত ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকটে পৌছল। অতপর আমাদের নিকট হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর পত্র আসলো। তাতে লিখা ছিল, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তার দিকে সংশোধিত হও। নিশ্চই উক্ত বিষয়ে একটি নফস রয়েছে।

১৮১৬- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাইতুল্লাহ এর হজ্ব করা হবে।

১৮১৭- আমাদের নিকট একজন গল্প বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যিনি মদীনায় তার পিতা হতে জামা'য়াত সম্পর্কে গল্প বলতেন। তিনি বলেন আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত হল, গুপ্তধন সমূহের প্রকাশ পাওয়া, অতিবৃষ্টি, শস্যাদির উৎপন্ন কম হওয়া অর্থাৎ দূভিক্ষ। একজন ব্যক্তি একজন বা দুইজন প্রতিরক্ষা নিয়ে হাটবে। তার সম্মুখে আসার মত কাউকে সে পাবে না। এমনকি প্রত্যেক ব্যক্তিই অমুক্ষাপেক্ষী হয়ে যাবে। আর তারা সেদিন তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কঠিন হবে। আর এগুলোই হল আয়াত বা নিদর্শন যা প্রকাশ পাবে। অতপর ধনীরা গরীবদের থেকে ভয় পাবে। অতপর বলবে আমি এগুলো দ্বারা কি করবো? আর এই হল কিয়ামাত। যা অনুষ্ঠিত হবে এমনকি কোন এক ব্যক্তি দল নিয়ে বের হবে। যার মালিক সে ব্যতীত অন্য কেউ হবে না। সে উহা নিয়ে সফর করবে। সুতরাং এমন কোন লোক পাওয়া যাবে না, যে উহা গ্রহণ করবে। আর এটা ঘটবে এমন দিনে যে দিনে এমন ব্যক্তির ঈমান তাকে কোন কাজ দিবেনা, যে ব্যক্তি ইহার পূর্বে ঈমান আনায়ন করে নাই। অথবা তার ঈমানের মধ্যে সে কোন মঙ্গল অর্জন করে নাই। আনআম।

১৮১৮- হযরত রজা' ইবনে হাইওয়া কিনদি হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মানুষের উপর এমন এক যমানা আসবে। যখন খেজুর গাছ খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু বহন করবে না।

১৮১৯- হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন কিয়ামাতে প্রথম আলামত বা নিদর্শণের অবির্ভাব হবে তখন কলম সমূহ প্রত্যাখ্যান করবে, হিফয তথা মুখস্ততা আটকে যাবে, শরীর সমূহ আমলের উপর সাক্ষি দিবে।

১৮২০- হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন একবার হযরত জীবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার নিকট একটি সাদা আয়না নিয়ে আসলেন। যার ভিতর একটি কালো রংয়ের ফোঁটা ছিল। অতপর আমি হযরত জীবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? উত্তরে তিনি বললেন এটা হল জুমআ'। অতপর আমি বললাম এই কালো ফোঁটাটা কি? উত্তরে তিনি বললেন সেখানে কিয়ামাত সংগঠিত হবে।

১৮২১- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন যমানা (কিয়ামাত) নিকটবর্তী হবে তখন বজ্রপাত বেশি হবে।

১৮২২- হযরত শা'বী হতে বর্ণিত যে, হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে, যখন অবির্ভাব হবে, অথবা কিয়ামাতের নিদর্শন হল, কলম সমূহ পত্যাখিন হবে, হিফয তথা মুখস্ততা আটকে যাবে, আর শরীর সমূহ আমলের উপর সাক্ষি দিবে।

১৮২৩- হযরত কায়েস অন্য এক ব্যক্তি হতে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, আমি ও কিয়ামাত এইভাবে অবতীর্ণ হয়েছি। অর্থাৎ তার আঙ্গুলের ন্যায়।

১৮২৪- হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঐসময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্তনা তিকান ও দালান কোঠা বেশী হয়। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সিমারুল ওরাক উদগত না হয়।

১৮২৫- হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মানুষের মন্দের উপর কিয়ামাত সংগঠিত হবে। অতপর একজন ফেরেস্তা আকাশ ও যমিনের মাঝখানে সিঙ্গায় ফুঁক দিবে। আর তখন আকাশ ও যমিনের মধ্যে কোন সৃষ্ট অবশিষ্ট থাকবে না। বরং সকলেই মারা যাবে। তবে তোমার প্রতিপালক যাকে চান তাকে ব্যতীত। অতপর সিঙ্গায় দুইবার ফুঁক দেয়ার মাঝে আল্লাহ তা'আলা যা চান তা হবে। অতপর আল্লাহ তা'আলা আরশের নিচ হতে পুরুষের মনির মত পানি প্রেরণ করবেন। পৃথীবিতে বনী আদম হতে কোন সৃষ্টি হবে না। তবে উক্ত মনি থেকে সৃষ্টি হবে। অতপর তাদের শরীর ও গোস্ত উক্ত পানি হতে উদগত হবে। যেমন নাকি যমিনের কাদা মাটি হতে যমিন উদগত হয়। অতপর আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু " আর আল্লাহ হলেন ঐ সত্বা যিনি বাতাশ প্রেরন করে মেঘ পরিচালিত করেন। অতপর আমি উহাকে মৃত গ্রামের উপর ঢেলে দেই। আর উহা দ্বারা যমিনকে মৃত্যুর পর জীবিত করি। এভাবেই হবে প্রত্যাবর্তন।" (সূরা ফাতির) অতপর একজন ফেরেশতা আসমান ও যমিনের মাঝামাঝি স্থানে দাড়াবে। অতপর সিঙ্গায় ফুঁক দিবে। অতপর প্রত্যেক নফস তার শরীরের দিকে যাবে। অতপর তাতে প্রবেশ করবে।

অতপর তারা জীবিত একজন ব্যক্তির ন্যায় জীবিত হয়ে আল্লাহ তা’আলার জন্য দাড়াবে।

১৮২৬- হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামাত হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন পুরুষ পঞ্চাশ জন মহিলার বিষয়ে কার্য সম্পাদন করে।

১৮২৭- হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যদি কোন ব্যক্তি সীমানন্ত রক্ষার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করে। অতপর উক্ত ঘোড়া প্রথম আলামতের সময় বাচ্চা জন্ম দেয়। তখন ঘোড়ার বাচ্চার উপর আরোহন করার পূর্বেই সে শেষ আলামত দেখবে।

১৮২৮- হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ততক্ষন পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ পযন্ত না একটি বছর একটি মাসের সমান হয়। একটি মাস একটি সপ্তাহের সমান হয়। একটি সপ্তাহ একটি দিনের সমান হয়। একটি দিন একটি ঘন্টার সমান হয়। একটি ঘন্টা খেজুর গাছের পাতার জ্বলার সময়ের পরিমানের মত সময় হয়।

১৮২৯- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দুই ফুঁৎকারের মাঝে ব্যবধান হবে চল্লিশ এর। তারা (শ্রোতারা) প্রশ্ন করলেন, হে আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু চল্লিশ দিনের?। তিনি বলেন আমি অস্বীকার করলাম। তিনি বললেন চল্লিশ মাস? তিনি বলেন আমি অস্বীকার করলাম। তিনি বললেন চল্লিশ বৎসর? তিনি বলেন আমি অস্বীকার করলাম। তিনি বললেন অতপর আকাশ হতে পানি বর্ষণ হবে। আর তার দ্বারা উদ্ভিদ জন্মানোর ন্যায় তারা জন্মাবে। আর মানুষের হতে একটি হাড় ব্যতিত আর কিছুই থাকবে না। আর তা হল আযাবুয যানব (পিছনের দিকের মূল হাড্ডি।) আর তার থেকে সৃষ্টিজীব কিয়ামাতের দিনে আরোহন করবে।

১৮৩০- হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন এমন একদিন আসবে যেদিন যদি এক বাটি পানিও তলব করা হয় তাহলে পাওয়া যাবে না। সম্পূর্ণ পানি তার মূলে ফিরে যাবে। আর অবশিষ্ট পানি ও মুমিনগণ সিরিয়ায় থাকবে।

১৮৩১- হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সব থেকে খারাপ রাত, দিন, মাস, যুগ হল কিয়ামাতের নিকটবর্তী রাত, দিন, মাস ও যুগ।

১৮৩২- হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মন্দ মানুষের উপর কিয়ামাত সংগঠিত হবে। যারা সৎ কাজে আদেশ দিবে না এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে না। তারা গাধার ন্যায় একে অপরকে ছেড়ে চলে যাবে। একজন পুরুষ একজন মহিলার হাত ধরবে অতপর তার সাথে নির্জন স্থানে সময় কাটাবে। অতপর তার থেকে তার প্রয়োজন পূরণ করবে। অতপর তাদের নিকট ফিরে যাবে। এমতবস্থায় যে, তারা তার প্রতি হাসতে থাকবে। আর সেও

তাদের প্রতি হাসতে থাকবে।

১৮৩৩- হযরত কাসীর ইবনে মাররা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বিপদের আলামত ও কিয়ামাতের শর্তাবলীর মধ্যে থেকে হচ্ছে, তাদেরকে আকাশ হতে রাত্রি বেলায় একটি আওয়াজ ঘিরে নিবে। আর উক্ত আওয়াজ তাদেরকে শিহরিত করবে। তারা উক্ত আওয়াজের কারণে সৃষ্ট শিহরিত থাকা অবস্থায় হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে সিংহের আওয়াজের ন্যায় অনেক আওয়াজ প্রেরণ করবেন। যা তাদের অন্তরগুলোকে শিহরিত করবে। তাদের নফসকে ছিনিয়ে নিবে। তারা উক্ত আওয়াজের কারণে সৃষ্ট শিহরিত থাকা অবস্থায় হঠাৎ আকাশ হতে আলামত বের হবে যার জন্য তাদের মুমিনগণ ও কাফেরগণ ঈমান সহকারে ছুটে যাবে।

১৮৩৪- হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহান উম্মত হবে বনী ইসরাঈলের বয়সের ন্যায় তিন শত বছর ।

১৮৩৫- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কিয়ামাতের নিদর্শনের মধ্যে এক জুমআ' হতে আরেক জুমআ'র মত উহার প্রথম বা উহার শেষ। অথবা সাতটি ছোট দানা একটি দূর্বল সূতার ভিতর ভারী হবে। যখন ছিড়ে যায় তখন একে অপরের সাথে চলে আসবে।

১৮৩৬- হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হেত বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন মানুষের অন্তর থেকে কুরআনকে উঠিয়ে নেয়া হবে তখন তারা কবিতার দিকে ঝুঁকে যাবে।

১৮৩৭- হযরত ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যখন সূর্য্য উহার পশ্চিম দিক হতে উঠবে তখন সকল মানুষই ঈমান আনবে কিন্ত সেদিন তাদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না।

অধ্যায়।
পশ্চিম দিক হতে সূর্য্যরে উদয়ের ব্যাপারে।

১৮৩৮- হযরত ইয়াযীদ ইবনে শুরাইহ ও আমর ইবনে সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এরা সকলেই বলেন যে, পশ্চিম দিক হতে একদিন সূর্য্য বিলম্বে উদিত হবে। আর সেদিন মানুষের অন্তরে যা থাকবে তার উপর তাকে মহর এটেঁ দেয়া হবে। আর সেদিন আমল, হিফয তথা সংরক্ষণতা উঠিয়ে নেয়া হবে। আর ফেরেশতাদের আদেশ দেয়া হবে যে, তারা যেন মানুষের কোন আমল না লিখে। আর সেদিন কিয়ামাতের সংগঠিত হওয়ার ভয়ে সূর্য্য ও চন্দ্র ভয়ে শংকিত হবে।

১৮৩৯- হযরত যায়েদ ইবনে আবু ইতাব হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন কিয়ামাততের পাঁচটি নিদর্শন রয়েছে। উক্ত নিদর্শনগুলো হতে প্রথম নিদর্শন কখন ঘটবে তা আমার জানা নাই। আর যখন উহার আলামত সমূহ আসবে তখন এমন ব্যক্তির ঈমান তাকে কোন উপকার দিবে না, যে ব্যক্তি উহার আগমনের পূর্বে ঈমান আনায়ন করে নাই। অথবা সে তার ঈমানের ভিতর পূণ্যতা উপার্জন করে নাই। পশ্চিম দিক হতে সূর্য্য উদয়, দাজ্জাল, ইয়াজুয মাজুয, ধোঁয়া, চতুস্পদ জন্তু।

১৮৪০- হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ রা, হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সূর্য্যদয়টা হল কিয়ামাতের দশম আলামত। আর এটাই কিয়ামাতের শেষ আলামত। অতপর প্রত্যেক গর্ভধারীনি তার গর্ভ সম্পর্কে ভুলে যাবে। প্রত্যেক ধনবান ব্যক্তি তার মাল সম্পদ প্রত্যাখ্যান করবে। আর প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসা হতে অন্যমনস্ক হয়ে যাবে।

১৮৪১- হযরত মাসরুক আল্লাহ তা'আলার বাণী ”যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে সেদিন তাহার ঈমান কাজে আসিবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ উপার্জন করে নাই। সূরা আনআ'ম। আয়াত- ১৫৮ (এর তাফসীর) সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, (উক্ত আয়াত হল, পশ্চিম দিক হতে সূর্য্যদয় হওয়া।

১৮৪২- হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার সাথীদের কর্তৃক ইয়াজুয মা'জুয এর বিরুদ্ধের দোয়া কবুল করা হবে। অতপর তারা জীবিত থাকবে এমনকি পশ্চিম দিক হতে সূর্য্যদয়ের রাত্রে তারা সাড়া দিবে। অতপর তারা দাব্বাতুল আরদের অবির্ভাবের পর চল্লিশ বছর পর্যন্ত তারা সুখ শান্তি ও নিরাপদে জীবন ধারন করবে।

১৮৪৩- হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তোমাদের অল্প সংখ্যাক লোক ইয়াজুয মাজুযের পর জীবিত থাকবে। এমনকি সূর্য্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে। অতপর যখন আল্লাহ তা'আলা উহার আলোকে আমাদের উপর ফিরিয়ে নিবেন এভাবে যে, সূর্য্য পূর্ব বা পশ্চিম দিক হতে উঠবে না। তখন তিনি বলবেন আমার তিরান্দাজে কার ঐ ব্যক্তি কে যার কোন অংশীদারিত্ব নেই? তিনি বলেন অতপর তারা আকাশ হতে একজন আহবানকারীর আহবান শুনবে। তাতে বলা হবে, হে ঐসমস্ত লোক যারা ঈমান আনায়ন করেছ, তোমাদের ঈমান গ্রহণ করা হয়েছে। আর তোমাদের থেকে আমল উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর ঐসমস্ত লোক যারা কুফুরী করেছ, তোমাদের থেকে তাওবার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কলম জমে গেছে অর্থাৎ আমলনামা বন্ধ হয়ে গেছে। কিতাব মুছে গেছে। সুতরাং কোন একজনের থেকে তাওবা গ্রহণ করা হবে না। আর কোন ব্যক্তির ঈমানও গ্রহণ করা হবে না। তবে যারা উক্ত সময়ের পূর্বে ঈমান

আনায়ন করেছে। ফলে উক্ত সময়ের পরে কোন মুমিন মুমিন ব্যতীত জন্ম গ্রহণ করবে না। কোন কাফের কাফের ব্যতীত জন্ম গ্রহণ করবে না। আর শয়তান সিজদায় পড়ে যাবে। আর সে ডেকে ডেকে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনি যে জীব বস্তুকে এবং জড় বস্তুকে চান তাকে সিজদা করার জন্য আদেশ করুন। আর অন্যান্য শয়তান তার নিকট জমায়েত হবে। আর তারা বলবে, হে আমাদের নেতা! আমরা কাকে ভয় করবো? তখন সে বলবে, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট কিয়ামাতের দিবস এবং নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত সুযোগ চেয়েছিলাম। আর এই সূর্য্য পশ্চিম দিক হতে উদয় হয়েছে। আর এটাই হল নির্দিষ্ট সময়। সুতরাং আজকের পর আর কোন আমল নেই। আর সেদিন থেকে শয়তান প্রকাশ্য হয়ে পড়বে। এমনকি লোকজন বলবে, এইতো আমার সেই বন্ধু যে আমাকে ধোঁকা দিয়েছিল। সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি তাকে অপদস্থ করেছেন। আর আমাকে তার থেকে দয়া করেছেন। আর মানুষ জ্বীন, শয়তানদের তাদের খাওয়া দাওয়া, পানাহার, তাদের জীবন, তাদের মৃত্য, প্রকাশ্য ভাবে দেখবে। দাব্বাতুল আরদ বাহির হওয়া পর্যন্ত শয়তান সিজদায় পড়ে কাদতে থাকবে। অতপর দাব্বাতুল আরদ শয়তানকে হত্যা করবে।

১৮৪৪- হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন যখন পশ্চিম দিক হতে সূর্যদয় হবে তখন মাতৃগণ তাদের সন্তান সম্পর্কে, প্রিয়জন তাদের ভালবাসার ফল সম্পর্কে ভুলে যাবে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিকট যা আসবে তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে। আর উহার পর কারো তওবা কবুল করা হবে না। তবে যে তার ঈমানের মধ্যে সৎকর্মকারী থাকবে। কেননা উহার পর তার আমলনামা (ছওয়াব) লেখা হবে যেমননাকি উহার পুর্বে লেখা হত। আর কাফেরদের উপর পরিতাপ ও দুঃখ দুর্দশা হবে। পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয় হওয়া থেকে যদি কোন ব্যক্তি ঘোড়া পায় তাহলে সে ঘোড়ায় উঠতে পারবে না। তার পূর্বেই কিয়ামাত সংগঠিত হয়ে যাবে। আর কিয়ামাত সংগঠিত হবে এমতবস্থায় যে, মানুষ বাজারে বাজার করতে থাকবে। বাজারে দুইজন ব্যক্তি কাপড় (ক্রয় বিক্রয়ের জন্য) ছড়াবে কিন্তু তারা তাদের ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করতে পারবে না, আবার ভাজও করতে পারবে না। একজন মানুষ খানা খাওয়ার জন্য মুখে খানা তুলবে কিন্তু সে তা খেতে পারবে না। অতপর তিনি তেলাওয়াত করলেন, "আর তাদের নিকট তা হঠাৎ করে আসবে। আর তারা তা বুঝতে পারবে না।

১৮৪৫- হযরত আব্দুর রহমান ইবনে মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, একদিন সন্ধ্যা বেলায় চন্দ্র ও সূর্য্য আকাশের এক স্থানে একত্রিত হবে। আর তখন দিন বিশ বছর দীর্ঘ হবে।

১৮৪৬- হযরত ওহাব ইবনে জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু খাইওয়ানী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি একবার আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি আমাদের সাথে কথা বলা শুরু করলেন। অতপর বললেন যখন সূর্য্য ডুবে যায় তখন তা সালাম

দেয় ও সিজদা করে। এবং পরবর্তী দিন উদিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। আর তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। এমনকি যখন দিন হয় তা ডুবে যায়। অতপর বলে হে প্রতিপালক! নিশ্চই যাত্রা অনেক দুরের!! আর আমাকে অনুমতি না দেওয়া হত। আমি পৌছতাম না। তিনি বলেন অতপর আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চান তা আটকে রাখবেন। অতপর সূর্য্যকে বলা হবে, তুমি যেখান থেকে ডুবেছ সেখান থেকে উদিত হও। সুতরাং সেদিন হতে কিয়ামাত পর্যন্ত কোন ব্যক্তির ঈমান তাকে উপকার করতে পারবে না, যে ব্যক্তি নিদর্শনের পূর্বে ঈমান আনায়ন করে নাই।

১৮৪৭- হযরত উবাইদ ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একদিন তোমার প্রভুর কিছু আলামত আসবে। তিনি বলেন (আর সেটা হল) পশ্চিম দিক হতে সূর্য্যদয়।

১৮৪৮- হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন পশ্চিম দিক হতে সূর্য্যদয়টা দুটি একত্রিত ছাগলের বাচ্চার ন্যায়।

১৮৪৯- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন পশ্চিম দিক হতে সূর্য্যদয়ের পর মানুষ একশত বিশ বছর জীবিত থাকবে।

১৮৫০- হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল মুরাদী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, পশ্চিমে তওবার জন্য একটি দরজা আছে। যার মাঝে প্রসস্ততা হল চলার সত্তর অথবা চল্লিশ বছর। তা কখনো বন্ধ হবে না। এমনকি তার দিক থেকে সূর্য্যদয় হবে। অতপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন " যেদিন তোমার প্রভূর কতিপয় আলামত আসবে, সেদিন যারা পূর্বে ঈমান আনায়ন করে নাই তাদের ঈমান কোন উপকারে আসবে না। অথবা সে তার ঈমানের মধ্যে মঙ্গল কিছু অর্জন করেছে। "

অধ্যায়
অষ্টমাংশের শেষাংশ

বিসমিল্লহির রহমানির রহীম।

দাব্বাহ বের হওয়া প্রসঙ্গে

১৮৫১- হযরত আবু সারীহা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন দাব্বাহ এর জন্য যমানা হতে তিনটি খারজা তথা বহির্গমণ হবে। একটি বহির্গমন হবে ছোট ইয়ামানে। আর উক্ত বহির্গমন দাব্বাহ এর আলোচনা প্রত্যন্ত গ্রাম্যবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিবে। উহার আলোচনা গ্রাম অর্থাৎ মক্কায় প্রবেশ করবে না। অতপর দীর্ঘ এক যমানা অতিবাহিত হবে। অতপর আরেকটি বহির্গমন মক্কার নিকটবর্তী এলাকায় হবে।

অতপর দাব্বাহ এর আলোচনা প্রত্যন্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে। অতপর দীর্ঘ যমানা অতিবাহিত হবে। অতপর একদিন মানুষের মাঝে বড় মসজিদে আল্লাহ তা'আলার নিকট হরম তথা সম্মানিত, উক্ত মসজিদের সম্মান ও মঙ্গল আল্লাহ তা'আলার উপর, আর তা হল মসজিদে হারাম। মসজিদের পার্শ্ব ব্যতীত তাদের কেহ লক্ষ করবে না। তারা রুকনে আসওয়াদের মাঝখান হতে বনু মাখযুমের দরজা, বাহিরের ডান পার্শ্ব হতে মসজিদ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। মানুষ উহা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করবে। আর মুসলমানদের একটি দল তাদের গ্রহণ করবে। আর তারা বুঝবে যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে অক্ষম করতে পারবে না। উহা তাদের উপর বের হবে উহা মাথা হতে মাটি পরিস্কার করবে। অতপর উহা তাদের নিকট প্রকাশ পাবে। আর তাদের চেহারা উজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে। এমনকি সে উহা প্রত্যাখ্যান করবে কেমন যেন উহা প্রজ্জ্বলিত তারকারাজি। অতপর উহা পৃথীবিতে ফিরে আসবে এমতবস্থায় যে, কোন অনুসন্ধানকারী উহাকে পাবে না। কোন পালায়নকারী উহাকে পরাজিত করতে পারবে না। এমনকি নিশ্চই মানুষ নামাজের মাধ্যমে তার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। অতপর উহা তার পিছন হতে আসবে। অতপর বলবে, হে অমুক ব্যক্তি তুমি এখন নামাজ আদায় কর। অতপর উহা তার চেহারার সামনে যাবে। এবং তার চেহারায় স্পর্শ করবে। অতপর মানুষ তাদের বাসস্থানের পাশাপাশি বসবাস করবে। তারা তাদের সফরে সাথী হবে। তারা তাদের কাজে শরীক হবে। মুমিন হতে কাফেরকে চেনা যাবে। এমনকি নিশ্চই কোন কাফের মুমিনকে উদ্দেশ্য করে বলবে যে, হে মুমিন! আমার হকের ফয়সালা কর। এমনিভাবে কোন মুমিনও বলবে হে কাফের! আমার হকের ফায়সালা কর।

১৮৫২- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আজইয়াদের এক উপত্যকা হতে দাব্বাহ বের হবে। উহার মাথা মেঘ স্পর্শ করবে। উহার দুই পা যমিন থেকে বের হবে না. এমনকি এক ব্যক্তি আসবে আর সে নামাজ আদায় করতে থাকবে। অতপর দাব্বাহ বলবে নামাজতো তোমার প্রয়জনীয় নয়। তবে নামাজটা আশ্রয় প্রার্থনা বা লোক দেখানোর জন্য হবে। অতপর দাব্বাহ তাকে লাগাম দিবে।

১৮৫৩- হযরত ওহাব ইবনে মানবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কিয়ামাতের নিদর্শনাবলীর প্রথম হল রোম অতপর দাজ্জাল, তৃতীয় ইয়াজুয মাজুয, চতূর্থ ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম। পঞ্চম ধোঁয়া। ষষ্ঠতে দাব্বাহ।

১৮৫৪- আল্লাহ তা'আলার বাণী "যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদের নিকট আসিবে, তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির করিব এক জীব। যাহা উহাদের সহিত কথা বলিবে।" (সূরা নামল।) এর ব্যাপারে হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন তারা সৎ কাজে আদেশ দিবে না। এবং যখন তারা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে না।

১৮৫৫- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন (কিয়ামাতের আলামত হল) দাজ্জাল, ইয়াজুযÑমাজুয, দাব্বাহ, পশ্চিম দিক হতে সূর্য্যদয়।

১৮৫৬- হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালামের ঐসমস্ত সাথী যারা তার সাথে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তারা দাব্বাতুল আরদ বের হওয়ার পর চল্লিশ বছর শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবিত থাকবে। (বসবাস করবে।)

১৮৫৭- হযরত আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন (পশ্চিম দিক হতে) সূর্য্যদয়ের পর দাব্বাহ এর অবির্ভাব হবে। যখন দাব্বাতুল আরদ বের হবে তখন দাব্বাতুল আরদ ইবলিসকে হত্যা করবে। আর তখন ইবলিশ বা শয়তান সিজদা অবস্থায় থাকবে। আর ঐঘটনার পর মুমিনগণ চল্লিশ বছর জীবিত থাকবে। তারা কোন কিছুর আশা আকাংখা করবে না। বরং তাদেরকে দেওয়া হবে, আর তারা তা পাবে। সুতরাং কোন অভাব, কোন অত্যাচার থাকবে না। আর সকল জিনিস চাই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সমস্ত জগতের প্রভূর নিকট আত্মসমর্পণ করবে। মুমিনগণ স্বচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে। আর কাফেরগণ অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে। এমনকি হিংশ্র প্রাণী কোন চতুস্পদ জন্তু বা কোন পাখিকে কষ্ট দিবে না। আর মুমিনগণ জন্ম গ্রহণ করবে। ফলে তারা দাব্বাতুল আরদ বের হওয়ার চল্লিশ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তারা মৃত্যু বরণ করবে না। অতপর তাদের মধ্যে আবার মৃত্যু ফিরে আসবে। অতপর তারা ঐঅবস্থায় আল্লাহ তা’আলা যেভাবে চান বসবাস করবে। অতপর মুমিনদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে। ফলে কোন মুমিন জীবিত থাকবে না। অতপর কাফেরগণ বলবে আমরা মু‍ুমিনদের থেকে ভীত ছিলাম। আর এখন তাদের থেকে কেউ জীবিত নেই। আর আমাদের থেকে কারো তওবা কবুল করা হবে না। সুতরাং আমাদের কি হল যে, আমরা আমাদের একে অপরের উপর আক্রমন করতেছিনা। অতপর তারা রাস্তা ঘাটে পশুর ন্যায় একে অপরের সাথে লড়াই করবে। তাদর একজন তাদের মাতা, বোন, কন্যার সাথে বিবাহের প্রস্তাব দিবে। অতপর রাস্তার মাঝখানে বিবাহ করবে। তার সাথে একজন অবস্থান করবে এবং তার উপর অন্যজন অবতীর্ণ হবে। সে এটাকে অপছন্দ করবে না আবার নিষেধও করবে না। আর সেদিন তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হবে ঐ ব্যক্তি যে একথা বলবে যে, যদি তোমরা রাস্তা থেকে সরে যেতে তাহলে ভাল হত। তারা এভাবেই থাকতে থাকবে। এমনকি পৃথীবিতে বিবাহ থেকে জন্ম নেওয়া সন্তান অবশিষ্ট থাকবে না। বরং সমগ্র পৃথীবিতে সমন্ত সন্তানই হবে ব্যবিচারের। আল্লাহ তা’আলা যতক্ষণ চান তারা ততক্ষণ এভাবেই বসবাস করতে থাকবে। অতপর আল্লাহ তা’আলা ত্রিশ বছরের জন্য নারীদের বাচ্চাদানীকে বন্ধ্যা করে দিবেন। ফলে কোন নারী সন্তান প্রসব করবে না। আর পৃথীবিতে কোন শিশু থাকবে না। আর তারা সবাই হবে মানুষের মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্ট ব্যবিচারের সন্তান। আর তাদের উপরই কিয়ামাত সংগঠিত হবে।

১৮৫৮- হযরত উমর রা, হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন পৃথীবিতে একজন মুমিন থাকা অবস্থায় দাব্বাহ বের হবে না। যদি তোমরা চাও তাহলে তোমরা তেলাওয়াত কর, ”যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদের নিকট আসিবে, তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির করিব এক জীব। যাহা উহাদের

সহিত কথা বলিবে।” (সূরা নামল)

১৮৫৯- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ফারাসে অবস্থিত সাফার (পাহাড়ের) এক ফাটল হতে দাব্বাহ তিন দিন বের হবে। উহার তৃতয়াংশ বের হবে না।

১৮৬০- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাব্বাহ বের হবে।

১৮৬১- হযরত হাম্মাদ ইবনে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু এক সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেণ দাব্বাহ বের হবে আর উহার সাথে থাকবে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের লাঠি, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের আংটি। অতপর লাঠি দ্বারা মুমিনগণের চেহারা উজ্জ্বল করা করবে। আর আংটি দ্বারা কাফেরদের নাকে মহর মারা হবে। এমনকি নিশ্চই খাবার গ্রহণকারীরা একত্রিত হবে। আর তারা বলবে এই হে মুমিন! এই হে কাফের!

১৮৬২- আল্লাহ তা’আলার বাণী ”আমি তাদের জন্য মাটি হতে জন্তু বের করবো” এর তাফসীরের ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন উক্ত জন্তু হবে কোমল কেশ ও পালক বিশিষ্ট। উহার চারটি পা থাকবে। উহা তিহামার উপত্যকায় বের হবে। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন উহা কাফেরের চেহারায় একটি কালো ফোঁটা একে দিবে। অতপর উক্ত কালো ফোঁটাটি কাফেরের চেহারায় ছড়িয়ে পড়বে। এমনকি কাফেরের সম্পূর্ণ চেহার্ াকালো হয়ে যাবে। আর এমনিভাবে মুমিনের চেহারায় একটি সাদা ফোঁটা একে দিবে। অতপর উক্ত সাদা ফোঁটাটি মুমিনের চেহারায় ঝড়িয়ে পড়বে। এমনকি মুমিনের সম্পূর্ণ চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যাবে। অতপর ঘরের লোকজন দস্তরখানের বসবে আর সেখানে তারা মুমিনের থেকে কাফেরকে চিনবে। এমনিভাবে তারা বাজারে ক্রয় বিক্রয় করবে তখনও তারা মুমিনের থেকে কাফেরকে চিনবে।

১৮৬৩- হযরত আমের শা’বী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাব্বাতুল আরদ হবে পশম ওয়ালা, পালক বিশিষ্ট, উহার মাথা আকাশে পৌছবে।

১৮৬৪- হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আজইয়াদ হতে দাব্বাতুল আরদ বের হবে।

১৮৬৫- হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাব্বাহ জমার রাতে (জুমআ’র রাতে) বের হবে। এবং আরেক জুমআ’ পর্যন্ত সফর করবে। অতপর দাব্বাহ বের হবে। আর উহার গর্দান হবে লম্বা। ফরে উহা প্রত্যেক মুনাফেককে মহর মেরে দিবে।

১৮৬৬- হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সাফার ফাটল হতে দাব্বাহ বের হবে।

১৮৬৭- হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি (আল্লাহ তা'আলার বাণীর তাফসীরের ক্ষেত্রে) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী "যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদের নিকট আসিবে, তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির করিব এক জীব। যাহা উহাদের সহিত কথা বলিবে।" ইহা তখন ঘটবে যখন মানুষ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে না।

১৮৬৮- হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাব্বাহ এর জন্য তিনটি খারজা (বহির্গমন) হবে। কতক প্রত্যন্ত গ্রামে বের হবে অতপর লুকিয়ে থাকবে। অতপর কতিপয় গ্রামে বের হবে এমনকি আলোচনা করা হবে। আর সেখানে আমীরগণ রক্তের বন্যা বইয়ে দিবে। অতপর উহা মানুষের মাঝে সম্মানিত, মহিমান্বিত, সর্বোত্তম মসজিদের নিকট আত্মগোপন করবে। এমনকি আমরা অনুধাবন করলাম যে, তিনি মসজিদুল হারাম নাম নিলেন। আর তিনি উক্ত মসজিদের নামকরণ করেন নি। যখন তাদের জন্য যমিনকে উঠিয়ে নেওয়া হবে তখন মানুষ পালায়ন করতে থাকবে। অতপর মুসলমানদের একটি দল অবশিষ্ট থাকবে। আর তারা বলবে যে, কোন কিছুই আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার বিষয় থেকে বাচাতে পারবে না। অতপর তাদের উপর দাব্বাহ বের হবে। ফলে তাদের (মুমিনদের) চেহারাসমূহ উজ্জল তারকারাজির ন্যায় চমকাবে। অতপর উহা চলে যাবে। ফলে কোন অনুসন্ধানকারী তাকে পাবে না। কোন পালায়নকারী তাকে হারাবে না। আর উহা একজন নামাজরত ব্যক্তির নিকট আসবে। অতপর তাকে উদ্দেশ্য করে বলবে যে, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি নামাজ আদায়কারীদের মধ্য থেকে ছিলাম না। অতপর নামাজরত ব্যক্তি দাব্বার দিকে তাকাবে। আর দাব্বাহ তখন তাকে মহর মেরে দিবে। তিনি বলেন মুমিনদের চেহারা চমকাবে। আর কাফেরদের মহর মারা হবে। তিনি বলেন অতপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু সেদিন মানুষের খবর কি হবে? উত্তরে তিনি বলেন এক চতূর্থাংশের প্রতিবেশী, মাল সম্পদের ভিতর অংশীদারী ও সফরে সঙ্গী।

১৮৬৯- হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যখন আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার যা আল্লাহ তা'আলার বাণী "আমি তাদের জন্য মাটি হতে জন্তু বের করবো, যা তাদের সাথে কথা বলবে" এর প্রতিফল হবে। তিনি বলেন সেটার কোন কথাও হবেনা, কোন আলোচনাও হবেনা। তবে তার একটি নাম হবে যা আল্লাহ তা'আলা যাকে নির্দেশ করবেন সে রাখবে। উহা মিনার রাতে সাফা হতে বের হবে। আর তারা উহার মাথা ও পার্শ্বের মধ্যখানে থাকবে। কোন প্রবেশকারী প্রবেশ করতে পারবে না। কোন বহির্গমণকারী বের হতে পারবে না। এমনকি যখন উহা আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়ে আদেশ করেছেন তা থেকে বিরত হওয়ার পর যে ধ্বংস হওয়ার সে ধ্বংস হবে। আর যে নাজাত পাওয়ার সে

নাজাত পাবে। আর উহা প্রথম পা রাখবে আন্তাকিয়া শহরে।

১৮৭০- হযরত হুযাইফাতুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কখনো কোন কওম সম্পর্কে তেলাওয়াত করা হয় নাই তবে তাদের উপর সিদ্ধান্ত নির্ধারতি হয়েছে।

১৮৭১- হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দাব্বাহ ও কিয়ামাতের আলামাত সমূহ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অভির্বাবের সাত মাস পর বের হবে। তিনি বলেন হযরত আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন মারওয়ার নিকট যে সাফা রয়েছে সেখান হতে দাব্বাহ বের হবে। উহা আল্লাহ তা’আলা ও তার রাসূলের দিকে পথ দেখাবে।
অধ্যায়
হাবসা এর প্রসংগে।

১৮৭২- হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, হাবসা জনৈক দুই গোছাওয়ালা ব্যক্তি কা’বা ধ্বংস করবে।

১৮৭৩- হযরত মুজাহিদ র. হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে শুনেছেন যে, কেমন যেন আমি কা’বা ঘরকে দেখতেছি যে, হাবসার এক ব্যক্তি কা’বা ঘরকে ধ্বংস করছে। তার মাথার সামনের দিক টেকো এবং বাকা জোড়া ওয়ালা। হযরত মুজাহিদ র. বলেন যখন হযরত যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু কা’বা ঘর (পুণনির্মাণ এর জন্য) ভেঙ্গে ছিলেন তখন আমি তিনি কা’বা ঘরের ব্যপারে যা বলেছেন তা দেখার জন্য গেলাম। কিন্তু তার কথার অনুরুপ কিছু পেলাম না।

১৮৭৪- হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তোমরা এই ঘরের বেশী বেশী তাওয়াফ কর। আমি কেমন যেন আমি এমন একজন লোকের সাথে যিনি টেকো ও ছোট কান বিশিষ্ট উভয় পায়ের শীর্ণ গোছা বিশিষ্ট। তার সাথে থাকবে কোদাল। সে কাবা ঘরকে ধ্বংস করে দিবে।

১৮৭৫- হযরত আবু উতবা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যিনি হযরত আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি বলেন মিশর ধ্বংস হবে যখন চারটি ধনুক নিক্ষেপ করা হবে। আর তা হলো তুর্কির ধনুক, রোমের ধনুক, হাবসার ধনুক এবং স্পেনের অধিবাসীদের ধনুক।

১৮৭৬- হযরত উবাইদ বিন রাফী’ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন তোমাদের মাঝে এবং ওসীমের মাঝে দূরত্ব কত? আমি বললাম, এক বারীদের মাথার উপর। তিনি বললেন তোমাদের নিকট স্পেনের অধিবাসীরা

আসবে অতপর তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ করবে। হযরত আবু গাদীফ বলেন আমার নিকট হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতাআ' বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, তোমাদের নিকট স্পেনের অধিবাসীরা আসবে এবং ওসীম নামক স্থানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এমনকি ঘোড়া রক্তের মাঝে (রক্ত) উহার সামনের দাতের কাছে পৌছবে যাবে। অতপর আল্লাহ তা'আলা তাদের পরাজিত করবেন।
অধ্যায়
হাবসার বাহির হওয়া প্রসংগে।

১৮৭৭- হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একবার হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় হজের জন্য অবস্থান করছিলেন। আর তখন তিনি বলেন হে ইয়ামানবাসী! তোমরা দুটি অন্ধকারের পূর্বে হিজরত কর। উহার একটি হাবসা। উহা বের হবে এমনকি উহা আমার এই স্থান পর্যন্ত পৌছে যাবে।

১৮৭৮- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হাবসা একবার বের হবে। আর উহার মাধ্যে ঘরের দিকে সব ধ্বংস করে দিবে। অতপর অতপর তাদের দিকে সিরিয়াবাসীরা বের হবে। অতপর তারা তাদেরকে যমিনে শোয়া অবস্থায় পাবে। অতপর তারা বনু আলীর উপত্যকায় তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর সেটা মদীনার নিকটবর্তী একটি এলাকা। এমনকি নিশ্চই হাবসী শিমলা বা মস্তকবন্ধনী বিনিময়ে বিক্রীত হবে। হযরত সাফওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আমার নিকট হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে হযরত ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তারা ঘরবাড়ি ধ্বংস করবে। ভূমি আত্মসাৎ করবে। অতপর তারা সেখানে মিলিত হবে। অতপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কতল করে দিবেন।

১৮৭৯- হযরত ইরইয়ান ইবনে হাইসাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালামের অবতরণের পর হাবসার প্রকাশ ঘটবে। অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম অগ্রভাগের কিছু সৈন্য প্রেরণ করবেন। আর তারা তাদের পরাজিত করবে।

১৮৮০- হযরত ইবনে ওহাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমি হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু কে হযরত আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হতে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন হাবসা বের হবে। অতপর উহা ঘরবাড়ি এমনভাবে ধ্বংস করবে যে, উক্ত ধ্বংসের পর আর কখনো সেখানে ঘরবাড়ি তৈরী করা হবে না। আর তারা হল ঐসমস্ত লোক যারা উহার গুপ্তধন বের করবে।

১৮৮১- হযরত ইবনুল মুসাইয়াব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন

হাবসার দুই কান্ডবিশিষ্ট লোক কা’বা ঘরকে ধ্বংস করবে।

১৮৮২- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন কেমন যেন আমি কা’বা ঘরের উপরে (কা’বা ঘরের ধ্বংসকারীকে) টেকো, বাকা গ্রন্থিওয়ালা, অহংকারী, এক ব্যক্তিকে দেখতেছি। সে কা’বা ঘরকে বড় কুঠার দ্বারা আঘাত করছে।

১৮৮৩- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হাবসার দুই কান্ডবিশিষ্ট এক ব্যক্তি আল্লাহর ঘরকে ধ্বংস করবে।

১৮৮৪- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কা’বা ঘরকে দুইবার ধ্বংস করা হবে। আর তৃতীয়বার পাথর (হজরে আসওয়াদকে) উঠিয়ে নেয়া হবে।

১৮৮৫- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতেবর্ণিত যে, তিনি বলেন কেমনযেন আমি এক হাবসী ব্যক্তিকে দেখছি যার উভয় পায়ের গোছা উথিত সে কা’বা ঘরের উপর তার কুঠার সহ বসে আছে। আর সেই কা’বা ঘর ধ্বংস করবে।

১৮৮৬- হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন অবশ্যই অবশ্যই এক হাবসী ব্যক্তি কা’বা ঘর ধ্বংস করবে। আর অবশ্যই মাকাম দখল করবে। অতপর তারা উহার উপর সক্ষম হবে। অতপর আল্লাহ তা’আলা তাদের কতল করে দিবেন।

১৮৮৭- হযরত আবু কুবাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তিনি একবার মাসলামা ইবনে মাখলাদ এর নিকট হতে ওয়ারদান নামক এলাকায় নামক এলাকার উদ্দেশ্যে বের হন। আর মাসলামা হল মিসরের আমীর। অতপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট দিয়ে দ্রুত অতিক্রম করলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ডাকলেন। অতপর বললেন হে আবু উযবাইদ কোথায় যাচ্ছ? তখন তিনি বললেন আমাকে আমীর মানাফের দিকে পাঠিয়েছেন। অতপর তার নিকট ফিরআউনের গুপ্তধন আনা হল। তিনি বললেন তুমি তার নিকট ফিরে যাও। আর আমার পক্ষ হতে তাকে সালাম দাও। এবং তাকে বল যে, ফিরআউনের গুপ্তধন তোমার জন্য নয়, এমনকি তোমার সাথীবর্গের জন্যও নয়। কেননা উক্ত সম্পদ হল হাবসার। যারা তাদের নৌজানে করে আসবে। তারা মিশরের ফুসতাত নগরীর উদ্দেশ্য করে আসবে। তারা সফর করে এসে মানাফে অবতরণ করবে। অতপর আল্লাহ তা’আলা তাদের জন্য ফিরআউনের গুপ্তধন খুলে দিবেন। অতপর তারা সেখান থেকে তারা যতটুকু চাইবে নিবে। অতপর তারা বলবে আমরা এর থেকে উত্তম কোন গণীমতের আশা করি নাই। অতপর তারা ফিরে যাবে। আর তাদের পরপরই মুসলমানগণ বাহির হবে। এমনকি তারা তাদের পেয়ে যাবে। আর তখন আল্লাহ তা’আল্ াহাবসাকে পরাজিত করবেন। তখন মুসলমানগণ তাদের কতল করবে। এবং (জীবিতদের) আটক করবে। এমনকি

সেদিন হাবসীদেরকে পোষাকের বিনিময়ে বিক্রি করা হবে।

১৮৮৮- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ওয়াসীম নামক স্থানে তোমরা ও স্পেনের অধিবাসীরা যুদ্ধ করবে। আর তখন তোমাদের নিকট সিরিয়া হতে তোমাদের সাহায্য আসবে। অতপর যখন তাদের প্রথম দল নামবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের পরাজিত করবেন। আর তারা লাউবিয়া পর্যন্ত তাদের হত্যা করতে থাকবে। অতপর তোমরা ফিরে আসবে। তারপর তোমাদের নিকট তিন লক্ষ হাবসা আসবে। যাদের নেতৃত্বে আসবাস (নামক ব্যক্তি) থাকবে। অতপর তোমরা এবং সিরিয়ার অধিবাসীরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করবেন। তারপর তোমরা কিবতীতে ফিরে যাবে। অতপপর তোমরা বলবে যে, আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের উপর নির্দিষ্ট করা হয় নাই। অতপর তারা বলবে, তোমরা আমাদের সাথে এরূপ করেছ। তোমরা আমাদের শক্তি সামর্থ নিয়ে গিয়েছ, আমদের জন্য কোন অস্ত্রও রেখে যাও নি। আর তোমরা হলে আমাদের নিকট অতিপ্রিয় পাত্র। তিনি বলেন ফলে তারা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবে।

১৮৮৯- হযরত মুসাল্লামা ইবনে মাখলাদ এর হাবসা এর ব্যাপারে হাদীস যা ইবনে ওহাব বর্ণনা করেছেন। ঠিক এরূপই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে।

১৮৯০- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, স্পেনের মুসলমানদের শত্রুদের একজন যার আলোচনা পরিচিত এবং আমি তার দীর্ঘ আলোচনা রোমে লিখিয়াছি।

১৮৯১- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তোমাদের সাথে স্পেনের অধিবাসীরা ওয়াসীম নামক স্থানে যুদ্ধ করবে। আর তখন তোমাদের নিকট সিরিয়া হতে তোমাদের সাহায্য পৌছবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের পরাজিত করবেন।

১৮৯২-হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একদল লোক ওয়াসীম নামক স্থানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের পরাজিত করবেন। অতপর দ্বিতীয় বৎসর হাবসা আসবে।

১৮৯৩- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তিন লক্ষ লোকের ভিতর হাবসা আসবে। যাদের নেতৃত্বে থাকবে আসীস নামক এক ব্যক্তি। অতপর তোমরা ও সিরিয়াবাসীরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের পরাজিত করবেন।

১৮৯৪- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেণ তারা হল ঐসমস্ত লোক যারা মানাফ নামক শহরে ফিরআউনের গুপ্তধন বের করবে। আর মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে বের হবে। তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং মুসলমানগণ উক্ত সম্পদ গণীমত হিসেবে

পাবে। এমনকি একজন হাবসী ব্যক্তি পোষাকের বিনিময়ে বিক্রি হবে।

১৮৯৫- হযরত ইবনে লাহইয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে ব্যক্তি স্পেনের অধিবাসীদের নিয়ে সফর করবে, সে হবে অনারবীদের বাদশাদের থেকে একজন বাদশা। যাবে যুল উরফ বলা হবে। স্পেনের অধিবাসী ও পূর্বাঞ্চলের মুসলমানগণ উজ্জলিত হবে এমনকি তাদের সাথে মিশরবাসীরা যুদ্ধ করবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের পরাজিত করবেন। অতপর পরাজয়ের পর যুল উরফ আত্মসমর্পণ করবে।

১৮৯৬- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সম্ভবত বনী কানতুর ইবনে কিরকিরা বের হয়ে খোরাসানবাসীদের এমন তীব্র ভাবে ধাওয়া করবে যে, তাদের ঘোড়া নাখলায়ে ইবলাতে পৌছে যাবে। ফলে তারা বসরাবাসীদের নিকট পত্র পাঠাবে যে, হয়তো তোমরা আমাদের সাথে মিলিত হও নতুবা আমাদের হয়ে তাদেরকে বের করে দাও। ফলে তাদের সাথে একতৃতীয়াংশ, অনারবীদের সাথে একতৃতীয়াংশ, আর কূফার সাথে একতৃতীয়াংশ মিলিত হবে। অতপর তারা কূফার দিকে সফর করবে। ফলে তাদের সাথে একতৃতীয়াংশ, অনারবীদের সাথে একতৃতীয়াংশ এবং সিরিয়ার সাথে একতৃতীয়াংশ মিলিত হবে।

১৮৯৭- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুয ও মাজুযকে হত্যা করবেন তখন মানুষের মাঝে অনুরূপ থাকাবস্থায় তাদের নিকট একটি আওয়াজ আসবে। আর সেটা হল যে, দুই কান্ডবিশিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ঘর ধ্বংস করার জন্য আক্রমন করেছে। তখন ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম সাত শত সৈন্য বিশিষ্ট বা সাতশ থেকে আটশ সৈন্য বিশিষ্ট একটি সৈন্যদল প্রেরণ করবেন। এমনকি যখন তারা কিছুটা পথ অতিক্রান্ত করবে তখন আল্লাহ তা'আলা ইয়ামানের দিক হতে মঙ্গল জনক বাতাশ প্রেরণ করবে যা প্রত্যেক মুমিনের রুহ কবজ করে নিবে। অতপর মানুষের মাঝে তখন শোরগোলকারী ও চিৎকারকারীরা বাকী থাকবে। তখন তারা পশুর ন্যায় একে অপরের সাথে সহবাস করবে। আর (তখন) কিয়ামাতের উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে তার ঘোড়া পাশ দিয়ে প্রদক্ষিন করবে আর অপেক্ষা করবে এমনকি উহা বাচ্চা প্রসব করবে। আর যে ব্যক্তি আমার এই কথার পর অথবা আমার এবিষয়ে জানার পর ভনিতা করলো সে হল ভনিতাকারী বা কৃত্রিমতাকারী।

১৮৯৮- হযরত হারেছ ইবনে মালেক ইবনে বারসা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মক্কা বিজয়ের দিন বলতে শুনেছি যে, তোমরা এই দিন হতে কিয়ামাত পর্যন্ত যুদ্ধ করিও না।

১৮৯৯- হযরত মুজাহিদ র. এর হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন হযরত ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু কা'বা ঘরকে (পুনঃ নির্মাণের জন্য) ধ্বংস করলেন তখন আমরা তিনজন মিনায় গিয়ে আযাবের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

১৯০০- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কেমনযেন আমি বাকা গ্রন্থি ও শীর্ণ দুই পায়ের গোছা বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখতেছি যে তার হাতুড়ি নিয়ে কা'বার উপরে বসে আছে। আর সেই উহা ধ্বংস করবে।

অধ্যায়
তুর্কি সম্পর্কে

১৯০১- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তুর্কিরা আমাদে অবস্থান নিবে এবং দাজলা ও ফুরাত নদী হতে পানি পান করবে। আর তারা জাযিরাতে ধ্বংশযজ্ঞ চালাবে। আর হিরার মুসলমানগণ তাদের সাথে কোনভাবেই পেরে উঠবে না। ফলে আল্লাহ কাইল তথা মাপ বিহীন শিলা প্রেরণ করবেন। উহাতে তীব্র বাতাশ ও ঝঞ্চা বায়ু থাকবে। অতপর তারা যখন প্রায় শেষ হয়ে যাবে, কিছুদিন অবস্থান করবে তখন মানুষের মাঝে মুসলমানদের আমীর বা নেতা দাড়াবে। আর সে বলবে হে ইসলামের অধিবসী, তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ যে, একটি জাতি তারা নিজেদেরকে আল্লাহ তা'আলার জন্য দান করেছে। অতএব তোমরা দেখ কওম বা জাতি কি করছে। ফলে তাদের দশজন অশ্বরোহী সৈন্য (তুর্কিদের) বিরুদ্ধে দাড়াবে এবং তাদের দিকে ঝাপিয়ে পড়বে। অতপর তারা যখন শেষ হয়ে যাবে। তখন তারা ফিরে আসবে। অতপর বলবে নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন আর তোমাদের পর্যাপ্ত করেছেন যে, তারা তাদের শেষজনকে ধ্বংস করেছে।

১৯০২- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তুর্কিরা জাযিরাতে অবস্থান নিবে। এমনকি তাদের ঘোড়াগুলো ফুরাত হতে পানি পান করবে। অতপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর মহামারী রোগ প্রেরণ করবেন। ফলে উহা তাদের কতল করে দিবে। ফলে তাদের থেকে একজন ব্যতীত আর কেউ বাচবে না।

১৯০৩- হযরত আবু হালীমা গানায়ী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তারা জাযীরা এর পাহাড়ে অবস্থান নিবে, যাতে গানার মহিলাদের বন্দি করতে পারে। এমনকি নিশ্চই কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর পায়ে (বন্দিত্বের) নুপুরের শুভ্রতা দেখবে কিন্তু তা থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

১৯০৪- হযরত হাকাম ইবনে আতীয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তারা বের হবে, তাদেরকে ফুরাত ব্যতীত অন্য কোন কিছু ফেরাতে পারবে না। তাদের নাবিকগণ ও দুটি ঘোড়া তাদের নিকট পৌছবে। সেদিন তারা দুটি বিপদ পরিমাপ করবে। আর তারা তাদেরকে মুলোৎপাটন করতে চাইবে। উহার পর আর তুর্ক থাকবে না।

১৯০৫- হযরত মাকহুল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তুর্কিদের দুইবার বহিপ্রকাশ ঘটবে। এক বহিপ্রকাশে

আজারবাইজান ধ্বংস করবে। দ্বিতীয় বহিপ্রকাশে তারা জাযিরা তথা উপদ্বীপে বের হবে। তারা হিজালবাসীদের বন্দি করবে। আর তখন আল্লাহ তা’আলা মুসলমানদের সাহায্য করবেন। আর তাদের মাঝে আল্লাহ তা’আলার (নামে) বড় যুদ্ধ হবে। এর পর আর তুর্ক থাকবে না।

১৯০৬- বসরাবাসী নিসাক বর্ণনা করে বলেন যে, আমাদের নিকট আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আসলেন। আর তখন আমি তাকে বলতে শুনেছি যে, সম্ভবত বনু কানতূর খোরাসানবাসী ও সিজিস্তানবাসীদের প্রচন্ডভাবে ধাওয়া করবে এমনকি তারা তাদের পশুগুলি ইবলার গাছের সাথে বাধবে। অতপর তারা বসরাবাসীদের নিকট একটি পত্র পাঠাবে যে, তোমরা আমাদের জন্য তোমাদের যমিন খালি করে দাও। অথবা তোমাদের উপর আক্রমন করা হবে। তখন বসরাবাসীরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একভাগ আরবের সাথে মিশে যাবে। একভাগ সিরিয়ার সাথে। আরেক দল উহার শত্রুদের সাথে। আর উহার আলামত বা নিদর্শন হল যখন যমিন সমান হয়ে যাবে সেটাই নির্বোধের আলামত।

১৯০৭- হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন এমন একটি জায়গা আছে যার নাম হল বসরা বা বসীরা, যেখানে বনু কানতুরের লোকজন অবস্থান নিবে। এমনকি তারা একটি নদীতে নামবে যার নাম হল গাছ ওয়ালা দাজলা। তখন মানুষ তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল উহার মূলের সাথে মিলিত হবে। ফলে তারা হালাক বা ধ্বংস হবে। আরেকদল তাদের নিজেদের আকড়ে ধরবে। ফলে তারা কুফুরী করবে। এবং আরেকদল যারা তাদের পরিবারদিগকে পিছনে রাখবে। ফলে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর আল্লাহ তা’আলা তাদের অবশিষ্টদের উপর বিজয় দান করবেন।

১৯০৮- হযরত আবু কিলাবা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন যে, অতপর তারা তিনভাগে বিভক্ত হবে। একভাগ অবস্থান করবে। আরেকভাগ তাদের পূর্বপুরুষের আবাসস্থল মানাবিতুশ শাইহ ও কাইসূমের সাথে মিলিত হবে। আরেকভাগ সিরিয়ার সাথে মিলিত হবে। আর তারাই হল উত্তম ভাগ বা দল।

১৯০৯- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তাদের চোখগুলো হবে শামুকের এর মত। তাদের চেহারা হবে হুজুফের (ঢাল) মত। আর ঘটনা ঘটবে দাজলা ও ফুরাত নদীর মাঝখানে। আরেকটি ঘটনা ঘটবে মারজে হিমারে। আরেকটি দাজলাতে। এমনকি দিনের শুরুতে সন্ধ্যা পর্যন্ত উত্তরণের জন্য যথেষ্ঠ হবে। অতপর দিনের শেষে বৃদ্ধি পাবে।

১৯১০- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বারীদা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন যে, আমার উম্মতকে এমন এক কওম বা জাতি যাদের চেহারা হবে প্রসস্ত। চোখ হবে ছোট ছোট। কেমনযেন তাদের চেহারা হবে হুজুফ (ঢাল এর মত)। এমনকি তারা তাদেরকে আরব উপদ্বিপের সাথে তিনবার মিলাবে।

আর প্রথমবার ধাওয়াকারী বেচে যাবে। দ্বিতীয়বার কিছু লোক ধ্বংস হবে, আর কিছু বেচে যাবে। আর তৃতীয়বারে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তারা হল তুর্কি জাতি। ঐসত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চই তাদের ঘোড়া মুসলমানদের মসজিদের উচ্চতার সাথে মিলিত হবে। আর তখন দুই বায়ীর বা তিন বায়ীর তারা পৃথক হবে না। আর পালায়নকারীদের সফরের সরঞ্জাম হবে যা তুর্কিদের বিষয়ে শোনা হয়েছে।

১৯১১- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হয়তো বনু কানতুরের লোকজন ইরাক হতে তোমাদেরকে বের করে দিবে। (রাবী বলেন) আমি বললাম আমরা ফিরে যাবো। তিনি বললেন তুমি কি তা আশা কর। আমি বললাম হ্যা। তিনি বললেন হ্যা, আর তাদের জন্য জীবন যাপন হবে শান্তিময়।

১৯১২- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মানুষের মাঝে পাঁচটি যুদ্ধ হবে। দুটি যুদ্ধ অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর তিনটি এই উম্মতের মধ্যে ঘটবে। আর তা হল তুর্কিদের যুদ্ধ, রোমের যুদ্ধ আর দাজ্জালের যুদ্ধ। আর দাজ্জালের যুদ্ধের পর আর কোন যুদ্ধ নেই।

১৯১৩- হযরত আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন নিশ্চই দাজ্জাল খুয ও কিরমানে আশি হাজার সৈন্যের মধ্যে অবতরণ করবে। তাদের চেহারাগুলো হবে বড় মুগুরের ন্যায়। তারা তয়ালিসা (সবুজ এক ধরণের পোষাক) পরিধান করবে। আর তারা তাদের পায়ে চুল বা পশম ব্যবহার করবে।

১৯১৪- হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তোমরা রাবেযা পরিত্যাগ কর। যা তোমাদেরকে ত্যাগ করেছে। অর্থাৎ খুর।

১৯১৫- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একবার তুর্কিরা এমনভাবে বের হবে যে তাদেরকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। তবে দল ব্যতিত যাতে আল্লাহ তা'আলা বড় যদ্ধু থাকবে।

১৯১৬- হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি কূফাবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলেন অবশ্যই অবশ্যই এমন এক জাতি তোমাদেরকে কূফা হতে বের করে দিবে, যাদের চক্ষু হবে ছোট. যাদের নাক হবে চ্যাপ্টা, তাদের চেহারা হবে বড় মুগুরের ন্যায়. তারা পায়ে পশম বা চুল ব্যবহার করবে। তারা জূফার গাছের সাথে তাদের ঘোড়া বাধবে। আর তারা ফুরাত নদী হতে পানি পান করবে।

১৯১৭- হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তোমরা রাবেযা পরিত্যাগ কর যা তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। কেননা তারা অচিরেই বের হবে এমনকি

ফুরাতের দিকে আসবে। অতপর তাদের প্রথমজন ফুরাত হতে পানি পান করবে। এবং তাদের শেষজনও আসবে। অতপর তারা বলবে এখানে পানি ছিল।!

১৯১৮- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমরা তাদের নিকট গেলাম। অতপর তিনি বললেন তোমরা (কাদের হতে) কোথা হতে এসেছ? আমরা বললাম আমরা ইরাকবাসীদের হতে। তিনি বললেন ঐ আল্লাহ তা'আলার কসম! যিনি ব্যতিত আর কোন উপাস্য নেই। বনু কানতুর খোরাসান ও সিজিস্তান হতে তোমাদেরকে প্রবলভাবে ধাওয়া করবে। এমনকি তারা আবলাতে অবস্থান নিবে। আর তারা সেখানের প্রত্যেকটি গাছের সাথে তাদের ঘোড়া বাধবে। অতপর তারা বসরাবাসীদের নিকট পত্র প্রেরণ করবে। (যাতে লিখা থাকবে) হয়তো তোমরা আমাদের দেশ হতে বের হয়ে যাও অন্যথায় আমরা তোমাদের উপর আক্রমন করবো। তিনি বলেন তখন তারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একভাগ কূফার সাথে মিলিত হবে। একভাগ হিজাজের সাথে মিলিত হবে। আরেকভাগ আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে মিলিত হবে। অতপর তারা বসরায় প্রবেশ করবে। আর সেখানে এক বছর অবস্থান করবে। অতপর কূফায় পত্র পেরণ করবে। (যাতে লিখা থাকবে) হয়তো তোমরা আমাদের দেশ হতে চলে যাও অন্যথায় আমরা তোমাদের উপর আক্রমন করবো। তখন কূফাবাসীরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একভাগ সিরিয়ার সাথে মিলিত হবে। একভাগ হিজাজের সাথে মিলিত হবে। আরেকভাগ আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে মিলিত হবে। আর এদিকে ইরাক অবশিষ্ট থাকবে অথচ সেখানে কোন মানুষ পাওয়া যাবে না। টুকরি ও দিরহামও না। তিনি বলেন আর সেটা হবে যখন শিশুদের দালান কোঠা হবে। আর নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা উহা তিনবার প্রতিহত করবেন।

১৯১৯- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা লাল চেহারাবিশিষ্ট, ছোট চক্ষু ও চ্যাপ্টা নাকওয়ালা তুর্ক বাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাদের চেহারা হবে কেমনযেন কাদাকার।

১৯২০- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আরবের বিভিন্ন প্রান্তের ভুমি যারা প্রথম করায়ত্ব করবে তাাদের চেহারা হবে লাল এবং বড় হাতুড়ী বা মুগুরের ন্যায়।

১৯২১- হযরত আবু হুরাইরা হতে (পূর্বের হাদীসের) মত বর্ণিত হয়েছে। আর হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন যে, তোমরা তাদের চেহারা পাবে কঠিন বস্তুর মত। তাদের চক্ষু তীরান্দাজির নিশানার মত। সুতরাং তোমরা তাদের ত্যাগ কর যা তোমাদের ত্যাগ করেছে।

১৯২২- হযরত হাসান ইবনে কুরাইব হতে বর্ণিত যে, তিনি ইবনে যুল কিলাকে কে বলতে শুনেছেন যে, আমি হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট ছিলাম। তখন তার নিকট আরমিনিয়া

হতে উহার অধিবাসীদের একজন দূত এসে (প্রেরিত) পত্র পাঠ করলো। অতপর তিনি রাগান্বিত হলেন এবং পত্র লেখককে ডাকলেন। অতপর তিনি বললেন, পত্র লিখকের নিকট তার পত্রের উত্তর লিখ। আর এটা উল্লেখ কর যে, তুর্কিরা তোমার এলাকার একদিক দিয়ে আক্রমন করেছে অতপর তারা তা হতে পেয়েছে। অতপর আমি তাদের অনুসন্ধানে মানুষ প্রেরণ করেছি। আর তখন ঐসমস্ত লোক রক্ষা পেয়ে যায় যারা পেয়েছে। তোমার উপর তোমার মা ভারি হোক! ফলে উহার অনুরুপ তুমি আর ফিরিয়ে দিবে না। আর তুমি তাদের কোন ভাবেই তরান্বিত করবে না। আর কোন ভাবেই তাদেরকে বাচাবে না। কেননা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চই তারা আমাদেরকে মানাবিতুশ শাইহ এর সাথে মিলাবে।

১৯২৩- হযরত আবু কুবাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্য এক সাহাবী হতে বর্ণনা করে বলেন যে, বড় যুদ্ধের সময় রোম বের হবে। আর তাদের সাথে তুর্কি, বারজান এবং ছাকালাবারাও বের হবে।

১৯২৪- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তিনটি যুদ্ধ হবে। দুটি অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর একটি বাকী আছে আর তা হল উপদ্বীপে তুর্কিদের যুদ্ধ।

১৯২৫- হযরত মাকহুল রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তুর্কিরা দুই বার বের হবে। একবার তারা আজারবাইজানে বের হবে। আরেকবার তথা হতে ফুরাত নদীর পার পর্যন্ত ছড়াবে।

১৯২৬- হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তুর্কিরা ফুরাত নদীর উপর ছড়াবে। কেমনযেন আমি মুয়াসফারাতের পাড়ে, আর উহা নদীর উপর আন্দোলিত হচ্ছ্।ে

১৯২৭- হযরত মাকহুল রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন অতপর আল্লাহ তা’আলা তাদের জাসাস এর উপর মৃত্যু প্রেরণ করবেন। অর্থাৎ তাদের চতুস্পদ জন্তু মারা যাবে। ফলে তাদের হাটিয়ে আনবেন। অতপর উহাদের মাঝে আল্লাহ তা’আলার কঠিন যুদ্ধ বা হত্যা হবে। এর পর আর কোন তুর্কি থাকবে না।

১৯২৮- হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন কেমনযেন আমি তুর্কিদের সাথে আছি। (তাদের দেখছি) তারা মাখদামাতুল আযানে দুই বারায উপরে এমনকি তারা উহা ফুরাত নদীর কিনারার সাথে মিলিয়ে দিচ্ছে।

১৯২৯- হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বাকরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, হয়তো

বনু কানতুর ইরাকের যমিন হতে তোমাদেরকে বের করে দিবে। তিনি বলেন আমি বললাম আমরা পুনরায় ফিরে আসবো। তিনি বললেন সেটা তোমার নিকট প্রিয়। অতপর তোমরা ফিরিয়ে দিবে। ফলে উক্ত জায়গা তোমাদের জীবন যাপনের জন্য আরামদায়ক হবে।

১৯৩০- হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, নিশ্চই কিয়ামাতের নিদর্শণ সমূহ হতে (কয়েকটি) হল যে, তোমরা এমন কতিপয় জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের চেহারা হবে বড় মুগুরের ন্যায়। আর তোমরা এমন জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের পায়ের জুতা থাকবে পশমের। আর আমরা প্রথম জাতিদের দেখেছি আর তারা হল তুর্কি জাতি। আর আমরা তাদের দেখেছি এমতবস্থায় যে, তারা কুর্দিজাতি। হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন আর যখন তুকি কিয়ামাতের লক্ষণের মধ্যে থাকবে তখন কেমনযেন তুমি তাদের দেখবে।

১৯৩১- হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হযরত হুযাইফা রা বলেন সম্ভবত ইরাকবাসীরা তাদের দিরহাম এবং টুকরি তাদের দিকে টেনে আনতে পারবে না (সংগ্রহ করতে পারবে না)। কেননা তাদেরকে (উহা সংগ্রহ করা হতে) উক্ত অনারবীরা বাধা দিবে। (এমনিভাবে) সম্ভবত সিরিয়াবাসীও দিনার ও মাদা তাদের দিকে টেনে আনতে পারবে না। কেননা তাদেরকে উক্ত রোম (বাসীরা) বাধা প্রদান করবে।

১৯৩২- হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তখন কেমন হবে যখন তোমরা তোমাদের এই যমিন হতে বের হয়ে আরব উপদ্বীপের মানাবিতুশ শাইহে যাবে? তারা বললেন আমাদেরকে কে বের করবে? তিনি বললেন শত্রু।

১৯৩৩- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ কর যাদের চেহারা হবে বড় মুগুরের ন্যায়। আর এমনিভাবে ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামাত হবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ কর যাদের পায়ের জুতা হবে পশমের।

১৯৩৪- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ কর যারা বোঁচা নাক বিশিষ্ট, চক্ষু ছোট ছোট, তাদের চেহারা কেমনযেন বড় মুগুরের ন্যায়।

অধ্যায়
বছর, মাস, যুগ হতে ফিতনার সময় সম্পর্কে।

১৯৩৫- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত ডে, তিনি বলেন আরবের জাঁতাকল তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের একশত পঁচিশ বছর পর ঘুরবে। অতপর ফিতান বা যুদ্ধ।

১৯৩৬- হযরত আবু আওয়াম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১৯৩৭- হযরত মাস্তুরিদ ইবনে শাদ্দাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন প্রত্যেক উম্মতেরই নির্দিষ্ট একটি সময় রয়েছে। আর আমার উম্মতের সময় হল একশত বছর। সুতরাং যখন আমার উম্মতের উপর একশত বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা যা অঙ্গিকার করেছেন তা আসবে।

১৯৩৮- হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাজত্ব তার মৃত্যুর পর একশত সাতষট্টি বছর একত্রিশ দিন পর্যন্ত থাকবে। অতপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অবসন্নতা চাািপয়ে দিবেন।

১৯৩৯- হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর কিয়ামাত সংগঠিত হওয়া পর্যন্ত চারটি ফিতনা হবে। প্রথম ফিতনা হল পাঁচ, দ্বিতীয়টি বিশ, তৃতীয়টি বিশ, চতূর্থটি দাজ্জাল।

১৯৪০- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাওলা হযরত সাফীনা রাযিয়াল্লাহু আনহ হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আমার উম্মতের খেলাফাত থাকবে ত্রিশ বছর। অতপর তারা উহা ধারণা করবে। উহা শেষ হয়েছে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ওলায়াতের (রাজত্বের) মাধ্যমে।

১৯৪১- হযরত আবু উমাইয়া কালবী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর মৃত্যুর পর যখন মানুষ মতানৈক্যতা করল। আর যখন ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু (সময়ের) এর ফিতনা হল তখন আমাদের নিকট একজন প্রবীন বৃদ্ধ আসলো। যার দুই চোখে পর্দা পড়ে গেছে। আর সে জাহিলিয়্যাতের যুগও পেয়েছে। তখন আমরা বললাম আমাদেরকে আমাদের এই সময় সম্পর্কে খবর দিন। তিনি বললেন নিশ্চই এই বিষয়টি বনু উমাইয়া বংশের এক ব্যক্তির দিকে হবে। যে তোমাদের সাথে বাইশ বছরে মিলিত হবে। অতপর খলীফাগণ মৃত্যু বরণ করবে। তারা ছিন্নিয়াতে ইয়াসীরাতে (অল্প সময়ের মাঝে) একে অপরের অনুসরণ করবে। অতপর এমন একজন ব্যক্তি আসবে যার আলামত তার চোখে। অর্থাৎ হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক। সে এমনভাবে মাল সম্পদ জমা করবে যে এমনভাবে অন্যকেউ জমা করে নাই। সে উনিশ বছর ও কিছুকাল জীবিত থাকবে। অতপর সে মৃত্যুবরণ করবে।

১৯৪২- হযরত মুয়াবিয়া ইবনে সালেহ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমার নিকট কতিপয় প্রবীন এহাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যখন আমার উম্মতের উপর একশত পঁচিশ বছর আসবে (অতিবাহিত হবে)। তখন যুদ্ধ হবে। আর ঐসমস্ত বিষয়ও ঘটবে যা শেষ যমানায় বলা হয়েছে।

১৯৪৩- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর পর এক ব্যক্তি এক মহিলার গর্ভের, (তার সন্তানের) দুগ্ধ পান করানোর, ও তার সন্তানের তত্তাবধায়ক হবে। এবং পরে আরেকজন মালিক হবে যে, কিছুই হবে না। এমনকি ধ্বংস হয়ে যাবে। অতপর তীমা হতে একটি লোক হবে যে তার সময়ে উপস্থিত হবে, সে তাকে ও তার সন্তানকে পঞ্চাশ বছর তত্ত্বাবধায়ন করবে।

১৯৪৪- হযরত তাবি' হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু উমাইয়ার শেষ খলীফার রাজত্বের সময়সীমা হবে দুই বছর। সে উহাতে পৌছবে না এবং সে আঠারো মাস অতিক্রম করতে পারবে না।

১৯৪৫- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে এই হাদীসের সকল রাবী বলেন যে, একশত পঁচিশ বছর পর আবরদের জন্য আফসোস।

১৯৪৬- হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়া হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু আব্বাস সাতানব্বই বা নিরানব্বই সালে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে যাবে। আর দুইশত বছরে হযরত মাহদী দাড়াবে।

১৯৪৭- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনু আব্বাস নয়শত মাস রাজত্ব করবে।

১৯৪৮- হযরত আবুল জালদ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন দুইজন ব্যক্তি মালিক (বাদশা) হবে। এক ব্যক্তি যার জন্ম বাহাত্তর সনে বনু হাশেম গোত্রে হবে।

১৯৪৯- হযরত আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন হযরত মাহদী সাত, আটানব্বই বছর রাজত্ব করবে।

১৯৫০- হযরত সাব্বাহ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সে উনচল্লিশ বছর অবস্থান করবে এবং বনু হাশেম সত্তর বছর অবস্থান করবে। আর রাওযাসের ধ্বংস ও হাশেমীদের মধ্যে পার্থক্য হবে সত্তর বছরের।

১৯৫১- হযরত ওয়ালীদ বলেন আমি দানিয়ালের উপর পড়লাম। তিনি বলেন এই উম্মতের

সমস্ত ব্যাপার তাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর হতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত দুইশত চোয়াত্তর বছরের মধ্যে হবে। আর উহা হতে বনু উমাইয়াদের জন্য আশি বছর বা তার চেয়ে বেশি কিছু হবে। আর বারজন বাদশার জন্য হবে একশত বছর। আর জাব্বারীনগণ চল্লিশ বছর রাজত্ব করবে। আর মানুষ বাকী থাকবে আর তাদের জন্য সাত বছর কেউ থাকবে না। অতপর পরবর্তী সাত বছরে দাজ্জাল বের হবে। এবং তারপর হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম বের হবে তখন হবে চল্লিশ বছর। (এই হল মোট দুইশত চোয়াত্তর বছর।)

১৯৫২- হযরত আবু হামযা নযর ইবনে শামীত হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঐসময় হতে যখন হককে ছিনিয়ে নেয়া হবে আর তাদের আহলদের নিকট পৌছানো হবে। এক হাজার তিনশত পয়ত্রিশ দিন। এক হাজার দিন এবং দুইশত দিন এবং পাঁচ দিন। সুসংবাদ ঐব্যক্তির জন্য যে বিপদের মধ্যে উহার উপর ধৈর্যধারণ করে আমীর যুল তাজের সাথে। আর সে হল সৎকাজকারী। আর এর মধ্যে যে আছে, তার ব্যাপরে তিনি বলেন, আমি বললাম তুমি প্রথম সময় থেকে চল্লিশ দিন কমাতে পারবে না। তিনি বলেন উক্ত সময়ের মধ্যে কম্পন, মিথ্যা আরোপ, ও ভূমিধ্বস থাকবে। অতপর একজন ন্যায় পরায়ন ইমাম অতপর একজন উচ্চ ইমাম অতপর আরেকজন ন্যায় পরায়ন ইমাম। তারা সকলেই বিশ বছর ও কিছু সময় রাজত্ব করবে। অতপর একজন ন্যায় পরায়ন ইমাম বা নেতা পনের বছর রাজত্ব করবে।

১৯৫৩- হযরত হাইসাম ইবনে আসওয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন নিশ্চই একশত বিশ বছর ভালোর পর খারাব আসবে। আর কোনো ব্যক্তি জানে না যে, উহার শুরুর প্রবেশ কখন হবে। (প্রথম লক্ষণ কখন দেখা যাবে।)

১৯৫৪- হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাওয়ালী হতে এক ব্যক্তি বের হয়ে অতিক্রম করবে। আর তারা বনু হাশেমের দিকে ডাকবে। হযরত আব্দুল্লাহ দাবী করেন যে, সে চল্লিশ বছর মিলিত হবে অতপর ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৯৫৫- হযরত ইয়াযিদ ইবনে আব হাবীব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, সাতত্রিশ বছরে সুফইয়ানীর প্রকাশ ঘটবে। আর তার রাজত্ব থাকবে আঠাশ মাস। আর যদি সে উনচল্লিশ সনে বের হয় তাহলে তার রাজত্ব হবে নয় মাস।

১৯৫৬- হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যদি সুফইয়ানীর প্রকাশটা সাতত্রিশ সনে হয়। ......

১৯৫৭- হযরত আবু হারুন হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি নওফকে বললাম যে, নিশ্চই

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, সত্তরের পর অল্পসংখ্যাক মানুষই বসবাস করবে। অতপর তিনি বলেন নিশ্চই আমি তাদের পাবো যারা উহার পর দীর্ঘ সময় জীবন যাপন করবে।

১৯৫৮- হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমি নিশ্চই এটা আশা করি যে, আমার উম্মত আমার প্রতিপালকের নিকট অক্ষম হবে না যে, তাদের অর্ধদিবস বিলম্ব করা হবে। হযরত সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন অর্ধদিবস মানে পাঁচশত বছর।

১৯৫৯- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তোমাদের অপদস্থতা হল এমন একটি ফিতনা বা যুদ্ধ যা অন্ধকার রাত্রের একটি অংশের ন্যায়। যা থেকে উহার পূর্ব ও উহার পশ্চিম কিছুই রক্ষা পাবে না। তবে ঐসমস্ত লোক রক্ষা পাবে যারা লেবানান ও ত সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করবে। সুতরাং তারা অন্যদের থেকে নিরাপদ হবে। আর এটা ঐসময় ঘটবে যখন আমার এই ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হবে। আর (আামার ঘর) পোড়ানো হবে একশত বাইশ সনে।

১৯৬০- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে বাসার রাযিয়াল্লাহু আনহু এর থেকে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন কুস্তুনতুনিয়ার বিজয় ও দাজ্জালের অবির্ভাবের মধ্যে সাত বছরের ব্যবধান হবে।

১৯৬১- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন চতূর্থ ফিতনা আঠারো (মাস) স্থায়ী হবে। অতপর স্বর্ণের পাহাড় হতে ফুরাত নদীকে আবদ্ধ করা হবে। অতপর তারা উহার উপর যুদ্ধ করবে। এমনকি তারা ঐসময় পর্যন্ত যুদ্ধ করবে যতক্ষণ পর্যন্তনা প্রত্যেক নয় জনে সাত জন হত্যা করা হয়।

১৯৬২- হযরত বাহীর ইবনে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সাইদা হতে সিরিয়ার উপরের দিকে একটি ফিতনা বের হবে যা তাদের মাঝে চার বছর দীর্ঘায়ীত হবে।

১৯৬৩- হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, পয়ত্রিশ বা ছত্রিশ বা সাতত্রিশ সনে ইসলামের চাক্কি ঘুরবে। যদি তারা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে যে ধ্বংস হয়েছে তার রাস্তার ন্যায়। আর যদি পূর্ণ হয় তাহলে সত্তর বছর। তারা বললেন হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি দিয়ে অতিবাহিত হবে? বা কি দিয়ে বাকী থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন অবশিষ্ট থাকার মত কিছুই থাকবে না।

১৯৬৪- হযরত আবব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলেন নিশ্চই তুমি হিয়াযাল আরাযীতে কোন যমিন ক্রয়ের ব্যাপারে আমার সাথে পরামর্শ করেছিলে আর আমি তা ক্রয়ে নিষেধ করেছিলাম। আর যদি উক্ত যমিতে তোমার কোন প্রয়োজন থাকে তাহলে তুমি তা ক্রয় কর। কেননা তা অচিরেই চল্লিশ জনের উপর সন্ধি ও জামা'আতের (কারণ) হবে।

১৯৬৫- হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন অচিরেই পয়ত্রিশ সনে ইসলামের চাক্কি ঘুরবে। যদি তারা ধ্বংস হয় তাহলে যে ধ্বংস হয়েছে তার রাস্তা। আর যদি তারা বাকী থাকে তাহলে উহার সত্তর বছর পূর্বে বা সত্তর বছর পর। তিনি বলেন বরং উহার সত্তর বছর পর।

১৯৬৬- হযরত ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন সাতষট্টি সনে মূল্যস্ফীতি (দূর্ভিক্ষ), আটষট্টি সনে মৃত্যু, আর উনসত্তর সনে মতানৈক্যতা হবে। আর একশত সত্তর সনে তারা লুণ্ঠন করবে। আর সত্তর সনের পর আমার বংশের এক ব্যক্তির সময়ে (সকল কিছু বৃদ্ধি পাবে) এমনকি তখন নেয়ামত দ্বিগুণ হয়ে যাবে, ফল-মূলও দ্বিগুণ হবে। আর মানুষ সকল ব্যবসায়ের প্রতি ঝুকে যাবে। অতপর হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময়ের অবস্থা কেমন হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন তোমাদের প্রতিপালকের দয়া, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াত।

১৯৬৭- হযরত যুবাইর ইবনে নুফাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলা হল হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে কি ঘটবে তার ব্যাপারে আমাদেরকে অবহিত করুন। তখন উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আমি তোমাদেরকে তোমাদের নবীর পর সল্প সময়ে মতানৈক্যতার ব্যাপারে অবহিত করছি। আর একশত তেত্রিশ সনে হালীম তথা ধৈর্যশীল ব্যক্তি তার সন্তানের ব্যাপারে খুশি হবে না। আর একশত পঞ্চাশ সনে পাপাচারিতার প্রকাশ পাবে। এমননিভাবে একশত ষাট সনে তারা দুই বছরের খাদ্য জমা করবে। আর ছিষট্টিতে আন নাজা আন নাজা তথা মুক্তি মুক্তি। আর একশত নব্বইতে রাজাদের রাজত্ব কেড়ে নেয়া হবে। আর আশি নব্বই পর্যন্ত গুনাহগারদের উপর বিপদ আপদ আসবে। আর একশত বিরাশি সনে পাথর দ্বারা ঢেকে দেয়া, ভূমি ধস, বিকৃতি, দুইশত খারাবীর আত্মপ্রকাশ, মানুষ তাদের বাজারে থাকাবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর আযাবের ফয়সালা।

১৯৬৮- হযরত যুবাইর ইবনে নুফাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আমার পঁচিশ বছর পর আমার সাহাবীদের মধ্যে

মতানৈক্যতা হবে। তারা একে অপরকে হত্যা করবে। আর একশত পঁচিশ বছরে তীব্র অনাহার দেখা দিবে। আর উমাইয়াগণ তাদের খলীফাকে হত্যা করবে। একশত তেত্রিশ বছরে তোমাদের একজন তার সন্তানের প্রতিপালনের চেয়ে উত্তম ভাবে কুকুরের ছানা প্রতিপালন করবে। একশত পঞ্চাশ বছরে পাপাচারিতা বৃদ্ধি পাবে। একশত ষাট বছরে এক বছর বা দুই বছরের জন্য দূর্ভিক্ষ দেখা দিবে। সুতরাং যে ব্যক্তি উহা পাবে সে যেন খাদ্য জমা করে রাখে। আর তারকা পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। একটি পতনের শব্দ হবে যে শব্দ সকলেই শুনবে। একশত ছিষট্টি বছরে যার পৃথক পৃথক ঋণ থাকবে সে যেন তা একত্রিত করে নেয়। যার কন্যা থাকবে সে যেন উক্ত কন্যার বিবাহ দিয়ে দেয়। আর যে ব্যক্তির আর যে অবিবাহির অবস্থায় থাকবে সে যেন বিবাহ করা থেকে ধৈর্যধারণ করে। আর যে ব্যক্তির স্ত্রী থাকবে সে যেন তার থেকে পৃথক থাকে। একশত সত্তর বছরে রাজাদের থেকে তাদের রাজত্ব কেড়ে নেয়া হবে। (একশত) আশি বছরে বিপদ আপদ আসবে। (একশত) নব্বই বছরে ধ্বংস হবে। আর দুইশত বছরে কাযা তথা কিয়ামাত হবে।

১৯৬৯- হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন একশত পঞ্চাশ বছরে (সনে) তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উত্তম হবে কন্যা সন্তান।

১৯৭০- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে তার ক্রয়কৃত জমিনের নিকটবর্তী জমিনের জন্য পরামর্শ দেন। অতপর তিনি বললেন এখন চল্লিশ বছরের শুরু। আর অচিরেই উহার আশপাশে সন্ধি হবে। সুতরাং তুমি উহা ক্রয় কর। আর হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এর জামাআ'ত চল্লিশ বছরের শুরুতে হয়েছে।

১৯৭১- হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন একশত বছর বনু উমাইয়া বনু মারওয়ানের মালিক হবে। আর তখন থেকে কিছুটা সময় এবং ষাট বছর তাদের উপর কঠিন্যতা আবর্তিত হবে; তাদের ছেড়ে যাবে না। এমনকি তারা তাদের হাত দিয়ে দূর করবে। অতপর তারা উহা প্রতিহত করতে চাইবে। কিন্তু তারা তা পারবে না। যখনই তারা উহাকে এক দিক দিয়ে প্রতিহত করবে অন্য দিক দিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করে দিবেন। তারা শুরু করবে মীম দ্বারা এবং শেষও করবে মীম দ্বারা। অতপর তাদের রিহার ঘূর্ণন শেষ হবে ও তাদের রাজত্ব খতম হবে। এমনকি তাদের এক খলীফাকে বিচ্যুত করা হবে। ফলে সে যুদ্ধ করবে এবং তার দুটি সওয়ারীকে হত্যা করা হবে। অতপর গাধা (ওয়ালা) সুন্দর উপদ্বীপের দিকে অগ্রসর হবে। আর উহার সাথে থাকবে শয়তান ও জওফের নিকৃষ্ট মানুষ। আর সে হল মারওয়ান। সুতরাং তার হতে আকাকিল ধ্বংস হবে অর্থাৎ শহর ধ্বংস হবে। আর তার হতে হবে কম্পণ।

১৯৭২- হযরত ইরইয়ান ইবনে হাইসাম হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর

রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, আর আমি তাকে বললাম, তুমি ধারণা কর যে, সত্তর বছরের মাথায় কিয়ামাত সংগঠিত হবে। অতপর তিনি বললেন তারা আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে। আসলে বিষয়টি এরুপ নয়। আমি বললাম কিন্তু আপনিতো বলেছেন যে, সত্তরের সময়ই কঠিন্যতা ও বড় বড় বিষয় সংগঠিত হবে। আর ঐসময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্তনা আরব ঐজিনিসের ইবাদাত করে যার ইবাদাত তার পূর্বপূরুষগণ করেছিল। আর তা একশত বিশ বছরে।

১৯৭৩- হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন বনী ঈসরাইলের ন্যায় উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় হলো তিনশত বছর।

১৯৭৪- হযরত আবু হাসসান বুনা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন নিশ্চই বনু আব্বাসের হতে যে তিনজন বাদশা বা মালিক হবে, তাদের নাম হবে আইন (দিয়ে)।

১৯৭৫- হযরত ইবনে আইয়াস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমাদের নিকট আমার মাশাইখগণ হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। আর তাদের একজন (বর্ণনাকারীদের) আরেকজনের উপর বেশী বর্ণনা করেছেন। আর তারা সকলেই বলেছেন যে, হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু এক জ্ঞানী রাহেবের নিকট একত্রিত হলেন যাকে নুসু' বলা হত। আর সে আলেম ও (পূর্ববর্তী কিতাবসমুহের) পাঠক ছিল। অতপর তারা দুনিয়ার বিষয়ে এবং দুনিয়ার মধ্যে যা বিরাজ আছে তা নিয়ে আলোচনা করলেন। অতপর নুসু' বলল হে কা'ব! একজন নবী প্রকাশ পাবে, যার একটি দ্বীন বা ধর্ম থাকবে। আর তার উক্ত দ্বীন সমস্ত দ্বীন বা ধর্মের উপর প্রকাশ পাবে। অতপর নুসু' হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু কে উদ্দেশ্য করে বলল হে কা'ব আমাকে তাদের রাজত্ব সম্পর্কে অবহিত কর। (তাহলে) আমি তোমাকে সত্যায়ন করবো। এবং তোমার ধর্মে প্রবেশ করবো। (তোমার ধর্ম গ্রহণ করবো)। অতপর হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন আমি তাওরাত কিতাবে পেয়েছি যে, তাদের থেকে বারজন বাদশা হবে। তাদের প্রথমজন হবে সত্যবাদী আর সে মৃত্যুবরণ করবে। অতপর পৃথককারী যুদ্ধ করবে। অতপর আমীর বা নেতা যুদ্ধ করবে। অতপর প্রধান রাজা বা বাদশা মৃত্যুবরণ করবে। অতপর আহরাস ওয়ালা মৃত্যুবরণ করবে। অতপর অহংকারকারী মৃত্যুবরণ করবে। অতপর আসব ওয়ালা আর সে হল বাদশাদের শেষজন যে মারা যাবে। অতপর আলামত বা নিদর্শণ ওয়ালা ব্যক্তি বাদশা হবে এবং মারা যাবে। নুশু বলল, এখন আমাকে বধিরদের ফিতনা সম্পর্কে খবর দাও। যারা সেখানে রক্তপাত করবে এবং সেখানে অনেক বালা মুসিবত হবে। হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন উহা তখন ঘটবে যখন ইবনে মাহেক যাহবিয়ানকে হত্যা করা হবে। আর তার হত্যার সময় বালা মুসিবত পড়ে যাবে। (থেমে যাবে।) আর সুচ্ছন্দতা বেড়ে যাবে। আর উহা প্রজ্জলিত করবে এমন এক কওম যারা বুদ্ধিমান ও অনুগামী। (তারা সুখ শান্তি ভোগ করবে।) আর তখন তাদের জন্য নিদর্শন ওয়ালার পরিবার হতে চারজন বাদশা নিযুক্ত হবে। দুইজন বাদশা এমন যাদের জন্য কিতাব পড়া হবে না। আর একজন বাদশা তার বিছানাতে মারা যাবে।

তার অবস্থান হবে অল্প সময়ের জন্য। (বাদশা হিসেবে সে অল্প সময় পাবে।) আরেকজন বাদশা যে জওফের দিক হতে আসবে। আর তার দুই হাতে থাকবে বালা মুসিবত। আর তার হতে মুকুট চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। আর সে চার মাস হিমসে অবস্থান করবে। অতপর তার যমিন বা দেশ হতে তার দিকে ভীতি আসবে ফলে সে সেখানে থেকে প্রস্থান করবে। আর তখন জওফের উপর বালা মুসিবত আপতিত হবে। আর যখন তা ঘটবে তখন তাদের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে এবং তাদের উপর বনু আব্বাসের ফিতনা আবর্তিত হবে। তারা এগারজন অশ্বারোহী পূর্বদিকে প্রেরণ করবে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজে সন্তুষ্ট থাকবেন না। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বারা ঐসময়ের লোকজনকে পরীক্ষা করবেন। ফলে আরবের প্রত্যেক অধিবাসীদের উপর তাদের শিবির প্রবেশ করবে। ফলে তারা পূর্বদিক হতে বিয়ের বরের ন্যায় দ্রুত চলে যাবে। আর সে সময়ই তাদের কালো পতাকা প্রকাশিত হবে। যারা তাদের ঘোড়া সিরিয়ার যাইতুন গাছের সাথে মিলিত করবে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের হাত দিয়ে প্রত্যেক অহংকারী ও তাদের শত্রুকে হত্যা করবেন। এমনকি তাদের অধিবাসীদের হতে আত্মগোপনকারী ও পালয়নকারী ব্যতীত কেউ জীবিত থাকবে না। (তখন) তিনজন মানসূর, সিফাহ, ও মাহদীর প্রকাশ হবে। নুশু বলল তাহলে কে তাদের নেতা ও তাদের বিষয়ের দায়িত্বশীল হবে? তিনি বললেন যারা চলে ও বসবাস করে সৈন্যদের মত। আর সে সময় সিফাহ পূর্বঞ্চলবাসীদের উপর লাঞ্চনা ও হীনতা চাপিয়ে দিবে। যা আরিমাকে (গোত্র) পয়তাল্লিশ সকাল মিলিত করবে। (পয়তাল্লিশ দিন স্থায়ী হবে।) অতপর তাদের মাঝে সত্তর হাজার তরবারী (ওয়ালা সৈন্য) প্রবেশ করবে। তাদের প্রতীকি নিশান থাকবে কোষমুক্ত, উচু উচু। অতপর সিফাহ এর জন্য দুটি ঘটনা হবে। একটি ঘটনা বা যুদ্ধ হবে পূর্বাঞ্চলে। আরেকটি হবে জওফে। অতপর যুদ্ধ তার আওযার (পোষাক) রেখে দিবে। (যুদ্ধ থেমে যাবে।) নুশু বলল আর কতদিন তাদের রাজত্ব স্থায়ী হবে? হযরত কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন সাতের মধ্যে নয়। আর তাদের জন্য উহার শেষে আছে অমঙ্গল। নুশু বলল তাদের ধ্বংসের আলামত কি? তিনি বললেন উহার আলামত হল পূর্বাঞ্চলে দূর্ভিক্ষ, পশ্চিাঞ্চলে পতন, জওফে রক্তিমাকার হওয়া, কিবলাতে ফাসীর মৃত্যুবরণ। অতপর ঐসময়ের অধিবাসীগণ সিফাহ এর জন্য অজ্ঞতা একত্রিত করবে। তারা তাদের ধর্মকে অহেতুক ও খেলাচ্ছলে গ্রহণ করবে। তারা উহা (ধর্ম) দিনার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করবে। এমনকি যখন তারা এমন হবে যে তারা তাদের শত্রুকে দেখবে আর এটা ধারণা করবে যে শত্রুরা এখনই তাদের দেশের উপর আক্রমণ করবে তখন তাদের শয়তানী শক্তির (বিদ্রোহীতার) মুল ব্যক্তি আসবে। উহার পূর্বে কেউ তাকে চিনতো না। সে হবে মাঝারি গড়নের, চুলগুলো কোঁকড়ানো, তার চক্ষু হবে কোটারগত, চোখের ভ্রু হবে মিলিত, হলুদবর্ণের। এমনকি যখন সে উক্ত বছরের শেষে যে বছরে ঐসময়ের অধিবাসীরা সফাহের জন্য জমা করেছিল তখন মানসূর মারা যাবে। আর তখন একটি মাত্র শহরে ব্যতীত তারা সবাই পৃথক হয়ে যাবে। অতপর যখন তাদের নিকট খবর পৌছবে তখন তারা যেমন ছিল তেমনভাবে মারামারি করবে। অতপর তারা আব্দুল্লাহর জন্য বাইয়াত গ্রহণ করবে। অতপর সুফইয়ানী প্রত্যাবর্তণ করবে। আর সে পশ্চিাঞ্চলের একটি দলের মাধ্যমে তাদেরকে নিজের দিকে ডাকবে। ফলে তারা তার জন্য এমনভাবে জমা করবে যা ইতি কেউ কারো জন্য করে নাই। অতপর সে কূফা হতে একটি সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন করে দিবে। আর তখন বসরা হতে কোন

সৈন্যদল হবে না। আর তখনই তাদের অধিকাংশ লোক আগুনে পুড়ে পানিতে ডুবে মারা যাবে। আর ঐসময় কুফাতে ভূমিধস হবে। আর দুটি জামাআত একটি স্থানে মিলিত হবে। যে স্থানকে কিরকিসিয়া বলা হয়। আর তখন সবর পৃথক হয়ে যাবে, তাদের থেকে সাহায্য উঠিয়ে নেয়া হবে এমনকি তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি পশ্চিমদিক (সৈন্য) প্রেরণ হয় তাহলে ছোট যুদ্ধ বা ঘটনা হবে। আর ঐসময় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর জন্য আফসোস! আর আমি তোমাদের উপর ঐসময়ের সফরের পতাকার ভয় পাইতেছি। যখন তারা পশ্চিম হতে মিসরে এসে অবস্থান নিবে তখন তাদের জন্য দুটি ঘটনা ঘটবে। একটি ঘটনা বা যুদ্ধ ঘটবে ফিলিস্তিনে আরেকটি সিরিয়াতে। অতপর কুরাইশের এক মহিলাকে হত্যা করার পর তাদের উপর মুহাজিরগণ ধাবিত হবে। যদি আমি চাই তাহলে তার নামকরণ করতে পারবো। অতপর তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। অতপর একজন বিদ্রোহী বিদ্রোহ করবে। যাকে আব্দুল্লাহ বলা হবে। সৃষ্টিজগতের নিকৃষ্ট। সে তার বিষয়কে হিমসে প্রদীপণ করবে। সে দামেস্কে আগুন প্রজ্জলিত করবে। আর সে ফিলিস্তিনে বের হবে এবং যে তার বিরোধীতা করবে সে তার উপর প্রকাশ (বিজয় লাভ করবে) পাবে। আর তার হাতেই পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা ধ্বংস হবে। আর তার আহবান হবে নিকৃষ্টতম আহবান। আর তার হত্যা হবে নিকৃষ্টতম হত্যা। সে এক মহিলার গর্ভের মালিক হবে। সে তিনটি সৈন্যদল সহকারে বের হয়ে কূফানে যাবে। তারা সেখানে তারা কাইসের ঘরবাড়ীতে পৌছবে। তারা সেদিন হতে নিস্কৃতির কামনা করবে। আরেক দল যাবে মক্কা ও মদীনাতে আর সেখানে তাদের উপর ভূমি ধস আসবে। (তারা মাটির নিচে চলে যাবে।) তাদের হতে জুহাইনা গোত্রের দুইজন ব্যক্তি ব্যতিত কেউই বাচতে পারবে না। তাদের মধ্য হতে একজন সিরিয়াতে প্রত্যাবর্তন করবে আরেকজন মক্কার দিকে যাবে।

১৯৭৬- হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হুসাইনের বংশধর হতে একজন ব্যক্তি বের হবে। যার নাম হবে তোমাদের নবীর নাম। তার প্রকাশের কারনে দুনিয়া ও আসমানবাসী আনন্দিত হবে। অতপর এক ব্যক্তি তাকে বলল হে আমীরুর মুমিনীন! সূফইয়ানীর নাম কি? হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন সে হল খালিদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানের বংশধর হতে। সে হবে বিশাল মাথার অধিকারী, তার চেহারায় থাকবে গুটিবসন্ত রোগের আলামত থাকবে। তার চোখে থাকবে সাদা ছাপ। তার অবির্ভাব আর হযরত মাহদীর অবির্ভাবে তাদের মাঝে কোন বাদশা থাকবে না। আর সে হযরত মাহদী আলাইহিস সালামের নিকট খেলাফাত অর্পণ করবে। সে সিরিয়ার অন্তর্গত দামেস্কের একটি ওয়াদী (এলাকা) হতে বের হবে। যে ওয়াদীর নাম হবে ওয়াদীল ইয়াবেস। আর সে বের হবে সাতটি দলের মাঝে দলভূক্ত হয়ে তাদের কোন এক ব্যক্তির সাথে। (তার সাথে থাকবে) নামানো পতাকা যা তারা সকলেই চিনবে যে, তার পতাকায় (তলে) সাহায্য থাকবে। সে সম্মুখে ত্রিশ মাইল সফর করবে। যারা তাকে (পরাহত করতে) চাইবে তারা কেহই তার আগমনের ব্যাপারে জানবে না। তারা সকলেই পরাজিত হবে। সে দামেস্কে এসে দামেস্কের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে। এবং ফক্বীহ ক্বারীদেরকে তার নিকটভাজন বানাবে। সে ব্যবসায়ী ও কর্মজীবিদের মাঝে তরবারী রাখবে। সে ক্বারীদের সংস্পর্শ চাইবে করবে এবং তাদের ব্যাপারে তাদের নিকট সাহায্য কামনা

করবে। তাদের থেকে কোন ব্যক্তি তাকে ঐবিষয়ের উপর নিষেধ করতে পারবে না এমনকি সে তাকে হত্যা করবে। আর সে একদল সৈন্য প্রেরণ করবে পূর্বাঞ্চলের দিকে,আরেকদল পশ্চিমাঞ্চলের দিকে, আরেকদল ইয়ামানের দিকে। আর ইরাকের সৈন্যদলের ওয়ালী বা নেতা হবে বনু হারেসার এক ব্যক্তি। যার নাম হবে ক্বমার ইবনে আব্বাদ। সে হবে মোটা শরীরওয়ালা, তার চুলের দুটি বেণী থাকবে, তার সামনে তার কওমের খাটো আকারের এক ব্যক্তি থাকবে যে হবে টেকো ও তার দুই কাঁধ হবে প্রশস্ত। আর পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে যারা সিরিয়ায় থাকবে তারা তার সাথে যুদ্ধ করবে। আর সেখানে সেদিন তাদের হতে বিশাল এক দল থাকবে। তারা দামেস্ক ও বানিয়্যাহ নামক স্থানের মাঝামাঝি এলাকা তারা যুদ্ধ করবে। পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধে হিমসের অধিবাসীগণ এবং তাদের সাহায্যকারীগণদের প্রত্যেককে সেদিন সুফইয়ানী পরাজিত করবে। অতপর দামেস্ক ও হিমসে যারা থাকবে তারা সুফইয়ানীর সাথে যাবে এবং তাদের সালীমার দিকে অবস্থিত হিমসের বাদীন নামক এলাকায় পূর্বাঞ্চল বাসীদের সাথে সাক্ষাত হবে। আর তখন পূর্বাঞ্চল বাসীদের চার ভাগের তিন ভাগ ষাট হাজারের অধিক কিছু লোক তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাতে তারা পরাজিত হবে। আর যেই সৈন্যদল পূবাঞ্চলের দিকে রওয়ানা করেছিল, যখন তারা কূফায় অবস্থান নিবে তখন তাদের মাঝে প্রচন্ড এক যুদ্ধ হবে। তাতে অধিকাংশই মারা যাবে। অতপর কূফাবাসীদের পতন হবে। আর তখন কতইনা রক্ত প্রবাহিত হবে, কতইনা পেট বিদীর্ণ করা হবে, কতইনা সন্তান হত্যা করা হবে, মাল লুণ্ঠন হবে, সতীচ্ছেদ করা হবে, মানুষ মক্কার দিকে পালায়ন করবে। আর সুফইয়ানী উক্ত সৈন্যদলের নেতাকে এইমর্মে পত্র লিখবে যে, তুমি হিজাজের দিকে অগ্রসর হও। অতপর কঠিন এক যুদ্ধের পর সে মদীনায় অবস্থান নিবে। আর সেখানে সে কুরাইশদের উপর তরবারী রাখবে ও তাদের এবং আনসারদের চারশ ব্যক্তি হত্যা করবে। অনেক পেট বিদীর্ণ করবে, শিশুদের হত্যা করবে, কুরাইশের বনু হাশের গোত্রের (এক সহোদর) ভাইÑবোনকে হত্যা করবে, এবং তাদের দুইজনকে মসজিদের দরজার সাথে শূলিতে চড়াবে। যাদের নাম হবে মুহাম্মাদ ও ফাতেমা। আর মানুষ সেখান হতে পালায়ন করে মক্কায় চলে যাবে। অতপর সে উক্ত সৈন্যসহকারে মক্কার উদ্দেশ্য করে অগ্রসর হয়ে একটি খালি প্রান্তরে অবস্থান নিবে। আর তখন আল্লাহ তা’আলা হযরত জীবরাঈল আলাইহিস সালামকে (যমিন ধসে দেয়ার) আদেশ করবেন। তখন তিনি তার আওয়াজে চিৎকার করে বলবেন, হে বাইদা বা খালি প্রান্তর! তাদের নিয়ে খালি হয়ে যাও। আর তখন তারা তাদের শেষজন হতে খালি তথা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তাদের থেকে শুধুমাত্র দুইজন ব্যক্তি জীবিত থাকবে। তাদের সাথে হযরত জীবরাঈল আলাইহিস সালামের সাক্ষাৎ হবে তখন তিনি তাদের চেহারাকে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিবেন। কেমনযেন আমি তাদের পিছনদিকে হাটতে দেখছি। তারা যাদের সাথে সাক্ষাৎ হচ্ছে তাদেরকে (ঘটে যাওয়া বিষয় সম্পর্কে) অবগত করছে।

১৯৭৭- হযরত কা’ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন প্রত্যেক উম্মতই তাদের নবীর পর পয়ত্রিশ বছরের মাথায় পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আর যদি তোমরা নিস্কৃতি য়েয়ে থাক যে, তোমরা পয়ত্রিশ বছরের মাথায় পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে, বরং যদি পয়ত্রিশ বছরের মাথায় তোমাদের পরীক্ষা করা হয় তাহলে তোমাদের ঐসকল বিষয়ই পৌছবে যা অন্যান্য উম্মতের

পৌছেছিল।

১৯৭৮- হযরত যামরা ইবনে হাবীব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমাদের নিকট এখবর পৌছেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আমার উম্মতের পাঁচটি স্তর হবে। আর প্রত্যেক স্তরের চল্লিশ বছর। সুতরাং প্রথম স্তর হলÑ আমি ও আমার সাথে যারা ইয়াকীন ও ইলম ওয়ালা রয়েছে। দ্বিতীয় স্তর হলÑ সৎকর্মকারীর ও পূণ্যবানদের স্তর। তৃতীয় স্তর হলÑ পরস্পর সম্পৃক্ততা ও সহানুভূতিশীলদের স্তর। চতূর্থ স্তর হলÑ পরস্পর বিরোধীতা ও বিচ্ছিন্নতাকারীদের স্তর। পঞ্চম স্তর হলÑ বিশৃংখলায় আনন্দ ও উৎফুল্য প্রকাশকারীদের স্তর। আর দুইশত দশ বছরে (বোমা) নিক্ষেপণ, ভূমি ধস, বিকৃত হওয়া পতিত হবে। আর দুইশত বিশ বছরে যমিনের আলেমদের উপর মৃত্যু পতিত হবে। (তারা মারা যাবে) এমনকি একজনের পর আরেকজন ব্যতিত বাকী থাকবে না। আর দুইশত ত্রিশ বছরে আকাশ ডিমের ন্যায় শিলা বৃষ্টি বর্ষণ করবে। ফলে চতুষ্পদজন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। আর দুইশত চল্লিশ বছরে নীল নদ ও ফুরাত নদীর অবসান হয়ে যাবে এমনকি লোকজন উক্ত দুই নদীর পাড়ে শস্য রোপণ করবে। দুইশত পঞ্চাশ বছরে রাস্তার অবসান ও পশু মানুষের উপর কর্তৃত্ব করবে। আর প্রত্যেক জাতি তাদের শহরকে ভালভাবে আকড়ে ধরবে। আর দুইশত ষাট বছরে সূর্য্যকে অর্ধঘন্টার জন্য আটকে দেয়া হবে যার ফলে অর্ধেক মানুষজাতি ও অর্ধেক জ্বীনজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। দুইশত সত্তর বছরে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে না, কোন মহিলা গর্ভধারণও করবে না। দুইশত আশি বছরে নারীজাতি আপতিত খচ্চরের ন্যায় হবে এমনকি একজন মহিলার উপর চল্লিশজন পুরুষ এমনভাবে পতিত হবে যে, তুমি উহার কিছুই দেখবে না। আর দুইশত নব্বই বছরে বছর মাসে, মাস সপ্তাহে, সপ্তাহ দিনে, দিন ঘন্টায় এবং ঘন্ট খেজুর পাতা পোড়ার সময়ের ন্যায় সময়ে পরিনত হবে। এমনকি কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হবে কিন্তু সে সূর্যাস্তের পূর্বে শহরের গেটে পৌছতে পারবে না। তিনশত বছরে পশ্চিমদিক হতে সূর্যোদয় হবে। আর প্রত্যেক অন্তরকে উহার ভিতরে যা আছে তা নিয়েই মহর মেরে দেয়া হবে। সুতরাং ইতিপূর্বে যারা ঈমান আনায়ন করে নাই তাদের ঈমান কোন নফসকে উপকার করতে পারবে না। অথবা ঈমানের মধ্যে কোন মঙ্গল অর্জন করতে পারবে না। আর ঐসময়ের পরের ব্যাপারে কোন কিছু জিজ্ঞাসাও করা হবে না।

১৯৭৯- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়ের পর মানুষ একশত বিশ বছর জীবিত থাকবে।

১৯৮০- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, তোমরা কি ধারণা করছো আজকে এই রাতের ব্যাপারে। পৃথীবির উপরিভাগে যে বা যারা আছে তারা কেহই একশত বছরের মাথায় জীবিত থাকবে না। (একশত বছর পর পৃথীবিতে বসবাসকারী কেহই জীবিত থাকবে না।) হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণনা মানুষ ভীত

হয়ে গেল। যাতে তারা এই ”একশত বছরের” হাদীস সমূহ আলোচনা করে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আজকে যমিনের উপরিভাগে যে জীবিত আছে সে জীবিত থাকবে না। এটা দ্বারা উক্ত যুগের বিলীন হওয়ার উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

১৯৮১- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন খারাবীর কারণে আরবের জন্য ধিক্কার! (কেননা) ষাট বছরের মাথায় এমন একটি বিষয় নিকটবর্তী হচ্ছে যার কারণে আমানত গণীমতে পরিনত হবে। সদকা ক্ষতিপূরণের মালের মত (মনে করা) হবে। পরিচিতিজনের সাক্ষ গ্রহণ করা হবে। আর মনমত বিচার করা হবে।

১৯৮২- হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন তিনশত পাঁচ বছর হবে তখন বড় একচি বিষয় ঘটবে যাতে যদি তারা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে হিরার দ্বারা ধ্বং হবে। আর যদি বেঁচে যায় তাহলে ঈসা আলাইহিস সালাম। আর যখন সত্তর বছর হবে তখন তোমরা এমন কিছু হতে দেখবে যা তোমরা প্রত্যাখান কর।

১৯৮৩- হযরত আরইয়ান ইবনে হাইসাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি এমতবস্থায় যে, তার নিকট হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। তিনি বলেন এই উম্মত একশত ত্রিশ বছর উজ্জলিত হবে।

১৯৮৪- হযরত নাজীব ইবনে সারা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যখন একশত পঞ্চাশ বছর হবে তখন তোমাদের উত্তম মহিলা হল বন্ধ্যা মহিলা।

১৯৮৫- হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমার মনে হয় যদি সত্তর বছর পর মসজিদের উপরে প্রস্তরখন্ড আবর্তিত হয় তাহলে তাদ্বারা তোমাদের দশজনকে হত্যা করা হবে।

১৯৮৬- হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন তুমি কি জান যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তার জাতির মধ্যে কতদিন জীবিত ছিলেন? আমি উত্তরে বললাম হ্যাঁ, জানি। তিনি নয়শত পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি বললেন তার পূর্বে যারা ছিল তারা সবাই তার থেকে বেশী বয়স পেয়েছিল। অতপর মানুষ তার সৃষ্টিগত ক্ষেত্রে, আচরণগত ক্ষেত্রে, সময়ের ক্ষেত্রে এই দিন পর্যন্ত লোপ পাইতেছে।

১৯৮৭- হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন প্রত্যেক নবীই দুনিয়াতে শেষ জীবন যাপনের অর্ধেক জীবন ধারণ করেছেন। আর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একশত চল্লিশ বছর জীবন ধারণ করেছেন।

১৯৮৮- হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে, আমাকে হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন তুমি কি জান যে, মানুষের মধ্যে কে সবথেকে বেশী হায়াত পেয়েছে? আমি উত্তরে বললাম আল্লাহ তা’আলা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করেছেন। অতপর তিনি (আল্লাহ তা’আলা) বলেন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাদের মাঝে নয়শত পঞ্চাশ বছর অবস্থান করেছেন। তার পূর্বের ব্যাপারে আমি কিছু জানিনা। তিনি বললেন নিশ্চই মানুষ সৃষ্টিগত ভাবে, আচরণগত ভাবে, বয়সের দিক দিয়ে কমতেছে।

১৯৮৯- হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন প্রত্যেক দুইয়ের মাঝে চল্লিশ বছর, চল্লিশ মাস, চল্লিশ দিন এমনকি সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে।

১৯৯০- হযরত হাইসাম ইবনে আসওয়াদ হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চই অমঙ্গল (আসবে) ভাল তথা একশত বিশ বছর পর। আর কেহই তা জানেনা যে, উহার প্রথমটা কখন প্রবেশ করবে। (প্রথমটা কখন ঘটবে।)

১৯৯১- হযরত আরতাত ইবনে মুনযির হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমাদের নিকট এখবর পৌছেছে যে, নাছ নবী ছিল। আর সে দাহরের ব্যপারে আলোচনা করেছে। অতপর তিনি বলেন দাহর হল সাতটি সাবু’। আর এক সাবু’ হল সাত হাজার বছর। আর ইদান হল এক হাজার বছর। অতপর পূর্ববর্তী সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন। অতপর তিনি তার বিষয়ে যা ছিল এমনকি শেষ সময় পর্যন্ত আলোচনা করলেন। অতপর তিনি বললেন যখন শেষ সাবু’ এর চার ইদান শেষ হবে তখন আযরাউল বাতুল জন্ম গ্রহণ করবে। সে নিদর্শনাবলী নিয়ে আসবে। সে মৃতকে জীবিত করবে, আকাশে উড়বে। আর তার পর আহওয়া বিভিন্ন হয়ে যাবে। অতপর তারপরে একজন দাসীর সন্তানের প্রকাশ ঘটবে। বারটি পতাকাতে। যার প্রথম হল ঐব্যক্তি যার জন্ম হবে হরমে। তার জন্মে আকাশ অভ্যর্থনা জানাবে। তার অবির্ভাবে ফিরিশতাগণ সুসংবাদ দিবে। অতপর সে সমস্ত উম্মতের উপর প্রকাশ পাবে। যে তাকে স্বীকার করবে সে নিরাপদ থাকবে। আর যে তাকে অস্বীকার করবে সে কাফের। সে পারস্যের উপর বিজয় লাভ করবে এবং উহার বাদশা হবে। এমনিভাবে সে আফ্রিকা জয় করবে ও উহার বাদশা হবে। এমনিভাবে সুরিয়াও (জয় করে বাদশা হবে)। সে অবস্থান করবে তিন সাবু’ হতে এক সাবু’ এর সপ্তমাংশ পর্যন্ত। এর আল্লাহ তা’আলা তাকে প্রশংসিত অবস্থায় তাকে গ্রহণ করবেন। (সে মারা যাবে।) তারপর উমাইয়া বাদশা হবে। সে হবে দূর্বল, সত্যবাদী, ও অল্পহায়াত বিশিষ্ট। তার খেলাফাতের সময় মিসরে কঠিন দূর্ভিক্ষ দেখা দিবে। আর সে হিন্দের বাদশাহী ধ্বংস করে দিবে। তার হায়াত হল এক সাবু’ এর সপ্তমাংশ। তার পর একজন শক্তিশালী ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বাদশা হবে। সে সিরিয়ার বিজয় লাভ করবে। একটি বিপদ বা মুসিবত তাকে শেষ করে দিবে। তার হায়াত হল এক সাবু’ ও একতৃতীয়াংশ সাবু’ এর অর্ধেক। তারপর এক অক্ষম ব্যক্তি বাদশা হবে। আর তাকে হত্যা করা হবে। আর তার হত্যাকারী সফল হবে না। তার হায়াত হল দুই সাবু’ হতে এক সাবু’ এর সপ্তমাংশ কম। তারপর বড় ঘরের

(রাস) মূল ব্যক্তি বাদশা হবে। সে মাল সম্পদ জমা করবে। আর তার হাতে অনেক যুদ্ধ হবে। সুতরাং আফসোস রাস এর জন্য আশ্রয় হতে। এবং আফসোস আশ্রয়ের জন্য রাস হতে। তার হায়াত হল তিন সাবু' হতে এক সাবু' এর সপ্তমাংশের তিনভাগের একভাগ কম। তারপর তার ঔরস হতে আমরাদ নামক এক ব্যক্তি বাদশা হবে। তার সময়ে সুরিয়ার ফল শুকিয়ে যাবে। আর সে রুমের বাদশাহী ধ্বংস করবে। তার হায়াত হল অর্ধেক সাবু' হতে এক সাবু' এর সপ্তমাংশের তিনভাগের এক ভাগ। তারপর দ্বিতীয় রাসের ঘর হতে জাবহা বাদশা হবে। সে হবে সতর্ক বিচারক। তার বংশ হতে চারজন বাদশা হবে। তার হায়াত হল তিন সাবু' হতে এক সাবু' এর এক সপ্তমাংশ কম। তারপর তার ঔরস হতে মাসাব নামক ব্যক্তি বাদশা হবে। তার সময়ে প্রশিদ্ধ রোম ধ্বংস হবে। আর সিরিয়াতে এমন ভুমিকম্প হবে যে, তাতে দালান কোঠা ধূলিস্যাত হয়ে যাবে। তার হায়াত হল এক সাবু' এবং এক তৃতীয়াংশ সাবু' হতে এক সপ্তমাংশ সাবু' এর অর্ধেক কম। তারপর মারওয়ী নামক এক ব্যক্তি বাদশা হবে। তখন রোমের বড় সৈন্যদলের অধিকর্তা যা আশা করবে তা পূরণ হবে না। তার হায়াত হল এক সাবু' এর এক তৃতীয়াংশ পরিমান। তারপর আশাজ্ব বাদশা হবে। আর তার ধর্মের মধ্যে কোন ধোকা নেই। সে ন্যায়পরায়নতার আদেশ দিবে। তার হায়াত হবে কম। আর তার মৃত্যু হবে মুসিবত। তার তার হায়াত হল এক সাবু' এর এক তৃতীয়াংশ পরিমান। তারপর সালাফ (অহংকাকারী) বাদশা হবে। সে হবে দালান কোঠা ধ্বংসকারী ও চেহারা বা আকৃতি পরিবর্তনকারী। তার হায়াত হল তিন সাবু' হতে একতৃতীয়াংশ সাবু' কম। তারপরে দুই বাচ্চাওয়ালা যুবক বাদশা হবে। অতপর তাকে হত্যা করা হবে। তার হত্যাকারীর জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তার যমানায় মিসর হতে ফুরাত পর্যন্ত মৃত্যু ছড়িয়ে পড়বে। (অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করবে।) তার হায়াত হল এক সাবু' এর সপ্তমাংশ ও এক সাবু' এর সপ্তমাংশের তিনভাগের একভাগ। অতপর জওফের বাতাশ অশান্ত হয়ে উঠবে। উহা অহংকারীকে হাকাবে। আর উহা এক সাবু' হতে এক সাবু' এর সপ্তমাংশের কম সময় পর্যন্ত অস্থিরতা পরিচালনা করবে। আর উহার পতন হবে বাবেলের যমিনে। অতপর তার উপর পূর্বের বাতাশ অশান্ত হয়ে উঠবে। আর উহা অনারবকে হাকাবে। (উহা হতে সৃষ্ট) ঘোড়ার রোগ ক্ষতিকারক হবে। উহা তাদেরকে হাকিয়ে শারুল হাজিবাইনে নিয়ে আসবে। একত্রে দুই নদীর মাঝে অবস্থান নিবে। তারা সন্ধ্যা সময় ছাওরের দিকে চলে যাবে। আর অহংকারী বের হবে। আর সে পুরুষদেরকে সাহসী যোদ্ধা হিসেবে নিযুক্ত করবে। এবং সে পিছু নিয়ে সিরিয়াতে অবস্থান নিবে। এবং কঠিনভাবে সিরিয়া জয় করবে। দুইজন সুঠামদেহী দারোয়ান তিন সাবু' ও এক সাবু' এর তিনভাগের একভাগের সমান সময় পরিচালনা করবে। আর তাদের দুইজনের নাম হবে এক। তাদের একজন অন্যের বিছানাতে যুদ্ধের সময় নিহত হবে যে তার প্রভূর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অতপর যখন তাদের অত্যাচার বেড়ে যাবে। তখন উহার উপর পূর্বের বাতাশ অশান্ত হয়ে উঠবে। আর তা জাফরানের উৎপন্নের স্থান ধ্বংস করে দিবে। আর ছওর উঠে দাড়াবে যা তার নিকট আসবে তার ভীতির কারণে। আর সে উহার যমিন ছেড়ে দিবে। আর সে মূর্তির শহরে অবস্থান নিবে। আর পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা অসুস্থাবস্থায় অবস্থান নিবে। ফলে ছওর দুই নদীর মাঝখানে দাঁড়াবে। তার নিদর্শন হল, গায়ের রং হবে তা্র ধরনের, চক্ষু হবে রঙিন। আর চাষী একুশ সাবু' ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করবে। আর তা হল কুরাইশদের সিরিয়ার বিজয় হতে একশত

সাতচল্লিশ বছর। পশ্চিমাঞ্চলের বাদশা বিদ্রোহ করবে এবং উম্মত উহার শিকল প্রসারিত করবে। তারা ঐঅবস্থায় থাকবে তখন পশ্চিমাঞ্চলের ভাঙ্গন নিকটবর্তী হবে। সে পূর্বাঞ্চলের উপর মাটি পান করাবে। আর তখন ছওর তার দিকে সৈন্য প্রেরণ করবে। তখন আর কোন শক্তি থাকবে না। সুতরাং সে পরাজিত হবে। আর তা উহাকে তার সাথে যুদ্ধলব্ধ মালের মালিক বানাবে। পূর্বাঞ্চল কঠিনভাবে (পূর্বাঞ্চলকে) ঝাঁকুনি দিবে। অতপর মারজ সফর অবস্থান নিবে আর তখন তার সাথে সেখানে তা◌্র রংয়ের ছোট চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে দেখা হবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা উহার সকলের বিচার করবেনা। (শেষ করে দিবেন।) অতপর যখন সে তার স্থান হতে সফর করে আইনে সাখনা ও খারকাদূান নামক স্থানের মাঝামাঝি জায়গায় আসবে তখন আকাশ হতে একজন আহ্বানকারী তাকে ডেকে বলবে আফসোস ঐসমস্ত জিনিসের যা খারকাদূনা ও আইনে সাখনার মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে। ফলে প্রত্যেক চক্ষু উহার দুঃখে ক্রন্দন করবে। অতপর সফর করবে। এবং নদীর মাঝখানের অবতরণ করবে। আর সেখানে পুরুষগণ নিমগ্ন হবে। এবং জাব্বার তথা অহংকারী যুদ্ধ করবে এবং সেখানে মাল সম্পদ (গণীমত) ভাগাভাগি করবে। অতপর মূর্তির (আসনাম) শহরের দিকে ধাবিত হয়ে তা জোরপূর্বক বিজয় করবে। আর ছওরকে এমনভাবে আঘাত করা হবে যে, তাতে তার পেট বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তার দলকে শেষ করা হবে। আর তা দ্বারা তার বংশকে ধ্বংস করা হবে। উহা দুই দিকের গেটের মধ্যে যা আছে তা নিঃশেষ করে দিবে। যা সংগ্রহিত হয়েছে তা দ্বারা পূর্বাঞ্চলের দিকে অনিচ্ছাপূর্বক জোর করে পাঠানো হবে। অতপর সে এক সপ্তমাংশ সাবু' এর তিনভাগের একভাগ (সময়) ও আঠারো মাস অবস্থান করবে। অতপর পূর্বাঞ্চল তার নিকট নতি স্বীকার করবে। অতপর তার মাঝে ও রোমবাসীর মাঝে এক সপ্তমাংশ সময়ের (জন্য) একটি অস্ত্রবিরতি (শান্তিচুক্তি) হবে। অতপর সে সফর করে আবীদের শহরে অবস্থান নিবে। আর সেখানে কঠিন যুদ্ধ হবে। অতপর সেখান থেকে বের হয়ে রাবুজ নামক স্থানে অবস্থান নিবে। আর সেখানে সে মাল সম্পদ লুণ্ঠন করবে। অতপর পারস্য রাজ্য আক্রমণ করবে যার মধ্যে থাকবে হাওয়ান নামক এলাকা। আর ওসাদ নামক স্থানে কঠিন ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। অতপর আবর শাহর তার ঘোড়া রুখবে এবং চীন ও আতরাবালাস বা আনতাবালাস সমূদ্রের মধ্যবর্তী এলাকার মালিক হবে। অতপর সে পূর্বাঞ্চলের বাদশা জওফ পাহাড়ের এক পার্শ্বে নির্বাসন নিবে। (অতপর উক্ত বাদশা) সে কাউকে চাইবে না, অন্যকেউ তাকেও চাইবে না। (সে শান্তিতে থাকবে) অতপর তার বংশের একব্যক্তি তাকে ধোঁকা দিবে এবং হত্যা করবে। আর এখবর পূর্বাঞ্চলের বাদশার নিকট পৌছলে সে সামনে অগ্রসর হবে এমনকি সে হিরান ও রিহা নামক স্থানের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থান নিবে। সুতরাং আফসোস হিরানের জন্য। আর সেখানে তার সাথে রাসের বংশধর আমরাদের সাথে সাক্ষাত হবে। ফলে তাদের দুইজনের মাঝে প্রচন্ড যুদ্ধ ও অগণিত হত্যাযজ্ঞ হবে। অতপর পূর্বাঞ্চলের বাদশা বিজয় লাভ করবে। (কিন্তু) তার পানি শুকিয়ে যাবে, দল কমে যাবে। আর আমরাদ সেখান থেকে বের হয়ে সিরিয়াতে অবস্থান নিবে এবং সেখানে অনেক জিনিস পরিবর্তন করবে এবং কিছু রেখে দিবে (পরিবর্তন করবে না)। আর রোম (বাসী রোম থেকে) বের হয়ে আ'মাক নামক স্থানে অবস্থান নিবে। আর সেখানে তাদের সাথে নেযারের বংশধর যুল ওয়াজনাতাইনের সাথে সাক্ষাত হবে। আর সে তাদেরকে আদ সম্প্রদায়ের ন্যায় হত্যা করবে। আর এক আক্রমণের মাধ্যমে তাদের

শত্রুরা পালায়ন করবে। এবং রোম দুই ভাগে বিভক্ত হবে। একদল সাউস নদীর অধিকার গ্রহণ করবে আরেকদল দরবে জীরান। কুরাইশের সন্ধিকে ভঙ্গ করা হবে। মিসর (বাসী)কে বের হতে বাধা দেয়া হবে। ফিরিঙ্গী জাতি তাদের অস্ত্র প্রদর্শন করবে। কাহতানের বংশধর হতে মানসুর নামক এক ব্যক্তি ইয়ামেনের বাদশা হবে। সে হবে নাক, বন্ধু ও দুটি বেণী ওয়ালা। অতপর রামলা, হিরানের ভুমি (হিরানবাসী) ও আমরাদ তার ঘোড়া প্রতিরোধ করবে। সেদিন রোম শক্তভাবে নেতৃত্ব দিবে। সুতরাং কা'ব ও হাওয়াযিন (গোত্রদের) নিয়ে তার দিকে দ্রুত ধাবিত হবে। ফলে কাহতান প্রত্যেক গোত্রের সাথে যুদ্ধ করবে। এবং শহরে তাদের বংশধরদের ভাগ করে দেয়া হবে। অতপর সে সফর করবে এমনকি সে সিন্নীর পাহাড় ও লেবাননে অবস্থান নিবে। মানসুর রামলাতে থাকবে সে (সেখান হতে) সফর করে মারজে আযরাতে অবতরন করবে। আর সেখানে উভয় দলের সাক্ষাত হবে। তখন তাদের উপর ধৈর্য্যকে খালি করা হবে। (ধৈর্য্য উঠিয়ে নেয়া হবে)। মানসুর পরাজিত হবে। সুতরাং তার ঘোড়া সামনে অগ্রসর হবে। আর আমরাদ আরদানে জয়লাভ করবে। এবং সে সেখানে সাত সাবু' ও এক সাবু' এর সপ্তামাংশের পাঁচভাগের একভাগ পরিমান সময় অবস্থান করবে। হাকীম মুতাআন্নী এর বংশধর হতে এক ব্যক্তি বিজয় লাভ করবে। আর সে মিসরবাসী ও আকবাত (কিবতীদের) নিয়ে অগ্রসর হবে। অতপর যখন সে জিফারে অবতরন করবে তখন বিনা যুদ্ধেই যমিন খালি হয়ে যাবে। একটি খবরের কারণে আর তা হল স্পেনের বাদশার বর্বরদের, ফিরিঙ্গীদের ও সাহসী তরুণ যোদ্ধাদের নিয়ে আগমনের খবর। অতপর স্পেনের বাদশা অগ্রসর হবে এমননকি আরদানের নদী দখল করে নিবে। আর তখন যুবক আমরাদ যুদ্ধ করবে এবং তাকে তাকে হত্যা করবে। অতপর সে মিসর ও জিফারে অবতরন করবে। আর তখন তার নিকট তার পিছনদিক হতে গন্ডগোল (এর খবর) পৌছবে আর তা হল আদহামের বাদশা আস্কান্দারিয়া জয় করে নিয়েছে। এবং মিসরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আর সেদিন আরব (বাসী) হিজাজের ইয়াসরাবে মিলিত হবে এবং আদহামের বাদশা সদলবলে অগ্রসর হয়ে সিরিয়াতে অবস্থান নিবে। ফলে উহার অধিবাসীরা উজ্জলিত হবে। আর উপদ্বীপ (জাজিরা) খালি হবে। আর প্রত্যেক গোত্র তাদের অধিবাসীদের সাথে মিলিত হবে। আর সে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করবে। অতপর যখন উক্ত সৈন্যদল দুই উপদ্বীপের মাঝখানে পৌছবে তখন তাদের আহবানকারী আহবান করবে। (আহবান করে বলবে) প্রত্যেক আন্তরিক ও অভ্যন্তরীন ব্যক্তি যারা মুসলমানদের মধ্যে আমাদের সাথে ছিল তারা যেন আমাদের দিকে বের হয়। ফলে তখন মাওয়ালীরা রাগান্বিত হবে এবং তারা এক ব্যক্তির নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে। তার নাম হবে সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কাইছ ইবনে ইয়াসার। অতপর সে তাদের নিয়ে বের হবে। অতপর তাদের দিকে প্রেরিত ওয়ামের সৈন্যবাহিনীর সাথে তাদের সাক্ষাত হবে। ফলে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এবং (তখন) আদহামের বাদশার রোমের সৈন্যদলের উপর মৃত্যু পতিত হবে। আর তারা হল বাইতুল মুকাদ্দাসের বসবাসকারী। ফলে তারা পঙ্গপালের ন্যায় মৃত্যুবরণ করবে। আর আদহামের বাদশা মালিক হবে। সালেহ মাওয়ালীদের নিয়ে সুরিয়ার ভুমিতে অবস্থান নিয়ে আমুরিয়াতে প্রবেশ করতঃ কুমুলিয়াতে অবতরণ করবে। এবং যিনতিয়া জয় করবে। আর সেখানে তার সৈন্যদলের আওয়াজ হবে একমাত্র তাওহীদের। আর আনিয়াতে মাল সম্পদ ভাগ করে দেয়া হবে। একং সে রোমবাসীদের উপর বিজয় লাভ করবে। অতপর সে সেখান

হতে সাহইউনের দরজা, তাবূত। (আর তাতে একটি) রঙিন স্ফটিক থাকবে যাতে হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামের অলংকার (কানের দুল) এবং হযরত আদম আলাইহিস সালামের পোষাক থাকবে। অর্থাৎ তার পরিধেয় এবং জুব্বা। এবং (উহাতে) হযরত হারুন আলাইহিস সালামের পোষাকও থাকবে। অতপর সে ঐ অবস্থায় থাকবে আর এরই মাঝে তার নিকট একটি খবর আসলো যা বাতিল বা মিথ্যা। আর তা হল সূর ওয়ালা প্রকাশ পেয়েছে। ফলে সে ফিরে যাবে এবং মাতীসের অভ্যন্তরীন মারজ নামক স্থানে অবতরণ করবে। আর সেখানে এক সাবু' এর সপ্তমাংশের তিনভাগের একভাগ সময় অবস্থান করবে। আর উক্ত বছর আকাশ উহার তিনভাগের একভাগ বৃষ্টি ধরে রাখবে। আর দ্বিতীয় বছর তিনভাগের দুইভাগ ধরে রাখবে এবং তৃতীয় বছর সম্পূর্ণ বৃষ্টি ধরে রাখবে। ফলে নখ ও দাঁত বিশিষ্ট কোন প্রাণী জীবিত থাকবে না বরং সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তদ্দরুন দূর্ভিক্ষ ও মৃত্যু পতিত হবে (দেখা দিবে)। যার কারণে প্রত্যেক সত্তর জনে দশ জনও বাঁচবে না। আর মানুষ জওফ পাহাড়ের দিকে পালায়ণ করবে। অতপর তাদের উপর তাদের দাজ্জাল বের হবে।

১৯৯২- হযরত হুযাইফাতু ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন একশত চুয়ান্ন বছর পর তোমাদের উত্তম সন্তান হল কন্যা সন্তান। আর একশত ষাট বছর পর তোমাদের উত্তম স্ত্রী হল বন্ধ্যা স্ত্রী। আর যখন একশত আটষট্টি বছর হবে তখন তখন তোমার দ্বীনের দাবি করা হবে। আর একশত উনআশি বছরে তুমি তোমার দ্বীনকে সম্পন্ন কর। আর একশত নব্বই বছরে গোলযোগ আর গোলযোগ। তারা বললেন হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহলে মুক্তি ও সফলতা কি? (কিভাবে মুক্তি ও সফলতা পাবো?) কিয়ামাত পর্যন্ত গোলযোগ আর গোলযোগ।

১৯৯৩- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমার উম্মত তাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মত এক বিঘত এক বিঘত করে গ্রহণ করবে। অতপর এক ব্যক্তি বলল অতপর আমি বললাম পারস্য ও রোম? অতপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তারা ব্যতিত সকল মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হবে।

১৯৯৪- হযরত রবীয়া ইবনে লাক্বীত হতে বর্ণিত যে, তিনি মুসলিমা ইবনে মুখরিমা হতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন যখন ইবনে আবু হুযাইফা মিসরে অকল্যাণের দিকে ধাবিত হল এবং হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে নির্বাসন দিল তখন সে তাদের দানের দিকে মানুষদের ডাকলো। ফলে তা গ্রহণে অস্বীকার করলাম। অতপর আমি সওয়ার হয়ে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট আসলাম এবং বললাম যেমনিভাবে আমি জেনেছি যে, নিশ্চই ইবনে আবু হুযাইফা বিভ্রান্তির নেতা। আর সে মিসরে উহার উপর দখল নিয়েছে। অতপর সে আমাদেরকে তার দানের দিকে আহ্বান করেছে আর তা আমি তাদের থেকে গ্রহণ করতে অস্বীকার

করেছি। অতপর তিনি বললেন তুমি অক্ষম হয়েছ নিশ্চই উহা তোমার হক বা অধিকার।

১৯৯৫- হযরত তাবে’ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মুক্ত পতাকা মিসরে প্রবেশ করবে অতপর সেখানে তারা বিজয় লাভ করবে এবং উহার সিংহাসনের উপবেশন করবে তখন যেন সিরিয়াবাসী যমিনে সুড়ঙ্গ খুড়ে কেননা উহা হল বিপদ।

১৯৯৬- হযরত তাবী’ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন সিরিয়াতে বাইদার পূর্বে পতনের শব্দ হবে তখন বাইদা থাকবে না সূফইয়ানীও থাকবে না। লাইছ বলেন তিবরীতে পতনের শব্দ হয়েছিল যার কারণে আমি ফুসতাত (নামক শহরে ঘুম থেকে) জেগে উঠেছিলাম। এবং যার কারণে পাখির ডানা খুলে গেছে।

১৯৯৭- হযরত আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি খুতবা দেওয়ার জন্য এই মিম্বরের উপর দাড়ালেন এবং বললেন নিশ্চই প্রথম কুরাইশের মানুষ ধ্বংস হবে। এবং তাদের প্রথম নিহত ব্যক্তি হবে আমার বংশধর হতে।

১৯৯৮- হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি কোন ফিতনাতে যুদ্ধ করবো না। এবং বিজিতদের পিছনে আমি নামাজ আদায় করবো।

১৯৯৯- হযরত তাউস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যখন অদ্ভুদ বিষয় উপস্থিত হবে তখন (কোন ব্যক্তি) তার ডানে ও বামে তাকিয়ে সে শুধু অদ্ভুদ বিষয়ই দেখবে। ফলে সে নিশ্বাস ছাড়বে। তখন আল্লাহ তা’আলা তার প্রত্যেকটি নিশ্বাসে দুই এক হাজার হাসানাহ বা সাওয়াব দিবেন। এবং দ্ই ু এক হাজার গুনাহ মাফ করে দিবেন। আর যখন সে মৃত্যু বরণ করবে সে শহীদী মরণ লাভ করবে।

২০০০- হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন নির্বাসিত ব্যক্তির মৃত্যু হল শাহাদাত।

২০০১- হযরত মুয়াল্লা ইবনে রাশিদ আন নিবাল তার দাদী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আমরা একটি পাত্রে খানা খাওয়া অবস্থায় আমাদের নিকট নাবীসাতুল খাইর প্রবেশ করল। আর সে হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন সাহাবী। অতপর তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি কোন এক পাত্রে খানা খায় অতপর তা চেটে খায় তখন উক্ত পাত্র তার জন্য ইস্তেগফার করে। (ক্ষমা প্রার্থনা করে।)

নাঈম ইবনে হাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কিতাবুল ফিতান শেষ হল।